আলোচনা-প্রসঙ্গে

অষ্টাদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

(অষ্টাদশ খণ্ড)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এ.

ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। শ্রীমান কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের প্রেস-কপি প্রণয়নে সাহায্য করেছেন এবং বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী প্রণয়ন করেছেন শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডটিও জনসমাজে সমান আদরণীয় হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৯

প্রকাশক

'রা'

সংকলয়িতার নিবেদন

১৯৪৯ সালের শেষার্দ্ধ এবং ১৯৫০ সালের প্রথম কিছুদিনের কথোপকথন আলোচনা-প্রসঙ্গের অষ্টাদশ খণ্ডে বিধৃত হয়েছে। এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করার সময় আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি পরম লীলাময়ের হাসিকান্না দুঃখবেদনা আনন্দময় তাৎকালিক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পারিবেশিক ও সঙ্ঘগত জীবনের বাস্তব ইতিহাস যথাসম্ভব প্রতিফলিত করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছড়া আমার সত্তার কানায়-কানায় অনুপ্রবিষ্ট, গ্রথিত ও প্রোথিত হয়ে আছে। তা হ'লো—

বস্তুবিহীন ভাবের বিলাস
অনার্য্যদের পাগলাধাঁজ,
নাই-এর পথে নাই-নারায়ণ
আর্য্যেতরের স্বপনরাজ।

তাঁর বাণী, সাহিত্য, দর্শন, তত্ত্ব ও ভুবনপাবন কর্ম্মধারা তাঁর জাগতিক দৈনন্দিন লীলামধুর দিব্য জীবনচর্য্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ান—ভাবে, ভঙ্গীতে, মুদ্রায়, মূর্চ্ছনায়, নয়ননন্দন ঐশী দ্যোতনায়। এই সবের অনুধ্যানই দলিত, মথিত, ছিন্নমর্ম্ম হতচেতন বর্ত্তমান মানব সমাজের বিশল্যকরণীস্বরূপ।

যাক্, যে কথা বলছিলাম। এই আলোচ্য সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর উপর্য্যুপরি ছুটি পারিবারিক শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়েন। একটি শোক হ'লো কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় কুমুদচন্দ্রের আদরের কন্যা টুকুনির মৃত্যু। আর একটি হ'লো তাঁর মধ্যম ভ্রাতা পূজনীয় প্রভাসচন্দ্রের তরুণ যোগ্যপুত্র অধ্যাপক পাগলুদা (বিশ্বরঞ্জনদার) সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল-অবসান। এই ছুজনের অসুখের সময় ও মৃত্যুর পর তাঁর যে কি আকুলি-বিকুলি ও আর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেছি, তা ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। একই সঙ্গে তখন দেখেছি যতিবৃন্দের সঙ্গে ত্যাগ-বৈরাগ্য-তপস্যা মূলক তুরীয় তত্ত্বাদির আলোচনা করতে। অপূর্ব সব বাণী দিতে ও কর্মীদের ইষ্টকর্ম্মে মাতিয়ে তুলতে, নাচিয়ে তুলতে। নরলীলায় পরমপুরুষকে নাকি ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, তাই তাঁকে চিনতে পারা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনও ভয়—ঠিক মানুষের মত।" আবার কথা আছে—"নরলীলায় বিশ্বাস হ'লে পূর্ণ জ্ঞান হয়।" বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—

"শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ"

যুগপুরুষোত্তমের নরলীলা দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে তাঁর পায়ের তলায় বসে কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও সর্ব্বসত্তা দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করেছি। যে অমৃতমথিত লীলার্ণবে অবগাহন করে আমাদের সুখবেঘোরে দিন কেটেছে, ভাষার তুলিতে তার আলেখ্য-অঙ্কন মাদৃশ অভাজনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবু আমার অক্ষমলেখনী তারই কথঞ্চিৎ ধ'রে রাখতে প্রয়াস পেয়েছে, যাতে মানবসমাজ প্রভুর অলোকসুন্দর জীবনের ছিটেফোঁটা অনুভব ক'রে ধন্য হতে পারে। পরমপিতার দয়ায় এবং ভক্তজনের আশীর্ব্বাদে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হ'লেই আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করব। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ, ১৩৯৯
ইং ১৪। ৪। ১৯৯২

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
অ		
অকালমৃত্যু এড়ানো সম্ভব	...	১০১
অকালমৃত্যুর কারণ	...	১২৩
অক্রিয় ও সক্রিয় সহানুভূতি	...	৩০
অজপা জপ	...	৭
অদৃষ্ট	...	১২৩
অনন্ত উপভোগটা কেমন	...	৩০০
অনন্ত জীবনলাভের পথে আমিত্বের স্থান	...	২৪৪
অনন্ত মহারাজের প্রাণরক্ষা	...	৯
অনুভূতি আসার পর ঐ ভাব ছিন্ন হয় কেন	...	৮০
অনুভূতির প্রলোভন তা' লাভের পথে অন্তরায়	...	২০২
অনুভূতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে	...	৭২, ৭৩
অনুরাগ ও বিরাগ	...	১২২
অনুলোমের আগে সবর্ণ বিবাহ চাই	...	১৪৪
অনুশ্রুতির অনুবাদ কিভাবে করা উচিত	...	২৩০
অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা	...	১৪৫
অন্নের প্রভাব ক্রিয়াশীল হয় কেন	...	২৯
অন্য বর্ণের হাতে খাওয়া সম্বন্ধে	...	২৫৬
অন্যায়কে ঘৃণা কর, অন্যায়কারীকে নয়	...	২২৬
অবসাদ তাড়াবার কৌশল	...	৩২৬
অমৃতত্বলাভ	...	১৩৫
অর্জ্জনপটুতার প্রশংসা	...	৩১৩
অর্থনৈতিক উন্নতির পথ	...	১২৪, ৩১৪
অলৌকিক ব্যাপারটা কী	...	২৩৬
অশৌচ অবস্থায় ইষ্টভৃতি নিবেদন-বিধি	...	২৮২
অসৎ জীবন পরজন্মে ভাল হ'য়ে উঠতে পারে কিভাবে	...	২৬৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
অসৎনিরোধী তৎপরতা না থাকায় সমাজের অবস্থা	...	২৩৬
অসৎ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কেন	...	৩০৬
অসুখ-বিসুখে বিব্রতদের প্রতি	...	২৪১
অসুররা কেন অমৃত খেতে পারে নি	...	২৯৩
অহিংসা দ্বারা হিসার নিরসন হয় কেমন ক'রে	...	১৩৪
অহিংসার স্বরূপ	...	৫৭
আ		
আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা	...	১৫৮, ১৬৭
আচরণ ছাড়া চরিত্র গড়ে না	...	২২২
আত্মপ্রতিষ্ঠার পন্থা	...	২৩৫
আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকলে	...	১০৫, ২১৩
আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা	...	১২০
আত্মসমর্পণের স্বরূপ	...	১০৯
আত্মস্থ মানে	...	২৩৫
আত্মা	...	১৯, ৮১, ২৪৪, ৩২৫
আত্মিক চলন	...	২৪৪
আত্মিক শক্তির অভাবে	...	১৬
আত্মিক শক্তির আরোহণ ও অবতরণ	...	৮১
আদর্শ-অনুসরণ না থাকলে	...	১২৬
আদর্শবিহীন অনুষ্ঠানের দাম নেই	...	২৬৮
আদর্শহীন নেতা সর্ব্বনাশা	...	১৬০
আদর্শানুসরণের প্রয়োজনীয়তা	...	৭০, ১২৬, ২৪৮
আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিভূমি	...	২৬৮
আধ্যাত্মিকতা	...	২৯৫
আধ্যাত্মিকতার জাগরণ কিভাবে হয়	...	১১৭
আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা	...	১৮০
আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের প্রস্তাব	...	৪৪, ৫৮
'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী' এর তাৎপর্য্য	...	২৪৯
আভিজাত্যগৌরব-বোধের প্রেরণাদান	...	১৪২, ২৫৭
আভিজাত্য ভাল, জাত্যভিমান ভাল নয়	...	২৫৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
আমিষাহারের কুফল	...	৬৪, ১১৮
আর্থিক অবনতির কারণ	...	৭০, ৭৪
আর্য্যীকৃত করার পদ্ধতি	...	৩১
'আলোচনা-প্রসঙ্গে' সম্বন্ধে	...	২৭৬, ৩১৮, ৩২৩
আলপনা দেবার উদ্দেশ্য	...	২৮৩
আশীর্ব্বাদলাভের পথ	...	১১৬, ১৩১
আশ্রমে থাকার উদ্দেশ্য	...	৩১০
আশ্রমের প্রাথমিক যুগের কথা	...	১৫৬
আসন-মুদ্রার তাৎপর্য্য	...	৯১
আহারগ্রহণের ব্যাপারে স্মরণীয়	...	১৫১, ১৫৩, ২১৮
ই		
ইউরোপের বর্ণাশ্রম	...	২৮৩
ইতর প্রাণীর প্রতি দরদ		৪২, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৭, ১৯৮, ২১৫, ২৫৮, ২৭৩
ইতর প্রাণী সম্বন্ধে	...	১৫৪, ১৮০
ইষ্টকে ভালবাসলে কামনার অবসান হয়	...	২৯২
ইষ্টকে ভালবাসা মানে	...	৭৭, ৩০০
ইষ্টগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ	...	১০৭, ১০৯
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা বনাম আত্মপ্রতিষ্ঠা	...	২৬২
ইষ্টপ্রাণতায় গুণ ও শক্তির সমাবেশ ঘটে	...	৩০৯
ইষ্টপ্রাণ সেবার প্রকৃতি	...	২৬২
ইষ্টভৃতি	...	৫২, ৭০, ১৪৩
ইষ্টমুখী চলার স্রোত অব্যাহত থাকা চাই	...	২৪৭
ইষ্টসেবায় নিরন্তর হ'য়ে চলার মহিমা	...	২৫৪
ইষ্টস্থ মানে	...	২৩৬
ইষ্টীচলনে উপভোগ কিভাবে হয়	...	২৫৪
ইষ্টের অর্থ ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে	...	৩২৪
ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে মূর্খও পণ্ডিত হ'য়ে যায়	...	২২৯
ইষ্টের কাছ থেকে টাকা নিলে কী হয়	...	২১০, ২৭৬
'ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন, ছিন্নভিন্ন তার জীবন', কেন	...	২৮১
ইষ্টের মানুষ হ'লে দুনিয়া তাকে তোয়াজ করে	..	২২৩

বিষয়		পৃষ্ঠা

ইষ্টে সুনিষ্ঠ থাকতে পারে কে ... ২২৭

ঈ

ঈশ্বর ও বিধি ... ২৬

ঈশ্বর কায়াযুক্ত কিনা ... ২৭

ঈশ্বরকোটি পুরুষ ... ২০৩

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু হয়, কতখানি সত্য ... ২৭৪

উ

উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সহজাত সংস্কারের পোষণ চাই ... ৩১৫

উৎসবিমুখতায় জীবনীশক্তি হ্রাস হয় ... ২৪৫

উপনয়নগ্রহণের প্রেরণাদান ... ১৬৫, ১৯৪, ২১৭

ঊ

ঊর্জ্জী ভক্তির জাগরণ চাই ... ২৩০

ঋ

ঋত্বিকদের দায়িত্ব ... ৮২, ১১১, ৩২০

ঋষি ... ১৪৮

এ

এক উদ্দেশ্যের টাকা অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করা অন্যায় ... ১৭৫

এককেন্দ্রিকতার ফল ... ১০৯

একনিষ্ঠার ব্যত্যয়ে ... ৩, ১০৯

ও

ওষুধ—

লিভারের দোষ, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির জন্য ... ২৭০

লিভারের জন্য ... ২৬২

স্বরভঙ্গের জন্য ... ৩০১

ক

কথকতা ... ২৯৮

কথা বলতে জানা চাই ... ২৫২

কন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য ... ২২

করণীয় কী ১২১, ১৬২, ২০৫, ২৫১, ২৬০, ২৯৬, ৩২১

বিষয়		পৃষ্ঠা
কর্ম্মকৌশল		১, ১১৯, ১৬৫, ২৫৩, ২৬৯, ৩০৮
কর্ম্মসাফল্য লাভ হয় কার	...	১৬৫, ৩০৪
কর্ম্ম হওয়া চাই আদর্শপূরণী	...	১০৪
কর্ম্মীচরিত্র কেমন হবে		৩, ১৪, ১৮, ৪৫, ৪৮, ২৭১, ২৯৮
কর্ম্মীদিগকে পরীক্ষা করার ধরন	...	৬৭
কর্ম্মীদের চরিত্র-বিশ্লেষণ ও ভর্ৎসনা		২৩৪, ২৩৫, ২৪১, ২৯৮, ৩২০
কর্ম্মীদের তৈরী করার কথা	...	২৫২
কর্ম্মীদের মধ্যে প্রীতি-সংহতি চাই	...	৩৯, ১৫৭
কর্ম্মীরা প্রবৃত্তিপরায়ণ থাকলে	...	৩০২
কর্ম্মীসংগ্রহের আকুলতা		২৪, ৩১, ৩৮, ৯৩, ১৮১, ২১২, ২৭১, ২৯৮, ৩০২
কর্ম্মে অসাফল্যের কারণ	...	৩১
কর্ম্মে ক্ষিপ্রতা কিভাবে আসে	...	২৫
কর্ম্মে প্রেরণাদান		৪৩, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৭৬, ৭৭, ২০৪, ২৩৭, ২৫৩, ৩১০, ৩২৭
কাজের মানুষ	...	৩০৮
কাঠিয়াবাবার গুরুভক্তির কাহিনী	...	২৩৩
কাম ও প্রেম	...	২৫৬
কাম জীবনবৃদ্ধিদ কখন	...	১৩
কায়স্থকুল সম্বন্ধে	...	১৪০, ১৪৬
কার্ত্তিকপূজার তাৎপর্য্য	...	২৮৪
কার্য্যকারণ সম্বন্ধ	...	১৩১, ১৩২
কালীপূজার আগে চৌদ্দ শাক খাওয়ার তাৎপর্য্য	...	২০৭
কালো বাঘকে চিৎ ক'রে ফেলার কল্পনা	...	১৫০
কীর্ত্তন	...	১৭৪
কুটিরশিল্পের প্রবর্ত্তন চাই	...	৩১৪
কুটিরশিল্প সম্পর্কে বই লেখার নির্দ্দেশ	...	২৬৮
কুবুদ্ধি ক্ষতিকর	...	২৩৩
কূটনীতিজ্ঞ	...	৫৪
কূট প্রশ্নের উত্তর	...	২৬৩
কৃতকার্য্যতার পথ	...	২০০, ২৪৭
কৃষ্টিবান্ধব	...	৪৫, ২৬০

বিষয়		পৃষ্ঠা
কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে নিষ্ঠা ছাড়া বড়ত্ব অর্থহীন	...	৬৭
কৃষ্টি মানে	...	২০৪, ২১৯, ৩১২
কৃষ্টির জাগরণ দরকার	...	৫৯, ৬৪
'কৃষ্ণপ্রেম সার' কেন বলা হয়	...	১৬৪
কৈবল্যের লক্ষণ	...	৩০
খ		
খাদ্যখানা সম্বন্ধে	...	৪৬, ৭০
খারাপ ভাব দূরীকরণের পথ	...	২৮১, ৩০১
গ		
গরীবরা নির্ধন হয় কেন	...	৩১৩
গাজর খাওয়া নিষিদ্ধ কেন	...	২০৭
গানে সুর দেওয়া প্রসঙ্গে	...	৩০০
গুরু ও শিষ্য	...	৬৪
গুরুকরণ না করলে পূজা ব্যর্থ	...	১৮০
গুরুকরণের ভিতর দিয়েই শিক্ষার প্রতিষ্ঠা	...	২০৩
গুরুগতপ্রাণ না হ'লে মূর্ত্তিপূজায় ফল হয় না	...	২৪৮
গুরুবল ব্যাপারটা কী	...	১৩২
গুরুবাক্য যথাসময়ে পালন করলে আপদ রুদ্ধ হয়	...	১০৬
গুরু শিষ্যকে যুগগুরু গ্রহণের কথা বলবেন	...	১৮০
গোত্র ও বিবাহ	...	৫৫
গোষ্ঠলীলার তাৎপর্য্য	...	২৮৪
গ্রহের ফের কী	...	২২০
গ্রামগুলি কেমন হবে	...	২৩৭
চ		
চরিত্রগঠনে শিক্ষার স্থান	...	১৮৪
চরিত্র শ্রদ্ধার্হ হ'লে অপরকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়	...	১০৪, ১৪৬
চরিত্র-সংশোধনের নির্দ্দেশ	...	১২০, ৩২৬
চরিত্রে ঠাকুরকে ফুটিয়ে তোলা চাই	...	২১৭, ২২২
চলার রীতি	...	১১০, ১১২

বিষয়		পৃষ্ঠা
চাকরি করার কুফল	...	৭৩, ৭৫, ২৫৮
চাণক্য	...	৫৫, ৩০২
চাপ অতিক্রম ক'রেই বড় হওয়া যায়	...	২৬৯
চালকদের চরিত্র ছিদ্রহীন হবে	...	২৫২
চিকিৎসকের দায়িত্ব	...	৭৬, ২৩৮, ২৯১
চিন্তাতরঙ্গেরও মূল্য আছে	...	২৮
চিন্তাধারা-অনুযায়ী চেহারার পরিবর্ত্তন হয়	...	২১৯
চেতনার বোধ হয় কিভাবে	...	৩২৫
ছ		
ছিটওয়ালা মানুষের সাথে ব্যবহার	...	৯৬
ছেলে মানুষ করার তুক	...	১৪২
জ		
জগতের উপাদান ভগবান	...	২৯১
জন্মনিয়ন্ত্রণ কৃত্রিমভাবে করলে	...	২১৩, ৩০৩
জন্ম—বুনো ও পুনো	...	১৩
জপ করার প্রয়োজন	...	১২২
জপধ্যানের কাল	...	১১৮
জমি করার কথা	...	১৫০
জাতকে বাঁচাতে শিক্ষার প্রয়োজন	...	৩১৩
জাতিগঠনে অনুলোম ও এক-আদর্শ	...	১৪৩
জাতীয় অধঃপতনের কারণ	...	১১৭
জাতীয় উন্নতির পথ	...	৩০৩
জাতীয় উন্নতির সাতটি সর্ত্ত	...	৪
জাতীয় গৌরবের অহঙ্কার	...	৩৮
জিনিস হারানো অপমানকর কেন	...	১২০
জীবনগঠনে আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের স্থান	...	৩১
জীবনরক্ষার জন্য প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করা চাই	...	২
জীবনীশক্তি লাভ করা ধর্ম্মের অঙ্গ	...	২৪০
জীবনে চালকের প্রয়োজন	...	৩০১
জীবনের সৌন্দর্য্য	...	২৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
জীবন্ত ইষ্টকে প্রীত করার মধ্যেই সব কিছুর সার্থকতা	...	২৫১
জ্ঞানলাভে হাতেকলমে করার স্থান	...	৬
জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহদান	...	১০৮
জ্ঞানের উদ্‌গম	...	২৮, ১৬৭, ১৭৮
ট		
টাকা ধার নেওয়া-দেওয়া প্রসঙ্গে	...	৪৭
টাকা নিয়ে যারা হিসাব দেয় না	...	১৭৫
টি-বি রোগ বাড়ার কারণ	...	১১৯
ঠ		
ঠাকুর	...	২৪৬
ঠাকুরকে প্রবৃত্তিপূরণের ইন্ধন করা হয় কিভাবে	...	১৫৫
ঠাকুরকে হৃদয়ে জাগ্রত ক'রে রাখার ফল	...	১৫৬
ত		
তন্দ্রা	...	১৯, ৩০
তারা মিটমিট করে কেন	...	৫২
তালনবমী তিথির বর্ণনা	...	৯৩
তাঁর জীবনই তাঁর প্ল্যান	...	২৬৭
তাঁর দয়া	...	৬৩, ২১৫, ২২৯
তাঁর প্রতি অনুরাগই আনে চারিত্রিক পরিবর্ত্তন	...	২১৪
তাঁর প্রতি আমার নেশা চাই	...	২১৫
তাঁর মানুষ কে	...	৩০
তাঁর স্পর্শ লাভ করা মানে	...	১৭৩
তোমার ইচ্ছা করিব পূর্ণ	...	২৯২
ত্যাগবাদ	...	২০৪
ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীকে সব লিখে রাখার আদেশ	...	২২৩
থ		
থাকার আকৃতি জীবের চিরন্তন	...	১৩৫
দ		
দন্তচিকিৎসকের প্রতি	...	২৬৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
দরদী লোকব্যবহার	…	১৮১, ২৪৩, ২৭২, ২৯১
দাম্পত্যজীবনে উপভোগ্য খুনস্থুটি	..	২৯৩
দারিদ্র্যের কারণ	…	৮৮
দিনলিপি রাখার কথা	…	৮৩
দীক্ষা কী	…	২৪৬
দীক্ষাদাতাদের খুব নামধ্যান দরকার	…	৩১৭
দীক্ষা পাওয়ার অধিকারী সবাই	…	১৬৬
দীক্ষাবৃদ্ধির নির্দ্দেশ	…	৩৮, ৪৫, ২৬০
দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা	…	১৪
দুঃখ এড়াবার পথ	…	২৬৮
দুঃখ কার বেশী	…	১৬৬
দুঃখ পীড়াদায়ক হয় কেন	…	১
দুনিয়ায় বিধিবহির্ভূত কিছু নয়	…	৩৭
দুনিয়ার উদ্ধারের পথ	…	১৮
দুর্নাম অযথা হ'লে ভয় নেই	…	২৩৩
দুষ্টদের নিয়ন্ত্রণের তুক	…	১৮, ২১
দেড়লাখ বিশিষ্ট দীক্ষা	…	৪৫, ৫৮
দেশের জন্য কষ্ট করে যারা	…	১৫৫
দেশের দুর্দ্দশার ভাবনা	…	৩০৫, ৩১২
দৈব ও পুরুষকার	…	১৫, ২৫
ধ		
ধনীরা হৃদয়হীন হয় কেন	…	৯৬
ধর্ম্ম		৩১, ৭৭, ১৬২, ২১৯, ২৭৭, ৩২৪
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি	…	৩১২
ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান	…	১০৭
ধর্ম্মদান	…	২২৫
ধর্ম্মপরিপালনের রীতি	…	২০৩
ধর্ম্মবোধ	…	৩৭
ধর্ম্মভাব জাগরণের পথ	…	১১৭
ধর্ম্মভাবহীন মানুষের অবস্থা	…	২

বিষয়		পৃষ্ঠা
ধর্ম্মযুদ্ধের নামে ভণ্ডামি	...	২০০
ধর্ম্ম সবাই চায়	...	২৭৭
ধর্ম্মাচরণ	...	২০৪
ধর্ম্মীয় সংগঠন কাকে বলা যায়	...	১৭৮
ধর্ম্মের নামে অনাচার দূর হবে কিভাবে	...	১১৬
ধারণা লাভের পথ	...	৩৫, ১০৯
ধার্ম্মিক কখনও অসৎনিরোধের বিরোধী হয় না	...	২৪২
ধ্যানবিভব	...	৫১
ন		
না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি যাদের	...	২২০
নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে	...	৮৪
নানা বস্তুর সৃষ্টি কিভাবে হয়	...	২৪৩
নাম	...	৭৩
নাম করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়, কিভাবে	...	৪০
নামধ্যান প্রকৃত হয় কখন	...	২৫৩
নামধ্যানে ভিটামিন থাকে	...	৭০
নামধ্যানের ক্রিয়া		৩৮, ৫০, ৬৩, ৬৫, ১২৪, ১২৯
নারায়ণ দরিদ্র নন	...	৬৯
নারীজাতির মহিমা কথন	...	২৮৫
নিন্দাকারীর প্রতি আচরণ	...	১০৪
'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে' এর অর্থ	...	১৬৭
নিষ্পাদনী ক্ষমতা জাগে কিসে	...	২২, ৩৫
নেতা	...	৭৫
নেতৃস্থানীয় লোক চাই		১১৯, ১৬৪, ২২২, ২৩৪, ২৩৫, ২৫১, ২৬০, ২৭৬
নেতৃস্থানীয় লোকের চরিত্র	...	৬৬, ২৬২, ২৬৩, ৩০২
প		
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির শক্তি	...	৩১৮
পঞ্চবর্হি মানার কথা	...	১৪২
পড়াশুনায় অমনোযোগী ছেলেকে নিয়ন্ত্রণের কৌশল	...	৩২৪
পতিব্রতা থেকে সতী বড় কেন	...	২৩০

বিষয়		পৃষ্ঠা
পথের দিশারীর প্রতি নিষ্ঠা চাই	...	২৬৭
পথ্যনির্ব্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গী	...	২৩৮
পথ্যের ভিতর দিয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে বই লেখার নির্দ্দেশ	...	১৮৪, ২৩৯
পরমপিতা	...	১৩১, ১৯৮
পরমপিতার ইচ্ছা মানে	...	২৪
পরশুরামের মাতৃহত্যার কাহিনী	...	১৭৯
পরিবেশকে বাদ দিয়ে উন্নতি টেকে না	...	১৯৩
পরিবেশ বাদ দিয়ে অগ্রগতি হয় না	...	১০৫
পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে না-পারা ব্যাধিস্বরূপ	...	২৭৫
পরিবেশের সেবা	...	২৬৫
'পাকা আমি'	...	২৭৫
পাগলামির সূত্রপাত কিভাবে হয়	...	২১২
পাণ্ডাদের গুরুত্ব	...	২৯৬
পাপ	...	৩২০
পাপখ্যাপনের পাত্র	...	৮
পাপ থেকে পরিত্রাণের পথ	...	২৭৫
পাবনা-আশ্রমে ইট কাটার কথা	...	৩১৪
পাবনার জমি বেদখল হওয়া সম্পর্কে	...	৯৬
পারশবদের উপনয়ন-ব্যবস্থা	...	১৬৬
পারশবদের বিবাহ্য কোন্ বর্ণ	...	১৬৬
পারশব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে	...	১৩০, ১৬৬, ১৬৭
পারস্পরিকতা	...	২৬৬, ২৯১, ৩২১
পার্টিতে নিমন্ত্রিত হ'লে সৎসঙ্গীর করণীয়	...	১৯৪
পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য	...	২৬৯
পিতার অপরাধে পুত্রের দুর্ভোগ হয় কেন	...	২০৭
পুণ্যলেখনী	...	৩২৩
পুত্রবধূকে আপন করার তুক	...	৩১৭
পুরোহিতের কাজ	...	১৪৪
পুলিশের কর্ত্তব্য	...	১১০
পূজা কী	...	১৮০

বিষয়		পৃষ্ঠা
পূর্ব্বঙ্গে হিন্দুদের দুর্ভোগের কারণ	...	১৬২, ২০০
পৌষপার্ব্বণের তাৎপর্য্য	...	২৮৩
প্রকৃত উপকার	..	২৬৬
প্রকৃত কাজ	...	২৬৫
প্রকৃত কৃতী	...	২৫৭
প্রকৃত গণতন্ত্র	...	২৯৭
প্রকৃত চাতুর্য্য	...	৫১
প্রকৃত মুক্তি	...	২৯৫
প্রকৃত শিক্ষা	...	৬৯, ৩১৩
প্রকৃত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের মধ্যে বিভেদ নাই	...	১৬৩, ১৯৯
প্রচারের আকুলতা	...	২১৩, ২৭৭, ২৯৮
প্রচারের কৌশল	...	১১৯
প্রচারের মাধ্যম	...	৪, ৫৬, ১৩০
প্রণাম-বিধি	...	১৫২
প্রতিমাপূজা কী	...	১৭৯
প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কী	...	১৭৯
প্রতিলোম-জাতক	...	১৬৬
প্রতিলোম-বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি	...	৩১২
প্রত্যাশাপরায়ণতা থাকলে স্বচ্ছ দৃষ্টি হয় না	...	৭৮
প্রথম ও শেষ সন্তান শ্রাদ্ধাধিকারী·কেন	...	২৮
প্রথম সমুদ্রদর্শনের অনুভূতি	...	১৫৭
প্রথা থেকে পারিবারিক চরিত্র নির্দ্ধারণ	...	১৩৮
প্রথাপালনের উদ্দেশ্য	...	২৮৩
প্রথার উপর নিষ্ঠা	...	১১১
প্রথার কারণ না জেনে বর্জ্জন করা অনুচিত	...	২০৭
প্রবৃত্তি-অভিভূত থাকলে	...	৯২
প্রবৃত্তিটান জয় করায় লাভ	...	২৫২
প্রবৃত্তিটান থেকে মন ফেরাবার উপায়	...	৩০৪
প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা	...	২১
প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের সহজ পথ	...	১০০

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রবৃত্তিপরায়ণদিগকে নিয়ন্ত্রণের কৌশল	...	২০
প্রবৃত্তিপরায়ণদের চরিত্র	...	২৩৫, ২৮৭
প্রবৃত্তিপ্রিয়তায় ইষ্টের উপর টান কমে যায়	...	১৯০
প্রবৃত্তির উন্নত বিন্যাস	...	১৬
প্রাজাপত্যের পূর্ব্ব দিনে সংযমবিধি	...	১৭৮
প্রাণায়াম	...	৭
প্রাদেশিকতার কুফল	...	১৯৫
প্রায়শ্চিত্ত ও খ্যাপন	...	২৭৫, ২৭৬
প্রিয়জনবিয়োগে অধীরতা	...	১০২, ২০৮
প্রেরিতগণ একই	...	৮
ফ		
ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ	...	১২৪
ব		
বর্ণ কী	...	২২৬
বর্ণাশ্রম-মহিমা	...	৭৫, ৩০৩
বর্ণাশ্রমের অধঃপতনের কারণ	...	৪৮
বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা	...	২৯৫
বর্ণের উদ্ভব	...	২৮২
বস্তু ও আত্মার সঙ্গতি কিভাবে হয়	...	১২১
বস্তু শক্তি ছাড়া কিছু না	...	২৮৩
বাইবেল অন্যরকমে রামকৃষ্ণ-কথামৃত	...	১৪১
বাঁচতে হবে পরিবেশ-সহ	...	৬, ১৪৪
বাঙ্গালী-গৌরব	...	৫৯, ৭৬, ৯২
বাঙ্গালীর দোষ	...	১৯৮
বাঙ্গালীরা আর্য্য	...	১৪৪, ১৫৫
বাণী সম্বন্ধে		১৯, ৫৫, ৮২, ১৫৯, ১৬৩, ১৯৩, ২১২, ২১৮, ২২৭, ২৩০, ২৪৫, ২৮৩, ২৯৫
বাদ বাস্তবায়িত হয় কখন	...	৯৭
বাদব্যাহৃতি কী	...	২৪৮
বামনাই কাজের প্রশংসা	...	২৭৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
বামনাই চরিত্র	...	২৯৯
বিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে	...	২৩
বিদ্যা-অবিদ্যা কোনটাই পূর্ণ নয়, এর তাৎপর্য্য কী	...	১৩৪
বিদ্যা ও বোধ	...	২৫৬
বিদ্বেষপরায়ণ স্ত্রী ঘরে থাকলে	...	২৮৭
বিপদগ্রস্তদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা	...	২৭১
বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা	...	২৭৭
বিপ্র-মহিমা	...	৭৫, ৯৭
বিবাহ ঠিক না হ'লে	...	৪৪
বিবাহ হওয়া চাই সত্তাসমঞ্জসা ও সঙ্গতিশীল	...	৭৫
বিবাহে পাত্রপাত্রীর কুলসংস্কৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গতি বিচার্য্য	...	১৩৮
বিবাহের নীতি	...	১২০
বিভিন্ন মতবাদের কারণ	...	১১৫
বিয়োগান্তক লেখার কুফল	...	৪০
বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের উত্তর	...	১৪৫
বিল্বমঙ্গল	...	১
বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তা	...	২৪৬, ২৯৮, ৩১০
বিশ্বাসে রোগ নিরাময় হয়	...	২২৯
বীজমন্ত্রের স্তর	...	১১১
বীরবলের গল্প	...	২৫
বুঝ জন্মায় কিভাবে	...	২৬৭
বুদ্ধদেব "সম্যক" বলেছেন কেন	...	২১১
বৃত্তি-অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রূপ	...	৭, ১১৫
বৃত্তি ইষ্টে বিনায়িত না হ'লে ক্ষতিকর হয়	...	২৫০
বৃত্তিনিয়ন্ত্রণেই জ্ঞানের আগম	...	৬
বৃত্তিভেদী অনুরাগ নিয়ে ইষ্টের কাছে না গেলে তাঁকে উপভোগ করা যায় না		২১০
বৃত্তিভেদী-টানওয়ালা মানুষ দুনিয়া ওলটপালট ক'রে দিতে পারে		২১১
বৃত্তির সাত্বত নিয়ন্ত্রণ	...	১৩০
বৃদ্ধোপসেবন যার নেই	...	৪৯
বৈরাগ্যের প্রয়োজন কোথায়	...	২৬৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
বৈশিষ্ট্য	...	৩৬, ৮৯
বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয়	...	৪৪
বৈষ্ণবদর্শনের গুরুত্ব	...	৩০০
বৈষ্ণবদের ভাব ও শঙ্করাচার্য্যের ভাব	...	২৫৪
বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দর্শনের সমন্বয়	...	২২
ব্যক্তিগত ও গুচ্ছগত মনস্তত্ত্ব	...	৩৩
ব্যবসায়ীর প্রতি	...	৭৪
ব্যবসায়ের অর্থ	...	২২০
ব্যবসার নীতি	...	২১৯
ব্যবহার যেমন করব, তেমন পাব	...	২২৪
ভ		
ভক্তও ভাগবতী তনু লাভ করে	...	১৬৪
ভক্তবৃন্দ প্রসঙ্গে	...	২৩, ৪৯, ১৬৪, ২৪৫
ভক্তি ও জ্ঞান	...	৩৪, ৩৫
ভক্তিবিশ্বাসেই যাজন প্রাণবন্ত হয়	...	২৯৯
ভক্তির কোন হেতু নাই কেন		৪১
ভক্তির ক্রিয়া	...	১০৬
ভক্তের চরিত্র	...	২৩৫
ভগবদ্-অনুরাগ বিবর্ত্তন নিয়ে আসে	...	১০৭
ভগবান ও ভক্ত এক নয়	...	২৫৪
ভগবানের আর এক নাম বিধি	...	৩
ভজন-সম্বন্ধে	...	৫০
ভজনে আয়ু বাড়ে কেন	...	৬৫
ভণ্ডামি আসে কিভাবে	...	৩২৩
ভবিষ্যৎ কেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়	...	১২২
ভয়ে নতিস্বীকার ভয়ই বাড়ায়	...	৪৩
ভাইদের সাথে ব্যবহারের তুক	...	১৪৬
ভাগ্য মানে কী	...	২২৪
ভাবসঙ্গতি-অনুযায়ী জন্মান্তর নির্দ্ধারিত হয়	...	২৭, ১৪১, ৩২৫
ভারত খণ্ডিত না হ'লে	...	১২৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভারত-গৌরব	...	২৩৭, ২৬১
ভারত-বিভাগ সম্বন্ধে	...	১৩৪, ১৬৩, ১৯৯, ২০৫
ভারত-রাষ্ট্রের স্বরূপ	...	১১৮
ভারতীয় আর্য্যবাদের ব্যাপ্তি	..	২৯৭
ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা	...	১, ১৩, ১৮
ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে	...	৩০৯
ভালবাসা কিভাবে বৃদ্ধি পায়	...	২৭৮
ভালবাসা নিষ্ক্রিয় নয়	...	৬৩, ৬৮, ৬৯
ভালবাসার কাঙ্গাল	...	২৫০
ভালবাসার লক্ষণ	...	৬৮, ৮৭, ২১৪
ভালবাসায় চারিত্রিক পরিবর্ত্তন	...	৬৫
ভালবাসায় জ্ঞানের উদ্‌গম	...	৮৬
ভালবাসায় নাম জীবন্ত হয়	...	৬৯
ভালবাসায় হিসাব-নিকাশ থাকে না	..	৬৩
ভুলের আলোচনা কেমন করা উচিত	...	২৭১
ভূত দেখার কথা	...	১১
ভোটাধিকার থাকা উচিত নয় কার	...	২৯৭
ভোরে উঠে করণীয়	...	৩২১
ম		
মনোবিজ্ঞান জানা শিক্ষার অঙ্গ হবে	...	২৩৮
মমতা এড়াবার উপায়	...	৪১
মমতা থাকার জন্য মানুষ অসহায়	...	৪১
মফিজ পাগলা	...	৯, ১৫৪
মরণরিষ্টিকে প্রতিহত করা যায় কিভাবে	...	২১১
মশা-ছারপোকা সম্বন্ধে	...	৬৬
মহাত্মা গান্ধী	...	৩৫
মহাপুরুষের আগমন সত্ত্বেও মানুষ উন্নত হয় না কেন	...	১১৩, ১১৫, ১১৭
মাদ্রাজীদের দক্ষতার কারণ	...	১৯৪
মানবজীবনের উদ্দেশ্য	...	৫
মানব-মস্তিষ্কের শক্তি অসাধারণ	...	১৪১

বিষয়		পৃষ্ঠা
মানুষ-অৰ্জ্জন	...	৯১
মানুষ উপায় করার মধুময় ফল	...	২২৪
মানুষকে উন্নত করার নীতি	...	৩১৪
মানুষ নিয়ে চলার তুক	...	৪৩, ৫৩
মানুষ নিয়ে চলার নেশা	...	২৫৫
মানুষ মৃত্যুর আগে ইষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে	...	৩১৬
মানুষ যেন দুঃস্থ না থাকে	...	২৯৮
মানুষ-সম্পদই আসল অর্থ	...	১৪৬
মানুষের উন্নতির জন্য নেতা দরকার	...	১৫৯
মানুষের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন	...	৪২
মামলা-প্রসঙ্গে	...	৬৯
মায়ার ক্রিয়া	...	৬
মাহিষ্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে	...	২৪৪
মুসলমানদের করণীয়	...	১৭৫
মুসলমান-সম্প্রদায়ের কথা	...	২৮৫
মূর্ত্তিপূজার তাৎপর্য্য	...	৩২১
মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা	...	১৬৮
মৃত্যু ও জীবন	...	১১, ২৪৫, ৩০৫
মৃত্যু থেকে অমৃত আহরণ কিভাবে সম্ভব	...	৩২৪
মৃত্যুর পর কে কোন্ স্তরে যায়	...	৬৪
য		
যতি-আশ্রমের ঘরে ঢোকা সম্বন্ধে	...	১৫৩
যতি-চরিত্র	...	৬২, ২৬৪
যমকে ধর্ম্মরাজ বলার কারণ	...	৩২৪
যাজন অমোঘ-ফলপ্রসূ হয় কখন	...	১৭৭
যাজন-কৌশল		২৩, ৩৫, ৩৮, ১৭৭, ২৪৯, ২৭৭
যাজনে তাপ ও দীপ্তি দুইই দরকার	...	৩১৮
যাজনের প্রাণ	...	২৬১
যাত্রা	...	২৯৮
যীশু	...	২৮৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
যীশুর লাস্ট সাপার-এর তাৎপর্য্য	...	২৭৫
যোগ্যতাহীন যারা	...	২২০
র		
রক্তবিদ্রোহ ও জীবনপ্লাবন	...	২৩
ররীন্দ্রনাথের বড় হওয়ার মূলে	...	৮২
রসায়ন	...	২০
রানাঘাটে প্রস্তাবিত কলোনী সম্পর্কে আলোচনা	...	২৩২
রানাঘাটের জমি সম্বন্ধে	..	২৫৫
রামকৃষ্ণী-বিবেকানন্দ চাই, এর অর্থ	...	১৭৬
রিপুর দাস হওয়া গুরুদ্রোহিতা	...	২৬৪
রুচি-অনুযায়ী খাদ্য নির্ণয় করতে হয়	...	২৩৯
রোগজীবাণু সম্বন্ধে	...	২৩
রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধে সাবধানতা	...	৯৮, ১০১
ল		
লক্ষ্মীর কৌটার অর্থের বিনিয়োগ-ব্যবস্থা	...	১৪৭
লাগোয়া পরাক্রমী চরিত্রের লোক দরকার	...	২২২
লেখার লক্ষ্য	...	৭৯
লোকচরিত্র সংশোধনে কর্ম্মীদের দায়িত্ব	...	১৬, ১৮
লোকচরিত্রের জ্ঞান চাই	...	৫৬
লোকসংগঠনে ইষ্ট-কৃষ্টির স্থান	...	৩৯
লোকসংগ্রহের কথা	...	৩০, ৮০, ২৭৬
লোকসেবায় লক্ষণীয়	...	১৯৭
শ		
শবরী ও অহল্যা	...	৯৬
শয়তানী ঔদার্য্য	...	১৯৫
শরীর সহনশীল করার তুক	...	২২৮, ২৬৯
শান্তিলাভের পথ	...	১১৮, ১২২, ২৪৩, ২৬৩
শাসন-পরিচালনায় প্রয়োজনীয় গুণ	...	১৯৪
শিক্ষাদানের গুরুত্ব	...	১৪৩, ২৩৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
শিক্ষার প্রসারে আগ্রহ	...	২৩৭
শিক্ষার মূলে শ্রদ্ধা	...	১১৫, ১৪৩
শিক্ষা হবে হাতেকলমে	...	২৩৭
শিবাজীর কথা		১২৯, ১৬০, ১৬৯, ১৯৩, ২০৪, ২৩৫, ৩০৬
শিবিরাজার কাহিনীর ব্যাখ্যা	...	১৩৩
শিশুমৃত্যুর কারণ	...	১৫
শুক্রকীট-ডিম্বাণুর মিলিত হওয়াটা দৈব নয়	...	১২৪
শৈলমা'দের সঙ্গে ব্যবহার ও তার উদ্দেশ্য	...	২৮৯
শোকের সময় কান্না ভাল কিনা	...	২১১
শ্রদ্ধায় চারিত্রিক পরিবর্ত্তন	...	১৬৪, ২৬১
শ্রদ্ধার্হ চরিত্রই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে		৪৭, ৬৭, ৭৭, ৮০, ২৬৯, ৩০২
শ্রদ্ধার্হ চলন ছাড়া সেবা সার্থক হয় না	...	১৮৩
শ্রমণ-চরিত্র	...	৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৬
শ্রমণ-সংগ্রহের কথা		৩৮, ৪৫, ৫৮, ২৫১, ২৬০, ২৭৭
শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	...	৩০৬
শ্রীবৃদ্ধির পথ	...	৩১৯
শ্রীরামকৃষ্ণদেব		৩৯, ৪১, ৯৯, ১৭৮, ২৫৪, ২৫৫, ২৬২, ২৯৫, ২৯৯
শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত তিন 'স' এর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ	...	২৫৫
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃ-উপাসনার তাৎপর্য্য	...	৯৯
শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর পরিবেশের চিত্র	...	৩১৯
শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরোয়া জীবনে		১৮, ৮৭, ১৬৮, ২৫৮, ৩১৫
শ্রীশ্রীঠাকুর পরোপকার হিসাবে কিছু করেন না		২৬৫
শ্রীশ্রীঠাকুর সবার মাঝে বেঁচে থাকতে চান	...	২৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মকথা		১০, ১৬, ২৪, ৪০, ৫১, ৬৫, ৭১, ৭৬, ১১৬, ১৩১, ১৩৫, ১৪২, ১৪৮, ১৭০, ২০২, ২০৮, ২১১, ২১৮, ২২১, ২৩১, ২৩৪, ২৪৫, ৩০৯, ৩২২
শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর	...	২২২, ২৪১, ২৮১
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশা		১৮, ১৮২, ১৮৪, ২৫০, ২৬০, ২৭২, ৩২৬
শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরু ও দীক্ষালাভ	...	১৬৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসাজীবনের কথা	...	২৩৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীঠাকুরের দরদ		৪২, ৫১, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ১৪৭, ১৯৮, ২২০, ২২২, ২২৬, ৩১১, ৩১৬
শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য অনুভূতি	...	১০, ৭১, ১৫৮
শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র		৪, ৭৮, ৮২, ১০৩, ১১৩, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৭০, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ২১৬, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৮, ২৮৯, ৩০৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের পুর-পরিকল্পনা	...	২০১
শ্রীশ্রীঠাকুরের বরাভয়-প্রদান	...	২২৩, ২২৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের মাইকে ভাষণ-দান	...	২৬০
শ্রীশ্রীঠাকুরের রহস্যপ্রিয়তা		৮৮, ১৩৩, ২০১, ২০৪, ২৪১, ২৫৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি	...	৮
শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনজীবনের কথা	...	৭১, ৭২
শ্রীশ্রীঠাকুরের সাবধানতা	...	৩২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের সামঞ্জস্যবিধান	...	২৮২, ৩১১
শ্রীশ্রীঠাকুরের সিদ্ধান্তগ্রহণ কেমন	...	২৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের সুখদুঃখ সবই ভূমান্বিত	...	১৩৯, ২২১
শ্রীশ্রীবড়মা সম্বন্ধে উক্তি	...	১৩৩

স

সংবিধান রচনার আদর্শ	...	২৯৮
সংসারে থাকার কায়দা	...	১৭৪
সংহতির সূত্র		২, ১১, ৪৪, ৫৮, ১৬১, ২৭০
সকাম ও নিষ্কাম ভক্তি	...	২২৫
সকাম ও নিষ্কাম ভালবাসা	...	২৮৬
সঙ্কল্প-অনুযায়ী কাজ না করার ফল	...	২১৭, ৩১১
সঙ্গীতচর্চ্চায় প্রেরণাদান	...	৮৫
সঙ্গীতের অবনতির কারণ	...	২৯৯
সত্তাপোষণী যা' নয় তাতে সপরিবেশ ক্ষতি আনে	...	১৬২
সত্তায় গ্রথিত না হ'লে জ্ঞান নিরর্থক	...	১১৩
সত্তার খোরাক আগে চাই	...	২২৫
সত্তাসম্পদ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা পাপ	...	২০৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
সত্যযুগ মানে	...	৬২
সত্য-শিব-সুন্দর কী	...	৩৬
সত্যানুসরণ লেখাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও আশ্রমের অবস্থা	...	৯
সত্যানুসরণ লেখার কাহিনী	...	৮
সৎসঙ্গ কলোনীর পরিকল্পনা	...	৯৭
সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য	...	১৩৭, ২৬৩
সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাণী	...	২৭৮
সৎসঙ্গের উন্মাদনী ভাবাদর্শ	...	৭৭, ২৯৪
সৎসঙ্গের কর্মপদ্ধতি	...	৩৪, ৪৯, ৬২
সদাচার-প্রশস্তি	...	২৮, ১১১, ১৩৯, ২১৮
সদ্‌গুরু	...	১৬৩
সদ্‌গুরু ও পিতামাতা	...	১২১
সদ্‌ভাব স্থায়ী হয় কিভাবে	...	৩০২
সন্তানকে শিক্ষাদানের গুরুত্ব (অভিমন্যুর গল্প)	...	১৬০
সন্তানজননে স্ত্রীর দায়িত্ব	...	৮১, ১৭৯, ২০০
সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে মিল হওয়ার সূত্র	...	১৭৪, ১৯৯
সন্তান ভাল হওয়ার উৎস	...	১৩
সন্তানের জীবনগঠনে মায়ের দায়িত্ব	...	১৮১
সন্তানের প্রয়োজনীয়তা	...	২৯
সমস্যা সমাধানের পথ	...	১২৬
সমাজে শুদ্ধ ধারণার পরিবেশন চাই	...	১৭৬
সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী	...	২৯৩
সম্প্রদায়গত বিরোধ হয় কেন	...	২৮৫
সম্যক কর্ম্ম মানে	...	৯১
সরকারী উচ্চপদে চরিত্রবান লোক থাকা উচিত	...	১৯৩
সরকারী সাহায্যের উপর দাঁড়ানো উচিত নয় কেন	...	৩১৪
সরস্বতীপূজায় অঞ্জলি-প্রদান	...	২৯৪
সর্ব্বোত্তম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক	...	৩০৬
সাংখ্য ও বেদান্তের সামঞ্জস্য	...	১৯
সাধুদের সম্বন্ধে	...	৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
সাধুর পরিত্রাণের জন্য ভগবান আসেন কেন	...	৯৫
সারূপ্যলাভের অর্থ	...	১৭৩
সাহসী মানুষ	...	৩০৯
সিদ্ধাইয়ের দিকে নজর গেলে সাধনা খতম	...	২৯৯
সিদ্ধান্ত গ্রহণ-কালে করণীয়	...	৪৭
সীতার বনবাস সম্বন্ধে	...	২৫৭
সুজননের জন্য চাই সুবিবাহ	...	২০৫
সুকেন্দ্রীকতার অপরিহার্য্যতা		২২, ২৯, ৩২, ১২৩, ১৩৭, ১৫৪, ২২৬
'সুচিন্তাতেই সুখ যার, পাথরপেটা নরক তার' কেন	...	২৮
সুন্দর কী	...	৩৭
সুপ্রজননের গোড়ার কথা	...	১৪
সুবিবাহে সন্তান বাপের থেকে উন্নত হয়	...	১৪৩
সুমতি ও কুমতি	...	১০৬
সুসন্তান-জননে মায়ের দায়িত্ব	...	৩০৪
সেবা ইষ্টার্থী না হ'লে হবে না	...	১৫৬
সেবা করতে গেলে মন দেখতে হবে	...	২৭৮
সেবার মূলে চাই আদর্শপ্রাণতা	...	১৪৫
সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য কেন	..	৪২
সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা	...	১৯
স্কুল-বোর্ডিং কেমন হবে	...	২৩৭
স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ কী	...	৩৩
স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকেই জাগ্‌ল সুকেন্দ্রিক হওয়ার আকূতি	...	৩২
স্নায়ু অপরিপুষ্ট হ'লে unbalanced হয়	...	৪০
স্বগোত্র-বিবাহের পরিণাম	...	১৬১, ২৪৫
স্বরূপ ব্যক্তীকরণ	...	২১৪, ২৩০
স্বর্ণ-ভবিষ্যতের চিত্র	...	৫৭, ৬১
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ	...	১১২
স্বাভাবিক জন্মনিয়ন্ত্রণ	...	২১৩, ৩০৩
স্বার্থসাধন ঠিকমতো করলে পরমার্থের দিকেই যায়	...	২৪৪
স্বাস্থ্যের অনুকূল খাদ্য কী	...	২৪১

বিষয়		পৃষ্ঠা
সাধুর পরিত্রাণের জন্য ভগবান আসেন কেন	...	৯৫
সারূপ্যলাভের অর্থ	...	১৭৩
সাহসী মানুষ	...	৩০৯
সিদ্ধাইয়ের দিকে নজর গেলে সাধনা খতম	...	২৯৯
সিদ্ধান্ত গ্রহণ-কালে করণীয়	...	৪৭
সীতার বনবাস সম্বন্ধে	...	২৫৭
সুজননের জন্য চাই সুবিবাহ	...	২০৫
সুকেন্দ্রীকতার অপরিহার্য্যতা		২২, ২৯, ৩২, ১২৩, ১৩৭, ১৫৪, ২২৬
'সুচিন্তাতেই সুখ যার, পাথরপেটা নরক তার' কেন	...	২৮
সুন্দর কী	...	৩৭
সুপ্রজননের গোড়ার কথা	...	১৪
সুবিবাহে সন্তান বাপের থেকে উন্নত হয়	...	১৪৩
সুমতি ও কুমতি	...	১০৬
সুসন্তান-জননে মায়ের দায়িত্ব	...	৩০৪
সেবা ইষ্টার্থী না হ'লে হবে না	...	১৫৬
সেবা করতে গেলে মন দেখতে হবে	...	২৭৮
সেবার মূলে চাই আদর্শপ্রাণতা	...	১৪৫
সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য কেন	..	৪২
সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা	...	১৯
স্কুল-বোর্ডিং কেমন হবে	...	২৩৭
স্ট্যাটিস্টিক্স্ কী	...	৩৩
স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকেই জাগ্‌ল সুকেন্দ্রিক হওয়ার আকূতি	...	৩২
স্নায়ু অপরিপুষ্ট হ'লে unbalanced হয়	...	৪০
স্বগোত্র-বিবাহের পরিণাম	...	১৬১, ২৪৫
স্বরূপ ব্যক্তীকরণ	...	২১৪, ২৩০
স্বর্ণ-ভবিষ্যতের চিত্র	...	৫৭, ৬১
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ	...	১১২
স্বাভাবিক জন্মনিয়ন্ত্রণ	...	২১৩, ৩০৩
স্বার্থসাধন ঠিকমতো করলে পরমার্থের দিকেই যায়	...	২৪৪
স্বাস্থ্যের অনুকূল খাদ্য কী	...	২৪১

বিষয়		পৃষ্ঠা
H		
Homo-sexual-দের চরিত্র ও প্রায়শ্চিত্ত	…	৫
I		
Idealism	…	৩১৮
Indeterminism	…	১৩২
L		
Leader	…	১৫৯
M		
Mystic রকম ভাল নয়	…	৪০
N		
Normal শিক্ষা	…	২১
P		
Physique and energy	…	২৭
Politics	…	২৪২
S		
Science আয়ত্ত করার ফল	…	২৫৭
Surrender	…	২৫
T		
Tactful	…	৫৩
'The Spirit of God moved upon the face of waters' কথার তাৎপর্য্য		২৯২

আলোচনা-প্রসঙ্গে

৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৪। ৭। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

সুরেনদা—কর্ম্মক্ষেত্রে যদি আমি বুঝি, একজন যে পন্থা অবলম্বন করছেন, তাতে কাজের ক্ষতি হবে, সেখানে আমার করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভাল ক'রে বুঝবার চেষ্টা করা লাগে, সে কিজন্য ঐ কাজটা করতে চাচ্ছে। তারও হয়ত একটা ভাল aspect (দিক) থাকতে পারে। তোমার সেইটে utilise (সদ্ব্যবহার) করতে চেষ্টা করা উচিত। তাকে কেমনভাবে তোমার আদর্শের পরিপূরণী করতে পার, তাই ভাবা লাগে। আর, সব সময় লক্ষ্য রাখা লাগে, যাতে বিপথে যেতে না পারে, এবং সেইভাবে আয়ত্তে রাখা লাগে। সাধারণতঃ যেখানে সুকেন্দ্রিক ভাবসংহতি থাকে, সেখানে অবাঞ্ছিত কিছু এসে গোলমাল করতে পারে না। অবশ্য, উপযুক্ত মাহুতের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যে যা' দুঃখ পায়, তা' তার কাছে বেশী পীড়াদায়ক হয়। তার কারণ, তার ভিতর ঈর্ষ্যা থাকে। কারও ভাল, কারও মন্দ, এ তো হবেই। নিজের থেকে অপরের ভাল দেখলে, তাই তার 'পর আক্রোশ হয়। সে আমার থেকে বেশী ভোগ করবে কেন ? আমি হয়ত সদ্ভাবে অনেকের থেকে ভাল আছি। সেজন্য তারা যদি আমাকে হিংসা করে তাহ'লে কি আমার ভাল লাগে ?

প্রফুল্ল—ধর্ম্মভাব যদি মানুষের না থাকে, তাহ'লে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লুচ্চা-বদমাইসের কী দশা হয়। তখন তো নেশায় চলে। পরে চা-বাগানের ফেরতা কুলির মত হয়।

প্রফুল্ল—Reaction (প্রতিক্রিয়া) যখন হয়, তখনও ভাল কিছু করার ক্ষমতা বোধহয় তাদের আর থাকে না।

শরৎদা—বিল্বমঙ্গলের কী হ'লো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিল্বমঙ্গল distorted (বিকৃত) নয়, damaged (বিধ্বস্ত)। আর একটা কথা, যে যে ism (বাদ) নিয়েই চলুক, তা' বৈশিষ্ট্যানুগ সত্তা সম্বর্দ্ধনের পরিপালী যদি কিছু হয়, তার সঙ্গে তো conflict (দ্বন্দ্ব) কিছু নেই। ভারতের অধিকাংশ নেতা যেভাবে চলছে, তারা যদি মোড় না ফেরায়, ভারতের ভবিষ্যৎ অতি

তমসাচ্ছন্ন। মন্মথ (ব্যানার্জী) যেভাবে যেসব লোক দীক্ষিত করাচ্ছে, তাদের বহু-সংখ্যক যদি একত্র করা যায় এবং পাঁচু যে চেষ্টা করছে, এই দুই রকমের কাজ ঠিকমত চলতে থাকলে খুব effective (কার্য্যকরী) হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আমগাছের ছায়ায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে ইজিচেয়ারে বসেছেন। কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। এমন সময় সরকারী সমবায় বিভাগের কিছু কর্ম্মচারী আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের ভাবানুকম্পিতা যদি কোথাও কেন্দ্রায়িত ও সংহত না হয় তা হ'লে সেই ফুটো দিয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে যায়। জীবন্ত ইষ্ট হ'লে তো কথাই নেই। গুরুভক্তিকে অবলম্বন ক'রে কোন মহাপুরুষের উপর নেশা যদি থাকে তাতেও অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি-প্রভাব থেকে অনেক বেঁচে যায়। দোষগুণ সত্ত্বেও মুসলমানদের ধর্ম্মনিষ্ঠা অনেকখানি জীবন্ত। ধর্ম্ম-প্রাণতা না থাকলে পরস্পর সহযোগিতা থাকে না। কাছে গিয়ে দাঁড়াবার ভরসা হয় না যে আমার অমুক আছে। মুসলমান হিসাবে মুসলমানদের একটা বন্ধন আছে। ওড়িশাবাসীদের মধ্যে জগন্নাথদেবের উপর খুব ভক্তি আছে ব'লে শুনেছি। এসব জিনিস ভাল।

কিরণদা (মুখার্জ্জী)—আমরা হয়ত গৌরাঙ্গদেবকে মানি, রামকৃষ্ণদেবকে মানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের রীতি তো তা' নয়। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানি এবং পরবর্ত্তী যিনি পূর্ব্বতনকে মানেন ও তাঁর পরিপূরণ করেন, তাঁকেও মানি।

জনৈক ভদ্রলোক—নচেৎ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে পরস্পরবিরোধী নানা দলেরও সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্যে কত দল আছে, কিন্তু এক-এ কেন্দ্রায়িত ব'লে বহু দল থেকেও অনেকখানি এক। জীবনের মমতায় আমরা অনেক সময় না খেয়ে কাটাই। জীবনের নেশা যদি ঘুচে যায়, তবে বাঁচার অনুশাসন আর মানতে চাই না। জীবনের চাহিদা পূরণ করে ধর্ম্ম, তা' আনে সত্তাসম্বর্দ্ধনা। শাস্ত্রে সেই কথাই কয়। প্রবৃত্তি নিয়ে কাটাতে যদি চাই, যার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই, তবে বিভ্রাট হবে। বাঁচার জন্য খাই। বাঁচার জন্য ডাক্তার যদি নিরম্বু উপবাস দিতে বলে, আমরা দ্বিধা করি না। ভাবি, বাঁচলে কত খাব। তাই জীবনের জন্য প্রয়োজনমত প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিরণদা—বাঁচাবাড়াই যে ধর্ম্মের কথা তা' অনেকেই বোঝে না। মনে করে একটা ভাবুকতা কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দোষ সেটা। সেটা শাস্ত্রের দোষ নয়। আমরা দোষ নিয়ে

যদি চলি, তবে বিধ্বস্ত হব। জীবনের মমতা থাকলে জীবন যাতে থাকে, তাই করব।

কিরণদা (মুখার্জ্জী)—ভাত-কাপড়ের কথায় আমরা মেতে উঠি। কিন্তু ধর্ম্ম যে জীবন-বৃদ্ধির কথা কয়, তাতে সাড়া দিই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বুঝি না। বুঝি আর না বুঝি, ধর্ম্ম পরিপালন যদি না করি, দোষের পরিপালনই যদি করি, রোগে ওষুধ যদি না খাই, তবে যা' হবার তা' হয়ই। ভগবানের এক নাম বিধি, বিধিকে অবহেলা করলে তার মূল্য দিতে হয়ই।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—অন্য সম্প্রদায়ের লোক ভাল হো'ক মন্দ হো'ক, একটা ধর্ম্মপ্রবণ ভাব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা আবার জ্ঞানের কথা-টথা বেশী কই, অথচ আমরা জ্ঞাতসারে অনৈক্যবদ্ধ। আমরা ভাবি—আমরা খুব বুঝি। তাই জ্ঞানের কথা কইতে আমরা কম কই না। কিন্তু আমাদের সব ভাবা, সব বোঝা, সব করা fulfil (পরিপূরণ) করে একজনকে, এমন নেই।

কিরণদা—একের প্রতি নিষ্ঠা যেখানে-যেখানেই ভেঙ্গেছে, সেখানে আর এক গাট্টা হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাপানে মিকাডোর প্রতি শ্রদ্ধাটা ভেঙ্গে গিয়ে ঐ ফুটো দিয়ে ভাঙ্গনের জল ঢুকে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বড়াল-বাংলোর অদূরে বাইরের মাঠে এসে বসেছেন। যতিদের মধ্যে কতিপয়, কাশীদা (দাশশর্ম্মা), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কার্ত্তিক (পাল) এসে তার অভাবের কথা বলছিল। আমি বললাম—দেওয়াও উচিত, পারাও উচিত। কিন্তু প্রত্যেক তুমি যদি তোমার ও তোমার পারিপার্শ্বিকের জন্য responsible (দায়িত্বশীল) হ'য়ে চল—বাস্তব কর্ম্মদক্ষতায়—উপচয়ে, তবে প্রত্যেকেরই স্বচ্ছলভাবে চলা সম্ভব। এখনই ৩০/৪০ জন কর্ম্মী চাই, যারা পেটের ভাবনা ভাববে না, নিরাশী। ভিক্ষায় যখন যা' জোটে তাতেই মহা খুশী, অন্যের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় নেবে, বলতে পারে, কইতে পারে, বুদ্ধিমান, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, কূটকৌশলী, ইষ্টসর্ব্বস্ব, লোকস্বার্থী। তাদের চরিত্র দেখেই মানুষ তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

মন্মথ (ব্যানার্জ্জী)—আমাদের ভাবধারা নিয়ে অনেক লিফলেট বের করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু একরকম করলে হবে না। লিফলেট চাই, পুস্তিকা চাই, সিনেমা চাই, নাটক-নভেল চাই, খবরের কাগজে প্রচার চাই, ৩০০০ শ্রমণ, ৩০/৪০ জন নেতৃস্থানীয় লোক চাই। কয়েকজন চাই গভর্নমেণ্টের মধ্যে আমাদের ভাবধারা ছড়াবে, হাজার হাজার মৌলানা চাই যারা ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করবে। আর চাই কোটিতে কোটিতে দীক্ষা। মানুষ যত সুকেন্দ্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত হবে, ততই তাদের মঙ্গল।

একটা জিনিস শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প'ড়ে শোনানো হল। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর টুকে রাখতে বললেন।

অজাতশত্রু বাজিয়ানদের অভিভূত করতে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাঁর মন্ত্রীকে বুদ্ধের নিকট পাঠালেন জানতে যে তিনি অভিযানে জয়লাভ করবেন কিনা।

বুদ্ধ তখন আনন্দের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

(১) বাজিয়ানরা বহুসংখ্যক একত্র সম্মিলিত হ'তে অভ্যস্ত কিনা।

(২) তারা ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে কাজ করে কিনা।

(৩) তারা নূতনত্ব না ক'রে অনুশাসনসমূহ মানে কিনা।

(৪) প্রাচীনের উপর তারা কোন অভিঘাত করে কিনা।

(৫) তাদের স্ত্রীগণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় কিনা।

(৬) দেশের দেবমন্দিরসমূহের প্রতি তাদের অবিচলিত শ্রদ্ধা আছে কিনা এবং তারা তা' যথাযথভাবে সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখে কিনা।

এবং সর্ব্বশেষে (৭) তারা দেশের অর্হৎগণের প্রতিপালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন ক'রে যথোচিত ব্যবস্থার আয়োজন করে কিনা।

এই সব প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ জানালেন—'হ্যাঁ'।

তখন বুদ্ধ সেই মন্ত্রীকে বললেন যে, সমৃদ্ধির এই সাতটি সর্ত্ত যতদিন বজায় থাকবে—ততদিন বাজিয়ানরা ক্রমাগত উন্নতি লাভই করতে থাকবে।

৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৫।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। এসেই প্রফুল্লকে বললেন—খেপুর কাছে যে চিঠিটা লেখার কথা ছিল সেইটে বলি, লিখে ফেল্।

কল্যাণবরেষু,

খেপু,

তোমার পত্রে অর্চ্চনার অসুখের সংবাদ পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন বোধ করছি। সেখান থেকে আর কোন চিঠি পেয়েছ কিনা—কী অসুখ—না জানা

পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার মন স্থির হচ্ছে না। জানই তো আমার উদ্বেগ কত প্রবল, তাই দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছে। এখন তাড়াতাড়ি সুখবর পেলে বাঁচি।

১4 দিনেও জ্বর ছাড়ল না। কী জ্বর, typhoid নয়ত? Chloromycetin ব'লে একটা ওষুধ বেরিয়েছে। শুনেছি সেটা টাইফয়েডের পক্ষে খুব ভাল। টাইফয়েড ব'লে মনে হ'লে সে ওষুধ যোগাড় ক'রে পাঠান ভাল—literature-শুদ্ধ। অবশ্য অর্চ্চনার মামা হয়ত Chloromycetin-এর কথা জানে। Chloromycetin সংগ্রহ না হ'লে ডাঃ সহায়রাম বসুর Poliporuin যথাবিহিত direction সহ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্য নিজে যদি ওষুধ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে পার, তাহ'লে তো কথাই নেই।

পরমপিতার দয়ায় তাড়াতাড়ি ওর আরোগ্যসংবাদ পেলে খানিকটা সোয়াস্তি পেতে পারি।

বড়খোকা Streptomycin use ক'রে তার gland একটু কম বোধ করছে। সম্প্রতি তার একটু সর্দ্দির মত হয়েছে। আমার শরীরে তেমন যুত পাই না।

তোমরা কেমন আছ?

সুরেনকে তোমার প্রেরিত form দিয়েছি।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো ও আর আর সকলকে দিও।

ইতি

তোমারই দীন 'দাদা'

যতীনদা—Homo-Sexual (সমরতি)-দের রকম কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নষ্ট মেয়ে মানুষ দেখেছেন তো? ঐ ধরনের হয়। ওর শিকার যারা, তারা effeminate, pauper (মেয়েলি, দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)-এর মত হয়। সমরতিক্রিয়ার কর্ত্তা যারা হয় তাদের ধরন এমন হয় যে তারা একজনের পক্ষে বলতে-বলতে হয়ত বিপক্ষে বলে ফেলে। এ একরকমের পাগলামির মতো।

প্রফুল্ল—মহাসান্তপনই কি একমাত্র ওষুধ এর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব আগ্রহ নিয়ে তেমন ক'রে নামধ্যান যদি করে—সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে, তাহ'লে অনেক কিছুই কেটে যায়।

এরপর ফরিদপুরের একজন সাধু ও তাঁর একজন শিষ্য আসলেন। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর সাধুজী জিজ্ঞাসা করলেন—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, সুস্থ শরীরে সপরিবেশ বাঁচাবাড়া ও আনন্দের পথে চলতেই চাই আমরা এবং সেটা ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে। নইলে মানুষ প্রবৃত্তির বন্ধনের মধ্যে প'ড়ে যায়। মানুষ কয় ভবসমুদ্র। ভবসমুদ্র মানে হওয়ার সমুদ্র। কত-

রকমের যে হই তার ঠিক নেই। হওয়ার সমুদ্রের মধ্যে আছি। কিন্তু নদীর মধ্যে বাস ক'রে স্রোতকে অস্বীকার ক'রে চলার উপায় নেই। স্রোতে ভাসায়ে নিয়ে যাবেই। তাই, মানুষ তখন আর্ত্ত হ'য়ে ভাবে, রেহাই কোথায়? ভাবে ডাঙ্গায় কিছু আছে কিনা। ডাঙ্গায় যদি একটা খুঁটি থাকে, একটা শিকল দিয়ে সেই খুঁটির সঙ্গে মাজার সঙ্গে বাঁধা যদি থাকে, তাহ'লে সে বাঁচতে পারে। ডাঙ্গার খুঁটো চাই-ই। শুধু খুঁটো থাকলেই হবে না। তাতে নিজে শক্তভাবে বাঁধা থাকা চাই। তখন হাঙ্গর-কুমীর দেখলেও শিকল ধ'রে উঠে পড়তে পার। তাদের এড়িয়ে চলার একটা উপায় তোমার হাতে থাকে। এই যে বাঁধলে, একলার বাঁধলে চলবে না। সকলের বাঁধা চাই। লোকসংগ্রহ চাই। একলা বাঁচতে পার না তুমি। তুমি নিজের খোলসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নও। তুমি আছ সবার মধ্যে। সবাইকে নিয়ে তুমি। এ দড়ি সবার মাজায় না বাঁধলে তো তোমার একলার মাজায় বেঁধে কাজ চলবে না। তোমার আপন যারা, তাদেরও রক্ষা করার উপায় তোমার হাতে থাকবে না। তাই ডাক পেড়ে যাও—'আয়রে কে আছিস্? বাঁচতে যদি চাস্, দড়ি পর্।' নদীয়ার গৌরাঙ্গের মতো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে মানুষকে ডেকে-ডেকে বেড়ায়। কারণ, সে বোঝে যে, একই আমরা বহু হয়েছি—এক বাপই দশজন হয়েছি। যখন বুঝতে পারি প্রত্যেকে আমরা একেরই পরিণতি, তখন মনে হয় সবাই যদি ডুবে যায়, বা মারা পড়ে, তাহ'লে আমি থেকেও যে গেলাম। আমরা যে একই পুরুষ-প্রকৃতির নানারূপ। বাপ মাকে যদি কেউ ভালবাসে, তাহ'লে কি ভাইবোনের ব্যাপারে সে উদাসীন থাকতে পারে? তাই একজনের বাঁচার পথ খুলে গেলে আবার দশজনের বাঁচার পথ সহজ হ'য়ে ওঠে। একজন যদি সাধুপুরুষ জন্মেন, কোটি-কোটি লোকের উদ্ধারের পথ হয়।

সাধুজী—মায়ায় খণ্ড হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়ায় পরিমিত করে।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ আদর্শে কেন্দ্রায়িত না হ'লে প্রত্যেকটি বৃত্তি পরস্পর সার্থক বন্ধনে বদ্ধ হ'তে পারে না। আর, তা' না হ'লে জ্ঞান আসে না। মানুষ লেখাপড়া জানুক আর না-জানুক, তার বৃত্তিগুলি যখন নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থসম্বদ্ধ হয়, তখন স্বতঃই জ্ঞানী হ'য়ে ওঠে। কামার যে হাতেকলমে করেছে, সে বই পড়াওয়ালাকেও শেখাতে পারে। A থেকে Z পর্য্যন্ত জানে, অথচ ডানকে কয় বাম, বামকে ডান কয়। কাণ্ডজ্ঞান নাই, চরিত্র নাই, adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নয়, কাজের বেলায় কিছু নয়, তাকে জ্ঞানী কয় না। আমার ঠাকুর যদি জীবন্ত না থাকেন আমার চরিত্রে, তাঁর জলুস যদি না থাকে আমার

ভিতর, তবে কিছুতেই কিছু হবে না। একজন হয়ত লোকশিক্ষক হ'য়ে আছে, অথচ সে নিজে কিছু জানে না, সে নিজেকেও মারে, অন্যকেও মারে। নিজের লেজ কাটা গেছে, দশজনের লেজ কাটতে চায়। এমন মানুষের পাল্লায় প'ড়ে, মানুষ ঠাওর পায় না ধৰ্ম্ম কী, কৰ্ম্ম কী, গুরু কী, জীবন কী, জীবনের সঙ্গে ধৰ্ম্মের-কৰ্ম্মের সম্পর্ক কী। তার জানাগুলি সার্থক নয়, কোন জানা তার কোন জানাকে পূরণ করে না। ছানা-চিনি যদি থাকে, আর পাক-তাকের জ্ঞান যদি থাকে, তবে রকমারি খাবার করা যায়। শুধু ছানা-চিনি পেলেই হবে না। পাক-তাকের জ্ঞান না থাকলে নানা খাবার তৈরী করা সম্ভব হবে না। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন যে যত হবে, পাক-তাক তত তার হাতে আসবে। পাকপ্রণালী প'ড়ে পাক-তাক হাতে আসবে না, করা চাই। আমি যখন ইষ্টের হই, তখন প্রবৃত্তিগুলিও সত্তাপোষণী হয়। সেগুলিকে সত্তার পরিপোষণে ব্যবহার করতে পারি। আমি যদি তাদের হই, তা হলেই নাচার। সেগুলি তখন আমাকে মৃত্যুর দিকেও চালিত করতে পারে।

সাধুজী অজপা সাধন-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জপ অজপা নয়। ওটা একটা mechanical (যান্ত্রিক) পথ। Vital flow (প্রাণন-প্রবাহ) যা' চলছে—অনাহত ধারায়, সুরত-সম্বেগ নিয়ে নিরন্তর ইষ্টময় হ'য়ে সেই প্রাণন-প্রবাহের স্বতঃ-অনুভবই অজপা সাধন। এর মূলে থাকে সত্তার ইষ্টমুখী তন্ময়তা, নামপরায়ণতা তখন সহজ হ'য়ে ওঠে। প্রাণায়াম মানে প্রাণের বিরাম। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে প্রাণায়াম হয় না। পূরক, রেচক, কুম্ভক করি, কিন্তু একমুখী অনুরাগমুখর চিন্তায় ঊর্ধ্বমুখী টান যত হয়, আপনা থেকেই কুম্ভক হয় তত। পূরক, রেচক ইত্যাদির উদ্দেশ্য হ'লো বাইরের ক্রিয়াকে সংযত ক'রে ভিতরে ভাব জাগিয়ে তোলা। অজপা-জপ মানে যার দরুন জীবনক্রিয়া হ'চ্ছে সেই প্রাণন-প্রবাহকে অনুভব করা। এক-এক স্তরে এক-এক তরঙ্গ আছে। তার মূৰ্ত্তি আছে। তাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কই। যে-আকারের প্রাণতরঙ্গ আমাদের এই রূপ ধারণ করেছে তাইই আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যার যেমন বৃত্তি রূপও তার তেমন। পোকামাকড়, গাছপালা যা', আমিও রকমারিভাবে তাইই। একজনের বাহ্যিক চেহারা দেখে তার গুণ ও ক্রিয়া বোঝা যায়। যে নিজেকে জানে, সে সবকিছু জানতে পারে। চাই সক্রিয় ইষ্টতন্ময়তার ভিতর-দিয়ে নিজ সত্তাকে জানা।

এরপর সাধু উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধু ভারতে কম নেই। কিন্তু সকলের যদি একটা right

conception (ঠিক ধারণা) থাকত, তাহ'লে অনেক কাজ হ'ত। উল্টো ধারণা থাকলে তাই তারা চারায়। তা' ভাঙতে আবার কত বেগ পেতে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনদা (মিত্র)-কে সাধুর কাছে পাঠালেন—ভাল ক'রে আলাপ-আলোচনা ক'রে জিনিসগুলি মাথায় ধরিয়ে দিতে।

শরৎদা পুণ্যপুঁথি পড়ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সমাধির কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাধি-টমাধি ইচ্ছা করলে হ'তো না। যখন হ'তো আপনা-আপনিই হ'তো। ওর উপর আমার কোন হাত ছিল না। বেহুঁশ অবস্থায় বলতাম। কী যে বলতাম আমিই জানি না। সমাধি যখন হ'তো, পরে দেখলাম—অনেকেই সমাধির ভান করতো—বিশেষতঃ মেয়েছেলে দেখলে। তখন চেষ্টা ক'রে চেপে দিলাম।

হরিপদদা (সাহা) সমাধির সময়কার বহু ঘটনার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত ব্যাপার যে ঘটে গেছে আমার জীবনের উপর দিয়ে, তার আমি কিছু জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় যতি-আশ্রমে ব'সে মানুষের দুরবস্থা সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন।

হাউজারম্যানদা—দুই-এক সময় মনে হয়, মানুষ কষ্টে না পড়লে আবার বোঝেও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর কষ্টের মধ্যে যাওয়া ভাল নয়, যার থেকে ফেরা কঠিন।

হাউজারম্যানদা—ক্যাথলিকদের মধ্যে পাদ্রীদের কাছে অপরাধ স্বীকার করার প্রথা আছে, এটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে, তার কাছে confess (স্বীকার) করা ভাল। যার-তার কাছে confess (স্বীকার) করলে, সে যদি সহ্য করতে না পারে, তার আবার ক্ষতি হ'তে পারে। তার মধ্য-দিয়েও সমাজের ক্ষতি হতে পারে।

হাউজারম্যানদা—ওরা ক্যাথলিক চার্চ্চ ছাড়া আর কিছু মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেই আমি ক্রাইষ্টকে স্বীকার করলাম, সেইই আমার all the Christs of the world (পৃথিবীর সমস্ত যীশু), যাঁরা fulfiller (পরিপূরক), তাঁদের প্রত্যেককে স্বীকার করা লাগবে।

সত্যানুসরণ সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অতুল ভট্টাচার্য্য ব'লে বাজিতপুর ষ্টীমার ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিল। সে আমাকে খুব ভালবাসত। প্রায় সময়ই আমার কাছে থাকত। আমাকে খাওয়াতে ভালবাসত। আমার পাছ ছাড়তে চাইত না। সে আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলো—আপনার

জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি আমাকে একটু লিখে দেন। বার বার বলার পর তখন একটা ছোট নোট বই রেখে দিলাম। তাতে লিখে রাখলাম। তারপর একবার কলকাতায় গেলাম। সেখানে শাক্য সিংহ সেন ও বীরুদা আমার কাছ থেকে খাতাটা নিয়ে ছাপালো। সেই খাতাটা বোধহয় শাক্যদা কি অন্য কারও কাছে আছে।

হাউজারম্যানদা—তখন আপনি সাধারণতঃ কী করতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান, ভজন, নাচ-গান, কীর্ত্তন আলাপ-আলোচনা এইসব করতাম। ছয় মাসের উপর একটানা ঘুমোইনি। সুবিধা পেলেই ভজন করতাম। মাঠে একটু ফাঁকা জায়গায় গেলাম। মাথার উপর চাদর ফেলে দিয়ে হয়ত ভজনে ব'সে গেলাম।

শরৎদা—তখন বাইরের লোকজন এসেছিল আশ্রমে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তেমন আসেনি। কিশোরী-টিশোরীর সঙ্গে কীর্ত্তন করতাম। পরে ধীরে-ধীরে লোক আসল। তখন আশ্রমে বেশ জঙ্গল-জঙ্গল ছিল। মাঝখানে-মাঝখানে পরিষ্কার ক'রে মাচা করা ছিল। সেখানে জপধ্যানাদি করা হ'তো। অনেক গাছতলা পরিষ্কার করা থাকতো। সেখানে লোকে কুশাসন পেতে নামধ্যান করতো। বাঘের ভয় ছিল রাত্রে। বাঘের ডাক প্রায়ই শোনা যেত। মফিজ পাগলা ছিল। সে বাঘের মত শব্দ করত। তাকে তখন ডেকে বলতাম—ঘরে এস, ওখানে কী কর ? সে বলত—সাড়া নিচ্ছি, সাড়া নিতে হয়। যে যেভাবে ডাকে, তাকে সেইভাবে ডাকতে হয়। তুমি ঘরে থাক, তুমি বেরিও না, আমি ঠিক আছি। তখন কষ্ট-অসুবিধা অনেক ছিল। কিন্তু কষ্টের বোধ কারও ছিল না। দিনরাত আলাপ-আলোচনা, কীর্ত্তন, নামধ্যান—এইসব নিয়ে লোকে মত্ত হ'য়ে থাকত। সে এক যুগ গেছে। এরপর অনেকদিন পর্য্যন্ত একটা ধরণ ছিল। প্রত্যেকের ঝোঁক ছিল অপরকে সেবা দেবার। কারও সেবা নিজে নেবে না। কিন্তু অন্যকে সেবা দেবে। কারও একখানা কাপড় একটু ময়লা হ'তেই, কে যে তার অজ্ঞাতে কোন্ ফাঁকে কেচে দিত তার ঠিক ছিল না। পরস্পর সেবার আকূতি ছিল। কারও অসুখ-বিসুখ হ'লে রোগীর বিশ্রামের যাতে ব্যাঘাত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে দর্শকের ভিড় ঠেকানর জন্য নোটিশ দেওয়া লাগত।

কালীদা (সেন)—মহারাজ নাকি রাত-কে-রাতভোর নাম করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু মহারাজ কেন ? কতজনে করত। একদিন তো মহারাজ কাশীপুরে মনের আবেগে গলায় দড়ি দিতে গিছিল। তখন বাইরে খুব ঝড়বৃষ্টি। আমি তখন ছুটে গেলাম। গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতে লাগলাম। দরজা খোলে না। তখন দরজা ভেঙে ঢুকে ঠেকালাম।

কালীদা (সেন)—কেন গেলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন জানি গেলাম। কিছু ঠিক ছিল না। কখন কী করতাম।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আকাশ-পৃথিবী জুড়ে আলো নাকি বেরুত আপনার শরীর দিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতরকম হ'তো। ঠিক পেতাম না কেন হতো। হরিদাসী ব'লে একটা মেয়ে এসেছিল—ওর ছিল কুবুদ্ধি। একদিন আমাকে ঠেসে ধরল। সবাইকে ডাকলাম। ও পদ্মার ধারে যেয়ে ধ্যানে বসল। আর একদিন পদ্মার ধারে একটা জায়গায় নাম করছি। ও সেখানে গেল। আমি একটু স'রে গেলাম। গান করছি, নাম করছি। হঠাৎ আকাশ ফেটে আমাকে ঘিরে গোলাপী আলো বেরুল। চারিদিক একেবারে আলো হ'য়ে গেল। বেশ ১০/১২ মিনিট ছিল। এত আলো যে একটা সুঁই পড়লে পর্য্যন্ত দেখা যায়। হরিদাসী তো ভয়ে জড়সড়। আর একবার বিরাজদার বাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় আছি। অন্ধকার রাত্রে প্রস্রাব করতে বেরুলাম। হঠাৎ দিনের আলোর মত সাদা আলো সবাই দেখল। মাসিমা, সরোজিনী এরা ছিল। আমিও অবাক।

সুরেনদা—একবার কুষ্ঠিয়া থেকে নৌকা ক'রে কয়েকজন রাত্রে আসছিল। নদীর কূলে যেয়ে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তখন অনেক সময় ঝড়-টড় আসত। তাই জলের ধারে যেয়ে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কালিদাসদা (মজুমদার)—আসবে জানলেন কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খামোকা মনে হ'লো।

এই সময় সুরেনদা কুষ্ঠিয়া থেকে নৌকায় আসার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবার নৌকোয় মা ছিলেন। গড়াইয়ের মুখে ঝড় আসল। মা বাইরে এসে দাঁড়ালেন, মার চুলগুলি উড়তে লাগল। ছেলেপেলে ছিল, আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল—কেমন ক'রে এদের নিয়ে নিরাপদে পেঁছান যায়। আকুলভাবে পরমপিতাকে ডাকতে লাগলাম। ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে নৌকা ঘাটে এসে লাগল। বাতাসের জোরে, কি পরমপিতার দয়ায় যেমন ক'রে হোক এসে গেল।

শরৎদা—একজন বৈষ্ণবী নাকি ছিল !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার অতি normal (সহজ) রকম ছিল। সে 'সে' 'সে' ক'রে আমার সম্বন্ধে বলত। আমাকে বড় ভালবাসত। তার মধ্যে অকৃত্রিম আবেগ ও অনুরাগ জিনিসটা দেখেছি। তার কথা ভোলা যায় না, এমনই তার রকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—অনেকের মৃত্যুর পর দেখে মনে হয় তারা হয়ত

বাঁচতে পারত। এর পিছনে তাদের waywardness (একগুঁয়েমি) ও ডাক্তারের unwillingness (অনিচ্ছা) দুইই আছে। কিশোরী, অনন্ত আমার কথামতো কাঁটায়-কাঁটায় চিকিৎসা করত। প্যারী ঠিক তেমন পারে না। অল্পেতেই depressed (অবসন্ন) হ'য়ে পড়ে। Reluctance (অনিচ্ছা) আসে। তখন ধমক দিতে পারি না। তাতে আরো ঘাবড়ে যায়।

শরৎদা—মরা বাঁচান যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় মৃতদেহ শক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তার মধ্যে জীবন থাকে, মৃত্যুটা সম্পূর্ণ হয় না। তখন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে বাঁচান যায় ব'লে মনে হয়।

শরৎদা—জন্ম, জরা, মৃত্যু—এ তো প্রকৃতির বিধান। এর উল্টো কি কখনও হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়নি ব'লে যে হ'তে পারে না, তা নয়।

শরৎদা—আমাদের এই শরীর কি অনন্তকালের জন্য রাখা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনন্তকালের জন্য হয়ত রাখা যায় না। তবে বাঁচিয়ে রাখা যায় দীর্ঘদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর অনেককে জিজ্ঞাসা করলেন ভূত দেখেছিস্?

খগেনদা (তপাদার) বললেন—না।

সুরেনদা একটা ঘটনা বললেন যা' ভূত দেখা বলা যায় না, কিন্তু ভূতের ক্রিয়া ব'লে মনে হয়।

সুরেনদা—আপনি দেখেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' দেখেছি, তা' মনের ভ্রম কিনা বলতে পারি না। দেখলাম যেন ভূত আসলো, কথা বললো, প্রণাম করলো।

এরপর কালিদাসদা সবিস্তারে ভূত দেখার গল্প করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনলেন সব।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার, (ইং ২৬।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন। চট্টগ্রাম থেকে রায়সাহেব সুরেন নন্দীদা এসেছেন। ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী)-ও উপস্থিত আছেন। দেশের সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Concentric consolidation of sentiment (ভাবানুকম্পিতার সুকেন্দ্রিক সংহতি) যদি না থাকে, জাতি কখনও ঐক্যবদ্ধ হ'তে

পারে না। আমরা তার উল্টো করছি। তাই disintegration (বিশ্লিষ্টতা) আসছে। সংহতি না-থাকার দরুন বহু আবর্জ্জনা ঢোকার অবকাশ পায় সমাজে। প্রবৃত্তি ঔদার্য্য আমাদের খুব বেশী। তাই, প্রবৃত্তির পথ খোলসা ক'রে দিই। প্রবৃত্তি-ঔদার্য্য তো ঔদার্য্য নয়, সেটা হ'লো Wantonness (স্বেচ্ছাচারিতা)। ঔদার্য্য হয় ধর্ম্মে—সত্তাসম্বর্দ্ধনে। তাতে মানুষকে উন্নত করে—উৎকর্ষে চলৎশীল ক'রে তোলে। আর, তাই-ই সবাই চায়।

কথাপ্রসঙ্গে সুরেনদা বললেন—অনেকের ধারণা, যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে। বিধিনিষেধ সামাজিক বিধান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে নাইট্রোগ্লিসারিনের সমাবেশ ঘটাতে গেলে বিস্ফোরণ হয় কেন? সমাবেশ করলেই হ'লো? তার মধ্যে সঙ্গতি, অসঙ্গতি ব'লে কিছু নেই? ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও কুলসংস্কৃতির দিক দিয়ে নারীপুরুষের সামঞ্জস্যের কোন প্রশ্ন নেই? তারপর আজকাল বিবাহবিচ্ছেদের জয়গান করা হ'চ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে থাকা সমর্থনীয় হ'তে পারে। কিন্তু ধর, একজনের মা কাল তার বাবাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে চ'লে গেল। সেই মা'র সঙ্গে গিয়ে তখন তার কী দশা? একই সঙ্গে সে পিতৃহারা ও মাতৃহারা হ'লো। দুনিয়ায় তার থাকলো কী? একটা street-dog (পথ-কুক্কুর)-এর মতো অবস্থা হ'য়ে দাঁড়ালো তার। তখন সে একটা নিরাশ্রয় ঘৃণিত জীবন বহন ক'রে চলে কোনভাবে। সতীস্ত্রীর প্রাণকাড়া পালন-পরিচর্য্যা ও মমতা, নিতান্তই আমার ব'লে জানি যাকে—সেই পবিত্র সম্পর্ক যদি নষ্ট ক'রে ফেলে দিই, তাহ'লে আমার আশ্রয় ব'লে কী থাকলো? তারপর নিজের কৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধার মতো বিশ্রী জিনিস হয় না। নিজের বাবাকে বাবা বলতে রাজী নই, এ কেমন কথা? নিজের বাবার প্রতি treacherous (বিশ্বাসঘাতক) হ'য়ে অন্যের বাবার 'পর কেমন ক'রে true (খাঁটি) হব? নিজের উৎস যিনি, নিজের পিতা যিনি, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে, অন্যের পিতা বা পিতৃপুরুষের প্রতি আমাদের আগ্রহ-শ্রদ্ধা অবাধভাবে চালাতে যদি থাকি, তবে তাতেই বা কতখানি শ্রদ্ধা আছে—তা কি বোঝা যায় না? খুঁজে দেখা ভাল, আমাদের বাপ, বড় বাপ কী ব'লে গেছেন এবং তাতে মালমসলা কিছু আছে কিনা। আগেই যদি ধ'রে রাখি যে বাপ, বড় বাপ মূর্খ, তাহ'লে ষোল আনা বঞ্চিত হব। আর, তখনই পরের বাপকে বাপ বলার প্রবৃত্তি হবে। তাতেও নিজের মান ব'লে আর কিছু থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন। সুরেন নন্দীদার সঙ্গে কথা হ'চ্ছে। সুরেনদা বললেন—Birth is an accident (জন্ম একটা আকস্মিক ব্যাপার)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Accident-এ (আকস্মিকভাবে) যা' জন্মে তা' বুনো; বিহিত, সুফলপ্রদ, চাষে যা' জন্মে তা' পুণো (পুণ্য)। প্রবৃত্তি-লালসায় অবিধিপূর্ব্বক উপগত হ'য়ে যে সন্তান জন্মে তার চরিত্রের কোন ঠিক থাকে না। তার কথাও বেরোয় তেমনি। গর্ভাধান-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে, উন্নত চিন্তাপ্রসূত বিধিমাফিক পবিত্র যে-জন্ম তার রকমই আলাদা। ঘরে-ঘরে ভগবান যাতে জন্মে, তেমনই ছিল আমাদের বিধান।

শ্যাম ভাই (ভট্টাচার্য্য)—Biologist (জীব-বিজ্ঞানী)-রা অনেক কথা মানতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মানা বা না-মানায় নিয়ম বা নীতি বদলে যাবে না। যেমন ক'রে যা' করব, তেমন ক'রে তা' হবে। বিধিকে যদি উল্লঙ্ঘন করি, তবে তেমনই ফল পাব, আর বিধিমাফিক যদি করি তার ফলও তদনুপাতিক হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমরা কুকুর-গরু ইত্যাদির জন্ম যাতে ভাল হয় সেজন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে কত চেষ্টা করি। কিন্তু মানুষের সুজননের দিকে আমাদের লক্ষ্য কম। বিয়ে-থাওয়া ও নিজেদের আচরণ—দুই দিক ঠিক না করলে ছেলেপেলে ভাল হয় না। আমরা ভাল খাই, ভাল পরি, যতই যা' করি, ভাল ছেলে হো'ক, এটা সবাই চাই। আমি বাপকে না মানতে পারি, কিন্তু আমার ছেলে আমাকে না-মানুক, তা চাই না। কিন্তু আমার অবাধ্যতার ভিতর-দিয়ে বুনে রাখলাম তেমনতর প্রাপ্যটা যা' আমি আদৌ চাই না। আমি হয়ত ভাবি—আমি খারাপ করলে কী হবে? পাব ভালই। কিন্তু তা' কি হয়?

সুরেনদা কামপ্রবৃত্তির অপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ", ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাই আমি অর্থাৎ আমি সেই কাম যা' নাকি মানুষের বাঁচাবাড়ার অন্তরায় নয়। মানুষ ইষ্টনিষ্ঠ হ'লে, প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ করে। তখন প্রবৃত্তি ভাল বই মন্দ করতে পারে না।

এরপর টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলেন। সেখানে ব'সে একজনকে দিয়ে সুরেনদাকে ডাকালেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে গভর্নমেণ্টই আসুক, আমরা যদি সংহত না হই, গভর্নমেণ্ট কিছু করতে পারবে না। আমাদের দেশের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি জিনিসটা নেই। দুইজনের স্বার্থের জন্য দুইজনেই আত্মবিরোধী রকমে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি। দেশের এই অবস্থার মধ্যেও আমরা টিকে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অস্ত্র হ'লো দীক্ষা। ব্যাপকভাবে সঞ্চারণা—তা' যাজন ও কাগজে লেখার মাধ্যমে। চাই ভাল-ভাল সচ্চরিত্র সুদক্ষ কর্ম্মী।

সুরেনদা—আমাদের দীক্ষা আছে, কিন্তু দীক্ষিতদের মধ্যে কাজ করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের অভাব, তাই হয় না। দীক্ষিত হ'য়ে থাকায় এইটে সুবিধা—বীজ বোনা থাকল, মানুষ পেলে তাদের শিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা যাবে। পিছনে লেগে থাকতে পারলে হবে। সেই লোক চাই।

সুরেনদা—কর্ম্মীদের মধ্যে বিরোধ হ'লে কাজের খুব ক্ষতি করে। সে সম্বন্ধে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা আমাদের স্বভাব। ওটা আয়ত্ত করেছি ভাল ক'রে। আত্ম-স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে আমাদের বাধে না। কিন্তু এটাকে অতিক্রম করা লাগবে। কাজ করতে গেলে দোষ বহু আসবে, কিন্তু সেগুলি সংশোধন করতে হবে। শুধু সচেতন হ'লে হবে না, প্রতিকার করা চাই। নিজে দাঁড়ান লাগবে—শিরদার তো সরদার। আমরা বাঁচতে চাই তো এই কাজ যেমন ক'রে করতে হয়, করাই লাগবে। আমরা এতলোক আছি, কিন্তু ভেবে দেখেন লোককে চালনা করতে পারে এমন কর্ম্মী ক'জন? ফলকথা, নিজে যদি পরিপালন না করি, ঠাকুরকে যদি নিজের ভিতর জীবন্ত না ক'রে তুলি, তাঁর জলুস যদি না ফোটে চরিত্রে, আমাকে দিয়ে মানুষের আঁধার কাটবে কি করে? আমরা চেষ্টা ক'রেও পুরো না পারতে পারি, কিন্তু প্রচেষ্টাশীল যদি না হই, তা' তো আরো খারাপ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুপ্রজনন সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন। তখন রাত ৮টা ২০ মিনিট। বাণী দেবার পর উপমাচ্ছলে বললেন—আপনি আর আপনার স্ত্রী হয়ত গৌরাঙ্গদেবের গল্প করছেন। আপনি এমন ক'রে বলছেন যে সে মুগ্ধ হ'য়ে আপনার চোখমুখের দিকে চেয়ে দেখছে, ভাবছে—এঁর মধ্যে যেন গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব দেখ্‌ছি, আহা কী সুন্দর! তখন হয়ত আপনাকে একটা চুমু খেল। আপনি আরো বলতে লাগলেন। সেই অবস্থায় শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভাবে গদগদ হ'য়ে পবিত্র উদ্দীপনায় যে-মিলন ঘটলো, সেই ভাবভূমিতে মিলনে যদি কোন সন্তান হয়, সে জন্ম থেকেই হয়ত বোল ধরবে—'হরিবোল', 'হরিবোল'। কথা ফোটেনি, তবু আধ-আধ ভাষায় হরিবোলের তানটুকু ঠিক আছে।

তারপর এই সম্বন্ধে আর একটি বাণী দিলেন। পরে বললেন—স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের সাত্বত প্রীতিসন্দীপ্ত আগ্রহ ও প্রকৃতিগত সশ্রদ্ধ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যটাই মিলনকালে সন্তানের জৈবী-সংস্থিতিতে সঞ্চারিত হয়। তাই দাম্পত্য মিলনের গভীরতা যেমনতর, সন্তানের স্বাস্থ্য, আয়ু ও প্রকৃতিও তেমনতর হ'য়ে

থাকে। অবশ্য, বিয়েটা বিধিমত হওয়া চাই। Perfect bio-chemical unision (সুষ্ঠু জৈব-রাসায়নিক ঐক্যসঙ্গীত) যত হয়, ততই ভাল।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—শিশুমৃত্যু হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Physical (শারীরিক) কারণে হ'তে পারে, হয়ত পিতামাতা রুগ্ন। উভয়ের বৈশিষ্ট্যগত ধাঁচ ও খাঁচগুলিতে মিল না থাকার দরুনও হতে পারে।

শরৎদা (হালদার) দৈব সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা মানেই বুঝি পুরুষকার, নিয়ত গতিশীলতা। দৈব মানে আবেষ্টনী কর্ম্মফল-পরম্পরা। অনেকে কোষ্ঠীর কথা বলে। কিন্তু গ্রহগুলি সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে, সেগুলি এক অবস্থায় কখনও নেই। তাই বলি, আপনি যেখানে যে অবস্থার মধ্যেই থাকেন, সেটাকে overcome (অতিক্রম) করতে পারেন ইচ্ছা করলে।

যতীনদা (দাস) দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে বুঝতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার বাইরে যাবার বাধা পড়ে, তাই সেবার জোর ক'রে অর্থাৎ পুরুষকার-বলে কাজে বেরিয়ে গেলেন কলকাতায়। স্পেনসার এসে আবার দৈবের মত আপনাকে এখানে টেনে নিয়ে আসলো। আবার মারগারেটের গোলমালে আপনি আটকে গেলেন। তেমন আগ্রহ থাকলে এ দিকের ব্যবস্থা ক'রে কত আগে বেরোতে পারতেন।

যতীনদা—আমার এখানে থাকার পিছনে তো আপনি আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, আমি হয়তো আপনার মনের অবস্থা বুঝে সায় দিয়ে গিয়েছি।

শরৎদা—আপনি খুলে বলেন না কেন জোর ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মিক শক্তি যদি প্রবল না হয়, ardour (আগ্রহ) যদি না থাকে, আদেশ পালন করতে পারে না। Ardour (আগ্রহ) আদেশকে পরিপালন করে। Ardour (আগ্রহ) না থাকলে আদেশের পরিপালনও হয় না, পরিপূরণও হয় না, তা' অবজ্ঞাত হয়ই। Ardour (আগ্রহ) না থাকলে, যদি এখান থেকে যেতে কই, যেয়ে কাজ আর করবেন না। হয়ত জসিদি যেয়ে ব'সে থাকবেন বা সেখান থেকে ঘুরে আসবেন। একটি স্ত্রৈণ পুরুষ বাড়ী থেকে একজায়গায় বেরিয়ে গিয়ে, যাওয়ার ইচ্ছা না-থাকায় হয়ত কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে বাড়ী এসে হাজির হ'লো। Ardour (আগ্রহ), আত্মিক শক্তি, পুরুষকার যত বেশী হয়, দৈবের obsession (অভিভূতি) তত কাটাতে পারে। এই জিনিসটা থাকলে কলকাতায় ব'সে ছাতা বগলে ক'রে ঘুরেই সব কাম মাত করতে পারতেন। কোন-কিছু unfulfilled (অপূর্ণ) থাকত না। টাকা-পয়সার অভাব হ'ত না, টাকাও আরো আনতে

পারতেন, দিতে পারতেন। তখন minister (মন্ত্রী) থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই আপনার পিছনে-পিছনে ঘুরত—চরিত্রের জেল্লা এতখানি হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে গেলেন প্রস্রাব করতে। গাড়ুগামছা নিয়ে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে গেলেন। সেখান থেকে আসার পর আবার কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মিক শক্তির তীব্রতা না থাকলে মানুষ পাঁচ মিনিট একজায়গায় স্থির হ'য়ে বসতে পারে না। একাগ্রভাবে কাজ করতে পারে না। চঞ্চলপ্রকৃতি হয়, বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ায়, একটা puzzled (দিশেহারা) রকম হয়। নিজের উপর কিংবা কারও উপর justice (সুবিচার) করতে পারে না। এইসব চিন্তা করতে গিয়ে হয়ত তার রগ দুটোই ফুলে উঠলো।

১১ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২৭।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি যখন হরিতকীবাগান লেনে ছিলাম, এক ধনকুবেরের স্ত্রী আসত, সে মাকে সোনা-মুক্তা দিতে কত চেষ্টা করত। মা নিতেন না। আমাকে একদিন একলা পেয়ে ঠেসে ধরল। আমার মন যদি তেমন দুর্ব্বল হ'ত তাহ'লে ভাবতাম—একধারে ৩০/৪০ লাখ টাকাও পাব, কামিনী-কাঞ্চন দুইই হবে। এই ভেবে কাবু হ'য়ে যেতাম।

আমাকে যেমন কতজনে স্বামীভাবে ভাবে, কিন্তু আমি যদি তাদের স্ত্রীভাবে ভাবতাম, তাহ'লে মুসকিল ছিল। তাদের মধ্যে sexual leaning (যৌন আনতি) থাকলেও, সেটা একটা উন্নত রকমে বিন্যস্ত হ'চ্ছে। আপনাদের কাছে যেমন কত মেয়েরা আসে। আপনারা তো একথা বলতে পারেন না যে, তারা কেউ আসতে পারবে না। আপনারা যদি ইষ্টে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে, তাদের সেইদিকে উন্নীত ও উদ্দীপিত করার তালে না থাকেন, অন্য কোন মতলব যদি থাকে, তবে ওর ভিতর-দিয়েই অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে পারে।

১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।৭।১৯৪৯)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কালিদাসদা (মজুমদার) জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আমাদের এখানে ছেলেবুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তো আপনাকে এতো দেখে-শোনে, কিন্তু তাদের চরিত্র সংশোধন হয় না কেন? পরিবার-গুলি ঠিক হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ তোমাদের। তোমরা জান ঢের, বোঝ ঢের। বাংলায় বা ভারতে তোমাদের মত জানিয়ে লোক কম আছে। কিন্তু তোমাদের বুঝের সঙ্গে

চলার সঙ্গে মিতালি হয় না। তা'ছাড়া পরিবারের মধ্যে যাজন কর না। করলেও ঘা দিয়ে কথা বল, চোখ রাঙ্গিয়ে ঢোকাতে চেষ্টা কর, না হয় ignore (উপেক্ষা) কর। তেমন ক'রে চল না ব'লে তোমাদের চরিত্রের মধ্যে ঠাকুর ফোটে না। আবার, পরিবেষণ কর না, তাই পার না। আণ্ডাবাচ্চারাও যদি অনুপ্রাণিত হ'ত কী যে হ'ত ?

কালিদাসদা—মেয়েদের চরিত্রে যে আদিম দ্বেষ-হিংসা-প্রবৃত্তি, তা যায় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে—তোমার চরিত্রে এতখানি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে ওঠেনি তারা, যাতে তাদের conception (ধারণা) দানা বেঁধে ওঠে, তা' সত্তায় গেঁথে ওঠে, স্বভাবে চ'লে আসে। বুঝ আর চরিত্রে সামঞ্জস্য যখন আসে, তখন প্রকৃত disciple অর্থাৎ শিষ্য হও, তাতে চরিত্রের জলুস বাড়ে। তা' দেখে অন্যেও তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়। সেই শ্রদ্ধার আলোকে normally disciplined (স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত) হয়।

কালিদাসদা—এতদিনেও আসলো না কেন পরিবর্ত্তন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলো না নয়, আনলে না।

কালিদাসদা—তবু আছি কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন আছ ভেবে দেখতে পার প্রত্যেকের মতো ক'রে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা ইচ্ছা করলে মুহূর্ত্তেই পারি। আমার যেমন 'Turn, turn thy hasty step aside' (তোমার অবিবেচনাপ্রসূত দ্রুত পদক্ষেপ সরিয়ে নাও)—কথাটা পাওয়া-মাত্র মাথায় ঢুকে গেল। আজও চলতে গিয়ে লক্ষ্য রাখি পোকাটা, মাকড়টা পায়ের তলে না পড়ে। সব সময় সাবধান হয়ে চলি। আবার, 'Do unto others, as you would be done by' (অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে যাহা পেতে তুমি কর আকিঞ্চন) কথাটাও অমনি ক'রে আমার ভিতরে ব'সে গেছে। শুধু জানলে হয় না। জানা-অনুযায়ী চলা চাই। করা চাই। তবেই তার দাম হয়। দেখেছেন তো কত প্রফেসর আছে, এমন পড়ায় যে ছেলেরা তা' শুনে পাগল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তাদের মতো লোকও হয়ত বাড়িতে এসে মারধর শুরু ক'রে দেয়। এমনতর পাণ্ডিত্যের মূল্য কী ? আপনাদেরও জানার কমতি নেই। ইউনিভার্সিটিতে প'ড়েও এতো জানা হয় না। এই সঙ্গে যদি character (চরিত্র) থাকত তাহ'লে কী যে হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামগোপাল (দে)-কে দশটা টাকা সংগ্রহ করতে বলেছেন, তিনি সাত টাকা বারো আনা সংগ্রহ করে এসে বললেন—ভিক্ষা করতে ঠিক কায়দা পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করায় তো কায়দা আসে। করতে-করতে হয়।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গীদের মতো মানুষ খুব কম আছে। এখন নির্ভর করছে আপনাদের উপর। ভাল জমি ঢের আছে, ভাল চাষা যদি হন, দেখবেন কেমন ফসল পান।

শরৎদা—সত্যিই সৎসঙ্গীদের প্রাণ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা ঠিক হ'লেই হয়। নীতিগুলি চরিত্রে যদি ঝাঁঝাল হয়, তবে heroic action (বীরোচিত কর্ম্ম) হয়। পরাক্রম ফুটে ওঠে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা' কইছি, তা' করলে দুনিয়ার rescue (উদ্ধার) হয়।

রাত ৯টার পর দুটি বাণী দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৯। ৭। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় যতি-আশ্রমে ব'সে বললেন—এখন যেমন দেশের অবস্থা, যদি তেমন কোন শক্তিমান মানুষ কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াতেন, তাহ'লে টক-টক ক'রে হাওয়া ফিরিয়ে দিতে পারতেন—কিন্তু কোন বলনেওয়ালা, করনেওয়ালা, লেখনেওয়ালা, ধরনেওয়ালার মাথায় এটা ধরতে দেখছি না।

পরে কথায়-কথায় বললেন—কাজের জন্য initiates (দীক্ষিত) তো দরকারই, আর admirer-এর (গুণগ্রাহীর) সংখ্যাও খুব বাড়িয়ে তোলা লাগে—যারা অন্ততঃ কৃষ্টির প্রতি পুরোপুরি সশ্রদ্ধ হবে এবং আপনাদের সব কাজে helpful (সহায়ক) হবে।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৩০। ৭। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে ব'সে একটি বাণী দিলেন।

তারপর কাজলভাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! ফুটবল খেলতে গিয়ে অনেক সময় লাগে। একটা হাডুডুর কোট কাটব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো কাটবে, কিন্তু খবর শুনলাম—কয়েকটা ছেলে টাকা চুরি করে, সে তো ভাল না।

কাজল—আমার দলের যারা, তারা কখনও অমন কাজ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাই-বালাই! তারা করবে কেন? কিন্তু অন্য ছেলেরা যে করে, তাদের যে বুঝিয়ে ভাল করতে পারে না তারা, সেটাও তাদের পক্ষে অপমানজনক। যারা এই সব করে, তাদের মধ্যে এমন বোধ দেওয়া লাগে, ভালবেসে এমন ক'রে তাদের

মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া লাগে, যাতে তাদের অমনতর প্রবৃত্তি না হয়।

কাজল—ভাল ক'রে বললেও যদি না শোনে, তখন কী করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একবার ক'লেই তো হয় না, তাদের পিছনে লেগে থাকতে হয়। যাদের মাথা যতখানি খারাপ হ'য়ে গেছে, তাদের ততখানি সময় নেয়। আর, ভালবাসা নিয়ে তাদের পিছনে অতোখানি খাটা লাগে, নিজেরা এমন ক'রে চলা লাগে, যাতে তাদের শ্রদ্ধা হয়। তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তোমাদের কেউ আবার যেন তাদের মতো হ'য়ে না পড়ে।

শরৎদা—জীবাত্মা বহু হ'তে পারে, কিন্তু আত্মা কি বহু হতে পারে ? সাংখ্যে বহু পুরুষবাদের কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা বহু হয় কি করে ? তবে প্রকৃতি eternal (চিরন্তন) বলেই অভিধ্যানতপস্যায় একের বহু হবার সম্ভাব্যতা থাকেই। একটা চলনেরই বহুধা ব্যাপ্তি আর কি।

শরৎদা—সৃষ্টির পূর্ব্বে পরম সত্তার অবস্থাটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি বলা যায় ? তৃষ্ণার নিবৃত্তি হ'লে উপাধি খ'সে গেলে যা' তাই। প্রকৃতির ভিতর-দিয়েই উপাধি যা-কিছু হয়েছে। তবে ভক্তের ভগবানকে উপভোগ করার তৃষ্ণা যায় না। সে নিত্যদাস হিসাবে সত্তা বজায় রাখতে চায়। পুরুষ ও প্রকৃতির attraction (আকর্ষণ), repulsion (বিকর্ষণ), stagnation (সংস্থয়ন)—এই তিনটের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি চলে।

শরৎদা—সাংখ্যে বলে পুরুষ ও প্রকৃতি, আলাদা। বেদান্তে বলছে একই আছেন। এর সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেরই দুই। Positive (ঋজী), negative (রিচী)—একেরই দুটো দিক। তাই positive (ঋজী)-negative (রিচী)-কে যখন আলাদা ক'রে দেখি তখন আসে সাংখ্যের দৃষ্টিভঙ্গী। যখনই এর পিছনকার একই সত্তাকে ভাবি, তখন বেদান্তের রকমে ভাবি। আমাদের ধারণার দরুন বিরোধ মনে হয়। নচেৎ বিরোধ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ধ্যার পর কয়েকটি বাণী দিলেন। তাঁর যেন ক্লান্তি নেই।

বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের দিকে চেয়ে বললেন—আমার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি তো! আমি ভাবি আপনারা যদি মানুষ হন, তাহ'লে মানুষকে বাঁচাতে পারবেন। তাই যত কথা মনে আসে দিয়ে যাই। পরমপিতাই কওয়ান, এসব তাঁরই দান।

শরৎদা—তৃষ্ণা তো প্রবৃত্তি থেকে হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এও তো প্রবৃত্তি।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আচ্ছা! প্রবৃত্তির খেয়াল নিয়ে যারা আপনাকে ধরে, আপনাকে ধরা সত্ত্বেও যারা নিজেদের খেয়ালমতো চলতে চায়, তাদের আপনি ছেড়ে দিয়ে দৌড় দেখেন, তাই না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুইল দিয়ে মাছ ধরেছ তো? হুইলে নাকি মেলা সুতো থাকে, মাছ ধরলে নাকি সুতো ছেড়ে দেয়, এইভাবে খেলিয়ে-খেলিয়ে tired (ক্লান্ত) হয় যখন, তখন টেনে ওঠায়। আগে মানুষের কাছা চেপে ধরতাম। তখন আবার তাদের ভয় করত। ভাবত, ঠাকুরের কাছে গেলেই চেপে ধরবে। এই ভয়ে আমার কাছে এগুতে সাহস পেত না। মাও আমাকে তখন বকতেন। আমি পরে দেখলাম যে ওতে সুবিধা হয় না, তাই ছেড়ে দিলাম।

সুরেনদা—ওতে দেরী হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেরী হয়ে যায় বলছ। সব ব্যাপারেই যদি চেপে ধরি, তুমিই বলবে —ঠাকুরের জন্য কিছুই করা যায় না।

পূজনীয় বাদলদা এসেছেন। টুকুনির অসুখ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাদলদার সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা বললেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছাত্রজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনালেন।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৩১।৭।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার মনে হয়, রস মানে cohesive urge (সম্মিলনী আকূতি)। রসায়ন মানে cohesive urge-এর (সম্মিলনী আকূতির) অয়ন, পথ বা পরিণয়ন। 'রসো বৈ সঃ' মানে আমার মনে হয়, তিনি সেই cohesive urge (সম্মিলনী আকূতি) স্বরূপ। আমরা নাম করি, সেটা যেন কারণ-সত্তার শাব্দিক মূর্ত্তি বা সাত্ত্বিক অনুকম্পন। সেইজন্য সম্মিলন, অসম্মিলন ইত্যাদি ব্যাপার কেমিষ্ট্রীর মধ্যে এসে পড়েছে।

এরপর বিবাহ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার-তার সঙ্গে বিয়ে হ'লেই যদি হয়, তবে বক্‌রী বা গাধার সঙ্গে বিয়ে হ'লেই বা কি? ওখানে difference (পার্থক্য) বেশী, মানুষের বেলায় হয়তো কম। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর পরিপোষক না হয়, স্বামী যদি স্ত্রীর পরিপূরক না হয়, তবে সন্তান কখনও ভাল হয় না। মেয়েলোক হ'লেই যদি বিয়ে করা চলে, কে কার পোষণী, কে কার পূরণী, কার বংশ-বৈশিষ্ট্য

কার অনুকূল, তা যদি বিচার করা না লাগে, তবে অষ্ট্রেলয়েড, নিগ্রোয়েড, গাধা, গরু সবই বিয়ে করা চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন।

কালিদাসদা (মজুমদার) কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—অত্যন্ত খারাপ যারা, যাদের পিছনে শত চেষ্টা করলেও ভালর পথে চলে না, তাদের উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Thunderbolt (বজ্র) ছাড়া এদের রেহাই নেই। Thunderbolt (বজ্র)-এর আঘাত খেয়ে যদি কোন সংলোকের কাছে যায়, তখন তাঁকে হয়তো appreciate (হৃদয়ঙ্গম) করতে পারে। বজ্রের আঘাতে সেই দুঃশীলতার শক্ত আস্তরণটা হয়তো ভেঙ্গে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। বাইরে খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে। যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে normally (স্বাভাবিকভাবে) যেমন ক'রে আপনারা শিখছেন—আমার মনে হয়, আগে এইভাবে শিক্ষা হ'তো। এই ধরনের শিক্ষাটা হয় practical (বাস্তব)। ধরেন, আপনি একজনের সঙ্গে একভাবে কথাবার্ত্তা ব'লে এসেছেন। সেইটে বলছেন। তখন আবার আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে শুধরে দেওয়া হ'লো—ঐ-রকম অবস্থায় কী বললে ঠিক হয়। এইভাবে দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্য-দিয়ে শিক্ষা চরিত্রে ও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হ'তো।

কলকাতা থেকে ডাঃ জে. সি. গুপ্ত এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় গেলেন। সেখানে ডাক্তারবাবু তাঁকে পরীক্ষা করলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। এই সময় পূজনীয় অশোকভাই আসলেন কলকাতায় যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে।

ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে প্রফুল্ল বলল—অনেক ভাল ডাক্তারের চাল থাকে, ডক্টর গুপ্তর সে-রকম ভাব দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হামবড়াই যার যত stiff (শক্ত), তার মানে তার knowledge (জ্ঞান) ও inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) তত কম।

অশোকভাই—অনেক ভাল ডাক্তার খুব নিরভিমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অশোক ইচ্ছা করলে ভাল ডাক্তার হ'তে পারবে। complex (প্রবৃত্তি)-গুলি ছিটোন থাকলে ঠোকরায়ে বেড়ায়, তখন গোছাতে পারে না ভাল ক'রে। কিন্তু complex (প্রবৃত্তি) concentric (সুকেন্দ্রিক) ও consolidated (সংহত) হ'লে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, individuality (ব্যক্তিত্ব) established (প্রতিষ্ঠিত) হয়। তখন মানুষ ভাল ক'রে কাজ করতে

পারে। ঈশ্বরকে ভালবাসলে libido (সুরত) ও আগ্রহের একটা tension (টান) আসে। তাতে অজানাটা জানার মধ্যে আসে। মানুষ evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়)। আইনস্টাইন যেমন বের করলেন—$E = mc^2$.

কম্যুনিজম সম্বন্ধে কথা উঠলো।

অশোকভাই—কম্যুনিষ্ট ছেলেরা সাধারণত খুব intelligent (বুদ্ধিমান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক intelligent (বুদ্ধিমান) ছেলে কম্যুনিষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) চলন যদি না থাকে, উত্তরোত্তর আত্মবিকাশ যা' হ'তে পারত, তা হয় না।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—করা ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা লাগে। নচেৎ ফাঁক হ'য়ে যায়। ক'রে পরে মনে হ'লো, না করলে ভাল হ'তো। করার আগে হয়তো মনে পড়ে না। কিংবা করার বা বলার যেটা, তা সময়মত করা বা বলা হয় না। এখন থেকে ঠিকমত অভ্যাস করা লাগে। যে-জিনিসটা বোঝা লাগে, দেখা লাগে—তাকে মনের মধ্যে ছবির মতো ক'রে এঁকে নিতে হয়। তাকে কয় প্রণিধান—প্রকৃষ্টরূপে ধারণ। পড়ছো, ভেবে বোঝা লাগে—কোন্‌টা কেন হয়? কেমন ক'রে হয়? তখন mastery (আধিপত্য) আসে। বাঁকা ক'রে দেখো, ত্যাড়া ক'রে দেখো, সেই একই জিনিসকে দেখবে নানাভাবে। তার জন্য যতটুকু মুখস্থ করা লাগে তাও করা ভাল। আবৃত্তি মানে সম্যকভাবে সেই দিকে থাকা।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১।৮।১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ এবং অন্য কয়েকজন উপস্থিত আছেন।

কালীদা (ব্যানার্জ্জী) বললেন—আমার মেয়ের ব্যবহারে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে গেলাম। মেয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকাই দুষ্কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুইই তো ঐ পাগল মেয়ে হয়েছিস। ও মেয়েটা তো তুই। দুঃখ করিস্‌ না। ওর জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দে গিয়ে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—বৌদ্ধ দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শন এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক কথা বিভিন্নভাবে বলা। Contradiction (বিরোধ) নেই। একজন কয় নেতি, একজন কয় ইতি। একটা ফাঁকায় ফেলে দেয়। আর একটা মন ফাঁকা হতেই দেয় না। তবে উভয়ের মধ্য-দিয়ে তৃষ্ণার নিরসন হ'য়ে চলে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার দেখামতো বিজ্ঞানের আলোচনা একসময় বেশ করেছি। কিন্তু যাদের সামনে সে-সব কথা বলতাম, তারা ছিল এ বিষয়ে অজ্ঞ। হরীতকীবাগানে বিধু (ডক্টর বিধুভূষণ রায়) ও শশাঙ্ক (মুখাজ্জী,—বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র) আসত, তারাই প্রথম আমার মনে ভরসা জাগায়ে দিল যে আমি যে-সব কথা বলতাম, তার কিছু মূল্য আছে।

যাজন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতিপাদ্য বিষয়টা সরাসরি উল্লেখ ক'রে আলোচনা করতে গেলে মানুষ অনেক সময় rigid (অনমনীয়) হ'য়ে ওঠে। Socratic method-এ (সক্রেটিসের পদ্ধতিতে) অন্য কথা পেড়ে তার মুখ দিয়ে আমার conclusion (সিদ্ধান্ত) বের ক'রে নিতে যদি পারি, তবেই সহজ হয়। আর, কাউকে বড় করতে যেয়ে কাউকে ছোট করতে নেই, conflict (দ্বন্দ্ব) বাধাতে নেই।

কথাপ্রসঙ্গে কিশোরীদার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিশোরীর একখানা জীবনী লেখা ভাল। ভাল-মন্দ নিয়ে কিশোরী (দাস), নফর (ঘোষ), যতীশ (ঘোষ) ওরা খুব সুন্দর ছিল। হারান মিস্ত্রীও বেশ। রাধিকার মত অমনতর খাঁটি লোক আমি কম দেখিছি।

কেষ্টদা—যতীশ ঘোষ নাকি একদিন গরুর খুটো পুততে গিয়ে সারা জায়গায় আপনার মুখ দেখে খুটো আর পুততে পারে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট।

প্রফুল্ল—টাইফাস ও টাইফয়েডে তফাৎ কী? দুইই তো একজাতীয় জীবাণুর কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একটা জীবাণু শরীরে লক্ষণ সৃষ্টি করে আলাদা রকমের। জীবাণুর structure (গঠন) মাফিক গুণ ও ক্রিয়া হয় আমাদের শরীরের উপর। ক্লোরোমাইসেটিন নাকি টাইফাসে কার্য্যকরী। বহুদিন আগে আমাদের কেমিক্যালের একটা ওষুধের নাম দেওয়া হয়েছিল—স্কিজোমাইসেটিন। এখন সেই ধারায় মাই-সেটিন নাম যোগ ক'রে কত ওষুধ বেরুচ্ছে। আমার মনে হয় একই ধাঁচের চেষ্টা হ'লে, একইরকম পথে অগ্রসর হ'লে এবং তা' বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি করলেও, তার নামকরণের বেলায় একই ধরনের নাম অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি লেখার মধ্যে রক্তবিদ্রোহ বর্জ্জন করার কথা আছে। সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—কেষ্ট ঠাকুরকেও তো যুদ্ধ করতে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিও চেষ্টা করেছেন যাতে যুদ্ধ না ক'রে পারেন। যা হো'ক, রক্তবিদ্রোহ যত কম ক'রে পারা যায়, ততই ভাল।

কেষ্টদা—পারিপার্শ্বিকের যে অবস্থা তাতে অমন না ক'রেও তো জীবন ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করা দুষ্কর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন ক'রে প্লাবন আনতে পারলেই হয়।

কেষ্টদা—পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুন তাই যে আনা যায় না ঠিকভাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমাদের করা কম। জীবনের হুজুগ তেমন ক'রে তুলতে পারলে, তেমন প্লাবন আনতে পারলে সব ভেসে যায়।

বাইরে বৃষ্টি হ'চ্ছে, রাত গোটা নয়েক হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ কেষ্টদাকে বললেন— জ্ঞান-ট্যান বুঝি না। মা ছিল, মা'র 'পর নেশা খুব ছিল। তখন একটা enthusiastic bloomy glow (উদ্দীপনাময় ফুল্ল দীপ্তি) ছিল জীবনে। ফলে ছিল একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তি, একটা অদম্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি—অসুখবিসুখ, ভালমন্দ সবতার ভিতর-দিয়ে। কী হয়েছে, কী হ'লো—ঠিক পাই না।

কেষ্টদা— কী ঠিক পান না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞানট্যান কী হ'লো ঠিক পাই না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—মানুষ নিজের সৌন্দর্য্য নিজে ঠিক পায় না। অন্যে value (মূল্য) না দিলে জ্ঞানী তার নিজের জ্ঞান ঠিক পায় না। এই লীলাই চলেছে জীবনে। মানুষের ভালবাসার পাত্র থাকে। তাকে ধ'রে জীবনটা integrated (সংহত) হ'য়ে ওঠে। তখন মৃত্যুর মধ্যেও যেন অমৃতের আস্বাদ পায়। সবটা সুন্দর হ'য়ে ওঠে মানুষের কাছে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগপ্লুত কণ্ঠে বললেন—আপনারা খুব blessed (ধন্য)। আপনাদের মতো sincere flock (অকৃত্রিম গুচ্ছ) খুব কম পাওয়া যায়। যদি ৩০/৪০ জন pilotman (চালক) পেতেন তাহ'লে যে কী হতো! আপনাদের মতো এমন ভাল staff (কর্ম্মীগুচ্ছ)—কংগ্রেসই বলেন বা হিন্দু মহা-সভাই বলেন, কোথাও পাওয়া মুসকিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু সম্বন্ধে কথা উঠতে শরৎদা বললেন—পরমপিতার তাই বোধ হয় ইচ্ছা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার ইচ্ছা মানে আমাদের সমবেত কর্ম্মফল।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। যতিবৃন্দ

ও কেষ্টদা আছেন।

ননীদা—Surrender (আত্মসমর্পণ)-এর ইচ্ছা জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender মানে উৎসর্গ। ঊর্দ্ধ সৃষ্টি, উৎসর্জ্জন। এর মানে annihilation (বিনাশ) নয়। আত্মনিয়োগের দ্বারা উৎসৃজিত হয় মানুষ। Surrender (আত্মসমর্পণ) মানে to render oneself above over again (নিজেকে পুনরায় ঊর্দ্ধের কাছে দিয়ে দেওয়া)। যেমন, ধর, অঙ্ক জানতে না। অঙ্ক শিখলে। এতে অঙ্ক সম্বন্ধে একটা ব্যুৎপত্তি জন্মালো। তার মানে নিজেকে অঙ্কে উৎসর্গ ক'রে, অঙ্কে উৎসৃজিত হ'লে। এর দরুন দৃষ্টিভঙ্গীও হয়তো বদলে গেল। Surrender (আত্মসমর্পণ) ভয়ের নয়, ভরসার—গুণ অর্জ্জনের দিক দিয়ে।

আজ খুব উতলা এলোমেলো হাওয়া বইছে।

প্রফুল্ল—এইরকম হাওয়ায় মনটা ভাল লাগে না। একাগ্র করা যায় না, কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, বাইরের ঐ-রকম আবহাওয়া মনটাকেও ঐ-রকম ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারকদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করলেন।

কেষ্টদা—তারকদা আর একটু তীব্র হ'লে ভাল হ'তো।

তারকদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—তা' কিভাবে হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়ের সঙ্গে সঙ্গীতি রেখে কাজ করতে থাকলে ক্ষিপ্রতা ও তীব্রতা আপনি এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—এমন একটা ফরমুলা করতে হয় যাতে জীবনের সব দিক ব্যাখ্যাত হয়।

কেষ্টদা—মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে, তাই একটা নির্দ্দিষ্ট ফরমুলার মধ্যে সবটা আনা মুস্কিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দুটো দিক আছে—একটা দিক হ'লো সম্ভূত অর্থাৎ সে যা' হ'য়ে আছে। একে বলা যায় দৈব। আর একটা হ'লো সম্ভাব্যতা। অর্থাৎ, এই হওয়ার উপর দাঁড়িয়ে যা' সে পেতে বা হ'তে পারে। একে বলা যায় পুরুষকার। এই দৈব আর পুরুষকারের সম্মিলিত সহযোগী সঙ্গীতি যেমন হয়, সাফল্যও আসে তেমনি। এইটে হ'লো বিধি।

শরৎদা—তিনি তাঁর ইচ্ছামতো করতে পারেন, নচেৎ সীমিত হ'য়ে যান। বিধি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—আকবরের রাজসভায় বীরবল ব'লে একজন সদস্য

ছিল। একদিন চারজন উজীর এসে আকবরকে বলল—বীরবল একজন হিন্দু। ওকে এত টাকা কেন দেন? ওকে ছাড়িয়ে দিয়ে সেই মাইনেয় আমাদের চারজনকে রাখুন। তখন তাদের বহাল ক'রে বীরবলকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'লো। সম্রাট একদিন বিষণ্ণ হ'য়ে ব'সে আছেন। তাই দেখে ওরা জিজ্ঞাসা করল—কেন আপনি এভাবে আছেন? সম্রাট বললেন—আমার তিনটে প্রশ্ন আছে—(১) খোদা কী করতে পারেন না? (২) খোদা কী দেখতে পান না? (৩) এখন তাঁর মর্জ্জি কী?—এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি এই প্রশ্নগুলির জবাব চাই। তা' যদি আপনারা না দিতে পারেন, তা হ'লে আপনারা যথোচিত শাস্তি পাবেন। ওরা তো এর উত্তর ভেবে পায় না। শেষটা খোঁজখবর ক'রে, ওরা বীরবলের শরণাপন্ন হ'লো। বীরবল বলল—এগুলির জবাব যদি বলতে হয়, আমি জাঁহাপনার কাছে গিয়ে বলব। ওরা তো ফাঁপরে পড়ে গেল। তখন বীরবলকে দাড়ি পরিয়ে মুসলমানী টুপি ও বেশভূষায় সাজিয়ে দরবারে নিয়ে এসে বলল—জাঁহাপনা, আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর, আমাদের এই অনুগত বন্ধুই দেবে। বীরবল প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলল—খোদা তাঁর রাজ্য থেকে কাউকে তাড়াতে পারেন না। কারণ, দুনিয়ার সর্ব্বত্রই তো তাঁর এলাকাভুক্ত। তার বাইরে জায়গা কোথায়?

কী তিনি দেখতে পান না? সেই প্রশ্নের জবাবে বীরবল বলল—তিনি তাঁর সৃষ্টিতে একজনের মত হুবহু তেমন আর একজনকে দেখতে পান না।

খোদার এখনকার মর্জ্জি কী সেই প্রশ্নের জবাবে বীরবল বলল—জাঁহাপনার এখন যা মর্জ্জি, খোদারও এখন সেই মর্জ্জি। সম্রাট তখন বীরবলের দাড়ি, টুপি ইত্যাদি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন—তুমি ঠিক বলেছ। এই ব'লে তিনি উজীরদের তাড়িয়ে দিয়ে বীরবলকে পুনরায় বহাল করলেন।

মানুষ যদি তার ওজন না বুঝে যা'-কিছু হ'তে বা পেতে চায়, সম্ভূতির সঙ্গে সঙ্গীত না রেখে অবাস্তব সম্ভাব্যতার কল্পনা করে, তাহ'লে হয় না।

শরৎদা—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাই তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাধীন ইচ্ছাই তো বিধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা তাঁর মতো। প্রতিটি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আবার তার মতো। এইটেই বিধি। নইলে aquisition (অধিগমন) ব'লে কিছু থাকত না। আগে বের করা লাগে পারার, হওয়ার, করার বিধিটা কী। কিভাবে এটা সংঘটিত হয়।

শরৎদা—তিনি তো ইচ্ছাস্বরূপ, তার মানে কি বুঝতে হবে তাঁর কোন দেহ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সবসময় materially immaterial (বস্তুগত হ'য়েও

বস্তুর অতীত)। আমরা যেমন materially condensed (বস্তুগতভাবে ঘনীভূত)। এর পিছনে urge ও energy (আকূতি ও শক্তি) আছে। Urge ও energy (আকূতি ও শক্তি)-কে activate (সক্রিয়) ক'রে এই হয়েছে—প্রকৃতি-পুরুষের ভিতর-দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের রূপও অমনি করেই। God made man after his own image (ভগবান তাঁর প্রতিকৃতি-অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করেছেন)। অব্যক্তের মধ্যে যা' আছে সূক্ষ্মাকারে, ব্যক্তের মধ্যে তাইই আছে স্থূলাকারে।

শরৎদা—তিনি কি কায়িক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যেমন কায়িক, তেমনি অকায়িক। মায়াবৃত যখন, তখন কায়িক। প্রকৃতির পারে যখন, তখন তাঁর কায়া ধারণা করতে পারি না। আবার, ভক্তি যদি না থাকে তবে তাঁর মানুষী তনুর মধ্যে যে তাঁর পরমভাব বিদ্যমান তাও বুঝতে পারি না। তাই গীতায় আছে—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।"

কতকগুলি হওয়া আছে, তার রূপ দেখা যায় না। বোধ করা যায়। আমার মনে যখন উল্লাস হয়, তখন মনে-মনে বোধ করি। উল্লাসের অভিব্যক্তি যে হয় শরীরের ভিতর-দিয়ে, সেটা যেন বোধভাব। তার নিজস্ব রূপ ধরা যায় না।

কথা হচ্ছিল matter (বস্তু) বা physique (দেহ) ইত্যাদি বাদ দিয়ে spirit (আত্মা) আছে কিনা। সেই প্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—Physique (দেহ) হ'লো motherial বা material (বস্তুগত) রূপ। Urge (আকূতি)-টা energy (শক্তি) হ'লো। Energy (শক্তি)-টারই পরিণয়ন হ'লো ঐ রূপে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

শরৎদা—এ জন্মের পিতামাতা ও পরজন্মের পিতামাতা তো আলাদা। তেমন ক্ষেত্রে শরীরের কোন সাদৃশ্য থাকে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও থাকে, কখনও থাকে না। দৈহিক দিক দিয়ে ক্রমাগতি ব'লে কিছু নেই। ভাবসঙ্গতির দিক দিয়ে আছে।

শরৎদা—একটা মৌচাকের বিভিন্ন গর্ত্তগুলি যেমন পরস্পর নির্ভরশীল ও সবটা মিলে একটা মৌচাকেরই অঙ্গ। আমরাও কি সমগ্র পরিবেশ নিয়ে তেমনি স্রষ্টার বিশ্ব-পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমষ্টিগত যেমন রকম থাকে, তেমনি স্বতন্ত্র রকমও থাকে। কারণ, কোন দেশে হয়তো জন্মিলাম। জন্মাবার বিশেষ ভূমিতেই বাড়ি আমি সেখানেই। তার সঙ্গে থাকে পরিবেশ। পরিবেশ ও সত্তার সংযোগেই হয় বৃদ্ধি। Tuning (একতানতা) থাকায় সেখানে আসি।

কেষ্টদা—শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রে আছে—সত্যি ভক্তি হলে নাকি জ্ঞান ক'মে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্ঞান ব'লে জ্ঞান থাকে না। ধরেন, আপনার এই রূপায়ণ আপনার ইচ্ছা দিয়ে হয়েছে। রূপায়িত হ'য়ে তার সম্বন্ধে আপনি অজ্ঞান। কিন্তু এতই সজ্ঞান যে আপনি আমাকে চালাচ্ছেন।

কেষ্টদা—কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ ইত্যাদি গেলে নাকি জ্ঞান হয়। তা' আমাদের তো পরিগ্রহ আছে নিজের জন্যই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন ঐ প্রবৃত্তিগুলি যায়, তখন পরিগ্রহও যায়। মানুষ আপনার থেকেই দেয়। এমনিই জোটে।

সম্বিতা কী যেন কেষ্টদাকে বলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিপরবশতার মধ্য-দিয়ে আপনি সম্বি হয়েছেন। ও যেন আপনিই। ওর সঙ্গে কথা বলা যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলা। সন্তান যদি সঙ্গীতশীল হয়, তখন তার প্রতি গভীর প্রীতি হয়। আর, তার ব্যত্যয় যতটা সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ততই তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও অবনিবনা হয়। পুরুষের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্ত্রী যত তার পরিপোষণী হয়, সন্তান ততই সঙ্গীতশীল হয়।

কেষ্টদা—প্রথম সন্তান ও শেষ সন্তানই নাকি শ্রাদ্ধাধিকারী। এটা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোধহয় মিল বেশী হয়।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৩। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসেছেন। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—কও কি কথা? লোহার তারেও কথা ধরে। অর্থাৎ wave (তরঙ্গ) ধরে। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ঐ-রকম আছে। সদাচার পালনের কথা যে আছে, তা' করলে সূক্ষ্ম সাড়াশীলতা বেড়ে যায়। তখন মানুষ অনেক কিছু ধরতে পারে। এখন সে-সব যেতে বসেছে, যেখানে-সেখানে খায়, যে-সে ভাবে চলে।

শরৎদা (হালদার)—কথার মতো চিন্তারও কি তরঙ্গ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর হ্যাঁ! তা'ও আছে বই কি?

শরৎদা—শুধু চিন্তাতে নাকি কিছু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Thought-wave (চিন্তা-তরঙ্গ)-এরও মূল্য আছে।

শরৎদা—তবে আপনি যে বলেছেন—সুচিন্তাতেই সুখ যার, পাথরপেটা নরক তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, তাতে psychophysical enhancement (মানসিক ও

শারীরিক বৃদ্ধি) হয় না, becoming (সংবর্দ্ধন) হয় না। মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যদি শারীরিক ক্রিয়া না হয়, তাহ'লে শুধু চিন্তার ফলে মাথাটা হয়ত গরম হয়। দুটো একসঙ্গে চললে, চিন্তাটা ফলপ্রসূ হয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আপনি বলেছেন, অন্নে জানিস মন বয়, অন্ন মাফিক প্রবৃত্তি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত সাড়াপ্রবণ, সে তত প্রভাবিত হয়। সবাই সমানভাবে হয় না। যে যত স্থূল প্রকৃতির, সে তত কম প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ, প্রবৃত্তি-আবিষ্টতার দরুন টের পায় কম। তবে অন্নের প্রভাব হয়ই। কোন বাড়ীতে খেয়ে হয়তো দেখলে মনে খুব বিসদৃশ ভাব আসছে। আবার কোথাও খেলে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

সুরেনদা—সাধনা ক'রেও অমন হয় কেন? সাধারণ মানুষ তা হ'লে কি বেশী শক্তিমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুক্ত থাকা চাই। তাহ'লে হয়তো একটা প্রতিকূল ভাবের তরঙ্গ এসে ভেসে চলে গেল, একটা ভাব সম্বন্ধে চেতন হলাম, কিন্তু তা' ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। চেতনার উপর দিয়ে ভেসে চ'লে গেল। টের না-পাওয়া ভাল না, আবার টের পেয়ে তার দ্বারা অভিভূত হওয়াও ভাল না। সাড়াশীলতা থাকবে, আবার এমন যুক্ত থাকতে হবে যাতে কিছুতেই কেন্দ্র-চ্যুত করতে না পারে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—এমনি বেশ আছি। একজন বিছানায় শুলো, কামচিন্তা আকুল ক'রে তুলল, তখন বোঝা যায় ওর স্পর্শেই অমন হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে ভাবিত হওয়া ভাল না। তোমার এতখানি শক্তি থাকা দরকার, যাতে সব-কিছু environmental evil (পারিবেশিক মন্দ) তুমি অতিক্রম করতে পার। তা' যেন তোমাকে পরাভূত করতে না পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ ঘুরে আসলেন। যতি-আশ্রমে এসে পুনরায় বসার কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের সন্তান-সন্ততি হয়। তাতে লাভ কি?

শরৎদা—মানুষ enjoy (উপভোগ) করে তাদের ভিতর দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্তান না থাকলে কি enjoy (উপভোগ) করে না?

শরৎদা—সন্তান যদি কৃতী হয়, তবে মানুষ খুব আনন্দ পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ মমতা। ওর সঙ্গে identified (একীভূত) থাকে অনেকখানি। আবার, খারাপ হলেও কষ্ট অশেষ।

ননীদা—"অজাতমৃতমূর্খেভ্যো
মৃতাজাতো সুতো বরমৃ,

যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায়,

যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার মনে হয়, মূর্খ হ'লেও বেঁচে থাক্।

প্রফুল্ল—ব্যক্তিগত তত্ত্বার নিবৃত্তি বা ইষ্টে কৈবল্যের সঙ্গে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের কল্যাণের সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তত্ত্বা যতখানি নিয়ন্ত্রিত হয়, সত্তাটাও ততখানি ছড়িয়ে পড়ে এবং সেটা সুকেন্দ্রিক রকমে। তাই লোক সংগ্রহের একটা প্রবৃত্তি হয়।

প্রফুল্ল—তত্ত্বার নিবৃত্তি ও বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলবিধান—এ দু'য়ের মধ্যে কি কোন নিত্য সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তুমি Absolute (অখণ্ড) হ'য়ে ওঠ, normally (স্বাভাবিকভাবে) প্রবৃত্তি হয় সমস্তের কল্যাণের জন্য। অবশ্য, সমগ্র পারিপার্শ্বিককে উন্নত করতে না পারলে যে তত্ত্বার নিবৃত্তি বা কৈবল্য হবে না, তার মানে নেই। কিন্তু তত্ত্বার নিবৃত্তি বা কৈবল্যের একটা লক্ষণ হ'লো—সত্তাবোধ ব্যাপ্ত হওয়া ও সকলের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ হওয়া।

প্রফুল্ল—ব্যক্তিগত তত্ত্বার নিবৃত্তির সঙ্গে আমাদের সংঘকর্ম্মের সম্পর্ক কী? এ না ক'রেও তো তা' হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ত্রিজগতে আমার কিছু করার নেই, পাবার নেই, অপ্রাপ্তও কিছু নেই। তবু করি লোক সংগ্রহের জন্য, নচেৎ সমস্ত জগতের ক্ষতি হবে।

প্রফুল্ল—সে না হয় ভগবান বলতে পারেন, আমরা বদ্ধজীবনে সে-কথা বলতে গেলে চলবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বদ্ধ যারা, তাদেরও অনুসরণীয় তিনি। তিনি যা' চান, তিনি যা' করেন, সেই অনুযায়ী যারা চলে, তাঁর ইচ্ছা যারা বাস্তবায়িত ক'রে তোলে, তারা তাঁকেই পায়। 'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।' দর্শনটা দুরকম হ'তে পারে। সক্রিয় ও অক্রিয়। দেখাটা শুধু আমার মধ্যে যদি নিবদ্ধ থাকে, বাস্তবায়িত না হয়, তার মূল্য কী? দেখাটা যদি বাস্তবায়িত ক'রে তুলি, তখন সে-দেখাটা সার্থক হয়। যাদের মধ্যে দুটোর সমাবেশ হয়, তারাই তাঁর মানুষ। নিজেদের দর্শন, নিজেদের অনুভূতি নিয়ে যারা অক্রিয় হ'য়ে থাকে, তাদের সে-অনুভূতিটা পাকা হয় না। অক্রিয় ও সক্রিয় অনুভূতিতে ঢের ফারাক। মুনি ও ঋষিতে যে পার্থক্য—এও তেমনি।

কাজকর্ম্মের আশানুরূপ অগ্রগতি হ'চ্ছে না ব'লে কেষ্টদা দুঃখ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন unwillingness (অনিচ্ছা) আছে কিনা দেখতে হয়। Unwillingness (অনিচ্ছা) থাকলে ফাঁক থাকে। কী চাই? কেমন ক'রে পেতে হবে তা'। কেন পাচ্ছি না, কী করতে হবে, কেমন ক'রে করতে হবে, হ'চ্ছে না কেন—এ সম্বন্ধে একটা thorough analysis (পুরো বিশ্লেষণ) না থাকলে হয় না। আমাদের মাথা ঠিক নাই, তাই পারি না। আমাদের মাথায় বসেনি। মাথাই সাফ নেই। তাই পারি না। আমাদের বুঝের এমন কোন গলদ আছে, যার দরুন করাটা হ'য়ে ওঠে না। মাথায় যদি ব'সে যায়, তবে এমনতর একটা আবেগ আসে যে না ক'রেই পারা যায় না। যেমন বই ছাপাবার কথা কতদিন থেকে বলছি, এইবার মাথায় ধরেছে, তাই না-ক'রেই পারলেন না। আপনাদের কয়েকজনের মাথায় না ধরলে হবার উপায় নেই। আপনার মাথায় ধরলে আর সবার মাথায় ধরে।

সমাজের অবস্থা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার দেখা যায় তিনটে রকম—(১) বাহিরের সত্তাপোষণী যা' তা' হজম করা, (২) সত্তাবিরোধী যা' তা' নিরোধ করা, (৩) আবার, আবর্জ্জনা যা' তা' purge (বের) ক'রে দেওয়া।— এ তিনটে factor (উপাদান) যদি in co-ordination (সামঞ্জস্য সহকারে) work (কাজ) না করে, তখন আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে থাকি। ধর্ম্ম যখন অমনি ক'রে সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে যায়—প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যে তার মতো ক'রে, তা' আমাদের অমনি ক'রেই বাঁচিয়ে রাখে—assimilation (আত্মীকরণ), resistance (নিরোধ) ও elimination (বর্জ্জন)-এর ভিতর দিয়ে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পৃথিবীর যে কেউই হো'ক, যারা অনার্য্যোচিতভাবে চলেছে বা পতিত, তারা শুদ্ধিমন্ত্র-সহ হোম ক'রে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি স্বীকার করলে আর্য্যীকৃত হয়। তারা কৌলিক ঐতিহ্যগত গুণব্যঞ্জনানুসারে সেই বর্ণের অন্তর্গত হবে।

কেষ্টদা—আমাদের সব জিনিস সুনির্দ্দিষ্ট নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই আছে, কোন ভাবনা নেই। কয়েকটা pilotman (নেতৃস্থানীয় মানুষ) যদি দাঁড়ায়, তবে এমন বিপ্লব আনতে পারে যে সারা দুনিয়া ভেসে যেতে পারে।

কেষ্টদা—রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সপরিবেশ বাঁচা-বাড়াই হ'লো ধর্ম্ম। তার জন্য রাষ্ট্রশক্তি লাগে, আবার সেই রাষ্ট্রশক্তির জন্যও ধর্ম্ম লাগে। কারণ, আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মনিয়মন

ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন দাঁড়াতে পারে না। দুটো যদি mutually fulfilling (পারস্পরিকভাবে পরিপূরক) হয়, তবে normal coherence (স্বাভাবিক সঙ্গতি) হয়।

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৪। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসেছেন। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), তারকদা (ব্যানার্জ্জী), মানিকদা (মৈত্র), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উপস্থিত।

কেষ্টদা—গীতায় বলেছে কাম, ক্রোধ, লোভ হাতে রাখতে। এগুলি হাতে আসা সত্ত্বেও তো কোন-কোন মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম-ক্রোধ-লোভ—এই তিনকে হাতে ক'রে সুকেন্দ্রিক হ'তে হ'বে, সুকেন্দ্রিক না হ'লে হবে না। সুকেন্দ্রিক না হ'লে balance (সমতা) আসবে না। পৃথিবীর মতো পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরছে ব'লে ঠিক আছে, একটু পরিবর্ত্তন হ'লেই ঋতু-টিতু আকাশ-পাতাল পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে।

কেষ্টদা অন্য একটি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—রাষ্ট্র যদি ঠিক না হয়, ব্যক্তিগুলি যদি সুনীতিপরায়ণ না হয়, তবে কী হ'তে পারে? বহু নিয়ে যেখানে কারবার, ষ্ট্যাটিসটিক্সের নিয়ম সেখানে খাটে। একটা ইলেকট্রনকে বোঝা যায় না, লক্ষ-লক্ষ ইলেকট্রনকে দেখে তবে ইলেকট্রনের রকম টের পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগুলি সুনীতিপরায়ণ হয় আবার একটা common ideal (অভিন্ন আদর্শ)-এর 'পর দাঁড়িয়ে। আর, তার মধ্যে-দিয়ে শুধু isolated decentred individuals (বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রহীন ব্যক্তিগুলি) থাকে না। Integration (সংহতি) হ'লে বহুর একটা concentric consolidation (সুকেন্দ্রিক জমাট বাঁধা রকম)-ও সেখানে হয়। শক্তিও সেখানে জেগে ওঠে। বহু ব্যক্তি যদি ঠিক থাকে, তবে রাষ্ট্রও যা' খুশী তা' করতে পারে না। তারাও পারে রাষ্ট্রকে mould (বিনায়িত) করতে। আবার, এটাও ঠিক কথা—integration (সংহতি) আসলেই যে সবাই রাতারাতি দেবতা হ'য়ে যায়, তা' নয়। তবে তার মধ্যে চোর-বদমাইস যা' থাক, ধাঁজটা বদলে যায়। Average standard (গড়পড়তা মান) খানিকটা উন্নত হয়। আর, দোষগুণ সব নিয়ে একটা সংহতির ভাব আসে। সমাজের বিচ্ছিন্নতা কেটে যায়।

কেষ্টদা—প্রকৃতির ভিতর যে এক সময় স্তন্যপায়ী প্রাণী হ'লো তার মূলে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, স্তন্যপায়ী যেমন হ'লো তেমনি সুকেন্দ্রিক হ'তে

লাগল। সুকেন্দ্রিক যত হয় তত অস্তিত্ব balanced (সমতাদীপ্ত) হয়। এর ভিতর-দিয়ে আরোতর প্রাপ্তি ঘটে। এইটেই বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে যায়। স্তন্যপায়ী জীব হওয়ার আগে অতখানি হয় না।

শরৎদা—সুকেন্দ্রিক না হ'লে স্তন্যপায়ী হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় অস্তিত্বের আকূতি থেকে। ওখান থেকে ধরলো concentric libidonal urge (সৌরত সমাহার)। কেষ্ট ঠাকুরকে বলেছে অবরুদ্ধ-সৌরত।

কেষ্টদা—বিবর্ত্তনে তো দেখা যায় জনন-বিজ্ঞানের মাধ্যমে by jerks (ঝাঁকি দিয়ে) বিবর্ত্তিত হয়। ক্রমাগত চেষ্টার ফল হিসাবে এটা হ'তে তো দেখা যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন মিশ্রীর দানা বাঁধা। তার জন্য তাক-অনুপাতিক পাক লাগে। আরো লাগে সুতো। তাকে আনতে চেষ্টা লাগে। সুতো যদি থাকে, তাকে যদি আসে, তখন by jerks (ঝাঁকি দিয়ে) দানা বাঁধে।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব ও গুচ্ছগত মনস্তত্ত্ব আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুচ্ছগত মনস্তত্ত্বের সমস্ত সূত্রই ব্যক্তিতে আছে। সুতরাং সেখানে ধাক্কা দেওয়া লাগে যেখানে common thread (অভিন্ন সূত্র)।

কেষ্টদা—দুটো যে পৃথক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার্থক্য থাকলেও ব্যক্তির মধ্যে সূত্রটা থাকে।

কেষ্টদা—ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বে গুচ্ছগত মনস্তত্ত্ব জিনিসটা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তির মধ্যে তা' থাকেই যাতে তারা গুচ্ছ বেঁধে পারস্পরিকভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

কেষ্টদা—বিজ্ঞানে বলছে এক-একটা ইলেকট্রনকে নিয়ে কাজ করলে হবে না, ষ্ট্যাটিস্টিকস্-এর বিধানে কাজ করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ষ্ট্যাটিস্টিকস্ বলতে বুঝি যাতে stay ক'রে (থাকে)—সেই common principle (একই নীতি)।

কেষ্টদা—গড়ের অঙ্কেই ঠিক বেরুবে, এমনি বিভ্রান্ত হ'য়ে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গড় মানেই common thread (সমসূত্র)। ব্যক্তির মধ্যে যেখানে common thread (সমসূত্র) আবিষ্কার করতে পারবেন, সেইটেই ঠিক হবে।

কেষ্টদা—ব্যক্তিতে তা' পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ অসম্ভব, একদিন সম্ভব হ'তে পারে।

কেষ্টদা—ষ্ট্যাটিসটিক্যাল গণিতের ভিতর-দিয়ে তা' সহজেই পেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তার একটা সুবিধা আছে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্য-দিয়ে তার

সূত্র যখন আবার পাব, তখন আরো পাকা হবে। অনেকে এমনভাবে শব্দ করতে পারে যে বহু শিয়াল তাতে জড় হয়। আবার এমন শব্দ করতে পারে, যাতে বহু কাক একত্র হ'য়ে যায়। তার মানে, সেটা একটা ব্যক্তির গলার শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে একটা common generalised (সাধারণ) রকম ফুটে ওঠে, যাতে অনেকে সাড়া দেয়। ষ্ট্যাটিসটিক্সের ভিতর দিয়েও পাওয়া যায় ঐ common generalised law (এক সাধারণ নিয়ম)। ওটা আবার ব্যক্তির মধ্যেও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পারে।

শরৎদা সৎসঙ্গের কাজ-সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের মাথায় সব জিনিসটা দানা বাঁধেনি, তাই হচ্ছে না। আমি কিন্তু দিয়েছি সবই। দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়ে এ কাজ করলে রাজনৈতিক সংস্থার মতো দশা হবে না। একজন পারল না, তাকে ফেলে দিলাম, তাতে হবে না। যেমন ক'রে পারি তাকে ঠিক করব। মানুষ যদি ঠিক না করা যায়, সব ভেস্তে যাবে। রামদাস স্বামী যেমন করেছেন, তার পথ এখানে খোলা রয়েছে।

শরৎদা—আমরা এই যে কাজ করছি, এরপরে রাজনৈতিক শক্তি তো আসতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা দেশের সব সম্প্রদায়ের লোক যদি সুকেন্দ্রিকভাবে সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হই, তখন রাজনৈতিক শক্তি একটা কিছু না। দক্ষ সৎ লোক যাদের পাঠাব, তাদেরই দিয়েই কাজ হবে। আমরা সংঘ হিসাবে অনিবার্য্যকারণ না ঘটলে রাজনৈতিক মঞ্চের মধ্যে ঢুকব না। তাতে আমরা ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে পড়ব, লোকের স্বার্থ দেখা আর হবে না। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোন লোভ আমাদের নেই। তবে অনিবার্য্য প্রয়োজন হ'লে যাব না তার মধ্যে, তাও নয়। আর, তাও সাময়িকভাবে এবং উপযুক্ত লোক পেলেই তার হাতে ভার দিয়ে আমরা বাইরে এসে আমাদের কাজ করতে থাকব।

কেষ্টদা—শাণ্ডিল্যসূত্রে আছে ভক্তি বাড়লে জ্ঞানের ক্ষয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি দিয়ে জিনিসটা অনুভব করা যায়, উপভোগ করা যায়। তার রসাস্বাদ করা যায়। কিন্তু তখন জ্ঞান ব'লে জ্ঞান থাকে না। যেমন, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বড় দেখা যায়, কিন্তু কাঁচটা নিজে বড় হ'য়ে ওঠে না। ভক্তি থাকলে জ্ঞান থাকে, কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কার দেখা যায় না। জ্ঞানের জন্য, কিংবা কোন হিসাব ক'রে ভক্তি হয় না। জ্ঞানের জন্য যদি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি চাই, তাতেও ভক্তি হবে না। ভক্তিতে আছে—আমি ভালবাসি—তাই ভালবাসি। কিছুর জন্য ভালবাসি না।

কেষ্টদা—কোন-কিছুর জন্য হিসাব ক'রে কিছু করতে-করতে তা' থেকে কি সত্যিকার ভক্তি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। একটা লোক তিলকফোঁটা কেটে যেয়ে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা করতে লাগল, তখন পাখী তার কাছে আসে, তাতে সে ভাবল—ভান করাতেই এতখানি, সত্যি হ'লে কী জানি হয়! তখন সেই দিকে মন দিল। হনুমান যেমন রামচন্দ্রের কাছে গিয়েছিল স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে, পরে তা' ছুটে গেল। ঊর্জ্জীভক্ত হ'য়ে উঠল। রামচন্দ্রের ইচ্ছাপূরণই তার জীবন-তপ হ'য়ে উঠল।

প্রফুল্ল—ঠিক ধারণা হবে কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই জিনিস নিয়ে সর্ব্বক্ষণ লেগে-প'ড়ে থাকতে হয়—করায়, বলায়, ভাবায়।

কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠিক-ঠিক বোধ ও ঠিক-ঠিক আত্মনিয়োজন যদি জেল্লা নিয়ে ফুটে না ওঠে তাহ'লে নিষ্পাদনী ক্ষমতা জাগে না। তেমনতর একট মানুষও যদি হয় যে নিরন্তর প্রেরণার দীপ্তি বিকীর্ণ ক'রে চলে, তাহ'লেই হয়। অবশ্য, তার একটু সময় নেয় সবাইকে সমবেত ক'রে নিতে।

বিকালে যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মহাত্মাজীর কথা আমরা অনেক সময় বিকৃত ক'রে বলি—অসৎ ও অন্যায় যা' তার নিরসন ছাড়া, তার প্রশ্রয়ের কথা কখনও তিনি বলেননি।

যাজন-সম্বন্ধে বীণুদা (বিশ্বাস)-কে পাঁচুদা (চক্রবর্ত্তী) বললেন—ঠাকুরের বইগুলি প'ড়ে নেওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতই জানা থাকে, ততই ভাল। কিন্তু অতো দরকার হয় না। ঐ যে বললাম—মানুষ এমনভাবে শব্দ করতে পারে যাতে বহু কাক বা বানর এসে হাজির হয়। তার মানে তাতে প্রত্যেকে interested (অন্তরাসী) হয়। তেমন-ভাবে না ডাকলে কিন্তু আসে না। তাই মূল সূত্র ধ'রে সেইভাবে কথা বলা লাগে, তাতে সকলেরই মনে ধরে। মাথাভাঙ্গা হ'য়ে লাগা লাগে য়ে, চাইই, যেমন ক'রে হো'ক করবই। এই কথাটা বোঝা লাগে যে, ধর্ম্ম কথাটার মানেই হ'লো বাঁচাবাড়া। সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে যা' ধ'রে রাখে তাইই ধর্ম্ম। সপরিবেশ নিজেদের বাঁচাবাড়া যাতে অব্যাহত থাকে, তাই করতে হবে আমাদের। সেই আকুল আগ্রহই মানুষকে বুদ্ধি জোগায়।

২০শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৫ । ৮ । ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল ন'টার সময় যতি-আশ্রমে ব'সে একটি বাণী দিলেন। সেই সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—অনেকে কয়, আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূরণ হয়। আমি ভাবি, মনোবাঞ্ছা পূরণ হ'লেই তো হয়েছে। মানুষ বোঝে না কিসের ভিতর দিয়ে পারম্পর্য্য-সূত্রে কী আসতে পারে, আর কিসে তার প্রকৃত মঙ্গল।

দুর্গানাথদা (সান্যাল)—আমার একটা ছেলে মারা যাওয়ার পর আমি তো সব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তো তা' করতে দিলেন না। আমার মন আবার এদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের গতি না বুঝে মাঝখানে ছেড়ে দিলে কি হয় ?

দুর্গানাথদা—একবার পাবনায় যাব কিনা ঠিক করতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোপাতে হলে আমি বিপদে প'ড়ে যাই। যদি যেতে চান, সাবধানে থাকবেন। আবার, এ যদি মনে করেন—এসেছি তো এসেছি, যা' হয় হোক, তেমন-ভাবে যদি থাকতে পারেন মন শক্ত ক'রে, তাও হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেকটা মানুষই বিশিষ্ট। একজনের মতো আর একজন নয়। প্রত্যেকে এক, কারণ ভগবান এক কিনা। প্রত্যেকে impulse (সাড়া) দেয় তার মতো ক'রে, আর দুনিয়া থেকে প্রত্যেকে impulse (সাড়া) নেয়ও তার মতো ক'রে। এইভাবে মানুষ তার individuality (স্বাতন্ত্র্য) বজায় রাখে। প্রত্যেক আমি স্বতন্ত্র। এক আমির মতো আর কেউ নয়। তার মধ্যে আবার সমজাতীয় সংস্কারসম্পন্ন কতকগুলি গুচ্ছ আছে। যেমন লাল করবী ও সাদা করবী। এর organic adjustment (বৈজ্ঞানিক সমাবেশ)ই তেমনতর। তাকেই বলে বর্ণ। সবরকম বৈশিষ্ট্যেরই দরকার আছে।

শরৎদা (হালদার)—দুনিয়ার যা'কিছুই তো ভগবানের সৃষ্ট, তাই সবই তো সত্য, শিব ও সুন্দর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' নাকি যতই জীবনের অনুকূল, সত্য ও সত্তার অনুকূল, তাই ততখানি শিবদ ও সুন্দর। আর, যা' যতখানি প্রবৃত্তির ঘোরে আবিষ্ট হয়ে জীবন-বিরোধী হ'য়ে পড়ে তা' সুন্দর থেকে ততখানি স'রে যায়। তা' যতখানি সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে নিতে পারি, তা' ততই সুন্দর।

শরৎদা—বৈদান্তিক দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তখন তো সবই সত্য, শিব ও সুন্দর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদান্ত মানে বেদের অন্ত। তাতে বেদ চাই, যা' কিনা ব্রহ্মতৎপর, সত্তাতৎপর, বৃদ্ধিতৎপর। এ বাদ দিয়ে যা', তা' বৈদান্তিক দৃষ্টি নয়। মায়িক

দৃষ্টি। সৎপোষণী, অস্তিপোষণী, সত্তাপোষণী, সৎতৎপর, অস্তিতৎপর, সত্তা-তৎপর যা' নয় তাই-ই অসত্য, অশুভ ও সুন্দর।

কেষ্টদা—সুন্দর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আদরণীয়, যা' ফুল্ল ক'রে তোলে সত্তাকে, তাই সুন্দর।

কেষ্টদা—সেটা তো বদলায়। একটা জীবের পক্ষে অপরকে মেরে খাওয়াই হয়তো তার কাছে আদরণীয়। এ সুন্দরের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার সত্তাবোধ ব্যাপৃত, তার কাছে কিন্তু তা' আদরণীয় নয়। কাউকে কেউ মারতে লাগলে তার মনে হয় সে নিজের সত্তাকেই নিজে মারছে, আর তাতে সে বোধ করে—এইভাবে আমিই যেন মারা পড়ছি। তার কাছে ওটা তাই কখনও প্রীতিপ্রদ নয়। তাই, সর্ব্বত্র সত্তাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার, চেতনা যার অনন্ত-প্রসারিত, তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সুন্দরের মানদণ্ড নিরূপণ করাই শ্রেয়।

শরৎদা—যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ (যাতে নিজের ও অপর সকলের জীবন ও বৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম্ম)। বাঘের বেলায় ধর্ম্মের এ সংজ্ঞা তো খাটবে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঘ দেখবে, তার মতো ক'রে অন্য বাঘ যাতে বাঁচেবাড়ে। আর, তার চাইতে উন্নততর বোধ ও চেতনা যখন জাগবে, তখন আর সে বাঘ থাকবে না।

এরপর শরৎদা কচ ও দেবযানীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন—আগে নাকি মৃত ব্যক্তির ছাই থেকে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে বললেন—দুনিয়ায় অসম্ভাব্যতা ব'লে কিছু নেই, তবে সবটারই বিধি আছে। সেই বিধি জানা ও তদনুযায়ী চলা ও করা চাই।

কেষ্টদা—মেটারলিঙ্ক বলেছেন, যা conceivable (ধারণা করা যায়), তাইই possible (সম্ভব)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conceivable (ধারণাযোগ্য) যা', তার 'পর দাঁড়িয়ে inconceivable (ধারণাতীত) যা' তা' আয়ত্ত করাই evolution (বিবর্ত্তন)।

সন্ধ্যাবেলায় যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) শ্রীশ্রীঠাকুরের বাংলা ছড়ার যে হিন্দী অনুবাদ করেছেন, তা প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বললেন—তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৬। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বীণুদা (বিশ্বাস)কে গভীর আবেগের সঙ্গে

বললেন—সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে দীক্ষিতের সংখ্যা এমন ক'রে বাড়িয়ে তোল, যাতে কাউকে বিপথে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এমন বজ্রবেড়া সৃষ্টি কর, যা' দুষ্ট মতলব নিয়ে কেউ ভেদ করতে না পারে। আর, শ্রমণ যোগাড় কর। Pilot (চালক) যোগাড় কর। সব ঠিক ক'রে নিয়ে সুইচ টিপে দিও, তা' না ক'রে বড় কিছু করা মুশকিল। প্রতিপদক্ষেপে এমনভাবে চলা লাগে, যাতে অতর্কিতে কোন বিপদ-আপদ আক্রমণ করতে না পারে। সে-সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েই চলতে হবে। কি, পারবে তো ?

বীণুদা—চেষ্টা করব। তবে অন্য দায়িত্ব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর-দিকে মন রাখলে চলবে না। আগে মা-বাপের ব্যবস্থা ক'রে তারপর এটা করবে, তা হবে না। এ করলে ওটা কিছু নয়। দুনিয়াশুদ্ধ লোক বাঁচাবার ব্যবস্থা করলে তার মধ্যে তোমার-আমার মা-বাপও আছে। যারা concentric (সুকেন্দ্রিক) নয়, adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নয়, আদর্শনিষ্ঠ নয়, শুভবুদ্ধি নিয়ে ফোঁস দিয়ে তাদের প্রবৃত্তিকে কাবু করতে কিছু লাগে না। ফোঁসের tactics (কৌশল) জানা চাই। ইষ্টে যুক্ত যারা তাদের কিন্তু ফোঁস দিয়ে কিছু করতে পারে না। তারাই বরং সবাইকে কাবেজে আনতে পারে ফোঁস দিয়ে। চতুর হওয়া লাগবে। শরীরের প্রত্যেকটি cell (কোষ) যেন চতুর ও চৌকস হ'য়ে অক্লান্তভাবে লেগে যায় পরমপিতার সেবায়। আর, যা' করবে, তা' সময়মতই করবে। মানুষের জন্য এমন একটা উৎকণ্ঠায় দিন কাটে আমার, মনে হয় সকলের সমস্ত পাপের বোঝা যেন আমি একলাই বহন করছি।

বীণুদা—কিভাবে এগুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম-ধ্যান রীতিমত করবেই। এর ভিতর-দিয়ে আত্মিক শক্তি জেগে উঠবে, কাজের energy (শক্তি) পাবে, inspiration (প্রেরণা) পাবে। ওতেই কাজ করাবে তখন। কথা বলবে আর উদ্দীপনার আগুন বেরুবে, magnetic pull (চৌম্বক আকর্ষণ) থাকবে তার। সব করা তোমার আদর্শে সার্থক হওয়া চাই, তবেই successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারবে। শিবাজী যা'-কিছু করেছে রামদাসের জন্য। তোমরা যে-সব কর্ম্মী সংগ্রহ করবে, তারাও যেন তোমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ফাঁকিবাজী দিয়ে কিছু হবে না। তা' দিয়ে যত বড় সৌধই গড়, তা টিকবে না। তোমার ভাল-ভাল বন্ধুদের ছাড়বে না। তাদের পিছনে লেগে থাকবে। আমরা চাই আমাদের কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে দাঁড়াতে। আমাদের পিতৃপুরুষকে আমরা ত্যাগ করতে চাই না। এটা সবার মাথায় ধরিয়ে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর পর বললেন—আমার একটা অহঙ্কার আছে। মানুষ বিলেত গিয়ে

সেখানকার কলকের ছাপ নিয়ে বড় হয়, আমার এ জিনিসটা বড়ই অসম্মানকর মনে হয়। আমাদের এখানে এত জিনিস আছে যে তা নেবার জন্যই বরং মানুষের এখানে আসা দরকার।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর 'রামদাস ও শিবাজী' বই থেকে কিছুটা প'ড়ে শোনালেন, বিশেষতঃ লোকসংগ্রহ-সম্বন্ধীয় কথা।

দেশে মানুষের এত অভাব কেন সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের sentimental binding (ভাববন্ধন)-টাই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ গ'ড়ে উঠছে না। এখন চাই ইষ্ট ও কৃষ্টির জোর propaganda (প্রচার)। মানুষ ভালমন্দ যাই হোক, ইষ্ট ও কৃষ্টির 'পরে যদি একটা তীব্র নেশা গজিয়ে দেওয়া যায়, তখন তা নিয়ে তারা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। ওই হয় তাদের চরিত্রের বুনিয়াদ। তাদের ভিতরকার সদ্গুণগুলি ওতে দানা বেঁধে জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে। মানুষের রক্ত ও সহজাত সংস্কার যতই ভাল থাক না কেন, তার প্রভাব যদি সম্যক ফুটন্ত ক'রে তুলতে হয়, একটা কিছুকে আশ্রয় ক'রেই তা সম্ভব। আর, সেই জিনিসটা হ'লো ইষ্ট ও কৃষ্টি।

রামকৃষ্ণদেবের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা' শুনি মিশনে রামকৃষ্ণদেবের সেই homely (ঘরোয়া) রকম আর নেই। হীরালালদার কাছে শুনেছি—কি সুন্দর, কি মধুর, কি মিষ্টি, কি প্রাণকাড়া আত্মীয়তা! সে-রকমের কথা তো আজ-কাল শুনি না। আর-একটা কথা! আমরা বিবেকানন্দী রামকৃষ্ণ চাই না। আমরা চাই রামকৃষ্ণী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণদেবকে যদি ঠিকঠিকভাবে পরিবেশন করা যায়, তাতে যদি ঠিকভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে, হাজার-হাজার বিরাট মানুষ তা থেকে গজিয়ে উঠতে পারে। আমি অবশ্য বিবেকানন্দকে খাটো করছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। এ ক'দিন যেমন অনবরত বৃষ্টি হ'তো, আজকে সে তুলনায় বিকালের দিকটা একটু ভাল, যদিও মেঘলাভাব কাটেনি।

মতিদা (চ্যাটার্জ্জী)—চট্টগ্রামের কাছে কর্ম্মীদের মধ্যে যে-গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে—তার সমাধান কিভাবে হতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রজেনদা আগেই বুঝতে পেরেছিল যে তার সম্বন্ধে যতীনদার মনোভাব কী। তখনই ব্রজেনদার তার বাড়ীতে যেয়ে বসা উচিত ছিল। সেখানে গিয়ে তাকে বড় ক'রে ধরলে, তার সঙ্গে প্রাণ খুলে হৃদ্যতার সঙ্গে প্রীতি-উদ্দীপী কথা বললে সব বিরোধ গলে যেত। তা' না ক'রে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে লাভ নেই। একটু tactful (কৌশলী) হ'লে কোন গোল থাকে না। Tactless

(কৌশলহীন) হ'লেই যত মুশকিল।

সন্ধ্যার পর প্রবোধদা (মিত্র) স্বলিখিত একটি গল্প শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। গল্পটা বিয়োগান্তক।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়োগান্তক লেখার একটা দোষ আছে, তা' মানুষকে হতাশ ক'রে তোলে। মিলনান্তক ভাল লেখা জাতের effort (প্রচেষ্টা) বাড়ায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্নায়ু যাদের অপরিপুষ্ট, তারা হামেশা unbalanced (সাম্যহারা) হয়, কোন ব্যাপারে একটা দিকে মাত্রাহারাভাবে ঝুঁকে পড়ে।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৭।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে কথাচ্ছলে বললেন—এখানকার ছেলেপেলেদের মধ্যে অনেকেই খুব মাতৃভক্ত এবং অনেকেই মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে। এইভাবে গুরুর অভ্যাস অজ্ঞাতে চারিয়ে যায় কৃষ্টিসন্ততিতে। অনেক সময় biological heredity (জৈব উত্তরাধিকার) থেকে cultural heredity (কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার) নেহাৎ কম powerful (শক্তিশালী) হয় না। গুরুকে তাই বলে পিতা-মাতার থেকেও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। এক পশলা বৃষ্টি হ'লো। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক সময় দেখেছি, হয়ত খুব মেঘ ক'রে এসেছে, বৃষ্টি হবে। মনে-মনে খুব নাম-টাম করছি, মনের ইচ্ছা নিয়ে, অবশ্য কোন ক্ষমতার জলুস দেখাবার মতলব নিয়ে নয়। হয়তো হাতটা নেড়ে বললাম—মেঘ চ'লে যাক। অমনি আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝখানে পরিষ্কার। অনেক সময় ঝড়ও বন্ধ হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—এটা তো বিধির একটা ব্যত্যয় হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচ/সাতটা ইটের পাঁজায় যদি আগুন ধরিয়ে দেন, তবে সাধারণত সেখানে বৃষ্টি হবে না। এতেও সেইরকমের একটা কিছু হয়।

হরিদাসদা (সিংহ)—পাঁচ/সাতটা পাঁজার আগুনে যে তাপের সৃষ্টি হয়, একজনের নামে কি তাহ'লে অতোখানি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যেমন একরকম, এও তেমনি আর-একরকম।

খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কেমন যেন ব্যাপারগুলিকে mystic (দুর্ব্বোধ্য) করার প্রবৃত্তি আছে। শুনেছি, গীতায় অর্জ্জুন নাকি বিশ্বরূপদর্শনের পর শ্রীকৃষ্ণকে স্বাভাবিকরূপে আবির্ভূত হওয়ার জন্য 'দ্বিভুজেন' শব্দ ব্যবহার করে-

ছিলেন। সেখানে পরে 'চতুর্ভুজেণ' শব্দ দেওয়া হয়েছে। রামকেষ্টঠাকুরকে আজকাল আবার 'অযোনিসম্ভব' করতে চেষ্টা করছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের পাশে এসে বসেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল বললেন—মোহন (ব্যানার্জ্জী) বেশ ভাল রান্না করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোহনের কেষ্টদার উপর খুব ভক্তি। কেষ্টদাকে খাওয়াবার আগ্রহে ভাল ক'রে রান্না শিখেছে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—ভক্তির কোন হেতু নাই, কী বলেন ?

কেষ্টদা—নারদীয় ভক্তিসূত্রে আছে "সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা"—ভক্তি হ'লো কারও প্রতি পরম প্রেমভাব। শাণ্ডিল্যসূত্রে আছে—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। ভক্তি মানে ভগবানে পরমা অনুরক্তি। এর মধ্যে হেতু কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় তাঁকে খুশী ক'রে খুশী হওয়াই হেতু। এতে অন্য সব কামনার নিরসন হয়।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৮।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আছেন। কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—হরিদাসদা (ভদ্র) একেবারে বদলে গেছে, তার কথাবার্ত্তা কত মিষ্টি হয়েছে, প্রত্যেকটা কাজ তাড়াতাড়ি করে। সকলকে নিয়ে সৎসঙ্গ করা, উৎসবের কাজ করা, সব বিষয়ে খুব উৎসাহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্রই তো মানুষের সম্বল।

পরে কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের মতো এমন অসহায় জীব আর নেই। কুত্তাবিড়ালও বোধহয় অতো অসহায় নয়। কারণ, তাদের মমতার বাঁধন এত নয়। তাদের কামনা-বাসনাও মানুষের মত এত বিচিত্র ও ব্যাপক নয়। তাদের সামান্য ক'টা চাহিদার পূরণ হ'লেই হ'লো।

কেষ্টদা—মানুষের মমতা যেখানে স্বাভাবিক, সেখানে একজনের প্রতি মমতার ভিতর-দিয়ে ছাড়া নির্ম্মম হয় কি করে, আমি কিন্তু বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তা' বুঝতে পারি না। বুঝি এই—concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়েই অন্য মমতা এড়ানো যায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমটা যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসেছিলেন। আজ আকাশ পরিষ্কার আছে। তাই তিনি বাইরে এসে চেয়ারে বসলেন। আস্তে-আস্তে অনেকে আসলেন।

অদূরে যতি-আশ্রমের তরকারি বাগানে অজস্র ঝিঙ্গের ফুল ফুটেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদা (চক্রবর্ত্তী)-কে বললেন—দেখে আয় তো, ফুলগুলির মধ্যে স্ত্রী-জাতীয় না পুরুষ-জাতীয় ফুল বেশী।

ননীদা ভাল ক'রে বুঝতে পারলেন না। তখন সুষমাদিকে ডাকা হ'লো। তিনি এসে ননীদাকে দেখিয়ে দিলেন কোন্‌টা পুরুষ-জাতীয় ফুল, কোন্‌টা মেয়ে জাতীয় ফুল।

ননীদা জিজ্ঞাসা করলেন--ভগবান কি ক'রে এত সব সৃষ্টি করলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই নিয়মের বিভিন্ন পরিণতি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাখীগুলি উড়ে-উড়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন—ওরা সব বাড়ী চলল।

একটা পাখী একটুখানি উড়ে গিয়ে আবার ঘুরে-ঘুরে আসছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যেয়েও যাচ্ছে না, ওর নিজের জন কেউ বোধহয় যায়নি, তার খোঁজ করছে, একসঙ্গে যাবে।

উমাদা (বাগচী)—ওদের বাড়ী বেশীর ভাগ একদিকেই। মনে হয় ওরাও সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ কথায় সায় দিলেন।

বিশ্বম্ভরভাই (শীল) একজনের সঙ্গে অবাঞ্ছিত ব্যবহার করাতে তাকে একটা চড় দেওয়া হয়। ঘটনাটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে যাওয়ায় তিনি হরিদা (গোস্বামী)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই জানিস্ নাকি ব্যাপারটা ?

হরিদা যা' জানেন বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে মারল কেন ? ওর রকম তো জানে।

প্রবোধদা (মিত্র)—মার ছাড়া ও বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মার দিয়ে সকলকে বোঝাতে গেলেই তো হয়েছে!

প্রবোধদা—ওর বেলায় মারই দরকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inferiority, excites inferiority (হীনম্মন্যতা হীনম্মন্যতাকে উত্তেজিত করে)। একটু মিষ্টি ক'রে বললেই ও বুঝতো।

কথায়-কথায় বীরেন-দা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—এখানকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে।

প্রবোধদা—মানুষ সৎ হ'লে তার উপর প্রকৃতি কি সদয় হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চরিত্রের জলুস যদি তেমন হয়, তার সংস্পর্শে যেই আসে, তার মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন আসে। মানুষের যেমন পরিবর্ত্তন হয়, প্রকৃতিরও

তেমন পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। আর, প্রকৃতিকে কেমন ক'রে অনুকূল ক'রে তুলতে হয় তাও তারা জানে।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৯।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে পরপর কয়েকটি বাণী দিলেন।

এরপরে কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল—কাউকে মিষ্টি ক'রে ভাল কথা বললেও যদি সে চ'টে যায়, সেখানে কী করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাপুড়ের বরং সাপ নিয়ে চলা সহজ, কিন্তু মানুষ নিয়ে চলা অতি কঠিন জিনিস। কাকে কোন্ কথা কখন বলব, কোন কথা কোন একজনকে বলা আদৌ সমীচীন কিনা, বললে আবার তার ভাবে ব্যাঘাত হয় কিনা, বুদ্ধি ভেদ হয় কিনা, তার সুকেন্দ্রিক রকমটার গায়ে হাত পড়ে কিনা, sentimental urge (ভাবানুকম্পিতার আকূতি)-টা ভেঙ্গে যায় কিনা—সেটা ভাল ক'রে বুঝে শুনে তারপর বলা লাগে। সেইমতো ব্যবহার করা লাগে, নচেৎ হিতে বিপরীত হয়। মানুষ ভাল কথাও সব সময় শোনে না, বোঝে না, মাথায় নিতে পারে না। মানুষ rational (যুক্তিবাদী) ততসময় পর্য্যন্ত, যত সময় তার sentiment-এ (ভাবানুকম্পিতায়) হাত না লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসেছেন। আজ আবহাওয়া ভাল। একটি লেখা দিলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা দেখ, প্রকৃতি কত রকমারি সৃষ্টি করে—শসা, ক্ষীরাই, কাকুড় তেমনি মিষ্টি কুমড়ো, গিমি কুমড়ো, চাল কুমড়ো। তাই গীতার ঐ কথা 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'।

মারগারেট গতকাল একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছেন। আমেরিকা চ'লে যেতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যাতে যেমনতর yield (নতি স্বীকার) করি, তেমনতরই হই। If we yield to fear, it will intensify fear and there will be no output of courage. (আমরা যদি ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তাতে ভয় বাড়বে এবং সাহস উৎপাদিত হবে না)।

জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছড়ার হিন্দী কতদূর হ'লো ?

জগদীশদা—রোজই করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবীর সাহেবের দোঁহার মত করা লাগে।

বহুদিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর আজ মাঠে বেড়াতে এলেন।

সন্ধ্যা সাতটার সময় নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

হীনম্মন্যতা যেখানে যত বেশী
অজ্ঞতাও সেখানে তত ঘন,
আর, চাতুর্য্যও পঙ্কিল সেখানে তেমনতর।

কিরণদা—হীনম্মন্যতায় অজ্ঞতা আসে বুঝলাম, কিন্তু চাতুর্য্য পঙ্কিল হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর মানুষ ঠগী হ'য়ে ওঠে প্রায়ই। হয়তো চুরি করছে, ধাপ্পা দিচ্ছে, আর নিজেকে মনে করছে খুব চালাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগদীশদাকে বললেন—আমার হিন্দী বলতে খুব ইচ্ছা করে, কিন্তু আশ্রয় (পরিবেশ) পাই না।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, বাংলা, বিহার, ইউ. পি প্রভৃতির আর্য্যদ্বিজদের মধ্যে যদি সবর্ণ এবং অনুলোমক্রমে বিবাহ হয়, তবে সমাজের পরিধিটা খুব বেড়ে যাবে। আর সন্তানও ভাল হবে। এখন close in-breeding-এ (ছোট গণ্ডীর মধ্যে প্রজননে) নূতন রক্তের আমদানি না হওয়ায় সমাজের অপকর্ষ হ'চ্ছে।

জগদীশদা—বিবাহ-সংস্কার খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস জাতকে ঐক্যবদ্ধ করে—একাদর্শ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও বংশমর্য্যাদার উপর খুব জোর ছিল। শরিফরা রজিলদের মেয়ে বিবাহ করতে পারত না।

জগদীশদা—পণ-প্রথা কেমন ক'রে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন চাই, পরিবেষণ চাই, নিরোধ চাই। এত আইন করি, কিন্তু এ আইন করি না কেন? ধর্ম্মঘট করি এত জন্যে, সত্যিকার কৃষ্টির জন্য করি না কেন? বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রজঃ ও বীজের সমাবেশ ঠিকমত না হ'লে সন্তান ভাল হয় না। তার জৈবী-গঠন ও গুণ দুইই ভাঙ্গা পড়ে। তেমনতর সন্তানের right conception (ঠিক ধারণা) আসা মুশকিল। কোন বৈশিষ্ট্যই নষ্ট করা ভাল না। বামুনকে নষ্ট করলে শিক্ষা দেবে কে? সম্পোষণ যোগাবে কে? ক্ষত্রিয় নষ্ট হ'লে বামুনের ক্ষমতা নেই বাঁচাবার। বৈশ্যকে যদি নষ্ট করি ব্যবসাবুদ্ধিই নষ্ট হয়ে যাবে। দেশকে দ্রব্যসম্ভার যোগাবে কে?

সরোজিনীমার বাড়ীতে কাজের লোক টিকে থাকে না, অথচ কালীষষ্ঠীমার

বাড়ীতে থাকে। সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন—এটা ব্যবহারের দরুন হয়। ভালবাসার লোভ মানুষের কম নয়। মানুষ মায়ায় প'ড়ে যায়, তখন ছাড়তে চায় না।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১০। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কমলাক্ষদা (সরকার), শ্যামাপদদা প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তারপর টাটানগরের কাজের লিখিত পরিকল্পনা প'ড়ে শোনালেন।

সব শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজের জন্য প্রথম লাগে একটা মানুষ বা গুচ্ছ। 'মত মাথাতে একটি হ'য়ে/দুটি লোকও ইষ্ট নেশায়,/চলে যদি দক্ষতালে,/রুখবে কে তায় ভরদুনিয়ায়'। তাদের আবার untussling (নির্ব্বিরোধ) হওয়া লাগে। নচেৎ বিভ্রাট উপস্থিত হয়। এমনকি, নিরোধও যদি করতে হয়, তাও untussling wayতে (নির্ব্বিরোধভাবে)। Organiser (সংগঠক)-দের চাই চরিত্র। বাড়ীর সামনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষের মনে হবে মাটিতে প'ড়ে পায়ের ধুলো নিয়ে কৃতার্থ হই। Intelligence ও presence of mind (বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধি)-ওয়ালা নিরাশী নিম্মর্ম কম্মী চাই শত-শত। আর, কতকগুলি unmarried (অবিবাহিত) শ্রমণ তৈরী করা লাগে। Married (বিবাহিত)-দের পাছায় লোহার শিল বাঁধা, এগুতে পারে না। Leader (নেতৃস্থানীয় কম্মী) চাই অন্ততঃ চল্লিশ জন, আর শ্রমণ-জাতীয় আড়াই হাজার। তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগবে majority-র (সংখ্যাধিক্যের) দিকে। আর চাই specific (বিশিষ্ট) দেড় লাখ। সঙ্গে-সঙ্গে চাই কৃষ্টিবান্ধব তিন হাজার। এইগুলি হবে weapon (অস্ত্র)। এইগুলি যদি fulfilled (পরিপূরিত) না হয়, তবে মিটিং করি আর যাই করি, সার্থকতায় পর্য্যবসিত হবে না। কোথায় কেমন ক'রে করলে কী হয় নেতৃস্থানীয় কম্মীদের মাথায় থাকা চাই। যা' করব, তা' থাকবে মাথায়। তা' ক'রে তুলতে হবে। এগুলি বাইরে ব'লে বেড়াবার নয়।

কমলাক্ষদা—আপনি যে-ধরনের নেতৃস্থানীয় কম্মী চান, আমরা সে-তুলনায় রামাশ্যামা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি রামাও হ'তে চাই না, শ্যামাও হ'তে চাই না, রাজাও হ'তে চাই না, ফকিরও হ'তে চাই না। আমার বাচ্চা পাড়া লাগবেই, তা' যেমন ক'রে পারি। আমার গাছে ওঠা লাগবেই, তা করতেই হবে, এ করতে যা' করা লাগে তা' করবই। এটা শক্ত কিছু না। মনের ardour (উৎসাহ) বাড়ান লাগবে, ardour (উৎসাহ) বাড়ালেই হবে।

কমলাক্ষদা—ইচ্ছা করলেই চরিত্র ঠিক করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! মনের ardour (উৎসাহ) বাড়ালেই চরিত্র বদলান যায়। এই যে এরা যতি হয়েছে। এদের কতরকমের অভ্যাস ছিল। আমি তেমন কিছু চেষ্টা করিনি। তবু এরা আপনা থেকে কত কী ছেড়ে দিয়েছে। এদের দেখে কতজনের আবার পরিবর্ত্তন হয়েছে। বাইরে দলে-দলে লোক এটা অনুকরণ করছে। ফল কথা, তোমার চলনা যত শ্রদ্ধার্হ হবে, ততই মানুষের মঙ্গল করতে পারবে, মানুষের ততই আপনজন হ'য়ে উঠতে পারবে। চরিত্র থাকলেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে। জুতো মেরে শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না। আর, এই করার পথে কতজনে করতে-করতে প'ড়ে যাবে। কিন্তু তার ওষুধ হ'লো তোমাদের চরিত্র। তাদেরও ঘৃণা করতে নেই। তাদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হয়—ভয় কি? প'ড়ে গিয়েছিস, আবার ঠেলে ওঠ।

"উত্থানেরই পতন আছে, কবীর কহে সাধু !
ভক্তিটাকে রাখিস্ সাথে ছাড়িস্ নাকো কভু।"

শ্যামাপদদা—বিবাহিত জীবনে স্ত্রী যদি ইষ্টানুকূল না হয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ'রে-বেঁধে কৃষ্ণপ্রেম হবে না। তোমার চলন-চরিত্র এমন হওয়া চাই যে পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা, আণ্ডাবাচ্চা, টিকটিকি, পিপীলিকাটা পর্য্যন্ত সবাই যেন মুগ্ধ অভিনন্দনে মাথা নত ক'রে মান্য ক'রে তোমার সশ্রদ্ধ-অনুসরণে সুখী হয়। তখন হবে ম্যাট্রিক পাশ। ভগবানের ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন, দুনিয়ার ইউনিভার্সিটির নয়।

শ্যামাপদদা—সৎসঙ্গীর বাড়ীতে কোথাও অনুরুদ্ধ হয়ে খাওয়া চলে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাব না কেন ? সদাচার পালন ক'রে যেখানে খাওয়া যায় সেখানে খাব। খাব বা খাব-না এমনভাবে যে তার মধ্য-দিয়েই খুশী হবে, সম্ভ্রম জেগে উঠবে। শুধু খুশী হওয়া নয়, সম্ভ্রম জাগা চাই।

শ্যামাপদদা—রাস্তায় চলার সময় কেমনভাবে চলবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আস্ত ফলটল খেতে পার। ভাল খাবার বাড়ী থেকে তৈরী ক'রে আনলে। সদাচারের দিকে নজর রাখবে। কোন রোগের সংক্রমণ যেন না হ'তে পারে খাদ্যের ভিতর-দিয়ে।

একজনের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, তার অনেক গুণ, তবে অনিয়ন্ত্রিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের কত জায়গায় কত গলদ থাকে। কিন্তু সেগুলি বিহিত পন্থায় ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে।

কমলাক্ষদা—সবাইকে নিয়ে বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটিগুলি কিভাবে কাজ করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা কয়েকজন determined (সঙ্কল্পবদ্ধ) ও actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) তারা নিজেরা আলোচনা ক'রে ঠিক ক'রে মিটিং-এ সবার কাছে যদি পরিবেষণ করে, তাহলে ভাল নয়। নচেৎ একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে গুলিয়ে যায়। Decision (সিদ্ধান্ত)-গুলি ঠিকমত হয় না। নিজেরা মাথায় নিয়ে তাদের ধরান লাগে।

কমলাক্ষদা—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়—অসময়ে টাকাপয়সা ধার দিয়ে সাহায্য করলে পরে আর দেয় না, কথা খেলাপ করেই, তা' থেকে গোলমাল শুরু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সেইজন্যই বলি—নিলাম তো এমনভাবে নিলাম, যাতে আর দেওয়া না লাগে। চেয়েই নিলাম। আবার, দিলাম তো কোন expectation (প্রত্যাশা) না রেখে দিলাম। নিজে যা' পারলাম দিলাম, আর সেইভাবে সংগ্রহ ক'রে দিলাম। ক্ষমতার বাইরে গিয়ে পাওয়ার আশা রেখে এমনভাবে দেওয়া ভাল না, যাতে অন্যে কথা খেলাপ করলে আমি বেকায়দায় পড়তে পারি।

আমাকে চাল দিয়েছিল নৌকাওয়ালা। সেই ছাড়া আমি ওকাম করিনি। তাও তাকে সবই ব'লে রেখেছিলাম যে, আমি যে কখন পারব দিতে কিছুই ঠিক নেই। তুমি এভাবে দিও না। আমি হয়তো দিতে পারব না। সব তাকে এইভাবে বলেও তখন থেকেই চেষ্টায় থাকলাম, যাতে তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে দিতে পারি।

কমলাক্ষদা—এই ভেবে ধার দিই যে একটা মানুষের উপকার তো হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক ক্ষেত্রে উপকার তো হয় না, বরং অপকার হয়, তার character (চরিত্র) নষ্ট করা হয়। দিয়ে শত্রু হতে হয়। তখন না দিতে চেষ্টা করে, খাটো করতে চেষ্টা করে, উল্টো নিন্দা করে, অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। বরং তোমার সাধ্যমত এমনি দিলে এবং লোকের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে দিলে, তার কাছে ফেরত চাওয়া লাগে না। তখন প্রশংসা হয়তো না করলেও, নিন্দা হয়তো করার প্রয়োজন হয় না। বোঝে যে, যা' তুমি পার করেছ। পরে চাওয়া আর তা' না-দিতে পারার মাঝখানকার পরিস্থিতিতে যে তিক্ততার উদ্ভব হয়, তা' আর হয় না। মানুষের জন্য করতে হয়। পরস্পর করা ও ঠেকা-দেওয়া ছাড়া পথ নেই। তবে অপ্রত্যাশী হ'য়ে ঐভাবে করার মধ্য-দিয়েই স্থিতি সংস্থ থাকে। নচেৎ নিজেও বিপন্ন হ'তে হয়। অন্যকেও উপকার করা হ'য়ে ওঠে না।

শ্যামাপদদা—মাড়োয়ারীরা পরস্পর খুব বিশ্বাস রক্ষা করে এবং নিজেদের মধ্যে কাউকে গরিব থাকতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মধ্যেও ঐরকম লাগে যে একটা সৎসঙ্গীকেও, এমনকি পরিবেশের কাউকেও গরিব থাকতে দেব না। মাড়োয়ারীদের মধ্যে যে টাকা নিয়ে বিশ্বাস রক্ষার কথা বলছ, সে character (চরিত্র) আমাদের মধ্যে নেই। Culture (অনুশীলন) করা লাগবে। কিন্তু তাতে সময় নেবে। আপাতত এমনভাবে চলা লাগবে, যাতে নিজেও আঘাত না খাই, অন্যেও আঘাত না খায় এবং টিকে থাকে।

কমলাক্ষদা—নিজেদের ভিতরকার সব বিভেদ ভুলে গিয়ে কিভাবে কাজ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছুই না। একটা মানুষ ঠিক থাকলে হয়। তার চরিত্রের মধ্য-দিয়ে আলো ঠিকরে বেরুবে, তার বেষ্টনী তখন বেড়েই চলে। তাদের মধ্য-দিয়ে কাজ অগ্রসর হ'তে থাকে। যার জীবনে ঠাকুর জেগে থাকবেন নিরন্তর, আর সেই জেগে-থাকাটা চুঁইয়ে বেরুবে যার আচরণের ভিতর-দিয়ে সেই পারবে। সব সময় তার মনে থাকা চাই—আমার ঠাকুরের আসন আমার জীবন, যদি কেউ আমাকে ভাল না-বাসে, আপনজন ব'লে মনে না করে, আমার চরিত্র দেখে আমাকে শ্রদ্ধা করতে না পারে, আমার ঠাকুরকে সে পাবে না। আমার তাই প্রতিপদক্ষেপে তেমনিভাবেই চলা লাগবে, যাতে প্রত্যেকে আমাকে অমৃতের মত পায় তার জীবনে। আমাকে যদি কেউ insult (অপমান) করে, অশ্রদ্ধা করে, তার মানে সে সেই ভাবের খোরাক পাচ্ছে আমার চরিত্রে। এমনি ক'রে আমিই আমার ঠাকুরকে হেয় করি অন্যের কাছে। বাড়ীর থেকে ঠাকুর প্রণাম ক'রে যখন বেরুলাম, তখন আমার ঠাকুরকে নিয়েই বেরুলাম—যেন আমি ঠাকুরকে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছি সর্ব্বত্র।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন।

আর্য্যবর্ণাশ্রম সম্পর্কিত শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বিরাট বাণী সম্বন্ধে কেষ্টদা বললেন—আদৌ এমন অবস্থা কোনদিন ছিল কিনা সন্দেহ, তাহ'লে তা' ভাঙ্গতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাঙ্গতে কি কম সময় নিয়েছে? তাও মাথাটা যদি ভেঙ্গে যায় ধড়টা টিকে থাকে কেমন ক'রে? আর, কতদিনই বা পারে? কতদিন থেকেই যাজন জিনিসটাই বন্ধ হ'য়ে গেছে। অশোকের সময় থেকে যাজনের বিকৃতিও শুরু হয়েছে। অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতের এই অবনতির জন্য দায়ী। সেখান থেকেই বর্ণাশ্রমের ভিত্তি টলতে শুরু করেছে। তার মধ্য-দিয়েই বহিঃশক্তি soil (স্থান) পেয়েছে এদেশে।

সঙ্ঘগত কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বহু ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ

উদ্দেশ্য সফল করতে চায়, তবে প্রত্যেকের পরিকল্পনা একটু আলাদা হয়ই, কিন্তু চাতুর্য্য সেখানে, যে সে-সবগুলির মধ্য-দিয়ে common factor (উপাদান-সামান্য) বের ক'রে নিয়ে সকলের সঙ্গে সঙ্গীতি-সহকারে সবাইকে নিয়ে মূল উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এইটের উপর জোর দিলেই কাজ হয়। উপাদান-সামান্যের সমাহার না করতে পারলে হবে না।

কেষ্টদা—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আপনারা পাঁচজনে কলকাতা যাবেন। আপনি যাবেন একটা কাজে, কাশী আর একটা কাজে, কিরণ আর একটা কাজে। কলকাতায় যাওয়াটা সমান। এক-একজনের এক একটা উদ্দেশ্য। আপনার প্যাঞ্জাব মেলে গেলে সুবিধা হয় এবং সঙ্গে ২/১ জন থাকলে ভাল হয়। ওরা কেউ হয়তো ভেবেছে দিল্লী এক্সপ্রেসে যাবে। কেউ মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে। কিন্তু প্রত্যেকের কাছে জিনিসটা এমনভাবে ধরলেন যে তারা স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে পাঞ্জাব মেলে গেল। তাদেরও কাজের সুবিধা হ'লো, আপনারও হ'লো। এইভাবে মানুষকে interested (অন্তরাসী) ক'রে নিয়ে যত চলতে পারবেন, ততই ভাল চালক হবেন। সেইজন্য চাণক্যের আছে—লোক পরিচালনা ব্যাপারে এইভাবে বাকপটু হ'তে হবে, নির্লোভ হ'তে হবে। চতুর হ'তে হবে। বড় বড় Statesman (রাষ্ট্র পরিচালক) যারা তারা এইভাবে common factor (উপাদান-সামান্য) বের ক'রে মানুষকে interested (অন্তরাসী) ক'রে তুলে লওয়াতে ওস্তাদ।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (বিশ্বাস), সরোজিনীমা, কালীষষ্ঠীমা প্রমুখ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মহারাজ, কিশোরী খুব ভাল ছিল। ওদের মারার বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু করার বুদ্ধি ছিল। সকলকে দেওয়া-থোয়ার আগ পর্য্যন্ত ওরা কিছু নেয়নি। কেষ্ট দাসের বুদ্ধি ছিল খারাপ। মহারাজ সেইজন্য পছন্দ করত না ওকে। আমিও বুঝি সব, কিন্তু বলি না কিছু, ভাবি কম্বলের লোমা বাছতে গেলে থাকবে না কিছু।

জনৈক কর্ম্মী-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বৃদ্ধোপসেবন যার অভ্যাসগত নয়, সে মূঢ় হ'য়ে ওঠে। ঠ'কে যায়। সে অভিজ্ঞলোকের সঙ্গ করে না, তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে না। সে-প্রবৃত্তিও তার থাকে না।

রাত হয়েছে, গোটা আটেক হবে। কৃষ্ণপক্ষ, বেশ অন্ধকার ও নিরালা। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন জায়গায় আসলে মনে হয় ভজন করি। আগে আমার কাছে একটা চাদর থাকত। পদ্মার কাছে যেখানে যখনই নিরালা পেতাম, ভজনে ব'সে যেতাম। ভজন করলে শরীরটা ভাল থাকে। বিনতির মধ্যে যে আছে কল্ কলেশ সর্বনাশ। আমার মনে হয় কল্ মানে শরীর, তার মানে নাম করলে শরীরের ক্লেশ নাশ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হ'য়ে বললেন—কালীষষ্ঠী আজ যতি-আশ্রমে একমণ চাল দিয়েছে।

কালীষষ্ঠীমা—দিতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা তো ভাল না। আজীবন কুড়িয়ে-কুড়িয়ে জীবন গেল। কুড়োন আর ফুরোল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার কুড়োন জুড়োয় না
লক্ষ্মী তারে ছাড়ে না।

কালীষষ্ঠীমা—আপনি সবই তো জানতেন। তবে, পাবনায় অতো করালেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানতাম এবং তার আভাসও দিয়েছি। সেইজন্য অন্য জায়গায় জমি সংগ্রহের কথাও কত ক'রে বলেছি। কেউ গায় লাগাল না। আর, করার ধারাটা যদি বজায় থাকে, অন্য জায়গায় ক'রে তুলতেও কিছু লাগে না। গেছে গেছে, আবার হবে। উৎসাহ-উদ্যমই তো সৃষ্টি করে। করার অভ্যাসটা থাকলেই হয়। থাকবে না সেই ভয়ে করাটা যদি না হয়, তা হলেই অভ্যাস ও যোগ্যতা নষ্ট হয়। পাওয়ার মূলধনটা হারান হয়। মানুষের এক যায়, আর হয়। করার ধাঁজটা যদি বজায় থাকে, করতে ক'দিন লাগে? কেন্দ্রায়িত উৎসাহ-উদ্যমই তো বড় কথা।

কালীষষ্ঠীমা—আবার কোথাও জমিটমি হ'লেও, বাড়ীঘর করার কথা হ'লে আমার যেন আতঙ্ক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আতঙ্ক-টাতঙ্ক হয় না। ঝমাঝম ইট কাটব, আবার লেগে যাব।

এরপর রাধারমণদা (জোয়াদ্দার) একটা টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির হলেন—Khoka seriously ill. Come sharp.—Giribala. (খোকা গুরুতর অসুস্থ। তাড়াতাড়ি আসুন—গিরিবালা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন বেকুব টেলিগ্রাম করেছে—Seriously ill (গুরুতর অসুস্থ), অথচ কী অসুখ, কী বৃত্তান্ত তা যদি লেখে তাহ'লেও বোঝা যায়। আমাদের ধরণই এমনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার মাঠ থেকে বড়াল-বাংলোয় ফিরে আসলেন। প্রাঙ্গণে একটা চেয়ারে বসলেন। অরুণের জন্য কেবলই উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগলেন। পুণ্যদা (সাহা)-কে দিয়ে সরোজিনীমার বাড়ী ও গরু দেখার বন্দোবস্ত ক'রে টাকার জোগাড় ক'রে জীপ গাড়ী ডাকিয়ে তাতে সরোজিনীমা ও রাধারমণদাকে গাড়ী ধরবার জন্য জসিদি পাঠিয়ে দিলেন। স্মরজিৎদা (ঘোষ)-এর কাছে একটা চিঠিও লিখে দিলেন, যাতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য তিনি করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ ক'রে বললেন—মানুষের প্রবৃত্তিপরায়ণতা, whim (খেয়াল) ও ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) এত বেশী যে কিছুতেই কথা শুনবে না। আমার ইচ্ছা ছিল না যে ও (খোকন) কলকাতায় যেয়ে পড়ে। কিন্তু ওদের এমন ঝোঁক যে অগত্যা আটঘাট বেঁধে মত দিতে হলো। আমার হয়েছে কষ্টের একশেষ। শরীর-মনে আর সয় না। কি জানি কী হ'লো। কী সংবাদ পাই সে-ভয়ে প্রাণ আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। আগে বেশীর ভাগ মানুষ কথা শুনত। তখন আশ্রমে জরা মরা ছিল না বললেই হয়। তখন পয়সা-কড়ি ছিল না, যতই পয়সা আসতে লাগল, ততই অনেকে খেয়ালমতো চলতে লাগল।

প্রফুল্ল—এতে আমাদেরও কষ্ট, আপনারও কষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আর বোঝে কে ?

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১২। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে মণি সেনকে বললেন—Sincere (একনিষ্ঠ) হও, actively concentric (সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক) হও—শরীরের প্রত্যেকটি রক্তকণা দিয়ে, মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি intelligent cell (বুদ্ধিদীপ্ত কোষ) দিয়ে। সেই হ'লো আদত চাতুর্য্য, তাতে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে। প্রবৃত্তিতে আভিজাত্য কিন্তু আভিজাত্য নয়, বৈশিষ্ট্যে আভিজাত্যই আভিজাত্য।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে এসে একখানি চেয়ারে বসেছেন। কেষ্টদা প্রমুখ কতিপয় ভক্ত উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধ্যানের সময় দেখা যায়—কত spiral (প্যাঁচালো) পাকের সৃষ্টি হচ্ছে। আর, সেই পাকের মধ্য-দিয়ে কি যেন আলোর মতো ছিটকে-ছিটকে পড়ছে। যা' ছিটকে পড়ছে, তাও আবার ঐ পাশের চারিদিকে ঘুরছে আর বম্-বম্ শব্দ হ'চ্ছে।

কেষ্টদা—ভেঙ্গে-ভেঙ্গে যাওয়ার-মধ্য-দিয়ে হ'চ্ছে, এর কোন system (পদ্ধতি) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' হ'চ্ছে, system-এর (পদ্ধতির) মধ্য-দিয়েই হচ্ছে। সেইজন্য

মনে হয় chance (আকস্মিক ঘটনা) ব'লে কিছু নেই। একটা molecular (আণবিক) স্রোতের মতো চলছে একটা বেল্টে, আলোভরা রূপময় কণামতো।

কালীষষ্ঠীমা—ছিটকে প'ড়ে কী তৈরী হ'চ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা।

কেষ্টদা—বেল্টটা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বেল্ট দিয়ে কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হ'চ্ছে। একটা অনন্ত ফাঁকের মধ্য-দিয়ে কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিক যাচ্ছে।

কেষ্টদা—এটা নাকি সসীম, ঘুরে আবার সেখানেই আসতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐটেই মনে হয় টান। এক জায়গায় যে থেমে যাওয়া, তা' হয় না। ঐ বেল্টের টানে চলছে। মনে হয় unbounded finite (বাঁধনহারা সসীম)।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—অনেক তারা মিটমিট করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ওর ভিতর আলো আছে। সবই প্রাণময়। আশ্চর্য্য সব জিনিস হয় বীজ থেকে। বীজ মানে রেতঃ, অর্থাৎ যার জীবন্ত গতি আছে। পুরুষ প্রকৃতির সহযোগিতায় বাঁচতে চায়, থাকতে চায়।

কেষ্টদা—পৃথিবী ছাড়া অন্য জায়গায় রেতের অবসর কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' কিছু সব ওই। অত্যন্ত আগুন, তার মধ্যে হয়তো প্রাণময় সত্তা আছে।

কেষ্টদা—নিম্নস্তরের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্‌টা নিম্নস্তরের, কোন্‌টা উচ্চস্তরের তা' ঠিক পাওয়া কঠিন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী), বিষ্টুদা (ব্যানার্জ্জী) ও অন্য এক ভদ্রলোকসহ আসলেন। মন্মথদা কলকাতা থেকে চারটে ভাল ঘড়ি, কয়েকটা তোয়ালে, সাবান, তেল প্রভৃতি এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এঁদের আগমনে মহাখুশী। হেসে বললেন—কী খবর, বল দেখি।

মন্মথদা গল্পচ্ছলে একজন নবদীক্ষিত দাদার কথা বললেন—তিনি বলেন, রোজ নামধ্যান, ইষ্টভৃতি করা পোষায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্য করণীয় করা যদি না পোষায়, তাইই তো শাসায়।

মন্মথদা বললেন, ঐ দাদা ইষ্টভৃতি ক'রে কিভাবে রক্ষা পেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি করা খুব ভাল। 'যো যাকো শরণ লে সো তাকো রাখে লাজ, উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।'

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হনুমানের বহুবিদ্যা জানা ছিল।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ না হ'লে চলবে কেন? কোন্ জায়গায় কোন্ বিদ্যা লাগে, তার কি ঠিক আছে?

ননীদা—সাত্ত্বিক ভক্তি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার সঙ্গে যার সঙ্গতি, তাই সাত্ত্বিক।

ননীদা—হনুমানের কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ঊর্জ্জী ভক্তি। তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক, যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমনি।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—হনুমান তো মানুষ, বানর সাজায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conception (বোধ)-এর দৈন্য এতখানি। আর, এইভাবে পরিবেষণ ক'রে জাতের conception (বোধ) টাও পঙ্গু ক'রে দেয়।

ননীদা—আমাদের দেশের বহু বিশিষ্ট মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আজকের politician (রাজনৈতিক নেতা)-দের ধারণা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কি so-called politics (তথাকথিত রাজনীতি) ব'লে কোন কথা ছিল? আমাদের ছিল রাজধর্ম্ম বা রাষ্ট্রধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ইত্যাদি। সবই ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত।

ননীদা—Tactful (কৌশলী) কাকে বলে? অনেক সময় তো বোঝা যায় না, কোন্‌টায় খারাপ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে করলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয়, তেমন ক'রে করাই tactfulness (কৌশল)। ঠিকমত করাটাই সাক্ষী। করা লাগে। 'হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।'

চুনীদা—অনুরাগ থাকলে বোধহয় কৌশলী হয়ই।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—ইষ্টকর্ম্মের ব্যাপারে দুই জন বিশিষ্ট কর্ম্মীর মধ্যে মতভেদ দেখলে পট ক'রে ব'লে ফেলি। তেমনতর বলা কৌশলের অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেরই চেহারা আলাদা, রকম আলাদা, প্রকৃতি আলাদা, মন আলাদা, তাই কাজের plan (পরিকল্পনা)-ও আলাদা হ'তে পারে। কিন্তু তার মধ্যে common factor (উপাদান-সামান্য) ধ'রে সেইভাবে প্রত্যেককে যদি interested (অন্তরাসী) ক'রে কাজে লাগাতে পারি, তবেই tactful (কৌশলী) হলাম। যেমন আগে ছিল ৩৬৫ নং-এর তালা। সেই নম্বরের চাবি ছাড়া খুলবে না, সেই চাবি চাই। তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে তেমন চাল নিয়ে চলা লাগে, যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য্যসিদ্ধি হয় সবটার সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় নিয়ে।

ননীদা—আমরা অনেক সময় অন্যের ভুল ধরি এমনভাবে যে, সে হয়তো ক্ষেপে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষেপে গেলে তো কাজ হলো না। হয়তো তোমার থেকে dissociated (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে গেল। তাতে তোমার লাভ কী?

কূটনীতি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন fine insight (সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি) সে তেমন কূটনীতিজ্ঞ হয়। আর, তাঁর foresight (দূরদৃষ্টি)-ও হয় তত বেশী।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৩। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট।

বিষ্টুদা (ব্যানার্জ্জী) বললেন—বড় ব্যবসায়ের জন্য বিরাট মূলধন দরকার, তা' সংগ্রহ করতে না পারায় পরিকল্পনা মতো কাজ করতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনটাকে যদি topmost enthusiasm-এ (চরম উৎসাহের পর্য্যায়ে) না তোলা যায়, তা হ'লে কি কাজ হয়? নিজে মাতাল না হ'লে কি মানুষকে মাতাল ক'রে তোলা যায়? করারই খাঁকতি আছে। Determined (সঙ্কল্পবদ্ধ) হ'য়ে নামতে হয়। আর, সব চাইতে বড় সম্পদ হ'লো মানুষ। যত মানুষকে তুমি যুক্ত ও অনুরক্ত করে তুলতে পারবে, ততই তুমি তাদের ভিতর দিয়ে সব পাবে। মানুষই টাকা সৃষ্টি করে, টাকায় মানুষ সৃষ্টি করে না। লাগ, লাগলেই হবে।

দুপুরে বিষ্টুদা কলকাতায় চ'লে গেলেন। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথাটা খুব ধরেছিল। অবশ্য, সকালেই এটা সুরু হয়েছে, এ বেলায় বেড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় শুয়েছিলেন। মন্মথদার (ব্যানার্জ্জী) সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিষ্টু কিন্তু লোক খুব ভাল। ওকে দিয়ে লাগাতে পারলেই হয়। ওর বুকের লক্ষণ-টক্ষণ দেখেছ?

মন্মথদা—বিষ্টুদা সত্যিই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদা (রায়চৌধুরী)-কে একটা ভাল পাখী আনার কথা বললেন।

সেই প্রসঙ্গে পাখী-সম্বন্ধে অনেক কথা উঠল। পাখীকে কেমন ক'রে কথা শেখাতে হয় তাও বললেন। বললেন, একটা কিছু দিয়ে ঢাকা দিয়ে নিরালায় নির্জ্জনে ছয় মাস ধরে কথা শেখাতে হয়। কাপড় ঢাকা দিয়ে কথা শেখান ভাল যাতে বাইরের impulse (সাড়া) disturb (বিরক্ত) করতে না পারে।

প্রফুল্ল—চাদর দিয়ে ঢাকা দিয়ে নাম করার প্রথাও কি ঐ জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ !

এরপর হঠাৎ বললেন—চাণক্য ছিলেন তোমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ—ignored (উপেক্ষিত), unknown (অপরিচিত)। কিন্তু তাঁর ছিল খুব tenacious zeal (লাগোয়া উৎসাহ)। একদিন মাঠ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা কুশ পায়ে বিঁধলো। পায়ে বেঁধা তো সেই ক্ষেতের কুশগুলি এক-একটা ক'রে উপড়ে ফেলে ক্ষেতটাকে কুশশূন্য ক'রে ফেললেন। তাই দেখে কাত্যায়ন তাঁকে ধরল। সে বোধ হয় আমার মতো মানুষ খুঁজতো। তারপর সেই চাণক্য যখন চন্দ্রগুপ্তকে পেলেন তিনি আবার তাকে দিয়ে নিজের পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তাঁর কথা কাঁটায়-কাঁটায় পালন করতে হবে, কখনও কৈফিয়ৎ তলব করতে পারবে না। শুধু নির্দ্দেশগুলি পালন ক'রে গিয়ে তার ফলাফল দেখে যাবে কিসে কী হয়। আর, সব সময় কৈফিয়ৎ দিলেও কিন্তু বোঝে না। ঐ attitude (মনোভাব) থাকলে হয়ও না। সশ্রদ্ধভাবে বহুদর্শীর অনুশাসন মতো চ'লেই তাকে বুঝতে পারা যায়।

চাণক্য ছিলেন সাবর্ণ ও বাৎস্যের বংশোদ্ভূত।

চুনীদা—আমাদের সাবর্ণ গোত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের ঐ family (পরিবার)।

প্রফুল্ল—মৌদগল্য, সাবর্ণ, বাৎস্য ইত্যাদির সমপ্রবর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৌদগল্যও ঐ বংশের।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী গোত্র ?

মন্মথদা—শাণ্ডিল্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাণ্ডিল্য ভক্তি-প্রধান।

প্রবোধদা (মিত্র)—গোত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বের করতে পারলে তখন সমঞ্জসী পরিণয়ের সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা আছে। ঐগুলি দেখে বিয়ে দিলে শতকরা পঁচিশটা বিয়েও যদি সার্থক হয়, তাতেও দেশের অবস্থা বদলে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে বেড়াতে আসলেন। মাঠে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেন একটা যন্ত্র, যার উপর আমার কোন দখল নেই। আমি বলি, না affair (ব্যাপার)-গুলি বলায় বুঝতে পারি না। আর, আমার বলা-গুলির মধ্যে একটা keen observation (তীক্ষ্ন পর্য্যবেক্ষণ)-এর ছাপ থাকে—তা

আবার বুদ্ধি করা নয়। এমনিই রূপ নিয়ে আসে। সেইজন্য একটা কথা বাদ গেলে তা' আবার পূরণ করা মুশকিল হয়।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৪। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ইছাপুর থেকে কিরণদা (ব্যানার্জ্জী), প্রফুল্লদা (ব্যানার্জ্জী), ব্রজগোপালদা (গোস্বামী) প্রমুখ সদলবলে এসেছেন। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

কিরণদা—শত নিরাশার মধ্যে আশা এই যে, আজকাল অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সম্পর্কিত কথা শুনতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনা কি! মানুষ শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। তাদের মনের মধ্যে কি যেন একটা হাহাকার লেগে আছে। কী চায় যেন বোঝে না। তোমাদের কথা তাদের কাছে পেঁছুলে, তারা যেন ঠিক পায়—তারা এইই খুঁজছিল, তারা যেন বেঁচে যায়। আর দেখ, তোমরা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কেউ কৃষ্টি-অভ্যুত্থানের কাজ কমই করছে। মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনার জন্য এমনভাবে করবার, ভাববার তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই। রামকৃষ্ণদেবকেও ঠিক-ঠিকভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে না। তা' করা হলেও রেহাই ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—৩০।৪০ জন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী, বহুশ্রমণ, কাগজ, সাধারণ দীক্ষিত, বিশিষ্ট দেড়লাখ এই সব হ'লে আর কথা নেই। মুসলমান-ভাইদের মধ্যেও কাজ করা লাগে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—কতকগুলি দোষ আছে, তার ভিতর-দিয়ে কতকগুলি গুণের ভান করে। যেমন যে চুরি করে, সে বিশ্বস্ততার ভান করে। আবার, যারা মেয়েলোলুপ, তারা মানুষের পরিবারের সঙ্গে এমনভাবে আত্মীয়তা সৃষ্টি করে যাতে তাদের কেউ সন্দেহ করতে না পারে। এইভাবে কতকগুলি গুণ মূলতঃ দোষ থেকে উদ্ভূত। তার উদ্দেশ্য হলো—দোষকে পোষণ দেওয়া। মূলতঃ যা খারাপ, তারমধ্যে ভালর ভান যাই থাক, তা খারাপই। আর, ভালও তেমনি কতকগুলি দোষের সৃষ্টি করে। তুমি হয়তো মেয়েদের সতীত্ব ব্যাপারে খুব গোঁড়া। একটা মেয়ের চাল দেখলেই বুঝতে পার—সে হয়তো খারাপ। অথচ কারণ দেখাতে পার না। হয়তো লোকে তোমাকে মনে করবে তুমি সন্দেহী, হীন। হয়তো তুমি নির্য্যাতিতও হতে পার। কারণ, সব সময় সব জিনিসের প্রমাণ তো দেওয়া যায় না। কিন্তু তোমার সন্দেহ বা সিদ্ধান্ত হয়তো ঠিক। তুমি কর কী, ভাব কী, কও কী—এই তিনের সঙ্গতি দিয়ে বোঝা যায় তুমি কী। ভাব কী বোঝা যায় না

সব সময়, তা বোঝা যায় কর কী, কও কী তার সমন্বয় দেখে।

কিরণদা—দেশের যে অবস্থা তাতে যতই ভাবা যায়, ততই মন খারাপ হয়ে যায়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—যারা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা বরং সোয়াস্তিতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-সোয়াস্তিতে থেকে তো লাভ নেই। সে-সোয়াস্তি তো সর্ব্বনাশ করে দেবে। মানুষকে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সংহত করা লাগবে, পরস্পর স্বার্থান্বিত করা লাগবে, একাদর্শে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ছোটকে বড় করতে হবে—নামে বড় নয়—কাজে বড়—চরিত্রে বড়। আবার, সেই যুগ আনা লাগবে। যতিশ্রমণে ছেয়ে যাবে দেশ। কতকগুলি অসৎনিরোধী পরাক্রমসম্পন্ন কৃষ্টিরক্ষক সৃষ্টি করা লাগবে—যারা অন্যায়কে শায়েস্তা করতে প্রস্তুত থাকবে, প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়াবে। তখন ভয়ে অনেকে ঠিক হয়ে উঠবে। লোকগুলি সংহত না হ'য়ে যদি প্রবৃত্তি-ঔদার্য্য নিয়ে চলে, তাহ'লে সর্ব্বনাশ। চাই এন্তার প্রচার। কানের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা ঢাক পেটাও—তা কাগজে, নভেলে, সিনেমায়, রেডিওতে, মুখেমুখে—এককথায় সর্ব্ব-প্রকারে। বিয়েওয়ালা মানুষ হ'লে হবে না। কতকগুলি অবিবাহিত না হ'লে সংসারীদের বাঁচাতে পারবে না। পিঁপড়ের মধ্যে যেমন আছে একদল—Sex-urge (যৌন-সম্বেগ) নেই, defence ও nurture-এর urge (প্রতিরক্ষা ও পোষণের সম্বেগ) কেবল। জীবন দিয়ে বাঁচায় অন্য সবাইকে।…… আমরা চেষ্টা করব কাউকে না মেরে বরং সংশোধন ক'রে সকলকে বাঁচাতে।

কেষ্টদা—ঐ অজুহাতে তো ভীরুতা আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়াতেই যদি ধ'রে নিই যে মারতেই হবে, তবে তার বাড়াবাড়ি করতেও আটকাবে না। না মেরে পারতে হবে—এই বুদ্ধি থাকলে minimum এ (ন্যূনতমে) পারা যাবে। এমন কি প্রয়োজন নাও হতে পারে।

অহিংসার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেকে ভালবাসি, কিন্তু তার ব্যাধিকে ভালবাসি না। তাকে ভালবাসি ব'লেই তার ব্যাধির প্রতিকার চাই। অহিংসার সঙ্গে সত্তাসম্বর্দ্ধনার বিরোধী যা' তা' নিরোধের কোন বিরোধ নেই। মানুষ ভালমন্দ যেমনই হোক, তাকে মারলে তখন বাঁচাতে পারি না, তখন তাকে বাঁচিয়ে রেখে correct (সংশোধন) করার বুদ্ধিই ভাল। যে-কোন দেশ বা যে-কোন সম্প্রদায়ের লোক সম্বন্ধেই এই কথা। মানুষকে মারার বুদ্ধি থাকলে একটু কাঁচা থেকে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—Interprovincial relationship (আন্তঃ-প্রাদেশিক সম্বন্ধ)-টা ভাল ক'রে তোলা লাগবে। প্রত্যেকটা province (প্রদেশ)-কে

interested (অন্তরাসী) ক'রে তোলা লাগবে। তাদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা sympathetic ও friendly (সহানুভূতিপরায়ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন) হ'য়ে ওঠে। এতে আপাততঃ একটু মাথা নিচু করেও যদি তা' করতে হয়, তাও ভাল। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রকৃতি-পরিপোষণী উদ্বর্দ্ধনী যৌন-সংশ্রব যদি হয়, তবে সমাজের পরিধিটা খুব বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্বর্ণগুলি মিলে একগাট্টা হয়ে একটা বিরাট সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিলোম বিয়ে হ'লে কিন্তু মুশকিল। তাতে disintegration (ভাঙ্গন) এসে যাবে। উদ্বর্দ্ধনী যৌন-সংশ্রব ও একাদর্শ এই দুটি জিনিসই আনতে পারে সংহতি।

কেশবভাই ব'লে একটি নবদীক্ষিত যুবক কলকাতা থেকে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন শ্রমণ হতে এবং দৈনিক তিন টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করতে পারে এমনতর বিশিষ্ট দেড়লক্ষ লোকের দীক্ষার জন্য চেষ্টা করতে।

কেশব— একজন মানুষকে দিয়ে যদি অতোটা হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে টাকা তুমি পেতে পার, কিন্তু অতোগুলি মানুষ তো তোমার পাওয়া হলো না। অতোগুলি মানুষের যে একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। একটা ময়দানে যদি একটা লোক দাঁড়ায় তাতেই বা কী হয়। আর, দেড় লাখ লোক যদি সমবেত হয় তাতেই বা কেমন হয় ! আর একটা কথা মনে রাখবে—শ্রমণরা নিজেদের নিজেরা পরিপালন করবে পারিপার্শ্বিকের স্বতঃস্বেচ্ছ অবদানের উপর দাঁড়িয়ে। অনিবার্য্য প্রয়োজন ছাড়া তারা শাসন-সংস্থার মধ্যে যাবে না। তারা থাকবে লোক-সেবা নিয়ে। তারা সরকারকে পেছন থেকে চালনা করবে। ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়াটাই একটা শাস্তি মনে করবে তারা। আর, লোকাভাবে ওখানে সাময়িকভাবে ঢোকা প্রয়োজন হলেও যে মুহূর্ত্তে উপযুক্ত লোক পাবে, তাদের হাতে দিয়ে চলে আসবে। মন্ত্রী হব, কি অমুক হব, এ ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) থাকলে, তার শ্রমণ হওয়া বিড়ম্বনা। তার অধিকার আরো কত উচ্চ, কত পবিত্র ! সরকারের উপর বা কোন একজনের উপর, তারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করবে না। তা হলে বাঁধা প'ড়ে যাবে। তারা চাইবে না কিছু, সেবা দেবে। নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে কাউকে বলতে পারে—ভাই ! তোমার কষ্ট না হ'লে আমাকে এইটুকু দিতে পার। কষ্ট হলে দিও না। এও sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-এর উপর সামান্য জুলুম করে নেওয়া। সব চাইতে শ্রেষ্ঠ জিনিস হলো উঞ্ছবৃত্তি। সে চাইবে না, মানুষ তার সেবায় উচ্ছল ও কৃতার্থ হয়ে তাকে এমন ক'রেই দেবে যে তাতেই তার ঘর ভ'রে যাবে। অভাব ব'লে থাকবে না, আরো দশজনকে পুষবে তা' দিয়ে। যখন এইভাবে মানুষের দেওয়ায় সে উপচে

থাকে, তখন বুঝতে হবে তার কিছু হলো। আর, তোমরা বিয়ে না করলেও বিয়ে যারা করেছে, তাদের কখনও ঘৃণা করবে না—যেটা সাধারণতঃ অনেক সময় হয়ে থাকে। তোমরা যে বিয়ে করবে না, সে তাদের জন্যই। দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-স্বস্তির ব্যবস্থা করলে সমাজে ভাল মানুষের সৃষ্টি যাতে হয় তা করলে, শুধু ভারতের উদ্ধার হবে না, তার ভিতর-দিয়ে, জগতের উদ্ধারও তাতে ত্বরান্বিত হবে।

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বাঙ্গালীকে বড় বলি, ভাল বলি, তাদের আরো বড় হ'তে বলি, তার মানে এ নয় যে অন্যে ভাল নয়। আমার বিশ্বাস—বাঙ্গালীর বড় হওয়া দরকার, সারা ভারতকে, সারা দুনিয়াকে বড় করার জন্য। বাঙ্গালীর উপর পরমপিতার অশেষ দয়া, তাই পর-পর চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব আসলেন। বাংলায় যা' একবার চারাবে, তা' সারা ভারতে চারিয়ে যাবে। ভারত আবার পথ দেখাবে জগৎকে। তাই বাঙ্গালী একবার সংহত হ'লে ভাবনা নেই। এ সবই হয় যদি তিন হাজার শ্রমণ মেলে। তাদের মধ্যে কত ছাত্র বিভিন্ন কলেজে থাকবে। তারা আবার ছাত্রমহলে চারাবে। এইভাবে সারাদেশে আগুন ধরিয়ে দেবে।

কেশব—গরীব ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারি আমরা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'লে কিছু ঠেকে না। আমাদের চলছে কিভাবে? প্রধান জিনিস হলো মানুষের মধ্যে কৃষ্টিকে জাগান। তখন গরীব ছাত্রদের পড়ান কেন? কতজনকে টেনে নিতে পারবা। অভাব-দুঃখ ব'লে কিছু থাকবে না। পাঁচুর বাড়ী আজ চাল নেই, তোমার বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিলে। তোমার বাড়ীতে যা' আছে, তা' সকলের বাড়ীর জন্য। সকলের বাড়ীতে যা' আছে, তাও তোমার জন্য। এমনটা হ'লে ভাবনা কী? তখন—

"পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ।
নাহি তার কাছে জীবনমরণ
নাহি নাহি আর কিছু।"

নিরাশী-নিৰ্ম্মম হয়ে লাগতে হবে। তোমার সহকৰ্ম্মী শ্রমণ যারা হবে, তাদের জন্য তোমার সব সময়ে চেষ্টা থাকবে যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। কিন্তু তাদের যদি কোন প্রত্যাশা থাকে তাহ'লে কিন্তু তারা পারবে না। তাদের এমন হওয়া চাই যে, না খেতে পেয়ে রোগে ভুগে ধুঁকতে-ধুঁকতে যদি রাস্তার পাশে পড়ে ম'রেও যায় এবং সেই অবস্থায়ও যদি তোমার কোন সাহায্য না পায়,

তাতেও ক্ষুব্ধ হবে না।

কেশব—শ্রমণরা ভরণপোষণের জন্য যদি ব্যবসা করে, তবে কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা মানুষকে ব্যবসা শেখাতে পারে, তারা নিজেরা ব্যবসা করতে গেলে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে যাবে। তাতে কাজ হবে না। তারা মানুষের কাছে কৃষ্টিকে পরিবেষণ করবে। তাদের ইষ্টে গ্রথিত করে তুলবে, তাদের জীবনের পথ দেখাবে। কেমন ক'রে সংসারে সচ্ছলভাবে উন্নত চলনে চলতে হয়, কেমন ক'রে লাভজনকভাবে ব্যবসা ও কাজকর্ম্ম করতে হয়, কেমনভাবে সংসার শান্তিপূর্ণ হয়, কেমনভাবে পারিবারিক সংহতির সৃষ্টি হয়, প্রত্যেকের চরিত্র সুন্দর হ'য়ে ওঠে—এইসব তারা হাতে কলমে ধরিয়ে দেবে। তখন মানুষ তাদের স্বভাবতঃই দেবে। তাই হবে তাদের জীবিকা। ক'রে দেখ, করলে কী হয় দেখতে পাবে। চরিত্র চাই, সেবা চাই। এইসব মানুষ শক্ত মানুষ হওয়া চাই। নচেৎ হয়তো ঘুষ দিয়ে কেউ কিনে নিল। আমার মনে হয় এখনও দেশে মানুষ আছে, মানুষ পাওয়া যাবেই। এ জাতটা কি একেবারে তলাশূন্য হয়ে গেছে ? তা কি হতে পারে ?

কেশব—শ্রমণদের শিক্ষা কিভাবে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম দীক্ষা নিয়ে পূত হবে। তারপর এখানে আসবে, তপ করবে, চরিত্র সংশোধন করবে। সবভাবে তৈরী হবে। প্রবীণ যারা তাদের সঙ্গে মিশবে, আলাপ-আলোচনা করবে, আস্তে আস্তে শিখে যাবে। লোকসেবাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা হয়তো খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু অন্যের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। এতখানি sacrifice (ত্যাগ) তাদের থাকা চাই। তাদের আরামের বুদ্ধি যেন না আসে। ওদের আবার মাঝে-মাঝে বদলি করা লাগবে এখান থেকে ওখানে। নচেৎ স্থানীয় একটা কোন-কিছুতে আবদ্ধ হ'য়ে পড়তে পাবে। আর, নানান নূতন পরিস্থিতিতে যদি পড়ে, তাতে adaptibility (উপযোজন ক্ষমতা) ও মস্তিষ্কের শক্তি বাড়বে। শ্রমণদের কাজ হলো বামুনদের মতো। তাদের প্রধান জিনিস হলো চরিত্র গঠন, তপস্যা, লোকসেবা ও লোকশিক্ষা। এই হলো প্রধান। এর জন্য যেখানে যা' করা লাগবে, তাই করতে হবে। ধরাবান্ধা রুটিন ক'রে চলতে গেলে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে প্রস্রাব করতে গেলেন। ফেরার পথে অনেকে প্রণামী দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসার পর বললেন—শ্রমণের খোরাক এইভাবে আসে। যে খাবার চায় না, তার খাবার ভাবনা নেই।

কেশব—আজকাল অনেকে চুরি-জোচ্চুরির দিকে ঝুঁকছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ধারণা অলীক নয়। ওই রকম তারা হয়ে উঠেছে, ক'রে তোলা হয়েছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি প্রবল হয়ে গেছে। সেই বুদ্ধিই দেওয়া হয়েছে। এখন তাদের ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া লাগবে। মানুষকে শিক্ষা দিতে হ'লে ঐ শ্রমণের দরকার। তারা হাতেকলমে মানুষকে শেখাবে। চাই একদল শিক্ষক—শ্রমণ—তারা নিজের পেটের জন্য তোয়াক্কা করবে না, কিন্তু অন্যকে খাওয়াবার চিন্তায় থাকবে বিভোর। করবেও তাই। তিন হাজার শ্রমণ যদি ঐভাবে ছিটিয়ে দাও, তাদের দেখে কত মানুষ শুধরে যাবে। তাদের একজনকে হয়তো কেউ পাঁচ সের চাল দিল, সে যদি সামান্য রেখে বিলিয়ে দেয়, কতজনে আবার তাকে দেয়। এইভাবে বেড়ে যাবে। আমি যেমন দাঁড়ালাম, আমাকে অযাচিতভাবে দিল। তোমরা দাঁড়ালে তোমাদেরও দেবে। এ হ'লো শ্রদ্ধা-উতলান টাকা, শোষণ নয়, উৎসারণ, অন্তর-উপচান অর্ঘ্য।

কেশব—মানুষের কাছ থেকে নেওয়া কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার নিজের প্রয়োজন পূরণটাই বড় কথা নয়। মানুষের ভিতর দেওয়ার will (ইচ্ছা) যদি গজিয়ে দিতে পার, তাতে তাদেরও মঙ্গল। আর, ভিক্ষাটা একটা training (শিক্ষা)।

কেশব—সংসারে একজনে উপায় করে, আর দশজন যদি তার উপর নির্ভর করে, সেটা কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে দোষ নেই যদি উপায় করতে না-পারা পর্য্যন্ত সাধ্যমত তাকে পোষণ দেয়। আর, যাতে চাকরী করা না লাগে, সেইজন্য Domestic Industry (পারিবারিক শিল্প) প্রবর্ত্তন করা দরকার।

কেশব—ভাল দেখলে ভাল যারা চায়, তারা জুটবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। সেও যেমন জুটতে পারে, আবার তাদের শোষণ করবার বুদ্ধি নিয়ে, বহু দুষ্ট লোকও ঢুকতে পারে। অবশ্য, নিজেরা হুঁশিয়ার থাকলে, তারা কিছু করতে পারে না। শ্রমণরা কৃষি ইত্যাদি করবে, তাদের সাহায্য করতে কত লোক আসবে। তারাও ঐ সংগ পেয়ে ভাল হয়ে উঠবে। অবশ্য, তাদের পিছনে খাটা লাগবে। শ্রমণদের কোন আশা দিয়ে এনো না, আশা হ'লো লোকের মংগল সাধন।

কেশব—এ হ'লে তো সত্য যুগ এসে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যুগ হবে, ভেবে দেখো।

কেশব—এত লোক শুদ্ধ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো আমার বুদ্ধি!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যাবার পথে থমকে দাঁড়িয়ে আবার বললেন—সত্যযুগ বলছিলে, সত্যযুগ মানে থাকার যুগ। বাঁচার যুগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। আজ ভাণ্ডারীদা আরো দুই জন ভাই সহ এসেছেন। ক'দিন ছুটি আছে তাই বাইরে থেকে আরো কয়েকজন এসেছেন।

ভাণ্ডারীদা ভারতের বিভিন্ন সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ছড়ায়ে পড়ে ততই ভাল। তবে যত জায়গায়ই কাজ হো'ক, আমাদের আলাদা হওয়া ভাল না। আমাদের এমনতর মনোভাব থাকা উচিত যে, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের। এতে সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে এগিয়ে চলতে পারব। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে আদর্শের অনুসরণ ও ধর্ম্মের পরিপালন ক'রে চলা লাগবে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি রাধাস্বামী দয়াল হ'তে চায়, তাহ'লেই মুশকিল।

ভাণ্ডারীদা তাঁর একজন সঙ্গীকে দেখিয়ে বললেন—উনি যতি-আশ্রমের কথা শুনে খুব খুশী হয়েছেন, উনিও যতির মত থাকতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সবারই যতিই হওয়া লাগবে—যাদের চরিত্র, তপস্যা ও অনুরাগ দেখে মানুষ শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে, আলোকিত হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিগত মুক্তির মানে নেই যদি পারিপার্শ্বিক উন্নত না হয়। প্রকৃত মুক্তি যত আশীর্ব্বাদের মত নেবে আসে জীবনে, ততই আমরা লোকলিপ্সু হ'য়ে পড়ি। আমরা দেখতে পাই তখনই—তাঁরই আশীর্ব্বাদ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে এতরকমে, এত প্রকৃতিতে। তার মানে তিনিই বিবর্ত্তিত হয়েছেন এতরূপে। তা হ'লেই কাউকে ছেড়ে দেবার জো নেই, ত্যাগ করবার জো নেই। তাই কাল যা', শাতন যা' তাকে নিরোধ করতে হবে। যদি তাতে অনুরাগ থাকে, তা' পারবও তেমনি। ব্যাপারটা হ'লো—তিনি আমাদের কতখানি ভালবাসেন, তার চাইতে আমরা তাঁকে কতখানি ভালবাসি, সেইটেই বড় ক'রে দেখতে হবে। গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম নীতি সন্তানকে মাতৃ ও পিতৃভক্ত ক'রে তোলা, তাঁদের ভালবাসতে ও সর্ব্বপ্রকারে সেবা দিতে শেখান। সেবা মানে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিরক্ষণ। পিতামাতাকে নিত্য কিছু-না-কিছু দিতে শেখাতে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে পিতামাতা যদি তাদের ভিতর পরমপিতার প্রতি অনুরাগ গজিয়ে তুলতে চেষ্টা করে তাহ'লে তা সার্থক হয়। শস্য যদি পেতে চাই, ক্ষেত চাষ ক'রে ভাল বীজ ঠিকভাবে বুনতে হবে, তার পোষণ জোগাতে হবে ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা করতে হবে। অনুরাগ ও সত্তাসম্বর্দ্ধনার অন্তরায় যা, তা থেকেও বাঁচাতে হবে ছেলেপেলেদের।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—শুধু নাম করলে কি হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগের সঙ্গে নাম করতে হয়। অবশ্য, নামের নিজেরই গুণ আছে, তা' মনকে শায়েস্তা করে, চাঞ্চল্য কমায়, অনুরাগকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে। নামে স্তিমিত মস্তিষ্ককোষগুলি সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অনুরাগ নিয়ে যত করি ততই ভাল। এই অনুরাগই সুরত।

ক্ষিতীশদা (রায়)—'যা' আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে' তবে নিজে-নিজে হবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলি উদ্ভিন্ন হয় অনুরাগের ভিতর দিয়ে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) যত হব তত সেই বোধ জেগে উঠবে। স্পন্দনের মূল মরকোচ থাকে চরম ও পরম নামে। সদ্‌গুরুর প্রতি অনুরাগ নিয়ে সেই নাম করলে সব ধ্বনি আপনা-আপনি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। এক-একটা ধ্বনি এক-একটা মণ্ডলের স্রষ্টা বা প্রাণবীজ।

উপস্থিত দাদাদের মধ্যে একজন বললেন যে, তিনি বর্দ্ধমান রাজ-পরিবারের লোক, তাঁরা কয়েক পুরুষ ধ'রে বাংলাদেশে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব বাঙ্গালীই ওইরকম। সেইটে যখন ভুলে যাই, তখন বলি আমরা কেবল বাঙ্গালী।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসা যেখানে প্রিয়ের জন্য করে না—উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায়,—সে ভালবাসা ঠিক ভালবাসা নয়। ভালবাসা হ'লে পরে urge (সম্বেগ) ঠেলে ওঠে, করার প্রবৃত্তি হয়। আমরা যদি আগ্রা, দয়ালবাগ, বিয়াস ভালবাসি অথচ তাদের প্রয়োজনে কিছু না করি ও তাঁরাও যদি তেমন না করেন, সেখানে বুঝতে হবে ভালবাসা আসেনি। যাঁরা অনুরাগী, প্রেমী, সদগুরু, আচার্য্য তাঁরা সবারই। তাঁরা সকলের অত্যন্ত আপনার—আপনার—আমার—সকলের।

আর একজন দেওঘরস্থ পাঞ্জাবী বিয়াস সৎসঙ্গী আসলেন। তিনি বললেন—সদ-গুরুর পরখ এই যে তাঁর কৃপায় শান্তি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা শান্তি নিয়ে আসে।

উক্ত দাদা—একজন ভালবেসে এক মুহূর্ত্তে সাধু হয়ে যায়, আর একজনের কুড়ি বছরেও কিছু হয় না। তাঁর দয়াই তো প্রধান জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূর্য্যের রশ্মি সব জায়গায় পড়ে। অনুরাগই আতস পাথর যা' তাকে কেন্দ্রীভূত করে। আমি বলি—তুমি ভালবাস, ভালবাস, কেবল তাঁকেই ভালবাস। তিনি তোমাকে ভালবাসবেন, না-বাসেন, তার তোয়াক্কা রেখো না। তাহ'লে হিসাব এসে যাবে। হিসাব-নিকাশে ভালবাসার খাঁকতি হবে। সংসারের দুঃখ আসবেই, কাল ও প্রবৃত্তি ছাড়বে না। এর মধ্যে সম্বল ভালবাসা। জীবন কতভাবে

কতরকমে ক্ষয় করি, না হয় তাঁকে ভালবেসেই ক্ষয় করলাম।

উক্ত দাদা—আমরা ভালবাসার চেষ্টা করি, কিন্তু ভালবাসার চিনির স্বাদ পাই না, যদি তিনি না দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই চিনির স্বাদ আসে, এমনতর ভালবাসি না। তুমি যদি একগুণে ভালবাস, একশ গুণ পাবেই। আমি বলি ঐ চিনির লোভে ভালবাসতে যেও না, ভালবেসে যাও, এমনিই এসে যাবে যা' আসার। বেকুব হবে কেন? ঠকবে কেন? এতকাল ভালবাসতাম, কী হ'লো, বল কেন? প্রেম নাই বল কেন? বল, আমি ভালবাসি—আরো ভালবাসি। ভালবাসি কও—ভালবাসলে যা' করে তা' কর, চতুর হও। নাছোড়বান্দা হয়ে ভালবাস। সে-ভালবাসায় তিনি বাঁধা পড়বেন।

উক্ত দাদা—গুরু ও শিষ্য কি আলাদা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু চিরকাল গুরু, শিষ্য চিরকাল তার শিষ্য। সত্যিকার শিষ্য হ'লে সে গুরুকে পরিপূরণ করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের একাত্ম বোধ করবে। কিন্তু গুরুর প্রতি বরাবর সে তার নীতি বজায় রেখে চলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর মাঠে এসে বসলেন।

কেশবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্টিটা এমন ক'রে পরিবেশন করবে যে সেটা যেন তাদের মাথায় পেয়ে বসে। অচ্যুত অনুরাগ চাই, নচেৎ পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে দুর্ব্বল হ'য়ে যাবে। ভালবাসাটাই urge (আকূতি), ভালবাসাটাই energy (শক্তি), ভালবাসাটাই power (বল)। তোমাকেই দাঁড়ান লাগবে। আমাকে তোমাদের অন্তরে জীবন্ত ক'রে নিয়ে যদি দাঁড়াও, তবে পারবে। দেখ্, নীত না হ'লে নেতা হওয়া যায় না। শিবাজী, স্ট্যালিন, চন্দ্রগুপ্ত—এদের কৃতকার্য্যতার পিছনে আছে গুরুতে অনুরক্তি।

ভাণ্ডারীদা পিতৃলোক সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোক মানে plane (স্তর)। সবাই এক plane-এ (স্তরে) যায় না। যে যেমনভাবে যায়, সে তেমনতর plane-এ (স্তরে) যায়।

ভাণ্ডারীদা—ডক্টর মেহরা জানতে চান আমিষ আহারাদি কেন আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাছ-মাংস-পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেলে স্নায়ু উত্তেজিত হয়, তাতে সূক্ষ্ম সাড়া ধরা যায় না, ধরতে পারলেও ধ'রে রাখা যায় না। যারা এই সব করে তারা ঠাওর পায়।

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণদেব শেষের দিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা বজায় রেখে পারা যায় না।

জনৈক দাদা—বাঙ্গালী মাছ ছাড়তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, যাই কর, যদি তাকে ভালবাস, নাম কর। সেই ভালবাসার লোভই একদিন ছাড়িয়ে দেবে। তবে ও শালার জিনিস ভাল না।

উক্ত দাদা—মায়েরা ছাড়তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝিয়ে বলতে হয়। সদাচার পালন করা ভাল। আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক সদাচার তিনটে পালন করলেই ফল পাওয়া যায়। একটা করলাম, আর একটা করলাম না, তাতে হয় না। আমরা এমন যদি ভালবাসি কাউকে যে, সে প্রবৃত্তির চাইতে বড়, তখন তার ক্ষতি হয় যাতে, তা কি করি? ছেলেকে ভালবাসে মা। ছেলের অসুখ সারার জন্য যদি বলে মাছ খেয়ো না, তা কিন্তু অনায়াসেই পারে। পরমপিতাকে যদি তেমনি ভালবাসি, তাঁর বিধান মানতেও তেমনি ইচ্ছা করে—তাঁর তৃপ্তির জন্য। ছলে বলে কৌশলে যেমন করে পার, তার অন্তরে ভাব ভালবাসার স্পর্শ লাগায়ে দাও। আপনিই ধ'রে যাবে সব ঠিক। পরমপিতার জন্য নিজেকে যে যেমন প্রস্তুত করে, পরমপিতার ধারা তার উপর তেমনিভাবে আসে।

কেষ্টদা—ভজন করলে আয়ু বাড়ে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধানটা সাড়াশীল হয়ে ওঠে, সক্রিয় হয়ে থাকে, একটা জীবনীয় উদ্দীপনা হয়, তাতেই আয়ু বাড়ে।

জনৈক দাদা—শরীরের অসুস্থতায় ভজন কিভাবে করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুয়ে শুয়ে করা যায়। তবে বিধিমত করতে পারলেই ভাল ফল হয়।

ভাণ্ডারীদা—বেশী জ্বর থাকলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করলে অনেক সময় জ্বর কমেও যায়। কারণ, ব্যাকটেরিয়াগুলি পুড়ে যায়। রোগীর শরীর ছুঁয়ে নাম করলে তাতেও রোগ ভাল হয়। ঐ জন্য কুষ্ঠিয়াতে একটা দালানে ত্রিশটা bed (শয্যা) ছিল। রাধারমণ প্রভৃতি ছিল। রোগী আসলে শুশ্রূষা করত, ছুঁয়ে নাম করত। ডবল নিউমোনিয়া ৩।৪ দিনে, এমনকি রাতারাতি সেরে যেত। ছেলেবেলায় পায়খানায় গিয়েছিলাম মাঠের মধ্যে আকন্দগাছের কাছে। গাছে হাত লাগতে পাতাগুলি ঝাঁকি দিয়ে উঠল। মনে হ'ল, কেন এমন হ'ল—ঔৎসুক্যভরে খানিক পরে আবার ধরতেই গাছটা শিউরে উঠল। বোধহয় নাম করার দরুন আমার শরীরের ভিতরে সৃষ্ট চার্জের সংস্পর্শে এটা হয়েছিল।

আর একবার বাড়াদি গ্রামে হরিপদর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। একটা তেলাপোকা দেখি ম'রে আছে। সেই দিকে চেয়ে পনের মিনিট নাম করার পর বেঁচে উঠল। তবে জলুস দেখাবার জন্য ও-সব করা ভাল না।

কেষ্টদা—মশা, ছারপোকা তো না মারা ভাল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচাতে যখন পারি না, তখন যত না মেরে পারা যায়, ততই তো ভাল—অবশ্য অস্তিত্বকে যদি বিধ্বস্ত না করে। এমন ব্যবস্থা যদি করতে পারেন যে, মশা কামড়াবে না, সে তো আরো ভাল।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রমণদের থাকা চাই (১) সক্রিয় অচ্যুত ইষ্টানুরাগ, (২) তপঃশীলতা, (৩) সদাচারনিষ্ঠা, (৪) চরিত্রচর্য্যা, (৫) স্বাবলম্বিতা, (৬) সাত্ত্বিক অর্জ্জনপটুতা, (৭) অনুবর্ত্তিতা, (৮) অসৎনিরোধী পরাক্রম, (৯) স্থিরমস্তিষ্ক ক্ষিপ্র কর্ম্মপ্রবণতা, (১০) লোকসেবা ও লোকশিক্ষা।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১৫। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে নেতৃস্থানীয় কর্ম্মিবৃন্দের গুণাবলী সম্বন্ধে বললেন—তাদের চাই (1) Tendency of sincere unrepelling adherance (অচ্যুত নিষ্ঠার আন্তরিক প্রবণতা), (2) Presence of mind with common sense (উপস্থিত বুদ্ধি ও সাধারণ বুদ্ধি), (3) Intelligent and untussling active aquisitive habits with apt use of time (বুদ্ধিদীপ্ত নির্বিরোধ সক্রিয় অর্জ্জনপটু অভ্যাস ও সময়ের সদ্ব্যবহার), (4) Inquisitive responsive bend with educated adaptability (অনুসন্ধিৎসু সাড়াপ্রবণ ঝোঁক এবং পরিশীলিত উপযোজন-ক্ষমতা), (5) Meditating monastic tendency (ধ্যানমুখী সন্ন্যাসসুলভ মনোভাব), (6) Forbearing perseverance and painstaking attitude (সহনশীল অধ্যবসায় এবং কষ্টসহিষ্ণুতা), (7) Lack of inferiority and selfish expectant attitude. Over and above these traits in their normal tenor, sufficient general education is needed along with speaking power, or atorical talent, writing capacity and charming exposition. M. Sc. or M. A. in philosophy or literature with artistic bend preferable, (হীনম্মন্যতা ও স্বার্থপর প্রত্যাশাশীল মানসিকতার অভাব। এই সব গুণের স্বাভাবিক ধরণ ছাড়া বাকপটুতা, বাগ্মিতা, লেখার ক্ষমতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যঞ্জনা সহ যথেষ্ট সাধারণ

শিক্ষা প্রয়োজন। শিল্পীজনোচিত প্রবণতা-সহ এম-এস-সি বা দর্শন অথবা সাহিত্যে এম-এ কাম্য।)

কর্ম্মীদের পরীক্ষা করার ধরণ সম্বন্ধে বললেন—অর্জ্জনপটু কিনা, হয়তো দেশলাইটা একটু সরিয়ে রেখে তামাক সাজতে ব'লে দেখলে আগুনের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিতে পারে কিনা। বুদ্ধিমান কিনা, একটা জটিল ব্যাপার বর্ণনা ক'রে সেক্ষেত্রে কী করণীয় জিজ্ঞাসা ক'রে বুঝলে। সৎ কিনা হয়তো বাজার করতে দিয়ে দেখলে পয়সা যা' দিয়েছিলে, না চাইতেই নিজে থেকে হিসাবপত্র-সহ সময়মত ফেরত দিল কিনা। কিংবা বাজারের পয়সা থেকে রসগোল্লা বা বিড়ি কিনে খেল কিনা। অচ্যুত কিনা বুঝতে একটু সময় নেয়। তবে তাও বুঝতে পার, কত অল্পে তোমার কতখানি নিন্দা করে তা দেখে। লোক ঠিক রাখতে হয় যারা সে-নিন্দার কথা তোমাকে জানাবে। একটা ফাউণ্টেন পেন বা এ-রকম কিছু এলোমেলো ক'রে রেখে দিয়ে হয়তো তাড়াতাড়ি ঠিক করতে বললে, তাতে উপস্থিতবুদ্ধি বুঝতে পারবে।

কিরণদা (ব্যানার্জ্জী) অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী সম্বন্ধে গল্প করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কাজে দুই ভাবের সমন্বয় লাগবে।

পরীক্ষা করা সম্বন্ধে বললেন—কুকুরটা গেছে, জিজ্ঞাসা করলে—কেমন কুকুরটা? বললো, সাদা বোধ হয়। যেই তা' বললো—বুঝবে, তার পর্য্যবেক্ষণ তীব্র নয়—অনুসন্ধিৎসা কম। একজনকে হয়তো দুই পয়সার বিড়ি আনতে বললে। কত কম সময়ের মধ্যে কেমন বিড়ি আনল তা' দেখে বুঝতে পারবে—কত তাড়াতাড়ি কেমন পারে, বুদ্ধি-বিবেচনাই বা কেমন। একজনকে হয়তো বলা হ'ল কুকুরটা ডাকে কেন, দেখ্ তো। সে দেখে এসে বলল—এমনিই ডাকে। তার মানে তার অনুসন্ধিৎসা কম। ডাকার কারণ আছে, কিন্তু তা' ধরার মতো ইচ্ছা, আগ্রহ বা বুদ্ধি নাই। একটা চলতি গাড়ীর নম্বর হয়তো টক্ করে দেখতে বলা হ'ল। তাতে বোঝা যায়, কতখানি সজাগ ও চটপটে।

এরপর জিতেনদা (মিত্র) কয়েকজন দাদাকে নিয়ে আসলেন।

জিতেনদা বললেন—এরা সম্পন্ন গৃহস্থ, সমাজে প্রতিপত্তি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ওতে হবে না। কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্মে যদি নিষ্ঠাবান না হও, সব ভেঙ্গে যাবে। তা' যদি হ'তে পার, তুমি কৃতী আছ, তোমার কৃতিত্বে গোটা সমাজটাও কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে।

পরেশদা (মুখার্জ্জী)—আমাদের চলায়, করায় ত্রুটি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধার্হ চলনায় চলতে হবে তোমাদের। এমন হওয়া চাই যাতে তোমাদের সান্নিধ্যে এসে হাজার-হাজার মানুষের জীবনের প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

তোমার ঠাকুর যদি তোমার জীবনে জীবন্ত না হন, তবে মানুষ তোমার ঠাকুরকে পাবে কি ক'রে? এমনভাবে চলবে মানুষ যেন তোমাদের শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হয়, শ্রদ্ধা না ক'রে ভাল না-লাগে, তবেই তোমারও মঙ্গল, তাদেরও মঙ্গল। নচেৎ তোমার জলুস, জোনাকী জলুস।

জিতেনদা—টান চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Active (সক্রিয়) টান, indolent (অলস) নিথর টান নয়। ছেলের প্রতি যেমন টান। গানে আছে—"ভালবাসা নিদানে পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু আছে কোন্‌খানে?" ভালবাসায় পালিয়ে যাওয়া নেই। ভালবাসায় থাকে পরাক্রম, অযুত হস্তীর বল হয় সেখানে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-বিরুদ্ধতাকে প্রতিরোধ করতে। পারছ না ভেবো না। কর, যতটুকু করবে, ততটুকুই হবে। তখন দেখবে, ভগবান অহেতুক কৃপাসিন্ধু। যা' করছ, তার তুলনায় কত বেশী পাচ্ছ। কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বেরুবে তখন সমস্ত রোমকূপ চুঁইয়ে। হচ্ছে না, হচ্ছে না করায় সকলের ক্ষতি, নিজের ও পরিস্থিতির। হচ্ছে না বলতে থাকলে, তাইই পাবে পরিস্থিতির থেকেও।

পরেশদা—হচ্ছে না, এটা বাস্তব তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবে না কি রে? ও কথা ক'য়ো না। যতটা করছ, তত হ'চ্ছে। তুমি ভগবানের বাচ্চা। কর্ম্মকুশল যত হবে, তাঁর আশীর্ব্বাদ তত পাবে। হওয়া তোমার করতলগত।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য)—সংসার করি ষোল আনা, এটা করব না এক আনা, তা' হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতপক্ষে সংসার করি না। আমার ঠাকুরকে যদি আমার সংসারের সব-কিছুর মধ্যে ফুটন্ত ক'রে না তুলি, সংসারও করা হয় না। সংসারকেও ফাঁকি দেওয়া হয়। আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যদি আমার ইষ্টকে, প্রিয়কে প্রতিপালন করি, আমার প্রত্যেকটি কর্ম্মই তখন আমার কাছে আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসে, আমি নির্ঘাত উল্লসিত হ'য়ে উঠি কৃতিত্বে। পরমপিতার 'পর আকুল উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা যদি হয়, তবে আমার চলন তেমন হবে, পরিস্থিতিও তেমন পাবে, কথা-বার্ত্তা-ভঙ্গী তেমন হবে, বিস্তারও তেমনি হবে। রাধা তমাল গাছতলা দিয়ে যাচ্ছে, বলছে—বল্‌ ও তমাল, সে কি এ পথ দিয়ে গেছে? তুই কত সুখী, তোর গা ঘেঁসে সে যায়। পিঁপড়েটাকে দেখেও তার ঐ ভাব জাগে। তখন 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' কর, তাঁকে ভালবাস দুরাগ্রহ আগ্রহে, তোমার চরম হো'ক তাঁর জন্য করা। তিনি ভালবাসেন কিনা তোমাকে, তা' দেখতে যেও না। তোমার ভালবাসা

তাঁর জন্য কতখানি করল, তাই ভাব।

জিতেনদা—করাটা চাই তাহ'লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, করলেই হবে, তাঁর আশীর্ব্বাদ পাবে। ফাঁকি দিলে পাবে না। তোমার চলার ভিতর-দিয়ে জ্যোতি স্ফুরিত হো'ক। বাঁচতে যদি চাও, চল তেমন ক'রে। না চললে, না করলে পারবে না। কারণ, এটা জগৎ—চলনশীল।

জিতেনদা একজনের মামলার বিষয় বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপোষে মিটমাট যদি হয়, সেইই ভাল। তাতে যদি একটু ঠকাও হয়, সেও ভাল। অবশ্য, একেবারে অবিচার যদি হয় সে অন্য কথা। নিজে অন্যায় করতে নেই, অন্যকেও অন্যায় করার সুযোগ দিতে নেই।

পরেশদা একজনের একটা জিনিস গাড়ীতে ফেলে এসেছেন, বললেন—ইচ্ছা ক'রে করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তোমার ইচ্ছাটা অতখানি দুর্ব্বল ছিল, যার দরুন ঐ ব্যাপারটা ঘটে গেল।

জিতেনদারা উঠে গেলেন।

এরপর আবার কিরণদা (ব্যানার্জ্জী) সদলবলে আসলেন। ভাণ্ডারীদা প্রমুখও আসলেন।

দারিদ্র্য, কম্যুনিজম্ ইত্যাদি সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বলি, নারায়ণ আবার দরিদ্র থাকবে কেন? নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালীই হবে। শিক্ষাটা এমন করা লাগে, যাতে মানুষ সব-কিছুর use (ব্যবহার) জানে। তাহ'লে ঐ দুর্ব্বাঘাস থেকেই জীবনের উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমাদের প্রত্যেকটি cell-এর (কোষের) টান বা অনুরাগ সক্রিয়ভাবে একযোগে ইষ্টের দিকে ধাবিত হ'লে জীবনে চরম সার্থকতা নেমে আসে। সুরতের আগ্রহে নাম যত করবে, নাম জীবন্ত হবে ততই। সারবচনে আছে—তোমার যা-কিছু সব আমি করব—তুমি আমাকে প্রেম কর। আমাকে প্রেম কর মানে আমাকে পুষ্ট কর তোমার মধ্যে।

ভাণ্ডারীদা—গুরুর মধ্যে আমরা নিজেদের প্রতিফলিত দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য বলে আদর্শ।

কিরণদা—ভালবাসা মানে তো বহন করা, কিন্তু আমাদের উল্টো ধারণা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা মানে good abode (ভাল/বাসা)। ভালবাসলে ভাল করতে হবে, সেবা করতে হবে—তার মানে পরিপোষণ, পরিপালন, পরিরক্ষণ। ভালবাসলাম, অথচ তা' যদি না করি, তবে সেখানেই গলদ এসে যাবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবানের নির্দ্দিষ্ট বিধান আছে—কতটুকু আমরা কি ভোগ করতে পারি, তার বেশী করতে গেলে রেহাই নেই।

কেষ্টদা—উপযুক্ত মাত্রায় ভিটামিন তো দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান ও ইষ্টোন্মাদনার মধ্যে মহাজীবনীয় ভিটামিন থাকে।

জনৈক দাদা—জীবন ধারণের মান যদি নেমে যায়, তাহ'লে তো উদ্ভাবনী বুদ্ধি ক'মে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের প্রয়োজন যখন মানুষের ক'মে যায়, ইষ্টের নেশা মানুষের সেবা প্রবল হয়, তখনই উদ্ভাবনী বুদ্ধি গজায়। জীবনের মানের কথা যতই বল, আদর্শ না থাকলে অনুসন্ধিৎসু সৃজনী কর্ম্ম জাগে না।

ডঃ মেহরা—কেমনভাবে খাওয়া উচিত আমাদের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাদ্য হবে সহজপাচ্য, তার সঙ্গে দুধ একটু খেতে হয়।

ডঃ মেহরা—দুধ যদি সহ্য না হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে ভাতের সঙ্গে মাখামাখা ক'রে সামান্য সামান্য দুধ খেতে হয়। এইভাবে অভ্যাস বাড়াতে হয়। তাতে দুধ হজম হয়।

কথাপ্রসঙ্গে ডঃ মেহরা বললেন—শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কথা মহাত্মাজী কত ক'রে বলেছেন, তা হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় আছে না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি। তাই বললেও করতে চায় না। আজ যেমন ঋণ দিচ্ছে, তা' না ক'রে কতকগুলি domestic machine (পারিবারিক যন্ত্র) ক'রে তাই যদি দিত, এবং ঋণশোধের ব্যবস্থা হিসাবে আয়ের সিকি অংশ নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করত, তাহ'লে হয়তো মানুষগুলি দাঁড়িয়ে যেতে পারত।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে ডঃ মেহরাকে বললেন—গুরুকে রোজ প্রীতি-অবদান স্বরূপ ভোজ্য নিবেদন করার প্রথাটা খুব ভাল। এতে শরীর-মনের একটা যুক্ত আগ্রহসন্দীপ্ত টান গজায় তাঁর উপর। ছেলের জন্য করি ব'লে যেমন তার উপর টান হয়। সকালে উঠে মুখটুখ ধুয়ে ধ্যান-সুমিরণ ক'রে ভক্তিভরে নিবেদন ক'রে রেখে দিলাম। মাসান্তে অনুকল্পে অর্ঘ্য পাঠিয়ে দিলাম। যখনই এর ভুল হয় তখন বোঝা যায় যে, আমার চলায় কোন গোল হ'চ্ছে। হয়তো কোনও বিপদ আসতে পারে। তাই তখন বিহিত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে কঠোরভাবে এটা আঁকড়ে ধরা লাগে।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী প্রফুল্ল উইলিয়ম জেমস্-এর বই থেকে কিছুটা অংশ প'ড়ে শোনাল।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের আছে তন-মন-ধন দিয়ে গুরুসেবা

করার কথা। এতে তাই হয়। অসম্ভব ক্ষমতা এর।

অনুভূতির প্রসংগে বললেন—আমি জানতাম না যে ওর কোন মূল্য আছে। আমি ছোটবেলা থেকে যে ঘুমোতাম, আকাশে শুয়ে ঘুমোতাম। এখনও তাই হয়। একসময় আমার মনে হ'ত—সকলেরই বুঝি এমনি হয়। ভজন কাকে বলে আমি জানতাম না। যখন পৈতা হয়, গেরুয়া কাপড় প'রে ঘুমিয়ে আছি। স্বপ্ন দেখি হুজুর মহারাজ আদর ক'রে উঠিয়ে বসালেন, দুই দিকে বালিস দিয়ে বসিয়ে দিলেন। তাঁকে আগে দেখিনি, ফটো দেখা ছিল। তিনি হাত ঠিক ক'রে দিলেন। ব'লে দিলেন দক্ষিণ দিকের শব্দ খোঁজ কর। ভজনের পুরো process (পদ্ধতি) জানিয়ে দিলেন। ঐভাবে অনেক সময় ব'সে থাকলাম। তখনই শব্দ ও দর্শন আসতে লাগল। আগেও কত রকমারি এসেছে। হুজুর মহারাজ স্বপ্নে ভজনের অংগুলি সমাবেশ যা' দেখিয়েছিলেন তা' সাধারণ রকম থেকে একটু আলাদা। তখন মাকে বললাম। মা কিছু ভাংগলেন না। এক সময় হুজুর মহারাজকে দুঃখের কথা জানিয়ে মা চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—দুঃখ ক'রো না, তোমার দুঃখ থাকবে না। দয়াল আসবেন তোমার কাছে। এর অনেক পর সরকার সাহেবের নির্দ্দেশমত মা যখন আমাকে সাধনের পথ ব'লে দিলেন—আমি বললাম আমি তো সব জানি।

ভাণ্ডারীদা—কোন্‌টা follow (অনুসরণ) করা ভাল? এখন কী করে সৎসংগীরা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটোই চলে। স্বপ্নেরটাই more convenient (বেশী সুবিধা-জনক)। শব্দানুসরণ ও শব্দানুসন্ধান যে বলি—হুজুর মহারাজই তখন বাংলায় বলে দিয়েছিলেন। এমন হ'তো যে শরীরটা পাঁচ হাত উঁচুতে উঠে ধম ক'রে প'ড়ে গেল। এমন আলো দেখতাম যে তাতে শরীরের প্রত্যেকটি কোষ যেন আলোকিত হ'য়ে magnified (বড়) হ'য়ে, তার ভিতরকার mechanism (মরকোচ) উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠত। আমি যে বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের কথা বলি, সে ঐ থেকেই। এমনি কিছু জানি না। আমার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, যখন সুবিধা পেতাম, বসতাম। রাস্তায় চলতেও হ'তো। তবে নিয়ম ক'রে করা ভাল! আবার, চব্বিশ ঘণ্টা মাসের পর মাস ঐ ভাবের ঘোর লেগে আছে—এমনও গেছে। আবার, এমন নীরস কঠোর ক্লান্ত অবস্থা আসতো যে কিছু হ'তো না, তবু চালিয়ে যেতাম। না ক'রে রেহাই ছিল না। এমন হ'তো যে স্কুলে যেতে-যেতে কাদার মধ্যে প'ড়ে যেতাম। কেউ ভাবতো ফিটের ব্যারাম। কেউ ভাবতো স্কুল পালানোর জন্য। আমি কিন্তু ও-সব গায় মাখতাম না।

ভাণ্ডারীদা—কখন থেকে regular (নিয়মিত) হ'লো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে regular (নিয়মিত) হয় না। Like gushes (বেগবান প্রবাহের) মতো হয়। এক-একটা burst করে (ফাটে)। খোলে, আবার inert (নিথর) হয়। আবার উর্ধ্বগতি, পরে হয়তো স্তিমিত হয়। এইভাবে করতে-করতে regular (নিয়মিত) হয়। তখন একটা impulse (সাড়া) পেলে হয়। যখন কথাপ্রসঙ্গের মধ্যে বর্ণনা দিয়েছিলাম, তখন ভিতরের ব্যাপারগুলি দেখতে-দেখতে বলেছিলাম, ওখানে অল্প বলেছি, বহু বলিনি, সে অনন্ত।

ভাণ্ডারীদা—কোন্ বয়সে এটা হ'তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—২০/২৫ বছর বয়সের সময়। আগেও হ'তো। (পরে বললেন) এটা অন্যের সঙ্গে মেলে ?

ভাণ্ডারীদা—হ্যাঁ। তবে এত detail-এ (বিশদভাবে) আর কোথাও পাইনি। আর এ প'ড়ে অন্যরকম inspiration (প্রেরণা) পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ প'ড়ে এইভাবে মনটাকে ভাবিত ক'রে ভজন করলে খুব এগিয়ে যায়। আমি এইগুলি যে দিয়েছি, নিম্নতর স্তরগুলিকে ignore (উপেক্ষা) করিনি। কোন্‌টার কী নাম তা' হয়তো অনেক জায়গায় উল্লেখ করিনি। From lowest to the highest (নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত) কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, তারই structure (কাঠামো)-টা দিয়েছি। আমার আর-একটা conception (ধারণা) আছে। এই সব করার সাথে দৈনন্দিন জীবনে চরিত্র যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয়, তবে সত্তাটাকে স্পর্শ করে না। আর, লয় আসে তাড়াতাড়ি। যেখানে লয় আসে, সেই জায়গাটাকে মনে করে চরম। লয়টা সাংঘাতিক অবস্থা। দারুণ fatigue (ক্লান্তি) হয়, মনে হয় গিছি। এমন আছে যে, সত্তাটাকে যেন পিষে ফেলে। মনে হয়, কোথাও কেউ নেই। একমাত্র সম্বলই হলো সদ্‌গুরুর প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ। সেটা দুর্বল থাকলে উচ্চভূমিতে চেতন থাকা যায় না। এমনতর হওয়া চাই যে, সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি কেন্দ্রীভূত হবে ওখানে। কতদিন ঘুম ছিল না। চোখ খুললে এই জগৎ, চোখ বুজলে ঐ জগৎ দেখছি। ভাগ্য ভাল—লেখাপড়া শিখিনি। কারও কাছে বিশেষ যাইনি। তাহ'লে uncoloured (অরঙ্গিন) জিনিসগুলি এমন পেতাম না।

কেষ্টদা—এ-সব আলোচনায় আপনার কি শরীর খারাপ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্দীপনা হয়।

কেষ্টদা—স্নায়ু কি সহ্য করতে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে কেন ? এক গ্লাস মদের মতো হয়। ভালই লাগে। এ

সবের মধ্যে বে-আন্দাজী কথা হ'লেই স্নায়ুতে লাগে। যেমন এইসব কথা বলছি। মাঝখানে এসে যদি কেউ আমাশার কথা তোলে। এ-সব অনুভব করার ফলে একটা মানুষ দেখলেই তার ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান মনের সামনে ভেসে ওঠে। সে কি ভাবে কী করে সব ধরা পড়ে। অবশ্য, সেদিকে attenction (মনোযোগ) দিতে নাই। তা'তে ক্ষতি হয়, ওসব ভাল না। একটা ডালের দিকে তাকালাম। মোটা ডাল। পট ক'রে ভেঙ্গে গেল। বৃষ্টি আসছে, মেঘের দিকে তাকালাম। মেঘগুলি টুকরো-টুকরো হ'য়ে উড়ে গেল। এ-সব ভাল না। একদিন আপনাদের সামনে হঠাৎ হাত উঁচু করলাম। তখন দেখলাম একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। হাত উঁচু ক'রে সেইটে ঠেকাতে চেষ্টা করলাম। এ-সব করা ভাল না।

কেষ্টদা—আপনা থেকে হ'লে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার থেকে হ'লেও attention (দৃষ্টি) যদি ওদিকে যায় তবে ভাল হয় না। বুদ্ধি যদি থাকে তোমার মনের কথা কব, সে ভাল না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি এটাকে কই আদি নাম। এটা হ'লো সবরকম স্পন্দনের মরকোচ। 'রা' হ'লো push (ধাক্কা), 'ধা' হ'লো cessation, স্বা+মী হ'লো to and fro motion (ইতস্ততঃ গতি)। এ ক'টা দিয়ে vibration (স্পন্দন)। ঐ জিনিসটা উচ্চারণে আসলে এ ধরণের আসে। ক্লীং, হুং ধ্বন্যাত্মক নাম। এ তা' নয়। এ নাম শব্দ নয়, শব্দের প্রাণ। শব্দের স্বরূপ। এহি নাম নিজ নাম হ্যায়, মন আপনে ধরলে।

ভাণ্ডারীদা—একজন ইংরেজের কাছে নামের অনুভূতি কিভাবে আসবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুভূতি থেকে যদি বেরোয় তবে ইংরেজীভাষায় ঐ-রকমটা হ'য়ে বেরুবে। আরবী, ফারসী, জার্ম্মানী সব ভাষাতেই তেমনতর। এ নাম আমরা সৃষ্টি করিনি। স্রষ্টা আমাদের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। তিনিই দয়া ক'রে দিয়েছেন বলা ছাড়া পথ নাই। এটা সার্ব্বজনীন।

কেষ্টদা—কবীর সাহেব রাম জপ করতে-করতে এই নাম পেলেন কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পেতে পারে, এইটেই আদি কিনা।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসেছেন।

নন্দদা (ঘোষ) বললেন—আমার ছেলের চাকরির উপর খুব ঝোঁক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই আমার ছেলেরা Kingmaker (রাজার স্রষ্টা) হোক। কিন্তু তারা চায় চাকরি। সে ঐ আপনি চাকরি করেছেন ব'লে। 'গোলামি ক'রে

বইলে জীবন, বংশ হারায় চক্ষী চলন।' চাকরির যে কী সুখ, তা' তো আপনিই হাড়ে-হাড়ে বুঝছেন।

বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে ব'সে জনৈক ব্যবসায়ী দাদাকে বললেন—ব্যবসায় সতর্ক পায়ে চলতে হয়। নচেৎ ফাটকাবাজীতে হয়তো হঠাৎ কতকগুলি টাকা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটা অনিশ্চিত ও আকস্মিক। ওতে অভিজ্ঞতা বা আধিপত্য হয় না। আর নাম, ধ্যান, ইষ্টভৃতি প্রভৃতি ভাল করে করা লাগে। এতে নিজের বিচ্ছিন্ন চলনটা কেন্দ্রায়িত হয়।

উক্ত দাদা—মনটা যে ঠিক হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি মন ঠিক হয় না। তাঁতে আগ্রহ যত বাড়ে, মন তত ঠিক হয়। এগুলি করতে-করতে হয়। ভাবতে হয় তাঁকে আমি ভালবাসি। তাঁর সেবায় যেভাবে লাগতে পারি, তা' করতেই হবে আমাকে। আর, ঘাবড়ায়ে যেতে নেই। Steady, streamy conviction (নিশ্চিত, চলমান প্রত্যয়) রাখা লাগে। আর, যাজনের ভিতর-দিয়ে মানুষ-সম্পদ বাড়াতে হয়, তাহ'লে টাকা-সম্পদের অভাব হয় না। মানুষই কিন্তু বড় সম্পদ।

ওরা চলে গেলেন।

পরে কিরণদা (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ আসলেন।

কিরণদা বললেন—সাধারণ মানুষের এতো সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, নাভিশ্বাস ওঠার মতো হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা তো আছেই, তা' ছাড়া আরো নানা সমস্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থনৈতিক সমস্যা তো সমস্যাই না। আদত কথা, আজ তোমার কেউ নেই। ভালবাসা নাই, কাজ করার ইচ্ছা নাই। Pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)-দের প্রধান লক্ষণ হ'লো—যার কাছ থেকে পাবে তার জন্য ভাববে না, তার জন্য করবে না। এই আনন্দবাজারে দেখি কতজনে খায়, কিন্তু কিছু করতে কইলে নারাজ। এমন হয়েছে যে, তোমার ছেলে-মেয়ে-বৌ আজ তোমার নয়। তোমার জন্য বুক দিয়ে করার বুদ্ধি খতম ক'রে দিচ্ছে। এমন আবহাওয়া যে, ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ থেকে বিকৃতভাব নিয়ে বেরুবে। প্রবৃত্তির বুলি শিখবে, পবিত্রতার বালাই থাকবে না। এই তো অবস্থা। তোমার আপন বলতে কে আছে? সবাইকে তো ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এক দাদা বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও নেতৃশূন্যতা সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ব্যষ্টিজীবন দিয়ে রাষ্ট্রজীবন। ব্যষ্টিজীবন ঠিক হ'লে,

রাষ্ট্রজীবন ঠিক হ'তে দেরী লাগে না। আর, নেতা তো চাইই। সেই নেতা চাই, যিনি নীত। সামান্য শিবাজী রামদাসের নেতৃত্বে যা' করতে পারলেন, রাণাপ্রতাপ অত জলুস নিয়েও তা' করতে পারবেন না। ইতিহাসে দেখতে পাই কৃতী বলতে তাঁরাই, যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন গুরুতে। অশোকের গুরুনিষ্ঠা ছিল, কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রম ভেঙ্গে দিলেন, তাই বাঁধনটা ভেঙ্গে গেল, তার ভিতর-থেকেই জল ঢুকলো। বর্ণাশ্রম ভাঙ্গা পড়লেই বিচ্যুতি প্রবল হয়।

কিরণদা ইউ-পি প্রভৃতি স্থানে সাধারণলোকের রামভক্তি ও বর্ণাশ্রমের প্রতি আগ্রহের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই একটা জবর জিনিস, ও থাকলে দাঁত বসাতে পারে না। তাই বিজাতীয় ভাব ওখানে তত শিকড় গাড়তে পারেনি। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অনেকখানি ঠিক আছে। তথাকথিত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বাড়েনি।

কিরণদা—ধর্ম্ম-কৃষ্টি মেয়েদের মধ্যে যদি না ঢোকে, তবে কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল অনেক মেয়েরা পুরুষকে মানে না। তার পিছনেও পুরুষের দোষ আছে। স্বামী যদি স্ত্রীর অনুগত হ'য়ে চলে, তাকে খুশী করতে ও সেবা দিতে ব্যস্ত হয়, সেখানে স্ত্রী খারাপ হবেই। এতে সন্তানও খারাপ হয়। স্ত্রীর সার্থকতা হ'লো স্বামীকে খুশী করা। আবার, বিয়ে-থাওয়াও হওয়া উচিত সত্তা-সমঞ্জসা ও সঙ্গতিশীল। ঘটকরা ছিল এসব নির্ণয়ে দক্ষ। আজকাল তাদের শুভাবহ সিদ্ধান্তও মানে ক'জন ?

কিরণদা—আমার একজন বহুদর্শী ঘটকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে ছাড়লি কেন ? তাকে আবার খুঁজে বের ক'রে কাজে লাগান লাগে। যাতে এইসব লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করা যায়।

কিরণদা—আমার পূর্ব্বপুরুষ চাকরি করতেন না ব'লে আমার মনে একটু ক্ষোভ হ'ত। কিন্তু এখন দেখছি চাকরি না ক'রে ভালই করেছেন তাঁরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরি করলে আবার ছেলেপেলেদেরও বুদ্ধি হয় চাকরি করার।

কিরণদা—তাই তো দেখছি, ছেলেরা এই শিক্ষায় মানুষ হ'য়ে চাকরি ছাড়া কী করবে ? তাই ছোটখাট একটা Workshop (কারখানা) বাড়ীতে করে দেবার চেষ্টা করছি, যাতে ওরা এসব একটু নাড়াচাড়া করার অভ্যাস করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে একটু antidote (প্রতিষেধক)-এর মত হয়। আর, বাড়ীতে ছোটখাট একটা ল্যাবরেটরিও সঙ্গে-সঙ্গে ক'রে দিতে হয়। তাও নাড়াচাড়া করবে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখনও যাজী, যজোয়ারে, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি উপাধি পাওয়া যায়। তার মানে ঐ যাজনই ছিল তাদের কাজ। আজ এত যে

কম্যুনিজমের কথা বলে অথচ উঞ্ছবৃত্তির মধ্য-দিয়ে ব্রাহ্মণের ছিল অফুরন্ত আয়। তারা কতই পেত মানুষের সেবার ভিতর-দিয়ে। কিন্তু hoard (মজুত) করত না। যেমন পেত, তেমন দিত। কারণ, মানুষই ছিল তাদের সম্পদ। মানুষগুলি ঠিক থাকলে তাদের ভাবনার কিছু ছিল না, অভাব হ'ত না কিছুরই। আবার তেমন ব্রাহ্মণ দাঁড়ালে, তাঁদের দৃষ্টান্তে সারা দেশের ভোল বদলে যাবে।

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৬। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জনৈক ডাক্তারকে বললেন—টাকার দিকে লোভ না দিয়ে আরোগ্যের দিকে লোভ দিতে হয়। ফি বাড়াবার লোক আপনি জুটবে। জানার অহঙ্কার থাকা ভাল নয়, Conviction (প্রত্যয়) থাকা ভাল। এমনতর aquisition (অধিকার) থাকা দরকার যাতে রোগই ওষুধ বাতলিয়ে দেয়। Interest (আগ্রহ) যত বাড়বে, তত মেধা বেড়ে যাবে। একটি রোগী বহুজনের কাছে চিকিৎসা করে ফল না পেয়ে আমার কাছে এলো। ৩/৪ দিন ঘোরে, কোন ওষুধ দিইনি। একদিন দেখলাম জোরে থুথু ফেলার চেষ্টা করছে। থুথু পড়ছে কাছে। নাক্স ভম ২০০ দিলাম। পরদিন সকালে এসে বলল, বারো আনা সেরে গেছে। আর ২ দিন সুগার অফ মিল্ক দিলাম। সেরে গেল। বলল—কী মন্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি। থুথু পড়ার রকম দেখে বুঝেছিলাম সংশ্লিষ্ট যন্ত্র দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে। রোগনির্ণয় ঠিক হ'লে ওষুধ কম ব্যবহার করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে পরেশ (মুখার্জ্জী)-দাকে বললেন—লেখা, বক্তৃতা ইত্যাদি ভাল ক'রে অভ্যাস কর্। আর, জীবনটা এমন ক'রে তোল্ যে, মানুষের শ্রদ্ধা-ভালবাসা লুটে নেয়। সারা কলকাতাকে পাগল ক'রে তোল্। এমনভাবে কাজ কর্ যাতে বাংলার লুপ্ত গৌরব আবার জেগে ওঠে পূর্ণ জলুসে। সত্যি, কী দিন ছিল, বাংলার এক ঝঙ্কারে সার পৃথিবী কেঁপে উঠতো। গোখেল তাই বলেছিলেন—"What Bengal thinks today, India thinks tomorrow." (বাংলা আজ যা চিন্তা করে, ভারত আগামীকাল তা চিন্তা করে)। আজ মানুষ নাই, নেতা নাই, কোঁদল কেবল, সর্ব্বস্বান্ত, সর্ব্বহারা হ'য়ে আছি।

শুধু ডিগ্রী হ'লে greatman (বড়লোক) হওয়া যায় না। চরিত্র-চলন ঠিক করা লাগে, আয়ত্ত করা লাগে, আদর্শকে জীবন্ত ক'রে তোলা লাগে জীবনে। যাতে তা' প্রতিমুহূর্ত্তে বিচ্ছুরিত হয়। Magnetic personality (চৌম্বক ব্যক্তিত্ব) চাই। এমন হবে যে, 'কহিতে গিয়ে কথারই কথা মরম খুলিয়া দিয়াছে'। এ-সব

চরিত্রগত করা লাগবে। তাকেই বলে সাধনা।

শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য—এই তিনটে সুসমন্বিত হ'লে তখনই তুমি সুস্থ। তার আগে সুস্থি ব'লে জিনিস নেই। আর, নিজে সুস্থ যখন, তখনই পারবে তুমি মানুষকে সুস্থির পথে নিতে।

পরেশদা—সময় লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময় লাগবে কি? লহমায় হবে। সময় লাগবে বললে আরো বেশী সময় লাগবে। যখনই ঐ ক'বি, তখনই শোধরাবি, যখনই ঠকবি, তখনই শোধরাবি। লাগলে ক'দিন লাগে?

জিতেনদা (মিত্র)—ইষ্টকে ভালবাসা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে জীবনটাকে তাঁর উপযুক্ত করা লাগবে, যাতে মানুষ শ্রদ্ধা করে। আমাকে শ্রদ্ধা করা মানে আমার এই জীবনমন্দিরে যিনি আছেন তাঁকে শ্রদ্ধা করা।

পরেশদা—মানুষ আসতে চায় না এ পথে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তুমি magnate (চুম্বক) হওনি। Magnate (চুম্বক) হ'লে লোহার কণা তোমাতে এসে লাগবেই।

পরেশদা— রাশিয়ার ভাবে আজ সবাই ভাবিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বাদই হোক, বাঁচতে চায় সবাই। তোমার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার এতো মিষ্টি হবে, এতো প্রাণকাড়া হবে, এতো প্রাণমাতান হবে, যে তোমার কাছে এসে মানুষ তৃপ্ত হবে, দীপ্ত হবে, মুগ্ধ হ'য়ে উঠবে। তোমার সঙ্গ সাহচর্য্যের লোভ কিছুতে এড়াতে পারবে না। 'হবে না', 'শুনবে না'—এ-সব কও কেন? সে অন্যে বলতে পারে। তোমার যে সম্পদ তা' প্রত্যেককেই মাতিয়ে পাগল ক'রে ভাসিয়ে দিতে পারে। তোমার এ জিনিসের প্রয়োজন যে সবার। তুমি যে মানুষের ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র, জীবনের প্রাণবায়ু।

পরেশদা—স্ট্যালিন আজ সকলের মাথায় পেয়ে বসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ট্যালিন যদি তাদের সত্তাকে উচ্ছল ক'রে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারে, তাকেও আমরা ধার্ম্মিক বলব। কিন্তু বলতে হবে সকলকে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, কুলবৈশিষ্ট্য, সম্প্রদায়বৈশিষ্ট্য, সমাজ-বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রবৈশিষ্ট্য সব বৈশিষ্ট্যই সার্থক হ'য়ে ওঠে ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে, সত্তাসম্বর্দ্ধনায়। সেই ধর্ম্মই আমাদের ভিত্তি। তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে।

"চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ

আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ হেরিব কবে।"

আমেরিকা, রাশিয়া সব জায়গা থেকে সত্তাসম্বর্দ্ধনী যা' পাব, তা' নিতে বাধা কী? কিন্তু আমাকে নিজত্ব অটুট রেখে তবে নিতে হবে, তাহ'লে হজম করতে পারব। নচেৎ নিজেই যদি খাদ্য হ'য়ে যাই, হজম করব কী? তোমাদের যা' আছে তা' দিয়ে দুনিয়ার সমস্যার সমাধান দিতে পার। তোমার আবার ভাবনা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ কারও সম্বন্ধে যতদিন পর্য্যন্ত কোন প্রত্যাশা পোষণ করে, তত সময় পর্য্যন্ত সেই প্রত্যাশা তাকে সঙ্কুচিত ক'রে রাখে, সেই দরুণ সে তাকে সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতেই পারে না, উপভোগও করতে পারে না তাকে। যে হয়তো দেবতা, তাকে মনে ক'রে রাখল একটা দানব।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৭।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

কিরণদা (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্লকে বললেন, লেখ্। তারপর লেখা সুরু হ'লো—

সুশীলদা!

রাধারমণ কাল এসেছে। সে বলল—তার ছেলের জন্য আপনি ব'সে ব'সে যা' করেছেন তা' অতুলনীয়, আর ব'সে থেকে মানুষ যে এতখানি influence (প্রভাব) exert (বিস্তার) করতে পারে, তা এর পূর্ব্বে সে আর কখনও বোধ করতে পারেনি। অজচ্ছলভাবে সে আপনার জয়গান গাইতে লাগল।

এখানে বাদলের মেয়ে টুকুনির নাকি টাইফয়েড হয়েছে। মাঝে-মাঝে টাইফয়েডের মত case (রোগ) হ'চ্ছে। শ্রীশদার মেয়ে বাচ্চু এখনও সেরে ওঠেনি। তাই আপনি ঐ ব'সে থেকেই একটা fair stock of polipolin (বেশ কিছুটা পোলিপোলিন) জোগাড় ক'রে যদি শীঘ্রই না পাঠান, তাহলে হয়তো মুশকিলের সম্মুখীন হ'তে হবে। এতে যদি কিছু টাকাও লাগে, তাও ভাল। আপনি ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই।

পোলিপোলিন ভাল তৈরী হ'লে, বহুদিন থাকে। বছর ঘুরে যেয়ে অনেকদিন হ'লেও তখন যে পোলিপোলিন আনা হয়েছিল—মুকুলের অসুখের সময়,—তার যে গোটাকয়েক ছিল, দেখলাম তা' সুন্দর respond করে (কাজ দেয়)। যাই হোক, যত সত্বর পারেন পাঠাতে পারলে ভাল হয়। মন্মথ পেটের অসুখ নিয়ে গেছে, সে কেমন আছে—জানলে সুখী হতাম।

আপনার ব্যাণ্ডেজ আর কতদিন রাখা লাগবে, তা' কারও কাছে definitely (নির্দ্দিষ্টভাবে) খবর পাই না। জানলে সুখী হব।

যতীনদারা এবং আর-আর সকলে কেমন আছে? শৈলেশ ও সুরেন হয়তো শীঘ্রই যাবে। রায়বাহাদুর ঘোষকে দিয়ে তাঁর হাসপাতালে তাঁর direct supervision-এ (প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে) তা'দিগকে রেখে তাদের অসুখ নিরাময় ক'রে সুস্থ, স্বাস্থ্যবান ক'রে যদি শীঘ্র পাঠাতে পারেন, ভাল হয়।

শুনলাম ব'সে-ব'সে থেকে উৎসবের কাজ আপনি ব'লে অসম্ভব করছেন। যাই-কিছু করি না, তার ভিতর-দিয়েই আমাদের কী-কী করতে হবে তার একটা জায় এই চিঠির সাথে প্রফুল্লকে পাঠাতে বললাম। নজর রেখে চলবেন।

সুরেন শূরের কাছে শুনলাম, কলকাতার ইষ্টভৃতি নাকি অনেক ক'মে গেছে। সেদিকেও নজর রাখবেন।

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জানবেন আর জানাবেন যারা চায় তাদের।

ক্রনমিটারটার কী হ'লো? যাতে ঠিকভাবে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই চাই।

ইতি
আপনারই
দীন
"আমি"

পুঃ—আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমির দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

এরপর কিরণদা নিম্মর্লভাইকে দেখিয়ে বললেন—ও জানতে চায়, উপন্যাস-নাটক লিখতে গেলে কিভাবে লিখতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব লেখার মধ্য-দিয়ে লক্ষ্য রাখা লাগবে ইষ্টকৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। এমন কৌশলে ফুটিয়ে তুলতে হয় যাতে তোমার বক্তব্য তোমার লেখার ভিতর-দিয়ে পাঠকের মনে আপনিই জেগে ওঠে। সে নিজেই ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

একজনকে হয়তো খাটো করা লাগবে, কিন্তু তাও করব এমনভাবে যে, আমি যে খাটো করতে চাচ্ছি, সেকথা কেউ বলতে পারবে না। সবার প্রতি বিহিত সুবিচার ক'রে এমনভাবে তুলে ধরব যে, তা থেকেই তার সম্বন্ধে মানুষের মনের মোহ ঘুচে যাবে।

অনেকে বাজে ব্যাপার নিয়ে জেল্লার জোরে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, কারণ, সাধারণ মানুষের অন্তদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি কম। এইসব ভুল সুকৌশলে ধরিয়ে দিতে হয়।

আর, গালাগালিও যদি দিতে হয় তাও এমন ক'রে দেব যে, মানুষ চটতে পারবে না, অথচ কাজ যা' তা' হবে।

কিরণদা—কতকগুলি জিনিস বিশেষ ক'রে মনে থাকে, সাধারণত তা interest-এর (অনুরাগের) উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই interest (অনুরাগ) create (সৃষ্টি) করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ। শিক্ষকের বলা ও ব্যবহার এমন হবে যে, তা' প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছাত্রের interest (অনুরাগ) excite (জাগ্রত) ক'রে তুলতে পারে। Interest মানে অনুরাগ। তা' মানুষের সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে তোলে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। শ্রদ্ধা হ'লে অনুরাগ ও প্রচেষ্টার দরজা খুলে গেল। তাই মানুষের মঙ্গল যদি করতে চাও শ্রদ্ধার্হ হও। তার শ্রদ্ধা লুটে নাও। মানুষ ঝুঁকে পড়ুক তোমাতে। তবেই পারবে তার মঙ্গল করতে। এতে অহঙ্কারের কিছু নেই। নিজের ও অপরের মঙ্গল করতে গেলে এইভাবে করতে হবে। তা'ছাড়া পথ নেই।

রাত্রে যতি-আশ্রমে সাধনভজন সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—সূক্ষ্ম অনুভূতি হবার পরও ক্রমাগতি ছিন্ন হয় কেন?

কেষ্টদা—কর্ম্মফল থাকে। আমি যেমন, ধর, হয়তো বহু ডিম খেয়েছি। তার ফলেই অমন হয়।

কাশীদা—ঐরকম অনুভূতি হ'লে তজ্জাতীয় একটা বৈধানিক বিন্যাস তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন, এই যেমন সুতো কাটা। যদি তুলো পেঁজা ও হাতের প্যাঁচ ঠিক না থাকে, তাহলে সরু-মোটা, সরু-মোটা হ'য়ে যায়। তাই, নামধ্যান যেমন করা লাগে, তেমনি খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম্ম, সবগুলি ওর সাথে সামঞ্জস্য ক'রে চালান লাগে, নচেৎ continuity (ক্রমাগতি) ব্যাহত হয়।

১লা ভাদ্র, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৮।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে।

হাউজারম্যানদা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—জার্ম্মান, রাশিয়ান ইত্যাদি যাদের আসবার কথা ছিল, তাদের আসা সম্বধে কী হলো?

হাউজারম্যানদা—তাদের একটা ভয়, সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে এসে পরে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি ক'রে আস্‌লে ভয়কে জয় করবে এবং successful (কৃতকার্য্য) হবে শীঘ্রই।

হাউজারম্যানদা—নির্দ্দিষ্ট কিছু পাওয়ার আশা না থাকলে সাহস পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি তুমি দাও-ও, আর পাওয়ার contact-এ (চুক্তিতে) যদি আসে, তাহ'লে ভাল হয় না।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে ব'সে আছেন। কেষ্টদার সঙ্গে প্রজনন-সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রী পুরুষের যে-যে গুণের পরিপোষণী, সেগুলি খোলে ভাল সন্তানে। কিন্তু যেগুলির প্রতি বিমুখ, সেগুলি সন্তানে কতকটা অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধরকমে সঞ্চারিত হয়। তাতে আসে ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা ও বিকৃতি যত বেশী, মানুষ নিজে ততই ঠাওর পায় না, কিসে সে সুখী হবে। এই মুহূর্ত্তে একরকম চায়, পরমুহূর্ত্তে অন্যরকম। কী যে সে চায়, সে নিজেই ঠিক পায় না। এই যে দেশের অবস্থা, এই যে মানুষের অভাব, যদি ভাল ঘটক বামুন-টামুন আবার দাঁড়ায়, বিয়েগুলি যদি ঠিকমত হয়, তাহ'লে যদি এর প্রতিকার হয়।

২রা ভাদ্র, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৯। ৮। ১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী), বীরেনদা (মুহুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা আত্মিকশক্তির আরোহণ ও অবতরণ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আপনার সমাধি অর্থাৎ মহাচেতন-সমুত্থান হ'লো। আপনার আরোহণ হ'লো ওখানে। সমাধির পর ওই নিয়েই আপনি নেবে আসলেন এ-কথা বলা চলে। আপনাকে যারা ভালবাসে ও অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে আবার ঐ ক্ষমতা নেমে আসে। তাদের সংস্পর্শে তাদের পরিবেশও শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। এইভাবে হয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে Soul কথাটির ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। কোন অভিধানে পাওয়া গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—আত্মা, ব্রহ্ম কথার মানে বেশ বোঝা যায়, কিন্তু Soul কথার মানে তত পরিষ্কার বোঝা যায় না।

কেষ্টদা—আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি কথার মানেও ঠিক বুঝতে পারি না—ধাতুর মানে হিসাবে ছাড়া। আত্মা মানে গমনশীল যা'—এইটুকুই বুঝি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবীন্দ্রনাথ 'হে বিরাট নদী'র মধ্যে যেমন বলেছেন, আপনার তো মনে আছে ?

কেষ্টদা কবিতাটির দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি ক'রে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও আগে আপনাদের ঐ-রকম বলতাম। একটা সাড়ার সঙ্গে আর একটা সাড়ার সংঘাতে তৃতীয় একটা হয়। তার সঙ্গে আর একটার দ্বন্দ্বে আর একটা হয়। তখন তো ভাষা ছিল না।

কেষ্টদা—আগে যেমন বলতেন, সেইই ভাল ছিল। তাতে যেন ঐ-রকম হ'য়ে উঠতে চালনা করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আপনাদের এ পর্য্যন্ত ঢের বলেছি—আমার ভাব-ভাষায় যা' কুলোয় তা' বলতে ছাড়িনি। আমার মনে হয়, আমার এ লেখাগুলি যদি ধিইয়ে-ধিইয়ে পড়ে তবে কেউ কানা থাকবে না। আর, শুধু একটা দিক থেকেই বলিনি, প্রয়োজনীয় মোটামুটি সর্বদিক থেকেই বলেছি। আর, যা' বলিনি এ থেকে তা' বের ক'রে নিতে পারবে।

শৈলেশদা—রবীন্দ্রনাথ যে অত বড় হ'লেন, তাঁর আদর্শ কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনি তো তাঁর বাবা।

শৈলেশদা—একজীবনে মানুষ অতবড় হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও পারে যদি তীব্র ইচ্ছা থাকে, সাধনা করে। তেমন ইচ্ছাই যে হয় না।

শৈলেশদা—ইষ্টকে প্রীত করার ইচ্ছা থেকেই মানুষ বড় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা একটা মোক্তা কথা। ঐ আগ্রহ থাকলে বৃত্তিগুলি meaningfully adjusted ও combined (সার্থকভাবে বিন্যস্ত ও সমাবিষ্ট) হয়। আর, তার ভিতর-দিয়ে মণ্ডলের পর মণ্ডল উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ঐ সক্রিয় আগ্রহের গভীরতা যত বেশী, ততই ফুটে উঠতে থাকে।

বীরেনদা (মুহুরী) আজ সহপ্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা পেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব সাবধানে সদাচারে চলবে—শরীর মনকে সুস্থ রেখে। তোমাদের এতটুকু বিচ্যুতি হ'লে কিন্তু মানুষের ভিতর বহু বিচ্যুতি এসে যাবে। তাই সাবধান !

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ নরেন মিত্রদাকে এই চিঠি লেখেন :—

নরেনদা,

খেপু, কিশোরীদা আজ পাঞ্জাব মেলে এসে পৌঁছেছে। তাদের মুখে চুঁচুড়ার মাদ্রাসা হোস্টেলের কথা শুনলাম—শুনে আমার আগ্রহ অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

আপনি যত সত্বর পারেন এবং যত কমে সম্ভব ঐ বাড়ী, তার সংলগ্ন জমিশুদ্ধ যা'-যা' আছে, সেগুলি আয়ত্ত ক'রে ফেলতে একটুও ত্রুটি করবেন না-—অবশ্য নজর রাখবেন যত কম ভাড়ায় সম্ভব—একদম free gift (দান) পেলে তো কথাই নেই। ওখানকার সহানুভূতিসম্পন্ন যাঁরা আছেন, তাদিগকে দিয়ে এবং নিজের কুশলকৌশল প্রচেষ্টায় যত সত্বর সম্ভব ক'রে ফেলুন।

এই ক'রে ফেলতে যদি চুঁচুড়াতেই মোতায়েনও থাকতে হয়, সে-সম্বন্ধে একটুও দ্বিধা করবেন না। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রে গঙ্গার ধারের যে জমির কথা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই বিনয়ের কাছে বলেছিলেন, সে জমিও যাতে হস্তগত হয়, তার ব্যবস্থা করবেনই করবেন—যদি তা' আমাদের সুবিধার পরিপোষণী হয়।—এই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও নিবেদন আপনার কাছে।

বিলম্ব করা কিন্তু উচিত নয়। আর, ঠিক ক'রেই চিঠিপত্র লেখালেখি না ক'রে এখানে সোজা চ'লে আসবেন। আর, যদি পারেন, বাড়ী যদি আয়ত্তে আনতে পারেন, ভালরকম disinfect এবং white wash যা' করা প্রয়োজন, তার ব্যবস্থার এতটুকুও ত্রুটি করবেন না। যাহোক, ঠিক ক'রেই সটান এখানে চ'লে আসবেন।

আমরা আপনার আসবার পথের দিকেই চেয়ে রইলাম।

আর কি লিখব ?

আপনার বাড়ীতে টুকটাক অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে।

আমার আন্তরিক 'রা-স্বা' জানাবেন।

ইতি

আপনারই

দীন

"আমি"

পুঃ দেখবেন অন্য কোন কাজের ঠেকায় এটা যেন প'ড়ে না থাকে। সুস্থ থেকে সুষ্ঠুভাবে যাতে এটা সম্পাদন করতে পারেন, তাই করবেন।

৩রা ভাদ্র, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২০। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। প্রফুল্ল শরৎদার (হালদার) একটা চিঠি প'ড়ে শোনাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোথায় কেমন ক'রে কৃতকার্য্য হলেন, আবার কোথায় তা'

হ'তে পারলেন না, কেন পারলেন না, কী করা উচিত ছিল—সবটার একটা বিশ্লেষণ যদি লিপিবদ্ধ করে রাখেন, তাহ'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হবে।

৬ই ভাদ্র, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২৩। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন।

পূজনীয় বাদলদার মেয়ে টুকুনির আজ এগারো দিন হ'লো টাইফয়েড। বাদলদা খুব ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব সাহস দিয়ে বললেন—ভাবনা কী ? আমি তো এখানে আছি। আমি ওখানে যেতে না পারলেও, এখানে ব'সে যা'-যা' করার তা' তো করতে পারব, মোটামুটি সবই পারব।

এই ব'লে তখনই বঙ্কিমদা (রায়)-কে ডাকতে পাঠালেন। বঙ্কিমদা ভাল শুশ্রূষা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বঙ্কিমদা যাতে ওখানে থাকেন। তারপর আবার গোপাল ডাক্তারদাকে (চৌধুরী) ডাকিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ওখানে মোতায়েন থাকতে বললেন। বঙ্কিমদা-গোপালদাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন যাতে রোগ না ছড়ায়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হ'তে। দরকার হ'লে বাড়ীর সকলকে টি এ বি সি ইনজেকসন দিয়ে দিতে বললেন। হরিদাসদা (সিংহ)-কে বাজারে পাঠালেন বিছানার চাদরের মত বড় দু'খানা রবার ক্লথ এবং কয়েকখানা লাইফবয় সাবান ও একবোতল ডেটল আনতে।

পলিপোরিন টাইফয়েডের পক্ষে খুব ভাল। তাই সুশীলদা (বসু), স্মরজিৎদা (ঘোষ), খগেনদা প্রমুখের কাছে বার বার লিখেছেন সেজন্য। কাল আবার ওষুধ আনার জন্য দুইজনকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন।

পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে এই খবর পেয়ে ডাঃ গোকুলদাকে (নন্দী) মল পরীক্ষা করতে বললেন।

লাবণ্যমাকে বললেন সব সময় খোঁজখবর নিতে।

বার-বার পায়খানা হ'চ্ছে, তাই ছেঁড়াকাপড় প্রয়োজন এই খবর পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই উঠে গেলেন তা' সংগ্রহ করতে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসলে হেমদা (মুখার্জ্জী) নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা তো ভাল ক'রে বের করতে পারে না। শুনেছি, যীশু এসেছিলেন ভারতে কাশ্মীরের দিকে, তাঁর অনেক শিষ্য হয়েছিল। নাথ সম্প্রদায়

তাদের বংশধর হ'তে পারে। কিংবা তারা গোরক্ষনাথের অনুগামী। আমি অবশ্য সঠিক জানি না।

৭ই ভাদ্র, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২৪। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—গান-টান করিস তো ?

সুধাদি—আজকাল সিনেমায় যে-সব সুর-টুর বেরোয়, তার দাড়ামুড়ো পাই না, আয়ত্তও করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ও আছে ঝিঙ্গে কোটা, রান্নাবাড়ি নিয়ে। সে খুব ভাল, তবে এর সঙ্গে গান-টানের চর্চ্চা থাকলে কাজকর্ম্মও আরো সরস হয়।

সুধাদি—আগে তো ঐ দিকেই খুব বেশী ঝোঁক ছিল। কেবল ঐ নিয়েই থাকতাম।

কেষ্টদা—কোন একটা একপেশে রকম না হ'য়ে সবটার সামঞ্জস্য থাকে তাইই ভাল। আর, ছেলেপেলেদের শিক্ষার জন্যও নাট্য ও সঙ্গীতাদির চর্চ্চা থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদাকে বললেন—আজ সকালে গ্রামোফোনে স্বয়ংসিদ্ধা নাটক শুনছিলাম। বেশ লাগল। অবশ্য আরো ঢের ফুটিয়ে তোলা যেত। যাহোক, যা' করেছে ওইই ভাল। এইরকম ভাবের নানাধরনের হাজার-হাজার বই হওয়া দরকার। নইলে দেশের উদ্ধার নেই।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজকাল খারাপ যেমন বেড়ে গেছে, ভালও কম নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনও যদি ভাল হয়, পরিবেশের উপর সে কম প্রভাব বিস্তার করে না।

৯ই ভাদ্র, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৬। ৮। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে পূজনীয় বাদলদার বাড়ীতে টুকুনিকে দেখতে যান। সেখান থেকে গোলাপবাগ যান। গোলাপবাগ থেকে ফিরে বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় বসলেন। কেষ্টদা, বাদলদা প্রমুখ ছিলেন।

একটু হাঁফ ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টুকুনি এমনি আমার কাছে ঘেঁসে না, কিন্তু আমাকে ভালবাসে খুব। আমি যাবার পর কেমন করতে লাগল। ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেল। আমি তখন আর ওখানে দাঁড়াতে পারলাম না। ভাবলাম ঐ অবস্থায় ওখানে থাকলে হয়তো আমিই এক কাণ্ড ক'রে বসব। তাই বেরিয়ে এলাম।

এই কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

অরুণ (জোয়ারদ্দার) এসে ওখানে বসল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রীতিমত ওষুধ খাচ্ছিস্ তো ?

অরুণ—হ্যাঁ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে ওষুধ-টষুধ খা, তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠলে বাঁচি।

সুধীরদা (বসু) এসে কাছে দাঁড়াতেই বললেন—কিরে, কতদূর হ'লো ?

সুধীরদা খবর জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ। বেশ।

সুধীরদা উৎসাহ নিয়ে চ'লে গেলেন।

পূজনীয়া ছোটমা আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর শরীর কেমন ?

ছোটমা—কাল একটু জ্বর হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আগেই ওষুধ খাবার কথা বলেছিলাম। সময় মতো ওষুধ খেলে হয়তো জ্বর হ'ত না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোস ক'রে বললেন—কি যে কাণ্ড! তারার ভাইটা কাল ৩।৪ ঘণ্টা জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মারা গেল। অথচ একজন ডাক্তার ডেকে দেখাল না। এমন অবিবেচক আমি আর দেখিনি—অলস, নির্ভরশীল, বাঁচার জন্য কিছু করবে না। প্যারী, গোকুল, কালী, গোপাল এতগুলি ডাক্তার। হায়রে হায়! একজনকেও ডেকে দেখাল না। আমি এর কী করব ?

একটু পর মারগারেট তার কুকুর ওমকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে আসলেন।

মারগারেট এসে বেঞ্চে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন—মানুষ ভালবাসলে educated (শিক্ষিত) হ'য়ে ওঠে, concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে। যারা ভালবাসে না তাদের জ্ঞান হয় না। যেমন পথের কুকুর। তোমার কুকুরটার সে-তুলনায় কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি বেশী। ওমের এখন হয়তো ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাকে ভালবাসে, তাই তোমার কাছে প'ড়ে থেকেই আরাম পায়। ভালবাসায় এমন হয়। ইউনিভার্সিটি আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত করতে

পারে না। Love alone educates life (একমাত্র ভালবাসাই জীবনকে শিক্ষিত করে)।

মারগারেট—আমি যখন এখানে থাকতে চাই, তখন দেশে চ'লে যেতে ইচ্ছা হয় এবং যখন দেশে চ'লে যাব ব'লে ভাবি, তখন মনে হয় ঠিক করছি না। এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Because love peeps (কারণ, ভালবাসা উঁকি মারে)। যখন স্পেনসারের 'পর ভালবাসা উঁকি মারে, তখন মনে হয়, চ'লে যাওয়া ঠিক নয়। আবার প্রবৃত্তি যখন জাগে তখন মনে হয়, না, থাকব না, থেকে কী হবে ? দেশে চ'লে যাব। বাংলায় একটা গান আছে—'ভালবাসা নিদানে, পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু আছে কোন্‌খানে ?'

মারগারেট ওমকে গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখো, ও যেন কত সুখ পাচ্ছে, ও যেন বলতে চায়—'যাহা কিছু চাও, সব ফিরে দেব, তোমারে ফিরায়ে দেব না।'

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে তামাক, সুপুরি চেয়ে খাচ্ছিলেন। কখনও বসছিলেন, কখনও তাকিয়া ঠেস দিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন।

পূজনীয় খেপুদার সঙ্গে জমির সম্বন্ধে কথা বললেন। ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী)-কে কলকাতা থেকে ক্লোরোমাইসেটিন আনা সম্বন্ধে বিশদ নির্দ্দেশ দিলেন।

আরো কতজন কত ব্যাপার জেনে গেল।

হরিপদদা (সাহা) আসার পর পৌনে এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন।

তারপর হঠাৎ খুব বৃষ্টি আসল। পায়খানা থেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে ব'সে কালীষষ্ঠীমার কতকগুলি পারিবারিক খবর শুনলেন।

রেণুমা তামাক সেজে দিলেন।

তামাক খাবার পর রেণুমা গামছাটা হাতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গামছা দিয়ে মুখটা মুছলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা'র কথা আমার সব সময় মনে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পিছনের বারান্দায় জলচৌকীতে বসলেন। প্যারীদা ও হরিপদদা তাঁকে তেল মাখিয়ে দিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দার পাশে চৌবাচ্চায় নেমে গামছা দিয়ে একটু গা-হাত-পা রগড়ে চৌবাচ্চা-ভরা জলে গুণে-গুণে পাঁচটা ডুব দিলেন। উঠে চৌবাচ্চার সিঁড়ির

উপর দাঁড়িয়ে গা মুছলেন। কাপড় পরার সময় পাশের কুমড়ো গাছের কয়েকটা শীর্ণ কুমড়ো দেখে বললেন—এ ঠিক সগোত্র কুমড়ো।

এরপর শ্রীশ্রীবড়মার ব্যবস্থাপনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হ'লো। পূজনীয়া রাঙ্গামা ও কল্যাণীমা ভোগের সময় উপস্থিত ছিলেন। ভোগের শেষে প্রথমে হাত দিয়ে মুখ ধুলেন। তারপর ব্রাস ও পেস্ট দিয়ে ভাল ক'রে দাঁত মেজে মুখ ধুলেন। দাঁতের জন্য গ্লাইকোথাইমলিন ব'লে একটা ওষুধ পাঁচ মিনিট মুখে রেখে তারপর আবার মুখ ধুলেন।

মুখ ধুয়ে বিছানায় বসলেন। হরিপদদা মাথাটা আঁচড়ে দিলেন। প্যারীদা ওষুধ এনে দিলেন।

এইবার প্রফুল্ল কাগজ প'ড়ে শোনাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত মায়েদের সঙ্গে কিছুসময় কথাবার্ত্তা বললেন।

শৈলমা মুঙ্গলীর কাছে তাদের খাবারের আয়োজন দেখে এসে পরম পুলকিত অন্তরে বর্ণনা দিতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—তাই নাকি? তাই নাকি? বটে! খুব আয়োজন করেছে তো! তোকে আর পায় কে? তোকে কত ভালবাসে।

শৈলমা আহ্লাদে আটখানা।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। পূজনীয় খেপুদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রাজেনদা (মজুমদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরেনদা (বসু), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখার্জ্জী) প্রমুখ উপস্থিত।

কলকাতার বিষ্ণুদা (ঘোষ) ও আর এক দাদা আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে বসলেন।

নানা কথা উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুদা বললেন—বাঙ্গালীর দারিদ্র্য যত বেড়ে যাচ্ছে, পরশ্রীকাতরতাও তত বাড়ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরশ্রীকাতরতা যত বাড়ে, মানুষ আবার তত দরিদ্র হয়।

দারিদ্র্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষগুলি যদি সংহত না হয়, পরস্পর আপন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেরই খোরাক হয় সকলে। দারিদ্র্য যায় না।

আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় একটা পথের কুকুর বিষ্ণুদাদের পাশে এসে ব'সে তাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কই এমন তো কখনও বসে না। আজ কী মনে ক'রে যেন

আসলো। ভেবেছে, বুঝি চেনা মানুষ। হয়তো ভেবেছে, কোথায় আর যাব? ওখানে গিয়ে একটু বসি।

বিষ্ণুদা—এ জাতিস্মরের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন। তারপর তিনি অনুমতি নেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন—একবার পায়খানায় যাই!

সবাই একযোগে বললেন—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

ননীদা গাড়ু-গামছা সহ সঙ্গে গেলেন।

১০ই ভাদ্র, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৭।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা, গোঁসাইদার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—সন্ন্যাসীই হোক আর ঋত্বিকই হোক, প্রত্যেকেরই বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের একটা ধাঁচ থাকে। সেটা স্বধর্ম্মের অন্তর্গত। এটা নষ্ট করা ভাল নয়। আমার মনে হয়, অন্যান্য যুগেও বিভিন্ন বর্ণ থেকে ঋত্বিক করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার, যজন-যাজন কিন্তু আর্য্যদ্বিজমাত্রেরই করণীয়। সেদিক থেকেও কোন অসুবিধা নেই।

কেষ্টদার বাড়ীতে দুটো ছোট পোষা পাখী ছিল। একটা বিড়াল এসে সেগুলি খেয়ে ফেলে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেজন্য খুব দুঃখ করছিলেন। নিজেই বললেন—শুনে আমি বড় আঘাত পেলাম। খবরটা শোনা অবধি ভাল লাগছে না।

এরপর বিষ্ণুদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বড়াল-বাংলোর ঘরে। রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) এসে খবর দিলেন—নরেন মিত্রদার মেয়ে বেলুন খানিকটা এ্যাড্রিনালিন খেয়ে ফেলেছে।

শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ প্যারীদা (নন্দী)-কে সেখানে যেতে বললেন। বৃষ্টির দরুন প্যারীদার যেতে একটু দেরী হচ্ছিল। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন।

প্যারীদা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় খেপুদা এবং আরো অনেককে পাঠালেন। হরিপদদা (সাহা)-কে দিয়ে বই দেখাতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়লেন।

একটু পরে কাশীদা (রায়চৌধুরী) এসে খবর দিলেন—বিশেষ কিছু নয়। হয়তো খায়ইনি। খেলেও সামান্য কয়েকফোঁটা খেয়েছে।

একটুবাদে প্যারীদা প্রমুখ এসে ঐ খবর দিলেন। ভাল খবর পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

অনেকেই এই ধরনের আতঙ্কজনক খবর দেওয়াতে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—তা' মন্দ না। মাঝে-মাঝে এইরকম পাগলা ঘণ্টির মতো পড়লে তা'র ভিতর-দিয়ে সকলের একটা training (শিক্ষা) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে কথাচ্ছলে বললেন—আমি ভাবি এই যে, পাঁঠাগুলি কেটে খায়, কিন্তু ওরা তো আমারই মতো। আমাকে কাটলে যেমন লাগে, ওরও তো ঠিক তেমন লাগে।

কেষ্টদা—ওদের বোধহয় ততটা লাগে না। পাঁচটা পাঁঠা কাটলো তার পাশে আর একটা পাঁঠা হয়তো ঘাস খাচ্ছে নির্ব্বিবাদে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলেন কি, আমি দেখেছি ভয়ের চোটে অনেকসময় ছোট হ'য়ে দলা পাকিয়ে যায়। যখন নিশ্চিন্তমনে ঘাস খায়, তখন বুঝতে হবে, তখনও তার বিশ্বাস আছে যে তাকে কাটবে না। শুনেছি, গরুগুলিকে যখন কাটতে নিয়ে যায়, তখন তাদের চেহারাই বদলে যায়।

কেষ্টদা—এই তো চলেছে প্রকৃতির রাজত্বে। বিড়াল পাখী খাচ্ছে যখন, তখন কিছু বোধ করে না যে তার কী কষ্ট। কিন্তু তাকেই যখন আবার বাঘে খায়, সে কাতর হ'য়ে পড়ে। এইভাবে খাওয়াখাওয়ি চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা আবার তাদেরই মনে থাকে, সত্তাটা যাদের একটু বিস্তৃত এবং প্রবৃত্তি যাদের খানিকটা বশে।

১১ই ভাদ্র, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৮।৮।১৯৪৯)

কাল থেকে পূজনীয় ছোড়দার খুব জ্বর। টুকুনিরও উপসর্গ বেড়েছে। এইসব কারণে কাল রাত থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মন বিশেষ উদ্বিগ্ন ও আকুল। বার-বার লোক পাঠিয়ে, ডাক্তার পাঠিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

সকালে যতি-আশ্রমে একবার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এসে বড়াল-বাংলোর ঘরে চৌকিতে বিছানায় নিথর হ'য়ে ব'সে রইলেন। কখনও মাথায় হাত দিয়ে, কখনও মুখে হাত দিয়ে বসে গম্ভীর হ'য়ে ভাবতে লাগলেন।

১২ই ভাদ্র, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৯।৮।১৯৪৯)

আজ বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে। শরতের শুভ্র আকাশ। পূজনীয় ছোড়দা আজ অনেকটা ভাল আছেন জেনে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্বস্ত হলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী),

শশাঙ্কদা (গুহ), প্রবোধদা (মিত্র) আছেন। কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অরুণের খুব বৈজ্ঞানিক বোধ আছে। কথা শুনে তৃপ্তি পাওয়া যায়। চিন্তার ultra-violet ray (অতিবেগুনী রং) গুলি যেন ওর কাছে ধরা দেয়। এইরকম মানুষ ডাক্তার হ'লে ভাল হয়।

কেষ্টদা—আসন-মুদ্রার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশেষ-বিশেষ আসনে, বিশেষ-বিশেষ মানসিক রকমের সৃষ্টি হয়। আর, মুদ্রা তো লাগেই। যেমন, লিখতে গেলে একটা মুদ্রা লাগে। তা' অবশ্য প্রত্যেকের তার মতো।

কেষ্টদা—বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তো ঠিক বুঝতে পারি না। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক করা মানুষ কী ক'রে করবে ? আর, প্রত্যেকে তো তার মতো চেষ্টা করে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্যক করার একটা মানে আছে। একরকম করা সত্তার জন্য। আর একরকম করা বৃত্তির জন্য। বৃত্তির জন্য করলে সম্যক করা হয় না, আধিপত্য হয় না। সত্তার জন্য করা হ'লেই সম্যক করা হয়। আর একটা কথা—যা' করবে, thoroughly (পুরোপুরি) কর। তা' থেকে জ্ঞান আসবে, meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হবে। তাতেই অজ্ঞতা ও দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে।

১৩ই ভাদ্র, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৩০।৮।১৯৪৯)

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। কলকাতা থেকে মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষকে মানুষ অর্জ্জন করার কথা বললে সেটা বোঝে না। ভাবে মানুষ অর্জ্জন আবার কী ? তোমাকে অর্জ্জন করতে চাইবে না, কিন্তু তোমার টাকাটা চাইবে। টাকাটা যে আসে তোমাকে দিয়ে, তা' আর বোঝে না। এই সামান্য কথাটা মানুষ বোঝে না কেন ভেবে পাই না। আমি ভাবি, তাদেরই ভুল না আমারই ভুল, নচেৎ এতে না বোঝার কী আছে ?

প্রফুল্ল—সাধারণতঃ মানুষের কর্ম্ম ও উৎপাদন যত প্রয়োজনপূরণী হয়, যে যত সেবাপরায়ণ হয়, সে তত অর্থ পায়। মানুষ-অর্জ্জনই তো মানুষের একমাত্র কাজ নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মানুষের উৎপাদনটা যেন লক্ষ্মী, আর মানুষের আত্মা যেন নারায়ণ। নারায়ণকে পেলে লক্ষ্মী আপনি আসে। সেইজন্য মানুষ-

অর্জ্জনই আমার মনে হয় প্রধান কাজ। আর, মানুষ-অর্জ্জনের ভিতর কিন্তু বাস্তব সেবা রয়েই গেছে। আবার, যে-কোন সেবা হোক, তার মূলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় মানুষ-অর্জ্জনের উদ্দেশ্যই যেন প্রচ্ছন্নভাবে র'য়ে গেছে।

১৪ই ভাদ্র, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৩১।৮।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হাউজারম্যানদা, অরুণ (জোয়ার্দ্দার) প্রমুখ উপস্থিত।

অরুণ—আচ্ছা, মানুষ তো বাঁচতে চায়, তা' সত্ত্বেও প্রবৃত্তিকে এত প্রশ্রয় দেয় কেন ? ওতে জীবনই তো বিপন্ন হয়, বিধ্বস্ত হয়, তা'ও করে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির obsession (অভিভূতি) কিনা। তাই বাঁচা বলতে বোঝে প্রবৃত্তিগুলির satisfaction (তৃপ্তি), তারই তুষ্টি, পুষ্টি, বৃদ্ধি—ঐ লাইনে ছাড়া ভাবতে পারে না। কোকেন খেলে যেমন চুণ খায়। চুণ খেয়ে জিভ পুড়ে যায়, তবু খায়। জিভ পুড়ে যায়, তবু ভাল লাগে। কোকেন যদি ছাড়তে পারে, তখন এর প্রতিকার হয়। মানুষ প্রবৃত্তি-অবরুদ্ধ থাকে, তাই প্রবৃত্তিকেই maintain (পালন) করতে চায়। আর, যে সত্তাকে চায়, সে প্রবৃত্তির থেকে আলগা থাকতে চায়, প্রবৃত্তির উপরে থাকতে চায়।

অরুণ উঠে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছাওয়াল বড় অসম্ভব ছাওয়াল।

কেষ্টদা—আপনার কাছে সেই একবার মার খাওয়ার পর থেকে ও বদলে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মার খাওয়ার পর আমার উপর টান বেড়ে গেল। সেই থেকে ওর মা'র পরও concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়েছে। তারপর থেকে আমার জিনিসগুলি শুনতে-বুঝতে চেষ্টা করে এবং সেইগুলি চরিত্রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার তালে আছে। তাই অনেকখানি educated (শিক্ষিত) হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারন্দার বেড়ায় হেলান দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। কেষ্টদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' বইটা প'ড়ে শোনাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইসব শুনলে ভালও লাগে, আবার আমার একটা যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা হয় এই ব'লে যে, আমাদের লুপ্ত গৌরব, লুপ্ত সংস্কৃতি, লুপ্ত সংহতি ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। আমার মনে হয়, কোন-একটা সম্প্রদায় যদি বাঁচতো—তার স্বাভাবিক জেল্লায়, সংস্কৃতি-নিষ্ঠায়, আদর্শে, তবে আর সবগুলি তাকে দিয়ে বেঁচে উঠতে পারতো thoroughly (পুরোপুরি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এইসব কথা চিন্তা ক'রে আপনার কষ্ট হয় না ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, গাঁটের পয়সা স্বেচ্ছায় ফেলে দিয়ে যেমন নিজের মাংস নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, এও তেমন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ। খুবই অস্বস্তি লাগে। আরো কষ্ট লাগে এই ভেবে যে, করার পথ আপনি দেখিয়েছেন, তবু করা হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর লাগে না ?

মন্মথদা—হ্যাঁ।

কেষ্টদা—কয়েকটা মানুষ সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাতটা মানুষ যোগাড় করেন।

কেষ্টদা—ঐ কথা চিন্তা ক'রেই নৈরাশ্য আসে যে, এত মানুষ যোগাড় হ'লো, কিন্তু ঐ-রকম সাতজন পেতে গেলে, নূতন ক'রে যোগাড় করতে হ'বে, এর ভিতর থেকে মিলবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেতৃস্থানীয় মানুষ তো যোগাড় করেননি। এমনিই যা' জুটেছে, জুটেছে। তবে, চেষ্টা করলে যে বেশী দেরী লাগে, তা মনে হয় না।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার, তালনবমী (ইং ১।৯।১৯৪৯)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। ভোরে প্রথমে জাগরণী গেয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘোরা হ'লো। তারপর ঊষাকীর্ত্তন হ'লো। পরে সমবেতভাবে বিনতি-প্রার্থনা, সঙ্গীতাদি হ'লো। তিথি-উপলক্ষে বাইরে থেকে বহু লোকজন এসেছেন। মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্য ভাল-ভাল জামা-কাপড়, তেল, সাবান, রুমাল, ইত্যাদি আগেই এনেছেন।

আজ কলকাতা থেকে স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কাপড়-চোপড় জুতো, জামা, ছাতা, তেল, সাবান, সেণ্ট, টুথপেস্ট, বিছানাপত্র, বাক্স ইত্যাদি অনেককিছু নিয়ে এসেছেন এবং পূজনীয় খেপুদা, বাদলদা প্রমুখসহ শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর জিনিস এনেছেন। পূজ্যপাদ বড়দা, পূজনীয় ছোড়দা ও কাজলভাইদের সবার জন্যই এনেছেন। আজ গুরুদাসদা (সিংহ) কলকাতা থেকে 'যতি-অভিধর্ম্ম' ছাপিয়ে নিয়ে এসেছেন। চশমা এনে দেওয়া হ'লো। ভাল ক'রে উল্টেপাল্টে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেশ হয়েছে।

হেমদা (মুখার্জ্জী) রাণাঘাট থেকে জমি সম্বন্ধে পাকা খবর নিয়ে এসেছেন।

সেই জমি সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। কলকাতার কেষ্ট চ্যাটার্জ্জীদা খবর নিয়ে এসেছেন, ঐ জমির পাশে আরো জমি পাওয়া যাবে।

অনেকেই প্রণামীসহ প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন এবং দূরে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে তাঁকে দর্শন করছেন।

সন্দীপা নতুন জামা প'রে এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাঃ! খুব সুন্দর হয়েছে। পরীর মত দেখাচ্ছে।

সম্বিতাও সেজেগুজে এসে প্রণাম করল—শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—বা! বা! বা-হ্-ব্বা!

এরপর কাশীদা (রায়চৌধুরী) এসে কাঁচরাপাড়ার ননীদার (মুখার্জ্জী) কথা বললেন—তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে একটা ছাতা দিতে চেয়ে এখানে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এখান থেকে উত্তর গিয়েছিল যে জিনিসপত্র কলকাতা থেকে আসবে। তিনি যেন এখানে নগদ টাকা নিয়ে আসেন। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাতা দিতে না পেরে তাঁর মন খুব খারাপ। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে ননীদাকে ডাকিয়ে বললেন—আমি আর ছাতা দিয়ে কী করব? তুই যদি একজোড়া শাড়ী আনিয়ে দিস্ তো বেঁচে যাই। খুব কাজে লাগে। দিবি নাকি?

ননীদা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে হাত জোড় ক'রে গদগদ কণ্ঠে 'দয়াল দয়াল' ব'লে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। পরে তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন কাপড় আনতে।

এরপর কিরণদা (মুখার্জ্জী) সায়ন্তনী গানটা শ্রীশ্রীঠাকুরকে গেয়ে শোনালেন।

পায়খানা থেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে গেলেন। তাঁর স্নানোৎসব দেখবার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা বড়াল-বাংলোর ভিতরের প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছে। স্নানের চৌবাচ্চায় বোতল-বোতল গোলাপজল ও ঝুড়ি-ঝুড়ি পদ্মফুল ঢেলে দেওয়া হলো। স্নানের সময় মুহুর্মুহু উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে এবং সকলের উল্লাসে বাড়ীটা যেন আনন্দে ফেটে পড়ছিল।

যাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি হ'চ্ছে তিনি কিন্তু নিরাসক্ত উদাস দৃষ্টিতে অসহায়ের মত ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছেন। তাঁর মন যেন অন্য কোন রাজ্যে চ'লে গেছে। তিনি যেন যন্ত্রচালিতবৎ কাজগুলি ক'রে যাচ্ছেন।

স্নানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন কাপড়, জুতো প্রভৃতি পরলেন। বড়ালের ঘরে তর্পণ হচ্ছিল সেখানে মা, বাবা, সরকার সাহেব, হুজুর মহারাজ প্রমুখের ফটোর সামনে পুষ্পাঞ্জলিসহ ভক্তি-আনতচিত্তে প্রণাম করলেন। এই অঞ্জলিদান ও প্রণাম নিবেদনের মধ্যেই যেন তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন। একটা ব্যথাজড়িত তৃপ্তিভরা

প্রশান্তির সৌম্যগম্ভীর আভা ফুটে উঠলো তাঁর বদনমণ্ডলে।

বাইরে প্রাঙ্গণে আমতলায় তুমুল কীর্ত্তন চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে চৌকীতে এসে বসলেন। দলে-দলে ভক্তবৃন্দ অর্ঘ্যপুষ্পাঞ্জলিসহ তাঁকে প্রণাম করতে লাগলেন। প্রত্যেকেই আগে প্রণাম করার জন্য ব্যস্ত—ভিড় ঠেকানই যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর ধৈর্য্য-সহকারে ব'সে থাকলেন। সবার প্রণামান্তে ভোগের ঘরে গেলেন।

বাইরে তখনও প্রচণ্ড কীর্ত্তন চলছে। গোঁসাইদা সেই কীর্ত্তনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এক দুর্দ্দান্ত উন্মাদনার সৃষ্টি হ'লো। সবাই আনন্দে বাহু তুলে মাতোয়ারা হ'য়ে কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

অনেকেই আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও উৎসবপরিবেশের নানাদৃশ্যের ফটো তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগের পর আনন্দবাজারে সর্ব্বসাধারণের প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হ'লো।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুমের আগে জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা খাবে কখন ?

বলা হ'লো—প্রথম দল খেতে বসেছে।

সন্ধ্যায় ওয়েস্ট-এণ্ডের বারান্দায় একটা সভা হ'লো।

রাত ৮টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে আবৃত্তি, গান প্রভৃতি হ'লো। এরপর আউটারব্রিজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও সৎসঙ্গের নির্ব্বাক ছবি দেখালেন। ছবিটা খুব ভাল লাগলো।

১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২। ৯। ১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে দক্ষিণাস্য হয়ে ব'সে আছেন। তিথি-উৎসব উপলক্ষে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অনেকে আজ চ'লে যাবেন। তাঁরা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধান তো দিচ্ছেনই, সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেককে আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছেন।

কেষ্টদা—সাধুর পরিত্রাণের জন্য ভগবানের আসা লাগবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই কুপ্রবৃত্তি দুর্দ্দান্ত হ'য়ে ওঠে অনেকের ভিতর, তখন সাধুরাই বিপর্য্যস্ত হয় বেশী। দুর্দ্দিনের পরিচয়ই এই যে, সেখানে সৎলোক নিপীড়িত হয়, অসম্মানিত হয়, নির্য্যাতিত হয়। সাধুর ঐ নিপীড়নের পথ নিরোধ ক'রে সিদ্ধি ও প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়ার জন্যই তাঁর আসা। সাধুর সামনে যদি আদর্শ না থাকেন, যাঁকে দেখে সে তার চলনা নিয়ন্ত্রিত করবে, তবে যত চেষ্টাই করুক, তা প্রবৃত্তি-নিষ্পেষিত হ'য়ে অজ্ঞতায় বধির হ'য়ে পড়ে। আর, তিনি যখন আদর্শরূপে

সামনে এসে দাঁড়ান, তখন সাধুর পথ খুলে যায়।

কেষ্টদা—তাঁকে পাওয়ার রকমটাই বা কী! শবরীকে আজীবন অপেক্ষা ক'রে-ক'রে অন্ধ হয়ে যেতে হ'লো, আর রামচন্দ্রের মুহূর্ত্তের পাদস্পর্শে অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার হ'য়ে গেল, ব্যাপারটি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শবরীর হ'লো প্রাপ্তি, আর অহল্যার হ'লো জড়ত্ব থেকে মুক্তি।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৩। ৯। ১৯৪৯)

আজ সকালে বেশ রোদ উঠেছে। চারিদিকের গাছপালাগুলি একটা শান্ত, শুভ্র, স্নিগ্ধ, সুন্দর, পবিত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধ'রে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় তাকিয়া ও বেড়ায় ঠেস দিয়ে হাত দুখানি মাথার উপর একত্র ক'রে ধ'রে সামনের দিকে কোলবালিশটার উপর পা ছড়িয়ে সারা শরীর এলিয়ে দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরপ্রসন্নদা (মজুমদার), বঙ্কিমদা (রায়) প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছিটওয়ালা মানুষের হামবড়াই থাকে এবং সেই-জন্যই efficiency (দক্ষতা) দেখাতে চায়। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাদের হামবড়াইয়ের সমর্থনে কথা বলতে হয়।

বঙ্কিমদা—পাবনার জমিগুলি বিক্রি করলে তবু তা' দিয়ে এখানে কিছু করা যেত। এখন তো ওরাই নিয়ে নেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' নিক গে। জবরদস্তি ক'রে, অবিচার ক'রে যদি নেয়, তাই নিক। থাক্ না ঐভাবে। ঐ স্মৃতি তো উজ্জ্বল হ'য়ে ব্যথার মত থাকবে যে, তোমাদের উপর কী নিষ্ঠুর অবিচার করা হয়েছে। সেই চেতনাই একদিন হয়তো এর নিরাকরণ আনবে। আমাদের গোড়া থাকলে ঠিকই পেরে যাব। পারস্পরিক সহযোগিতায় একভাবে কেটে তো যাচ্ছে। যা' গেছে তা' যাক। খেটেপিটে আবার কর, ভাবনা কী?

সন্ধ্যাবেলায় যতি-আশ্রমে জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধনিকদের হৃদয়-হীনতার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এর মূল কারণ আদর্শহীনতা। তাতে মানুষ পরস্পর স্বার্থান্বিত হয় না। কেউ কাউকে নিজের স্বার্থ ব'লে বিবেচনা করে না। পরস্পর দোহন করতে চায়। ধনিক বোঝে না, টাকা মানে আমার শ্রমিক। আর, শ্রমিকও বোঝে না যে তার উপচয়ী প্রস্তুতির ভিতর-দিয়ে ধনিককে জীইয়ে রাখাই তার স্বার্থসম্পদ। আজকাল কথায়-কথায় ধর্ম্মঘট হয়। এতে উৎপাদন কমে,

উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে। তাতে দেশের লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—আগে ব্রাহ্মণের পয়সা ছিল না, অথচ তারা লোকের জন্য কত খাটতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের অর্থ ছিল মানুষ। তারা ছিল normal representative of people (জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রতিনিধি)। তারা লোকের পিছনে ঘুরত, তাদের শিক্ষা দিত। তারাই ছিল তাদের জীবন ও তাদের জীবনোপকরণের উৎস। লোক-আহরণ ছিল তাদের কাজ। রাজা, স্টেট বা গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে দান গ্রহণ ছিল তাদের পাতিত্যের কারণ। বুনো রামনাথের সন্তোষের কথা তো সবাই জান। অভাববোধই ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, ব্রাহ্মণদের স্বকর্ম্ম-চ্যুতিতেই আজ দেশের এই অবস্থা।

জগদীশদা—আমরা আগে আদর্শবাদকেই বড় ক'রে দেখতাম। আদর্শস্বরূপ ব্যক্তির উপর আকর্ষণকে খারাপ মনে করতাম, কিন্তু এখন বুঝছি সেটা ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শে সুকেন্দ্রিক হ'লে তখন বাদ বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে। আদর্শ-প্রাণ মানুষের ভিতর-দিয়েই বাদ চারায়। যেমন তুমি সুরবালামার ইষ্টপ্রাণতার প্রশংসা করছিলে।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৪।৯।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে সহাস্যবদনে চেয়ারে বসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), পূজনীয় কালীমামা (শ্রীশ্রীবড়মার ভ্রাতা) প্রমুখ আছেন। দূরে মায়েরা অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। ওয়েস্ট এণ্ডে প্রার্থনা চলছে। বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে। আকাশটা একটু মেঘলারকম, তার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত সূর্য্যের ম্রিয়মাণ কিরণ ম্লানমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করছে, একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। সেগুন গাছের নীচে কয়েকটা কুকুর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে লক্ষ্য ক'রে স্মিতহাস্যে বললেন—আমি যখন যেখানে থাকি, ওরা ঠিক তার কাছাকাছি এসে থাকে। বোধহয় কি-রকম টান আছে। পাবনাতেও কুকুরগুলি ঐ-রকম আমার কাছে থাকত। এখন এখানে না ব'সে যদি ওদিকে বসা শুরু করি, ওরাও ঠিক ওখানে গিয়ে আস্তানা গাড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বেড়াতে গেলেন। মাঠে এসে ঝিলের পাশে টিলার পাদদেশে বসলেন। কেষ্টদা, পূজনীয় খেপুদা ও বড়দা প্রমুখ ছিলেন। নূতন কলোনি সম্পর্কে বললেন—সৎসঙ্গ শিবপল্লী নাম দিলে হয়। ইচ্ছা করে বিরাট ল্যাবরেটরি করি। অবজারভেটারি করি উঁচু মনুমেণ্টের মতো ক'রে, লাইব্রেরী, হাসপাতাল,

বাজার, অডিটরিয়াম, ওয়ার্কশপ, প্রেস, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি করি। জার্ম্মান, রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার ওরা যে আসতে চায়, ওদের আনা ভাল। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এগ্রিকালচার কলেজ, এগ্রিকালচার ফার্ম্ম করতে হয়। সব বিষয়ে রিসার্চের ব্যবস্থা রাখা লাগে। গেস্ট হাউস খুব ভাল ক'রে করতে হয়। কাজের জন্য একটা স-মিল ও ওয়ার্কশপ প্রথমতঃ করতে হয়। ইট কাটার ব্যবস্থা করা লাগে। লোকবল এবং ধনবল খুব থাকলে, তবে তাড়াতাড়ি করা যায়।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৫। ৯। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কিরণদা (মুখার্জ্জী), পূজনীয় কালীমামা প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খুব উদ্বিগ্ন। চিত্ত (মণ্ডল) অনেকদিন ধরে টাইফয়েডে ভুগছে। কাল রাত থেকে তার পেট থেকে রক্ত পড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদা (নন্দী), গোকুলদা (নন্দী), বঙ্কিমদা (রায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রত্যেককে ডেকে বার-বার খবর নিচ্ছেন—"চিত্ত এখন কেমন আছে ?"

পূজনীয় খেপুদার আজ কলকাতা যাবার কথা ছিল। তাঁকে ডেকে বললেন—"তুই আজ আর কলকাতা যাস্ না। চিত্তর ঐ-রকম বাড়াবাড়ি। তুই গেলে আমি ডানাভাঙ্গা হ'য়ে পড়ব।"

এরপর হরিদাসদাকে ডেকে বললেন—চিত্ত আনন্দবাজারে আছে। যাতে রোগ না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করা লাগে। আর যেন ওখানে ব'সে লোকে না খায়, যার-যার জায়গায় ভাত নিয়ে যায়। এটা অবশ্য সাময়িক। বড়খোকার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেন করে।

তারপর আবার হরেনদা (বসু)-কে ডেকে বললেন—ব্লিচিং পাউডার, ই সি লোশন, ডেটল ইত্যাদি দিয়ে কুয়ো, ঘর, বারান্দা, ড্রেন ইত্যাদি সাফ করে ফেলিস্। আর, টি এ বি সি ইনজেকশন আনাবার ব্যবস্থা করিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে হাউজারম্যানদাকে বললেন—একটা বড় কলোনি হয়, বিরাট কলেজ হয়, হাসপাতাল হয়, আর মার মতন একজন থাকেন, grand (চমৎকার) হয়।

হাউজারম্যানদা—মা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ব'সে থাকলেও পারবেন। তাঁর একটা sweet, commanding (মিষ্টি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন) রকম আছে।

২০শে ভাদ্র, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৬। ৯। ১৯৪৯)

দিনটা একটু মেঘলা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায়।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—রামকৃষ্ণদেব যে দীর্ঘদিন ধ'রে ব্যাকুল-ভাবে মাকে ডাকলেন, এইটেই বা কী, আর তারপর মাকে পেলেন, এই মাকে পাওয়াটাই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি মাকেই প্রতীকরূপে ধ'রে নিয়ে, অন্তরের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তাঁর একটা concentric adjustment (সুকেন্দ্রিক বিন্যাস) হ'তে লাগল মাকে কেন্দ্র ক'রে। মাকে তখন তিনি নানারূপে দেখতে লাগলেন। মা ওখানে এইরূপে আবির্ভূত, এখানে এইরূপে। এইভাবে প্রতিপ্রত্যেকটির ভিতর মাকেই দেখছিলেন প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে—analytically ও synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সহকারে)। এইরকমে সবকিছুর ভিতর-দিয়ে চলেছিল মাকে প্রাপ্তি অর্থাৎ আপ্তি, তার মানে আপন করা। এমনটি হ'লে এই আপনবোধ এবং তদনুপাতিক চলনা তখন জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে, সহজ হ'য়ে ওঠে জীবনে, চরিত্রে, বোধে, সত্তায়। এইভাবে মা'র concentric, condensed, absolute, sublime (কেন্দ্রায়িত, সংহত, অখণ্ড, মহান) মূর্ত্তি ফুটে ওঠে মানুষের কাছে—তা'র অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তখন বোধ করে সে—

> "তুমি আছ অনলে অনিলে, চিরনভোনীলে
> ভূধর-সলিলে-গহনে
> আছ বিটপীলতায় জলদেরই গায়
> শশী-তারকায়-তপনে।"

তখন হয় প্রকৃত অনুভূতি, প্রকৃত জ্ঞান—বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ দুই মিলিয়ে এবং সব উপচিয়ে জাগে মায়ের অখণ্ড পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। তা'র মধ্য-দিয়ে বিশ্বচরাচরের সবকিছুর জ্ঞান ও বোধ জেগে ওঠে মায় খুঁটিনাটিসহ। এর সঙ্গে বই-পড়া জ্ঞান বা বুদ্ধিগত বুঝ, যার মধ্যে অনুভূতি নেই, তার ঢের ফারাক। সে যেন দূর থেকে হাটের হো-হো শব্দ শোনার মতো। দূরে থেকে হাটের শব্দ যে শোনে, সে পায় একটা অনির্দ্দিষ্ট কলরব। এই হো-হোর পিছনে যে স্বতন্ত্র শব্দগুলি রয়েছে, তা সে টের পায় না। কিন্তু যে বাজারের ভিতরে যায়, সে মানুষগুলির কেনাবেচা প্রত্যক্ষ দেখে—কেউ বলছে—'মাছ দাও', কেউ বলছে—'দই দাও', কেউ বলছে—'লাউ দাও'। সেগুলি সে আলাদা ক'রে স্পষ্টভাবে শুনতে পায়, বুঝতে পারে। তার কাছে শব্দগুলি তাই কত অর্থপূর্ণ। বুদ্ধিগত বুঝ যা' সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে ওঠে

না, আর প্রকৃত অনুভূতিলব্ধ বোধ ও জ্ঞান, এই দুইয়ে তাই এত ব্যবধান।

কেষ্টদা—ব্যাকুলতা, আকুলতা, নিষ্ঠা ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য তো যম-নিয়ম ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। নচেৎ একটা ভূমি লাভ করা সত্ত্বেও তো অনেক সময় দেখা যায়, ভিতরের প্রবৃত্তি জেগে ওঠার দরুন তা স্থায়ী হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের একদিকে থাকে ইষ্টের প্রতি নেশা, ঝোঁক, আবার থাকে কতকগুলি প্রবৃত্তি। ইষ্টের প্রতি সত্যিকার অনুরাগ এতটুকু থাকলেও যম, নিয়ম ইত্যাদি আপনি আসে। আমরা তখন স্বভাবতঃই চেষ্টা করি তাঁর প্রতি বাস্তব ঝোঁক, টান যাতে বাড়ে তাই করতে এবং তার অন্তরায়ী প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করতে। যম-নিয়ম ইত্যাদির তাৎপর্য্যই এখানে। আমার যদি ইষ্টের প্রতি প্রকৃত টান থাকে এবং একটা মেয়েকে দেখে অসংযত ভাবের উদয় হয়, তখনই কিন্তু মনে হবে, এতে আমার ইষ্টের কী স্বার্থ? এই থেকেই আসে বিচার, বুদ্ধি, সংযম, প্রত্যাহার ইত্যাদি। তখন আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামকে কাম ব'লে চিনতে শিখি এবং তা' অতিক্রমও করতে পারি। এইভাবে আমাদের জ্ঞানবোধ ফুটে ওঠে। দুনিয়ার প্রত্যেকটা জিনিসকে তখন ঐ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ঐ বিবেচনা থেকে মেপে-মেপে যাচাই ক'রে-ক'রে চলি। প্রত্যেকটার স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। যা'-কিছু ইষ্টার্থে ব্যবহার করতে পারি, কোনও জিনিসটা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি প্রবৃত্তি-ঝোঁকা হ'য়ে পড়ি, প্রবৃত্তির দরুন ইষ্ট আমাদের জীবনে নিভু-নিভু হ'য়ে পড়েন, তখন আমরা বৃত্তিস্বারূপ্য লাভ করি। বিবেক, বিচারবুদ্ধি, যম, নিয়ম ইত্যাদি আর সেখানে থাকে না। তাই একটা কিছুতে সমগ্র সত্তার concentric (সুকেন্দ্রিক) ঝোঁক না হ'লে ওসব আসে না। আর, এ কিন্তু অতি সহজ। এর মতো সোজা জিনিস আর কিছু নাই। কোন অনুরাগ সত্তাকে যদি একবার অনুরঞ্জিত ক'রে তোলে, তখন normally (সহজে) এটা হয়। তখন বাসুদেবই হন তার সবকিছু। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে দেখে, বোঝে, ভাবে, চলে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ যেমন ইষ্টকে নিয়ে concentric (সুকেন্দ্রিক) হবার কথা বলছি, তাই কঠিন মনে হ'চ্ছে। কিন্তু একজন কৃপণের কথাই ধরুন। তার অর্থলোভই তার সমগ্র চরিত্র, চলনা, বুদ্ধি, বিচারের নিয়ামক হ'য়ে আছে। তাই বলি, এর মতো সহজ আর কিছু নেই। প্রাণের গভীরে একবার এটা পেয়ে বসলেই হয়। দেখেছেন তো, এমনকি একটা স্বপ্নও যদি সত্তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, তাও কতখানি সত্য হ'য়ে ওঠে জীবনে।

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—আমাদের পূর্ব্বকর্ম্মফল ইষ্টের পথে অটুটভাবে চলতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ হ'লে তাঁকেই চাইলে কিছুতেই কিছু করতে পারে না। ইষ্টকেও চাই, প্রবৃত্তিকেও চাই, এমন হ'লে দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলার মতো হয়। আর, কঠিন লাগে তখনই। তার মানে, তখনও তাঁর 'পর টান হয়নি। পাঁয়তারা ভাঁজা হ'চ্ছে, কসরত করা হ'চ্ছে, তবে এও ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), মোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—গণোরিয়া নাকি পেনিসিলিনে সারে। সমাজে এর প্রভাব কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তরুণ রোগ সা'রে। নচেৎ সারে না। বারবার রোগ হ'তে থাকলে পেনিসিলিনে আর সারবে না। রোগজীবাণু শক্তিমান হ'তে থাকবে।

কেষ্টদা সন্ধ্যায় বাইরে মাঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন--বিজ্ঞান যেমন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তাতে হয়তো যান্ত্রিকভাবে গবেষণাগারে ইচ্ছামত মানুষ সৃষ্টি করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ল্যাবরেটরিতে না হ'লেও ঐ রকমটা তো ছিল। এতখানি আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল জিনিসটা যে বাবার কাছে একজন তার ছেলের অকালমৃত্যুর কথা বলছে, কিন্তু উক্ত পিতা তা' বিশ্বাস করে না। সে তখন বলে—আমার বংশে এই-এই ক'রে, এইভাবে ওর জন্ম হয়েছে। ওর অকালমৃত্যু হ'তে পারে না। জাতকে এমনতর গল্প আছে, আপনাদের কাছে শুনেছি।

২১শে ভাদ্র, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৭। ৯। ১৯৪৯)

টুকুনি এবং চিত্তর অসুখ বাড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উদ্বিগ্ন।

আজ বিকালে দেবেনদা (মজুমদার) টি-বি নিয়ে পাটনা থেকে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় সপরিবার চ'লে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত হ'য়ে তখনই হরেনদা (বসু)-কে দিয়ে বাড়ী ঠিক করা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি করেন।

২৩শে ভাদ্র, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৯। ৯। ১৯৪৯)

মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী)-সহ নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে।

প্রাথমিক কুশল-প্রশ্নাদির পর অরবিন্দবাবু নিভৃতে দীর্ঘসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করেন।

২৫শে ভাদ্র, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১১ । ৯ । ১৯৪৯)

গতকাল রাত একটার পর টুকুনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সকালে সেই সংবাদ পাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অধীর হ'য়ে পড়েন। তিনি কেষ্টদাকে বলেন— 'বাদলরা কীই বা করছে? তাদের ওখানে কেই বা আছে? আমি নিজেই বরং একবার যাই!'

কেষ্টদা বললেন—খেপুদা তো ভোর পর্য্যন্ত ছিলেন। আপনি আর যাবেন কেন? আমি বরং খেপুদাকে ডাকি। তিনি খবর দিতে পারবেন।

একটু পরে কেষ্টদাসহ পূজনীয় খেপুদা আসলেন। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন—আর কী করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর ফুলে-ফুলে অঝোরে চাপা কান্না কাঁদতে লাগলেন। চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হ'তে লাগল। কান্নার কোন শব্দ হচ্ছিল না। নিজেকে সংবরণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। তবু বুক ফেটে কান্না উথলে উঠছিল। তাই সে কান্নার মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত বেদনার অসহায় অভিব্যক্তি ছিল যে তা' দেখে বোধহয় পাষাণহৃদয়ও গলে যায়।

খেপুদা বললেন—টুকুনির মাসিমা সুরমা-মা থাকাতে এই সময়ে অনেকটা সামাল দিতে পারছে। এ অবস্থায় কোন সান্ত্বনাতেই যে প্রবোধ মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উইলো গাছের নীচে চেয়ারে ব'সে নিরিবিলি খেপুদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটু বাদে পূজনীয় বাদলদা, অন্নপূর্ণামা, সুরমা-মা, গোঁসাইদা প্রমুখ জীপে ক'রে আসলেন। পূজনীয়া অন্নপূর্ণামা অস্থির হ'য়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁরা সামনে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বস্বান্ত আর্ত্তের মত ছটফট ক'রে আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন। ক্রমাগত হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সে বুকভাঙ্গা ব্যথাহত কান্নার মর্ম্মন্তুদ, করুণ দৃশ্য দেখে অন্নপূর্ণামা নিজেই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুতেই প্রবোধ মানেন না।

অনেকক্ষণ বিলাপের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাদলদা প্রমুখসহ উঠলেন এবং স্নানের জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্রীশ্রীবড়মা অন্নপূর্ণামার সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন।

দ্বিপ্রাহরিক ভোগের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বাদলদাকে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন।

২৬শে ভাদ্র, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১২ । ৯ । ১৯৪৯)

আজ সকালে চিত্ত মারা গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বিষাদমগ্ন। তিনি কেষ্টদাকে ক্লোরোমাইসেটিন সম্পর্কিত সাহিত্য ভাল ক'রে পড়তে বললেন। কেষ্টদা প'ড়ে

সব বললেন। ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লোরোমাইসেটিন ও এনিওডল আনাবার ব্যবস্থা তখনই করলেন। সুরেনদা (শূর)-কে টাকার কথা ব'লে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে গিয়ে বসলেন। তখন কমলামা (নেতাজীর বৌদি), দ্বিজেনদা (বসু, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র), তাঁর স্ত্রী প্রমুখ আসলেন।

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'লো। বিশেষতঃ দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক বিপর্য্যয় ঘ'টে গেল। আমার ছোট ভাইয়ের একটি মেয়ে মারা গেল। আমাদের একজন কর্ম্মীও গেল। সে খুব ভাল কর্ম্মী ছিল।

৮ই আশ্বিন, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৫।৯।১৯৪৯)

পূজনীয় খেপুদার চিঠি পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জবাব দিলেন—খেপু!

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আতঙ্কের ভিতরও খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিলাম পাগলু একটু ভাল শুনে। কুড়ি তারিখের টেলিগ্রাম দেখে আরো বিমর্ষ হ'য়ে উঠলাম। পাগলু এলেই আমাকে তার ক'রে জানিও—কেমন কী অবস্থায় আছে, তার কী ব্যবস্থাই বা করা হ'লো। কানুর যথাবিহিত ব্যবস্থা করেছ, বেশ করেছ। আমারও মনে হয়, পেটের গলদই ওকে অমনতর ক'রে তুলেছে।

তোমার কাছে যে-কোন তফিলই থাক না কেন, ওদের চিকিৎসায় যখন যা' প্রয়োজন, তা' তো নেবেই, আমাকে তা' জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রেখো না। জিজ্ঞাসা না করলেও আমি কি অন্যরকম ভাবতে পারি? আরো প্রয়োজন হ'লে আমাকে টেলিগ্রাম ক'রে জানিও, আমিও পাঠাব। এতটুকু ত্রুটি যেন না হয়!

আতঙ্ক, আশঙ্কা এবং উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছি। এ কাটান কী যে কঠোর তা' ব'লে বোঝাতে পারি না। মনে হয়—এ দেহমন আর বুঝি বইতে পারবে না।

তুমি সাবধানে থেকো। ওদিগকেও সাবধানে রেখো—যতদূর পারা যায়। অতদূরে চাকরি করতে যাওয়া আমার বরাবরই অমত—যদিও তা' কেউ শোনেও না, মানেও না।

এখানে মণির দুর্ব্বলতা এখনও সারেনি। বড়খোকা তেমনিই আছে। বাদলের অবস্থা আর কী জানাব? সবাই শোকবিহ্বল হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে।

সব দেখেশুনে স্থবির হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি। খুকির নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। ভাল হয়েছে তো? বাসার আর আর সবাই ভাল তো?

আমার আন্তরিক ‘রা’ জেনো, সবাইকে দিও।

ইতি
আঃ
তোমারই দাদা

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। প্যারীদা (নন্দী), সুরেনদা (বিশ্বাস), ব্যোমকেশ (ঘোষ), রামদা (মণ্ডল), ননীদা (মণ্ডল) প্রমুখ ছিলেন।

ননীদা—মাঝে-মাঝে বেশ আনন্দ বোধ করি, আবার তা' থাকে না, নামেই বোধহয় সব ঠিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, concentric (সুকেন্দ্রিক) হও, এগিয়ে যাও। জীবনে কৃতকার্য্য হয়ে ওঠ। আর, মনে যেন থাকে, যা' কিছু করবে তা' দিয়ে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপূরণ যেন হয়।

ননীদা—আমার ঘরের সাথীরা খুব ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার চরিত্র, অন্তর্নিহিত আগ্রহ, কথাবার্ত্তা যেন এমনতর হ'য়ে ওঠে যাতে মানুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে দুঃখিত হয়। তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে তারা যেন ধীরে-ধীরে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে। তখন চারজন কেন, লাখো লোককে তুমি ঠিক ক'রে ফেলতে পারবে।

ননীদা—আচ্ছা, কেউ যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, নিন্দা করে, আমাকে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, সেখানে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম হ'লো, তুমি সবচেয়ে চালাক মানুষ হবে যদি তার হৃদয় জয় ক'রে ফেলতে পার।

ননীদা—তার সঙ্গে যদি দেখাসাক্ষাৎ না হয়, সে-অবস্থায় পরোক্ষে যদি সর্ব্বত্র তার প্রশংসা করা যায়, তা' হ'লে কি ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও অনেকটা হয়, কিন্তু দীর্ঘদিনে। তাই ব'লে অসৎ নিরোধ না করা কিন্তু ভাল না। গুণ যা' আছে, তা' বলবে, কিন্তু তার খারাপটাকে গুণ ব'লে চালিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সুযোগ পেলেই তার গুণের কথা সামনে যথাযথভাবে ব'লে সেই সঙ্গে-সঙ্গে দোষটাকেও ভালবাসার সঙ্গে ধরিয়ে দিতে হয়।

রামদা—যদি গুণ কিছু না থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে গুণ না থাকলে কি মানুষ বাঁচে? তোমার রকম যদি এমন হয় যে, সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে, তখন তাদের সামনে তোমার নিন্দা করলে

তাদের একজনই হয়তো বুঝিয়ে দেয়। ডাক্তারী করার সময় যেমন অনেকে আমাকে নিন্দা করত, কিন্তু আমি সকলের প্রশংসা করতাম। তখন লোকেই তাদের বাধা দিত।

ননীদা—খুব তাড়াতাড়ি নির্ম্মল ও পবিত্র হয়ে দাঁড়ান যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগ্রহ তুখোড় হ'লেই হয়। সব সময় নিরখ-পরখ করা লাগে আর ভুল হলেই, তখনই তা' সংশোধন করা লাগে। কিছুদিন করলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। তুমি ডাক্তার হ'তে চলেছ, ভিতরে-বাইরে সক্রিয় অনুসন্ধিৎসা যত বাড়াতে পারবে, ততই ভাল। মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ যত বেশী, সে নিজেই নিজের অপ্রতিষ্ঠা করে তত বেশী।

রামদা—ঠাকুর! আপনি যতি-জীবনের কথা যা' বলেছেন, তাতে মনে হয় সে-আদর্শ থেকে কত পেছনে প'ড়ে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেছনে পড়বি কেন? এগিয়ে চল্। এগোনোর তো ইতি নেই।

রামদা—এর তো শেষ দেখি না। কূলকিনারা পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শেষ কি রে? কয় যে ব্রহ্মের ইতি নেই। এর কি ইতি আছে?

ননীদা পারিবেশিক অসুবিধার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা পূর্ণতায় যেতে চাইলে পরিবেশ বাদ দিয়ে পারি না। তা'তে সবার ভিতর-বাইরের পুষ্টির আদান-প্রদান ব্যাহত হয়।

রামদা—পরিবেশ-সহ যদি না পারা যায়। সে ক্ষেত্রে ভাল পরিবেশে চ'লে যাওয়া কি ভাল নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো আছেই—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। কিন্তু ওদের বাদ দিয়ে পারবে না।

রামদা—তেমন শক্তি না থাকলে নিজে পাড়ি দেওয়া লাগবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার পাড়ির সাথে তাদের পাড়ি। তুমি পাড়ির পথে যদি চল, আর তোমার চলন-চরিত্র দেখে তারা যদি শ্রদ্ধান্বিত হয়, তবে তাদের পাড়ির পথও পরিষ্কার হয়। সেইজন্য প্রথমেই লাগে অনুরাগ-উদ্দীপী চলন। যাতে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মপাদের মত পদ্ম ফোটাতে-ফোটাতে চলতে পার—পারিপার্শ্বিককে নিয়ে।

রামদা—মানুষের ভিতরে কিছু থাকলে, তাদের মধ্যে রেখাপাত করা যায়। কিন্তু মরুভূমির মতো যে ক্ষেত্র, সেখানে কিছুই তো করার নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই ব'লে তাদের বাদ দিয়ে পারবে না। তাদের ব্যবস্থাও তোমার করা লাগবে, নচেৎ তারাই তোমাকে ব্যাহত করবে। মরুভূমিতে কিভাবে চাষ করতে

পার, ফসল ফলাতে পার, সেইটে তোমার দেখা লাগবে। মরুভূমিকে মরুভূমি ব'লে ফেলে রাখলে, মরুভূমির প্রভাব প্রবল হ'য়ে একদিন তোমার উর্ব্বর ভূমিকে গ্রাস করবে।

১০ই আশ্বিন, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২৭। ৯। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমার মনে হয়, যে কথাগুলি কই সেগুলি যদি সময়মত materialise (বাস্তবায়িত) করার অভ্যাস থাকত আপনাদের, অনেক আগন্তুক রোগ, বিপদ, বিপর্য্যয় থেকে রেহাই পেতে পারতেন। অন্তত দশ আনা রেহাই তো হ'ত! ক্লোরোমাইসেটিন ও পোলিপোরিন জোগাড়ের কথা আমি কতদিন থেকে ব'লে আসছিলাম। তা' আনা থাকলে কতখানি ভাল হ'ত! অনন্ত রায় চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার কথাগুলি মাথায় নিত। তাই অতো বড় কৃতী চিকিৎসক হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়ালের ঘরে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীবড়মা, মায়া মাসিমা, রেণুমা প্রমুখ ছিলেন।

মায়া মাসিমা—সুমতি-কুমতি দুইই তো ভগবান দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুমতিই তিনি দিয়েছেন। কুমতি আমরা সৃষ্টি করেছি। এটা কালের কাজ। শয়তানের কাজ। আমরা প্রবৃত্তিস্বার্থবশে উৎসকে ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তি পূরণের পথে ছুটি। ঐভাবেই কুমতিকে প্রশ্রয় দিই, পুষ্ট করি। তোমার ছেলে তোমার তৃপ্তির জন্য উদগ্র আগ্রহে ছুটতে পারে, আবার নিজের খেয়ালের পিছনেও চলতে পারে। তুমি তার উৎস, তোমাকে যদি মুখ্য ক'রে অগ্রসর হয়, তবে সে বড় হবেই। তাই দেখা যায় সত্যিকার বড় হয় যারা, তারা মাতৃভক্ত, গুরুভক্ত হয়ই। ভক্তির মধ্যে স্বার্থসেবী মনোভাব নেই। ভক্তি যেখানে, সেখানেই থাকে প্রিয়কে সুখী, সন্তুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা। উৎস, ইষ্ট বা ঈশ্বরের প্রীতি ও আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম, তাতেই মানুষকে মঙ্গলের দিকে, মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। প্রবৃত্তি-জনিত কর্ম্মে বন্ধন আনে। জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তোলে।

পূজনীয় পাগলুদার (শ্রীশ্রীঠাকুরের মেজভাই পূজনীয় খেপুদার জ্যেষ্ঠপুত্র) অসুখের দরুন শ্রীশ্রীঠাকুর রাজেনদা (মজুমদার)-কে দিল্লি পাঠালেন। আর হরিদাসদা (সিংহ)-কে কলকাতা পাঠালেন। স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, পেনিসিলিন, প্যারামাইসিন প্রভৃতি আনবার জন্য।

১৩ই আশ্বিন, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৩০ । ৯ । ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে। গত পরশু রাত্রে বৈজ্ঞানিক সহায়রামবাবু (বসু) এখানে এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক বৈজ্ঞানিক আছে, তারা ধর্ম্মের নামে নাক সিঁটকায়। কিন্তু প্রত্যেকটি যা-কিছুর ধর্ম্ম নিরূপণই তো বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম। যেমন ধরুন, একটা কৃষ্টাল, তার প্রকৃতি কী, গঠন কী, তার উপযোগিতা কী মানুষের জীবনে তা' জানতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। সেই তো বৈজ্ঞানিকের কাজ। ধর্ম্ম কিন্তু জানতে হয় ক'রে।

সহায়রামবাবু—আইনস্টাইন সব চাইতে বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি কিন্তু ধর্ম্ম ও ঈশ্বর মানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মও যা' বিজ্ঞানও তাই।

সহায়রামবাবু—আইনস্টাইন বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ চান না। তিনি চান বিজ্ঞানীরা honest (সৎ) হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Honest (সৎ) হওয়াই তো চাই। Honest (সৎ) না হওয়া মানে ঠকা। অসৎ হ'য়ে যদি লাভবান হ'তে চাই, তবে ঠকাকেই লাভ করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসংগত বললেন—আমরা যা'-কিছু করি, যা'-কিছু চাই অস্তিত্বের জন্য। অস্তিত্বই মূল। অজ্ঞতার দরুন মানুষ প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়। তাতে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। মানুষের জীবনে ভগবানের প্রয়োজন বিবর্ত্তনের জন্য। তাঁর প্রতি অনুরাগে সত্তাটা স্থায়িত্ব লাভ করে, আলোর পথে এগিয়ে যায়। প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম লাগে—সে বিজ্ঞানীই হোক, আর রাজনীতিই করুক।

কেষ্টদা—অব্যক্তের প্রতি অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা থেকেই তো বিজ্ঞান আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুক্তকে বুঝি না। আমাদের কেন্দ্রায়িত হতে হবে ইষ্টে। মূর্ত্ত মংগল ব'লে কাউকে চাই। ইষ্ট ব্রহ্মের বেদী।

কেষ্টদা—মধ্যস্থের কি দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রেরণা দেন। প্রফেসরের দরকার কী ? ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে তিনি দেখেছেন। তাই তাঁর কাছে পাওয়া যায়। আতস পাথরের ভিতর সূর্য্যের রশ্মি কেন্দ্রায়িত হয়। তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে তাঁর চলন দেখে চলত, করত, শিখত। আবার, বাস্তবে তাঁর সেবা করত। সেবা মানে পরিপূরণ,

পরিরক্ষণ, পরিপালন।

কেষ্টদা—ব্যক্তিকে অনুসরণে সঙ্কীর্ণতা আসতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রিত মানুষে মানুষ যত কেন্দ্রায়িত হয়, ততই সে ভূমায়িত হয়। 'লুকোন প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতন ছড়িয়ে পড়ে।' কেন্দ্রায়িত না হ'লে ব্যক্তিত্ব সংহত হয় না। আমরা যেমন খাই, শরীরের উপযোগী যা', তা' গ্রহণ করি। উল্টোটা বর্জন করি। নিজের ভিতর এই ক্ষমতা না থাকলে খাওয়া আমাদের খেয়ে ফেলে, তা' কাজে লাগাতে পারি না। জাতির ভিতরও চাই জনগণের পুরুষোত্তমের প্রতি আনতি। তা'তে মানুষগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। পরস্পর স্বার্থান্বিত হয়। আর চাই সুজনন।

১৪ই আশ্বিন, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে।

আদিত্য (মুখার্জ্জী) এসে সামনে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই M. Sc. পড়বি না ?

আদিত্য—ইচ্ছা তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—M. Sc প'ড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে হয়। একেবারে আইনষ্টাইনের মতো তখন হয়তো অঙ্ক দিয়ে কত জিনিস প্রমাণ ক'রে দিতে পারবি।

কেষ্টদা—ইচ্ছা ক'রে বা চেষ্টা ক'রে তো আইনস্টাইনের মতন হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচ্চাকাঙ্ক্ষায় হয় না, সূক্ষ্ম অটুট অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসায় হয়।

কেষ্টদা—ওর সঙ্গে ভিতরের জিনিস চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকা চাই, ওর আছেও, গোপালের ছিল অসাধারণ। অঙ্কের প্রতি তোর প্রেম আছে তো ?

আদিত্য—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূক্ষ্ম ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের সঙ্গে সূক্ষ্ম গণিত-বোধ যদি মিলিত হয় তবে কাজ হয়।

কেষ্টদা—আইনস্টাইন তো পদার্থবিদ্, কিন্তু সমস্ত দুনিয়াকে তিনি যে মহাদান দিয়ে গেলেন, তার তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল পদার্থবিদ্ যে, সে ভাল রাসায়নিকও হয়।

শরৎদা—আচ্ছা, আমরা দেখতে পাই দুনিয়ার প্রতিভাবান যাঁরা, তাঁদের বেশির ভাগেরই এক-একটা বিষয়ের উপর অনুরাগ। মানুষের উপর অনুরাগ ঠিক পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন idea (ধারণা)-য় ঝোঁক থাকলে পাকা সুকেন্দ্রিক হয় না। কিন্তু কোন idea (চিন্তা) দিয়ে যদি আদর্শকে পরিপূরণ করতে চায়, তবে অসম্ভব জিনিস হয়। তা' থাকলে সমস্ত aspect (দিক) গুলি ব্যাখ্যাত হয়। নচেৎ হয়তো কোন-কোন দিকে ফাঁক থেকে যায়।

শরৎদা—একজন গুরুর কাছ থেকে নাকি সুস্থির জ্ঞান হয় না। ভাগবতে আছে —নহ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনের প্রতি concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে একটা meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) যখন আসে, তখন সেইটের 'পর দাঁড়িয়ে সব জায়গা থেকে আহরণ করতে পারে meaningfully (সার্থকভাবে)। কিন্তু সেই কেন্দ্রে যদি অচ্যুত অনুরাগ না হয়, তবে সবটা সার্থক সম্বন্ধয়ে একীকৃত হ'য়ে ওঠে না। প্রকৃত জ্ঞানও হয় না।

শরৎদা—আত্মসমর্পণ করলে অনেক সময় তো নিরোধ করার বুদ্ধি থাকে না। যে অবস্থা আসে আসুক এমনি রকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেই আত্মসমর্পণ করে অমনি বাঁচার ইচ্ছা খুব বেড়ে যায়, যাতে আত্মসমর্পণ করেছে তাঁর জন্য।

শরৎদা—আত্মসমর্পণ করলে খানিকটা নিশ্চিন্ত ভাব আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে আত্মসমর্পণই কয় না। আত্মসমর্পণের মধ্যেই আছে প্রেষ্ঠ-পূরণী প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রবণতা। আত্মসমর্পণ করলে দুর্বলতা ও অসাফল্য এতখানি সজাগভাবে নিরোধ করে যে কাছে আসতেই দেয় না। কৃতকার্য্য হবে না এমনতর রন্ধ্রই থাকতে দেয় না। আত্মসমর্পণ আসলে ভক্তিটা উর্জ্জী হ'য়ে ওঠে। আত্ম-সমর্পণ মানে নিষ্ক্রিয় যা'-কিছু, ত্রুটির প্রতি টান যা'-কিছু এমনভাবে নিকেশ ক'রে দেওয়া যাতে তা' আর তাকে বিধ্বস্ত করতে না পারে, আর সেই সঙ্গে সুকেন্দ্রিক হয়ে থাকা। আত্মসমর্পণও যা', আত্মনিয়োগও তাই। এর মধ্যে আছে সক্রিয়ভাব।

কেষ্টদা—আগে ধ্যান না আগে ধারণা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্যান না হ'লে কি ধারণা হয়?

শরৎদা—এর মধ্যে কলকাতায় এক ভদ্রলোক স্বামীজীর সম্বন্ধে এমন সুন্দর কথকতা করেছিলেন যে কুড়ি হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিষয়গুলি রসাল ক'রে ধারণায় এনে দেওয়া সহজভাবে—এ কৌশল বড় কম জিনিস নয়!

ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী) সামনে ছিলেন।

শরৎদা—ধীরেনদার কথকতার ধরন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তা' আছে। ও যদি এই সব নিয়ে থাকত, তা হ'লে ওর টাকার অভাব হত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও যতিবৃন্দ এসেছেন। আজ ৺বিজয়া। দুই-একদিন পরে ঋত্বিক-অধিবেশন। বহুলোক বাইরে থেকে এসেছেন। তাঁরা অদূরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন। মাইকেল (মুখার্জ্জী) এসেছেন কলকাতা থেকে। তিনি কলকাতা পুলিসের সাব-ইনস্পেক্টর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুলিসের কাজের ভিতর-দিয়ে মানুষের যথেষ্ট উপকার করা যায়, নিজের চরিত্র, চলন, উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে। পুলিস হ'তে গেলে চোখ, কান, নাক, চামড়া সব ভাল ক'রে train (শিক্ষিত) করা লাগে, সন্ধিৎসু, সতর্ক, সজাগ ক'রে তোলা লাগে। পুলিসের মধ্যে অনেকে drink করে (মদ খায়), তাদের থেকে সাবধান থেকো।

মাইকেল—আজকাল পুলিসের মধ্যে বহু ভাল ঘরের ছেলেরা ঢুকেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথাকথিত নামকরা ভাল পরিবার কিন্তু প্রকৃত ভাল পরিবার বলতে যা' বুঝায় তা' নয়। ভাল বলতে বুঝতে হবে কৃষ্টিতে যারা সুনিষ্ঠ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুলিসের চাকরি করতে সবসময় মনে করা লাগবে আমার শত্রু আছে। এক পা এগুতেই এমনতর প্রতিরোধ সৃষ্টি ক'রে চলা লাগবে যাতে কোন শত্রুই কিছু করতে না পারে। পুলিস কেন, এটা সবার পক্ষে প্রযোজ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর মোহন (ব্যানার্জ্জী)-কে ডেকে বললেন—শোন্, সম্ভ্রম ও সুব্যবহার বজায় রেখে মানুষের সঙ্গে চলবি। বয়োবৃদ্ধ, সম্মানজনক কেউ যদি অন্যায়ও করে, তার প্রতিরোধ করতে গিয়েও কিন্তু নিজে খারাপ হবি না। মাত্রা যেন সবসময় বজায় থাকে।

মোহনভাই—চেষ্টা তো করি, সবসময় ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুনের ছেলে, ঠিক থাকবে না কি রে? অবশ্য, তুই যে কোন অশোভন ব্যবহার করিস্ তা' ব'লছি না। তোর সুখ্যাতিই শুনি। তবু তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা, তামাক সেজে আন্।

মোহন তামাক সাজতে যাচ্ছে, এমন সময় সুরেনদা (বিশ্বাস) যাচ্ছিলেন, খগেনদা (তপাদার) তাঁকে নিষেধ করলেন।

মোহন তামাক সাজতে শুরু করলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুরেনও হয়তো তামাক দিতে পারত। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম মোহনই সাজুক। এই তামাক সাজতে যে বললাম, এটা হ'লো যেন ঐ কথার পর দক্ষিণার মতো।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেইদিন যে আমি অশথগাছের গোড়ায় জল দিলাম তারপর থেকে চোখের পাতা তেমন কাঁপে না। এ সব জিনিসের মধ্যে একটা কিছু আছে, যা' হয়তো আমরা সবসময় বুঝি না, কিন্তু এসব না মেনে আমরা অনেক সময় ঠ'কে যাই।

কেষ্টদা বিভিন্ন মন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা নামেরই একটা বিশিষ্ট sphere (এলাকা) আছে, তবে এগুলির মধ্যে আবার একটা common factor (উপাদান-সামান্য) আছে।

এরপর পূজনীয় মন্টুদা (মৈত্র) এসে সায়ন্তনী গানটি গেয়ে শোনালেন। কোথায় সুরের একটু-একটু পরিবর্তন করতে হবে তা' শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে গিয়ে মাতৃদেবী, পিতৃদেব, সরকার সাহেব ও হুজুর মহারাজের ফটোতে প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর সবাই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলেন। পরক্ষণেই ৺বিজয়ার প্রণাম, নমস্কার, প্রীতি-আলিঙ্গনাদি শুরু হল।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৩।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে পূজনীয় বড়দার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সৎসঙ্গে প্রথম আমলে মানুষগুলি কিন্তু পয়সার ধান্ধায় কাজ করেনি। তখন একটা আগ্রহ-উন্মাদনা ও নেশায় কাজ করত। এখন কিন্তু তেমন নেই।

বড়দা—হ্যাঁ!

সুনীতিদা (পাল) বললেন—আমার মেয়ের মাথায় ঘায় পোকা হ'য়ে গেছে। ত'ার চিকিৎসার জন্য টাকার দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমিও চেষ্টা কর আমিও করি। তুমি ঋত্বিক মানুষ, তোমার বাড়িতে এমন হবে কেন? সদাচারের অভাবেই এমন হয়। এসব দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর শচীন গাঙ্গুলীদার দিকে চেয়ে বললেন—আগে বৈশ্যঘরে কতখানি সদাচার পালন করত! হরিপদ (সাহা)-র বাড়িতে দেখেছি—কেমন শুচি-সুন্দর পবিত্র-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বামুনঘরেও অমন দেখিনি। সে-সব কোথায় গেল?

ডঃ সহায়রামবাবু (বসু) আসলেন বিদায় নিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'দিন ছিলেন, খুব ভাল লাগত। চ'লে যাবেন, মনটা ভাল লাগছে না।

সহায়রামবাবু—আমারও খুব ভাল লাগছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় এসে বসলেন। দুজন অধ্যাপক আসলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে শিক্ষা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বর্ণাশ্রম, বিবাহ, সংহতি, স্বাধীনতা ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা হলো। কথাপ্রসঙ্গে একজন অধ্যাপক বললেন—মূল্যবোধ বদলাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, তা' বাঁচাবাড়ার অনুকূল হ'লে হলো।

অধ্যাপক—শাশ্বত নয় কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাশ্বত তাই, যতদিন অস্তিত্ব জিনিসটা আছে এবং তার অনুকূল কিছু আছে।

অধ্যাপক—স্বাধীন হয়েও আমাদের সমস্যা কিছু কমেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'-যা' দিয়ে স্ব, যা'র উপর স্ব দাঁড়িয়ে আছে, সবটা না নিয়ে স্ব টেকে না। স্বাধীন মানে স্বাধীনও যেমন, অধীনও তেমন। ভাতের হাতে যাওয়া লাগে, ডালের হাতে যাওয়া লাগে, গোয়ালা দুধটা ভাল দেয় তাও দেখা লাগে—সব দিকই আছে। ব্যষ্টিস্বার্থ সমষ্টিস্বার্থকে নিয়ে সার্থক।

অধ্যাপক—আশা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথা বলবেন না। ওতে ক্ষতি হয়। আপনি আশা নিয়ে চ'লে যদি ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, অসাধারণ কাণ্ড হতে পারে। যোগ্যতাই জীবনকে বাঁচায়। আমরা যদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে না চলি তবে ব্যাঙ-টিকটিকির মতো অন্যের খোরাক হব। অপরে আমাদের মা-বোন টেনে নিয়ে যাবে। ইষ্ট, কৃষ্টি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সেবা ও অসৎ-নিরোধের উপর দাঁড়ান। সব হবে। বিয়ে ঠিকমত দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছেন। ঋত্বিক-অধিবেশন চলছে। তাই চারিদিকে লোক থই-থই করছে। একটু পরে পূজনীয় বড়দা আসলেন। কালীদা বড়দার বুক পরীক্ষা ক'রে বলেছেন সর্দি নেই। কিন্তু বড়দা নিজে দেখে বলেন, কিছু গোল আছে। সন্দেহ নিরসন করার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আর-একবার কালীদাকে দেখালেন। কেষ্টদাকেও একবার দেখতে বললেন। তারপর নিজেও একবার দেখলেন। সবাই ভাল ক'রে দেখে বললেন, কিছু না, একেবারে পরিষ্কার।

সন্ধ্যার পর মণি (চক্রবর্ত্তী)-দার সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আমরা পড়াই, কিন্তু তার কী উপযোগিতা ব্যক্তিজীবনে, সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে তা' বুঝাই না, তাই তা' সত্তাবিদ্ধ হয় না। সত্তায় গ্রথিত হয় না।

মণিদা—এতো মহাপুরুষের আগমন সত্ত্বেও মানুষ উন্নত হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সক্রিয় টান চাই। তা থাকলে জীবন, বৃদ্ধি, উপভোগ, সৎ, চিৎ, আনন্দ যা' কাম্য, সে সবই পাই, কিন্তু প্রবৃত্তির দরুন আমাদের মাত্রা ঠিক থাকে না। তাই গোলমাল হয়। তবে তাঁরা এসে যে প্লাবন সৃষ্টি ক'রে দিয়ে যান, সব বিকৃতি সত্ত্বেও তা' আমাদের সৎ প্রেরণা যোগায়। অনেকখানি বাঁচায়।

এরপর পূজনীয় খেপুদার কাছে চিঠি লেখা হলো।

খেপু!

তোমার চিঠি পেলাম। নরেনদা, তারক ও কিশোরীদা এই সময়ে যে স্বেচ্ছায় তোমার কাছে থেকে দায়িত্বশীল দরদীর মতো ব্যবহার করছেন, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, তারা স্বস্তি লাভ করুন। গোকুলও যে নিতান্ত আপনার জনের মতো তা'র করণীয়গুলি সম্পাদন করছে, তাতে আমি অনেকখানি সোয়াস্তি পাচ্ছি—পরমপিতা তাকে সুখী করুন।

পাগলুর যে-সংবাদ পাচ্ছি তাতে আশাপ্রদ। কিন্তু আতঙ্ক থেকে এখনও অব্যাহতি পাইনি। দুশ্চিন্তা মর্মন্তুদ আতঙ্ক ও ভয় দেখিয়ে আমার জীবনের সাথে যেন ছিনিমিনি খেলছে।

দিল্লি টাকা পাঠানো ব্যাপারে কতখানি ন্যায্য বা অন্যায্য আমার পক্ষে তা' ঠিক করা কঠিন। সব সময়ই ভয় হয়, টাকার অভাবে ওদের এমনতর কোন অসুবিধা এসে উপস্থিত না হয়, যাতে পাগলুর যথাসময়ে যা' করণীয়, তা' করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

রাজেন ও কালিদাসের সাথে এবং টি-এম-ও করে ওদের খরচখরচা বাবদ হাজার দেড়েক টাকা পাঠিয়েছি। ভাবছি শীঘ্রই আরো কিছু পাঠাব।

আমরা যখন বিপাকে পড়ি, পরমপিতার দয়া ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই, আর চেষ্টা, যত্ন ও সেবা শুধু তারই আবাহন করতে পারে মাত্র। তাই মনে হয় সময়মত যা' করণীয়, তা' যত সুষ্ঠুভাবে করতে পারি, আশার নিকট থেকে ততখানি ভরসার বাস্তব সোয়াস্তি ও শান্তি পেতে পারি মাত্র, তাও যদি বোধ ও চলনাতে বিপর্য্যয় না ঘটে—উদ্দেশ্যের অনুকূল অনুধাবনে। যা-হোক, পাগলু out of danger (বিপন্মুক্ত) এটুকু যদি শুনতে পেতাম, তাহ'লেও মনটাকে চলন্ত রাখতে পারতাম খানিকটা।

বড় খোকার left lungs-এ একটু সর্দির মতো এখনও আছে ব'লে মনে হয়।

প্যারী ও কালী বলে—এমনও হয়—কখনও একদম পাওয়া যায় না। আবার হয়তো একটু পাওয়া গেল—এখনও এইরকম চলছে। শঙ্কা আমাকে রেহাই দেয় না কিছুতেই।

কাজলের মা অন্নপথ্য করেছে।

হরিদাসের কাছে ক্লোরোমাইসেটিনের কথা ব'লে দিয়েছিলাম, তা' সে এখনও যোগাড় করতে পারেনি।

খুকি এবং অন্যান্য সকলে খানিকটা সুস্থ জানলাম।

কানু কেমন আছে? কানু ওষুধপত্র ঠিকঠিক ব্যবহার করছে তো? তা'র স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি ব'লে মনে হয় না?

মণি খানিকটা সুস্থ আছে, কিন্তু চলতে চোখে আঁধার দেয়। এই-জাতীয় দুর্ব্বলতা তার এখনও আছে। সহজ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ চলনা তার এখনও হয়নি।

বাদলের বাড়ির সব শারীরিক সুস্থ থাকলেও শোকসন্তাপ-জর্জরিত প্রত্যেকে।

সহায়রামবাবু দিল্লি থেকে এখানে এসেছিলেন, কয়েকদিন ছিলেন, আজকে গেলেন, দিল্লিতেই গেলেন। তাঁকে পাগলুর কথা বলে দিয়েছি, পাগলুর কাছে তিনি যাবেন, দেখবেন-শুনবেন। তাঁর মুখে একটা কথা শুনে অনেকখানি ভরসা হ'ল। মেনিনজাইটিস কেস যদি সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা হয়, তবে প্রায়ই মারাত্মক হ'তে দেখা যায় না। যেখানে পেনিসিলিন কাজ করছে না দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিলে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায় প্রায়শঃ। আর, সাধারণত মেনিনজাইটিস এই দুটোর কোন একটার এলাকার হয়ে থাকে।

আমাদের গড়িমসি অবিবেচী চলন, যা' করবার সময়মত না করা, এত বিপাক-বিপর্য্যয় এনে দেয় যে, তা' থেকে উদ্ধার পেতে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়।

আমার আশা ও অনুরোধ—তোমার স্বাস্থ্যকে এমনভাবেই সুষ্ঠু রেখো—যথোপযুক্ত সুনিয়ন্ত্রণে,—যাতে বিপর্য্যয়ে হাবুডুবু খেতে না হয়—অন্তত আমার দিকে নজর রেখে।

লোকে বলে, প্রতিষেধী চলন আরোগ্যের চাইতেও শুভপ্রদ—prevention is better than cure.

আমার আন্তরিক 'রা' জেনো ও যারা চায় সবাইকেই দিও।

ইতি

আঃ তোমারই

দীন

"দাদা"

১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৪। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় যতি-আশ্রমে। অনেকেই ঋত্বিক-অধিবেশনে গেছেন। ভূদেবদা (মুখোপাধ্যায়), হরেনদা (বসু) প্রমুখ কাছে আছেন।

কিরণদা (মুখার্জ্জী) কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) রান্নার ব্যবস্থা করছিলেন। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিরণ যেন সেই পুরনো যুগ ফিরিয়ে এনেছে। আগে এইভাবে নিজের হাতে আচার্য্যের সেবা করত।

প্রফুল্ল—আমার এই জিনিসটা খুব ভাল লাগে। আমি টিফিনের সময় রোজ মাষ্টারমশায়দের তামাক, পান, জল দিতাম। বড় শান্তি পেতাম তাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল এই শ্রদ্ধা ও সেবা জিনিসটাই উবে যাচ্ছে। তাই শিক্ষা হয় না। আর, মাষ্টাররাও অমন ক'রে করেনি, তাই পায়ও না তা'। আর, নিজের করার ভিতর-দিয়ে যে বাস্তব চরিত্র হয়, তা' impart (সঞ্চার) করতেও পারে না।

আজ দুপুরে টেলিগ্রাম এসেছে—'Paglu's condition not good' (পাগলুর অবস্থা ভাল নয়)। সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের মন ভারাক্রান্ত।

সন্ধ্যার খানিকটা পরে স্মরজিৎদা (ঘোষ), প্রকাশদা (বসু), দেবু (বাগচী) প্রমুখ ট্রাঙ্ককলে ভোলানাথদার (সরকার) সঙ্গে কথা ব'লে খবর নিয়ে এলেন যে, ভোলানাথদা দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককলে খবর পেয়েছেন—পাগলুদা ভালর দিকে। মুখ দিয়ে খাবার নিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে খুবই আশ্বস্ত হলেন এবং সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দে উচ্ছ্বসিতভাবে স্মরজিৎদাকে বললেন—লক্ষ্মী আমার! সোনা আমার! যে খবর তুমি দিলে, বেঁচে থাক, সুখে থাক।

পরে মণিদা (চক্রবর্ত্তী) বললেন—মানুষ rational animal (যুক্তিপরায়ণ জীব)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ জীব তো বটেই। তবে অন্য প্রাণীদেরও যুক্তি আছে তাদের মতো ক'রে। তাই আমার মনে হয় সবই মানুষ, complex (বৃত্তি) অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ।

মণিদা—দুনিয়ার এত বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও আত্মিক উন্নতি হলো না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই নির্ভর করে সদগুরুতে সুকেন্দ্রিক হওয়ার উপর, তাতে প্রবৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

মণিদা—সত্য যদি এক হয় তবে বিভিন্ন মতবাদ হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভিন্ন মতবাদ মানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। যত মুল

কেন্দ্রে যেতে পারবে তত বেশীর উপযোগী ক'রে বলতে পারবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কতকগুলি কথা আছে—মায়ের কোলে থাকতে মনে হ'ত—যা' দেখছি তাই হ'য়ে যাচ্ছি। মনে হ'ত আকাশ নীচু। কিন্তু মাকে কেন্দ্র ক'রে সত্তাবোধে দাঁড়িয়ে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে সঠিক অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল।

১৯শে আশ্বিন, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৬। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে ব'সে আছেন। হরেনদা (বসু) তাঁকে মাঝে মাঝে তামাক-জল-সুপুরি দিচ্ছেন।

আলিপুরের একজন বিশিষ্ট উকিল আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। তিনি বিনীতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার আশীর্ব্বাদ আছেই। সেটা আবাহন করতে হয়, কুড়িয়ে নিতে হয়, তাই তপ।

উকিলবাবু—আমায় কী করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা, চলন, চরিত্র সবটার ভিতর তাঁকে জাগ্রত-জীবন্ত করে তুলতে হবে। তাতেই আসে জীবনের সার্থকতা।

উকিলবাবু—পারব তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কর। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন—প্রত্যেকের মতো ক'রেই তাকে সব সম্ভাবনা দিয়ে। তিনি বলেছেন—"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।"

উকিলবাবু—আপনার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ মানে শাসনবাক্য।

বহিরাগত আর-এক ভদ্রলোক এমন সময় প্রশ্ন করলেন—ধর্ম্মের নামে অনাচার-অবিচার কবে যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটা প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করব, ততটা যাবে।

প্রশ্ন—কিভাবে করা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ যত জাগবে, তত হবে।

প্রশ্ন—তাই বা কিভাবে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষুধা যদি জাগে, তবেই খাদ্যের অন্বেষণ করব, খাব, তখন ক্ষুধার নিরসন হবে।

প্রশ্ন—হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা' চাই, তা' করি না। না ক'রে পেতে চাই, সে-পাওয়া

পেলেও টেকে না। আমি আমার জন্য যেমন দায়ী, পরিবেশের জন্যও তেমন দায়ী। আমাকে দেখে পারিপার্শ্বিক আবার ভাবিত হবে। তাই আমার চলা লাগবে অন্তহীন বাঁচাবাড়ার পথে পরিবেশকে নিয়ে। আর, তাকেই বলে ধর্ম্ম। নিজে চলব, করব আদর্শের পথে, আর সকলকে করাব, তবেই হবে।

প্রশ্ন—আধ্যাত্মিকতার জাগরণ কিসে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতায় অধি-আত্মিকতা আছে অর্থাৎ অবলম্বন ক'রে চলা আছে। সদগুরু বা আদর্শকে অবলম্বন ক'রে অচ্যুত অনুরাগে তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন যে-চলা তাকে বলে আধ্যাত্মিকতা।

প্রশ্ন—দেশে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কি হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেরা যদি করি ও তেমনভাবে আন্দোলন-আলোড়ন যদি করি, তবে হবে।

প্রশ্ন—আমাদের এতখানি অধঃপতন কেন হলো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা করিনি। দীর্ঘদিন কেবল খুইয়েছি। Cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব) দিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। দাঁড়ালেই হয়, এক লহমায় হয়।

প্রশ্ন—এত ধর্ম্মগুরু আসা সত্ত্বেও ভারতের এ দুর্দ্দশা কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতবর্ষে কত গুরু আসলেন, কত গুরু গেলেন। কিন্তু আমরা অনুসরণ তো করি না। তাহ'লে রং বদলে যেত। ভারত পৃথিবীর গুরু হ'ত। ভারত দেবজাতি, তাকে কেউ আক্রমণ করার কল্পনা পর্য্যন্ত করত না। সে ছিল দুনিয়ার প্রাণ, আর সেই জাতির আজ এই অবস্থা, কিন্তু এখনও পথ আছে।

প্রশ্ন—উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হয়।

প্রশ্ন—দেশে প্রকৃত ধর্ম্মভাব জাগবে কবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই আপনার ভিতর যখন জাগবে, তখন শুরু হবে আপনার পরিবেশে। জিজ্ঞাসা করছেন, সেইটেই তার লক্ষণ যে, হবে। ও-লক্ষণ খুব ভাল। নিজেরা যদি দায়ী হ'তে না শিখি পরিবেশের জন্য, পরিবেশের দায়িত্ব নেবে কে ? আমার জন্য দায়ী বা দরদীই বা কে হবে ? আমার জন্য কাউকে দায়ী বা দরদী যদি পেতে চাই, তার উৎস আমার তাদের জন্য করা।

উকিলবাবু—আমি একলা করলে তাতে সারা দেশে কতটুকু হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলোর থেকে যেমন আলো জ্বালায়, এও তেমনি। একজনের মধ্যে জাগলে আর পাঁচজনের ভিতর জাগে। তা' থেকে অন্যের মধ্যে চারায়।

উকিলবাবু—উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় নিজে করা ও পরিবেষণ করা। তিনটে জিনিস—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। নিজে করা, অন্যকে করান আর ইষ্ট-পরিপোষণ।

উকিলবাবু—পুনরুত্থান কিসে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলে এখনই হয়। লহমায় হয়। মূর্খ মানুষ আমি, এই যা' বুঝি।

উকিলবাবু—ভারতবর্ষে কেমন রাষ্ট্র হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ জীবনকে ভালবাসে। বাঁচাবাড়ার উপাসক মানুষ। বাঁচাবাড়া যাতে সুস্থ থাকে, পুষ্ট হয়, পরিরক্ষিত হয়, তাই করণীয়। ধর্ম্ম মানে এই। এ যাতে পরিপূরিত হয়, তাই পলিটিক্স।

প্রশ্ন—রামরাজ্য আসবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা প্রত্যেকেই তার কেন্দ্র। আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে অনুরাগী হ'য়ে যত আমরা প্রত্যেকে চলব, করব ও পরিবেশের মধ্যে চারাব, ততই হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের দাওয়ায় এসে বসলেন।

জনৈক দাদা—আমার বাড়ীতে নানা বিগ্রহ আছেন। সেই সব পূজায় সময় চ'লে যায়। জপধ্যানের সময় বেশী পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ তো, ওগুলি ক'রেই ক'রো। ঊষা-নিশায় করা যায়।

অন্য এক দাদা—আমার শরীর খুব খারাপ। অনেক ডাক্তার বলেন—মাছ খাবার কথা। কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না, খুব ক'রে নাম কর আর সদাচার পালন ক'রে চল। মাছ খেয়ে লাভ হয় না। মনে হয়—আশু লাভ। কিন্তু হঠাৎ কখন যে বেরিয়ে যায়, তার ঠিক নাই।

উক্ত দাদা—মনে শান্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ওষুধও ঐ নাম করা।

উক্ত দাদা—পারিবারিক জীবনে অনেক দ্বন্দ্ব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে চলা লাগে যাতে সবাই শ্রদ্ধা করে।

ক্ষিতীশদা (দাস)—আমি একবার এক জায়গায় যাব মনে ক'রে আর-এক জায়গায় গিয়ে পড়ি, সেখানে যাওয়ার পর কয়েকজনের দীক্ষা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের উপর আছে পরমপিতার দয়া, তুই কী করবি? সবই পরমপিতার দয়া।

২১শে আশ্বিন, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৮ । ১০ । ১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসেছেন। আজ তাঁর মনটা বেশ প্রসন্ন। স্মরজিৎদা (ঘোষ), শরৎদা (হালদার), হরেনদা (বসু), সুরেনদা (বিশ্বাস), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত। কলকাতার উৎসব সম্বন্ধে কথা উঠলো।

স্মরজিৎদা—এবার যোগাযোগটা খুব ভাল হয়েছিল। বিশিষ্ট প্রায় সব কর্ম্মী-দেরই আমরা পেয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটারই যোগাযোগের জন্য সংগঠক চাই, তার আবার সমঞ্জসা চরিত্র চাই। স্মরজিতের এই গুণটা খুব আছে। প্রকৃত কুলীনের যে গুণ তা' ওর আছে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা অনেক-কিছু করতে পারতে যদি নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী বেশ কিছু থাকত। আর, কাগজে প্রচারেরও দরকার আছে। ধর, যামিনী বাইরে যাবে। মহাত্মা যামিনী কুমার ব'লে কাগজে ফটো ও জীবনী ইত্যাদি বের ক'রে দিয়ে ওর সম্বন্ধে এমন একটা উদগ্রীবতা সৃষ্টি ক'রে রাখলে যে মানুষ তখন ওকে পেলে লুফে নিতে চাইবে। ওর মুখ থেকে যে-কথা শুনবে, সেই কথাই ধরবে। এইভাবে কায়দা করা লাগে। তোমরা যদি বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পড়, আর তখন যদি ভাল সহকারী না থাকে, বেঘোরে পড়তে হবে।

যামিনীদা—আজ কি আমি যাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না গেলে যদি না চলে তবে যা। পারিস তো দুই-এক দিন থাক—এই আমার লোভ।

আজকে মোহনের (ব্যানার্জ্জী) অসুখ করেছে।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—কে রাঁধবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মতিদা (চ্যাটার্জ্জী)-কে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি রাঁধতে জানেন কিনা।

মতিদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে নামিয়ে দিলে হয়।

ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী) বললেন—তিনিও জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটখাট গুণ আপনাদের অনেকেরই অনেক আয়ত্ত আছে।

শরৎদা—আজকাল টি-বি এত বাড়ছে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদাচার যত কমবে, এ রোগ তত বাড়বে। রেস্তোরাঁয় খাওয়া যত বাড়বে, এও তত হবে। আর, আজকাল রাস্তায় যেখানে-সেখানে যে-সে ভাবে খায়।

ফকাফক খায়। মেয়েরাও পর্য্যন্ত যেখানে-সেখানে খায়। হিন্দুদের মধ্যে আগে এ জিনিসটা ছিল না।

প্রফুল্ল—ছোটখাট ব্যাপারে আমার অসম্ভব উদ্বেগ হয়। আমি কেষ্টদার ওখান থেকে একটা বই এনেছি। কিন্তু এখন তা' খুঁজে না পাওয়ায় খুব খারাপ লাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দোষী সাব্যস্ত হব এইজন্য দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ হওয়ার থেকে বইটা হারিয়ে গেল এইজন্য যদি সক্রিয় উদ্বেগ হয়, ও সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়, সেইটেই ভাল। আমার একটা হীনম্মন্যতা আছে। আমার যদি কোন জিনিস হারান যায় বা নষ্ট হয়, তখন জিনিসটার জন্য আমার যতখানি না লাগে নিজের বুদ্ধি ও সতর্কতার কাছেই ব্যাপারটা অপমানজনক লাগে। ভাবি, কেন এটা ঘটা সম্ভব হ'ল? সেইটেই লজ্জাকর লাগে।

এরপর সুরেনদা এসে খবর দিলেন একজন প্রাচীন কর্ম্মীকে যতি-আশ্রমের ভিতরে এসে প্রণাম করতে বারণ করায় তিনি খুব ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওখানে গিয়ে হল্লা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে বলা লাগে, আপনি এমন পাগল হ'ন কেন? আপনি বুড়ো মানুষ, প্রাচীন সৎসঙ্গী, একজন কর্ম্মী। আপনি যদি যতি-আশ্রমের sanctity (পবিত্রতা) রাখা প্রয়োজন মনে না করেন, তবে আপনার মর্য্যাদা রাখবে কে?

প্রফুল্ল—ঠাকুর! আত্মবিশ্লেষণ যত করা যায়, ততই তো দোষত্রুটি প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে, তাতে কষ্ট তো কেবল বেড়েই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই তো। ছেলেবেলায় যখন পুতুল গড়তাম, তখন পুতুলের কোন অঙ্গবিকৃতি থাকলে মনে কষ্ট লাগতো। তাই আমার মনে হয়, আমরাও তো পরমপিতার পুতুল। আমাদের মধ্যে কোন বিকৃতি থাকলে, পরমপিতার প্রাণেও তেমনি ব্যথা লাগে। তাঁর প্রাণে যাতে ব্যথা লাগে, তাতে ব্যথা বোধ করা ও তার নিরসন করাই তো উচিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নারী যাতে পুরুষের আত্মীকৃত ও সত্তাপোষণী হয়, তাইই বিবাহের নীতি।

ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী) একজনের সম্বন্ধে বললেন—সে যে আমার প্রতি অবিচার করেছে তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ক্ষতি করেছে, সেইটে ভুলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের দোষ দেখা লাগে। তা' না হ'লে হয় না, হবেও না কোনকালে। ভাবা লাগে কী করা উচিত ছিল, আর কী করা হয়নি। সেগুলি আবার ঠিক করা লাগে। মানুষের তো দোষ থাকবেই। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের

নিজেকে ভাবা লাগবে এক-একজন সংহতিকারক হিসাবে, সে যদি আমার সামঞ্জস্য-বিধায়ক না হয়, তা হ'লে হবে না।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে ব'সে আছেন। দূরে অনেকে দাঁড়িয়ে। দ্বারভাঙ্গার একজন অধ্যাপক এসেছেন দেখা করতে।

আসন গ্রহণ করার পর অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের জন্য আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কী বুঝতে হবে ও বোঝাতে হবে। কতকগুলি কথার বোঝা হ'য়ে লাভ নেই, জীবনের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা কী বুঝতে হবে।

অধ্যাপক—বস্তু ও আত্মার সঙ্গতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Matter (বস্তু) মানে মূর্ত্ত যা'। Spirit (আত্মা) বলতে বুঝি যার পর দাঁড়িয়ে চলতে পারি, বাঁচতে পারি, প্রাণদ যা' আমার কাছে। দুটো আলাদা নয়। চাই আদর্শে সুকেন্দ্রিক হওয়া, তাঁর সেবার উপকরণ সংগ্রহ করা দুনিয়া থেকে। একটা জায়গায় কুড়িয়ে আনতে গেলেই meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হবে, প্রজ্ঞা আসবে। কোন্‌টা কোথায় উপাদেয়, গ্রহণীয়, বর্জ্জনীয় তা' ধরতে পারব। ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি জ্ঞানের বিহিত প্রয়োগ যে যেমন করতে পারে সে তেমন কৃতী হয়। প্রফেসরের দায়িত্ব অসীম, তার কথা-চলন যত শ্রদ্ধার্হ হবে, ছাত্র তত উপকৃত হবে। তার জ্ঞান হবে ও তা' চরিত্রে প্রতিফলিত হবে। অন্যেও উপকৃত হবে তাদের দিয়ে। আদর্শকে চারান চাই সব বিষয়ের ভিতর-দিয়ে। সবাই মরুক, আমি বাঁচি, এ বুদ্ধিতে কেউ লাভবান হয় না। ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ না থাকলেই অমন বুদ্ধি হয়, আর তাতে প্রত্যেকেই সাবাড় হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাপ-মাকে যদি ভাল না বাসি, শালগ্রাম পূজা করার কোন মানে হয় না। বাপ-মার ভিতর-দিয়ে গুরুতে সার্থক না হ'লে তারও মানে হয় না। সদগুরুর ভিতর-দিয়েই ভগবানকে অনুভব করতে পারি। ছেলে বাপ-মাকে পছন্দ না করতে পারে, কিন্তু বাপ-মার মায়া কমে না। যার সঙ্গে সত্তা গেঁথে তুলি তার দুঃখে দুঃখ হয়ই। আপনজনের অসুখ করলে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

অধ্যাপক—তাঁর উপর ভালবাসা হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে বৌকে ভালবাসি। সে হয়তো খতায় না, তবু তার জন্য অস্থির। তবে গুরুর প্রতি অনুরাগ যদি প্রবৃত্তিভেদী হয় তাহলে তা' সার্থক হয়।

অধ্যাপক—বিরাগ আসে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগের অনুকূল নয় যা' তাতে তো বিরাগ আসবেই। ঐটেকে কয় বৈরাগ্য। তার বেলায় ignore (উপেক্ষা) করি না কিছু। বৌয়ের স্বার্থের বিরোধী করি না কিছু। আমার দুনিয়াটা খুঁজে তার তৃপ্তির সামগ্রী জোগাড় করি। মনে-মনে বলতে হয় ইষ্টকে ভালবাসি, তেমনি ভাবতে হয়, তেমনি করতে হয়। প্রফেসরি করা তাঁর জন্য এইটে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁকে বাদ দিয়ে যদি আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিই, তাতেই ইষ্টানুরাগ ঘায়েল হয়। তাঁতে বিরাগ আসে। এই বিরাগ সর্বনাশা।

অধ্যাপক—জপ তো করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও করব ঠাকুর বলেছেন ব'লে। ওতে আত্মবিশ্লেষণ, নিরখ-পরখ সব আসে, কিন্তু তার মধ্যে কোন কসরত থাকে না। প্রেষ্ঠের জন্য যা' করি তাতে পরিশ্রম মনে হয় না, ভালবাসা না থাকলে ক্লেশ মনে হয়।

অধ্যাপক—শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! বাঁচব, সেও তাঁর জন্য। তাঁকে সেবা করব, পরিপোষণ করব, পরিপূরণ করব, পরিরক্ষণ করব—শরীর-মন সব দিয়ে।

অধ্যাপক—মনের ভিতর যেন একটা শূন্যতা র'য়ে গেছে। শান্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর জন্য যদি আমাদের সব কিছু না হয় তাহলেই ঐ-রকম হয়। সব খালি, সব ভরার মধ্যে তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া লাগে। বর্ত্তমান অবস্থায় খালি বোধ থাকা ভাল। নইলে মানুষ প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে পড়ে, বিপথে চ'লে যায়। শূন্যতা বোধ থাকলে প্রকৃত জিনিস খুঁজতে বাধ্য হয়। সেটা শুভলক্ষণ। কুন্তী দেবী বলেছেন, দুঃখই ভাল যদি তা' কৃষ্ণমুখী ক'রে তোলে। হনুমান কত কষ্ট করল। কিন্তু সে-বোধ তা'র ছিল না। রামের মায়ায় নিজের কষ্টের দিকে তার নজরই যেত না।

অধ্যাপক—ভবিষ্যৎ জীবন কেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা' ভাবি, যেমন করি, যেমন চলি, তাই সৃষ্টি করে আমাদের ভবিষ্যৎ। অতীতের চলা-করা-ভাবা গ'ড়ে তুলেছে বর্ত্তমান। Conception (ধারণা) সেইরকম হ'য়ে আছে। কপালের লেখা বলে, তার মানে মাথার বুদ্ধিকে যেভাবে পরিপালন ও পরিচালন করি, তাই।

অধ্যাপক—এর পরিবর্ত্তন হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে অনুরাগ ন্যস্ত ক'রে সেইভাবে চলতে হয়। ইষ্টের ভাবে ভাবিত হ'য়ে দেহত্যাগ হ'লে পরবর্ত্তী জীবনও তেমন হয়। জীবনে একটা অবলম্বন

চাই, নইলে অনেকে পাগলের মতো হয়। ইষ্টে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে সত্তা সচ্চিদানন্দে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে।

২২শে আশ্বিন, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৯। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে।

কয়েকজন কাছে ছিলেন।

মন্মথদা (দে) বললেন—আমাদের একজন মুসলমান উকিল-বন্ধু ছিলেন বরিশালে, তিনি মোটামুটি বুদ্ধিমান। সম্প্রতি তিনি ইউ এন ও-তে (আমেরিকা) গেছেন। অদৃষ্টে না থাকলে কি এমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অদৃষ্টও যোগ্যতা। অদৃষ্ট মানে preconceived conception (পূর্ব্বপরিকল্পিত বোধ)। Attitude (মনোভাব)-ও হয় তেমনি। Activity (কর্ম্ম)-ও হয় তেমনি। যোগ্যতাও ফোটে সেইমত। Adjustment (বিন্যাস) ও success (কৃতকার্য্যতা) হয় তেমনতর। ধারণা যা'র যত নিখুঁত, করাও তা'র তত সুষ্ঠু। সেইজন্য ভুল ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হ'তে নেই। এই ধারণাটা আবার আমার করার দ্বারা এসেছে। অদৃষ্ট মানে আমার জানার বাইরে থেকে আমাকে যা' চালিত করছে। যে-লোকের কথা বলছেন সে হয়তো এমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, দক্ষতার এমন বীজ তার মধ্যে আছে, যার দরুন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মন্মথদা—আয়ু থাকলেও কি আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু হয়? এ-রকম মৃত্যু কি অদৃষ্ট নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি আছে আগন্তুক মৃত্যু, কতকগুলি আয়ু কমের দরুন। আয়ু থেকেও অনেক সময় চলার দোষে হারাই। সুকেন্দ্রিক যত হই, পরমায়ু তত পাই। অকালে যে মরি বা অপমৃত্যু যে হয়, মরাটা সৃষ্টি ক'রে রাখি মাথার মধ্য-দিয়ে। বাঁচার পথ হ'লো সুকেন্দ্রিক হওয়া। প্রবৃত্তি বহুদিকে টানে, বহুভাবে ভাবিত করে। ওর মধ্য-দিয়ে মৃত্যুর পথ সহজ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সুকেন্দ্রিক হ'লে পরমায়ু নষ্ট হয় না।

মন্মথদা—সুকেন্দ্রিক হ'লে কি মানুষ অকালে মরে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন ভাবে, বাঁচতে হবে তাঁর জন্য, যদি মরতে হয়, সেও তাঁর জন্য। তাই তাঁকে পরিপূরণ করার জন্য বিধিমাফিক চলে।

মন্মথদা—সুকেন্দ্রিক হওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। গোড়ায় চাই মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি। একঘাটি কাঁদলে হবে না। বাবা সুকৌশলে চেষ্টা করবে যাতে সন্তান মাকে দেয়, মাও তেমনি ক'রে

বাবাকে দেওয়াবে। বাবা-মাকে ছেড়ে দিয়ে যখন মুততে পর্য্যন্ত চায় না ছেলে, তার গায় হাত দেওয়া মুশকিল।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—কোটি-কোটি শুক্রকীট, কার মধ্যে কোনটা যে গর্ভাহিত হবে সেটা তো একটা দৈব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি দৈব না। বাপের যে বিশেষ শুক্রকীটের সঙ্গে মায়ের ডিম্বাণুর মিল আছে। সেইটেই মিলিত হয়। সেইজন্য বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের চলন ঠিক করা দরকার।

কেষ্টদা—ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষের মধ্যে যেমন তফাৎ, এখানেও তেমনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফলিত জ্যোতিষের সুবিধা যা' পাই, তা' নিতে পারি। তবে গণিত জ্যোতিষ যদি বাদ দিই তবে ফলিতকে নির্দ্ধারণ করতে পারব না।

যতীনদা (দাস)—তন্ময় হ'য়ে নাম করতে থাকলে তো তখন মৃত্যু হওয়া উচিত নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম হয়।

একজন সৎসঙ্গী নাম ক'রে কিভাবে দুর্ঘটনা থেকে অলৌকিকভাবে রেহাই পান কেষ্টদা সেই ঘটনা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা নিয়মিত নাম ও ইষ্টভৃতি করে তাদের ভিতর একটা শক্তি সঞ্চিত হয়, যা' তাদের বিপদের মুহূর্ত্তে রক্ষা করে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ছেলেপেলে যাতে সুকেন্দ্রিক হয়, সর্ব্বপ্রকারে সেই চেষ্টা করতে হয়।

বেলা গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন।

যামিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন—অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত জীবনে সেবা, সহযোগিতা ও উৎপাদন বাড়াতে থাক।

সত্যেনদা (দাস)—কিসের উৎপাদন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধান, লঙ্কা, গম, ডাল, সরষে, তরিতরকারী ইত্যাদি যত পার কর, গোপালন কর, কাপড় বোন—সব রকম প্রয়োজনের সরবরাহ নিজেরাই যেন করতে পার।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—এখনই কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোককে উদ্বুদ্ধ কর। তারা যাতে লাভজনকভাবে কিছু করতে

পারে, তাদের ক্ষমতা বুঝে তাদের দিয়ে তেমন কিছু করাও। স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী চলা লাগে।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), করুণাদা (মুখার্জ্জী), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), পরমেশ্বরদা (পাল), নগেনদা (হালদার), ব্রজেনদা (দাস), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), বিভূতিদা (মিশ্র), সুধীরদা (চ্যাটার্জ্জী), জিতেনদা (মিত্র), হরিপদদা (সেনগুপ্ত), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জ্জী), রবীনদা (রায়), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), বিশুদা (মুখার্জ্জী), চক্রপাণিদা (দাস), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), বিনোদদা (মুন্সী), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), হরপ্রসন্নদা (মজুমদার), কালীদা (সেন), গোপেনদা (রায়), দেবেনদা (রায়), বদ্রীবিশালদা (শ্রীবাস্তব), উমাদা (চরণ), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), অন্নদাদা (হালদার), যোগেনদা (হালদার), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), মণিদা (কর), চারুদা (করণ), জিতেনদা (চ্যাটার্জ্জী, মুর্শিদাবাদ), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), আশুদা (জোয়ার্দ্দার), অনিলদা (গাঙ্গুলী), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), সুবোধদা (সেন), শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী), বিনয়দা (বিশ্বাস), অমলেন্দুদা (ব্যানার্জ্জী), সুবোধদা (সরকার), সন্তোষদা (মুখার্জ্জী), কানুদা (আইচ), মহেন্দ্রদা (হালদার), মণিদা (সেন), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), শরৎদা (সেন), জ্ঞানদা (দত্ত), রামাদা (জোয়ার্দ্দার), খগেনভাই (মণ্ডল), ঈষদাদা (বিশ্বাস), হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত), নরেশদা (দাস), যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী), ফণীদা (মুখার্জ্জী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী), উমাদা (বাগচী), লাটিমদা (গোস্বামী), সুরেনদা (শূর), লোচনাদা (ঘোষ), ব্যোমকেশদা (ঘোষ), বিজয়দা (রায়), প্রকাশদা (বসু), সতীশদা (দাস), সুরেশদা (মুখার্জ্জী), নীরদদা (গাঙ্গুলী), বিশ্বেশ্বরদা (দাস), খলিলদা (রহমান), আব্দুলদা (হাই), কালীদা (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ বহু ভক্ত তাঁকে ঘিরে ব'সে আছেন। দর্শন করছেন তাঁর নয়নমোহন অপরূপ রূপ। শ্রবণ করছেন তাঁর প্রাণকাড়া মধুর বচন। এমন সময় দক্ষিণাবাবু (মুখার্জ্জী, ইঃ রেলওয়ের বিশিষ্ট অফিসার) আস্‌লেন। তিনি একবার পাবনা আশ্রমে গিয়েছিলেন।

প্রণামান্তে তিনি পাবনা-সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

সুশীলদা মোটামুটি বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারত খণ্ডিত না হ'লে সকলের পক্ষেই ভাল হ'ত। প্রত্যেক

সম্প্রদায়, সারা দেশ ও সমগ্র জগৎ তাতে উপকৃত হ'ত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের যদি Ideal (আদর্শ) না থাকে, তাঁতে যদি sentimental consolidation (ভাবানুকম্পী জমাট বন্ধন) না থাকে, তবে লোকগুলি inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হয় না, integrated (সংহত) হয় না, organisation (সংগঠন) হয় না। আমাদের প্রত্যেকটি cell (কোষ) আলাদা, তবু co-ordinated (সুসংবদ্ধ)। প্রত্যেকটি organ (অঙ্গ) independently dependent আবার dependently independent (স্বাধীন হ'য়েও পরাধীন, আবার পরাধীন হয়েও স্বাধীন)। প্রত্যেকে প্রত্যেককে যোগান দেয়। এই হ'লো সংগঠনের রূপ। আজ শ্রদ্ধার মাথায় ডাঙ্গস মারছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থিত হ'চ্ছে। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও পারস্পরিকতার ভিত যদি নষ্ট হ'য়ে যায়, তাহ'লে মানুষের পক্ষে বাঁচাই কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। সে কিছু অবলম্বন চায়। সেটা আর পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাবাবুকে আশ্রমের জন্য সস্তায় উপযুক্ত জমি সংগ্রহের বিষয় বললেন।

আরো কথাবার্ত্তার পর দক্ষিণাবাবু বিদায় নিলেন।

যামিনীদা বললেন—বহু সমস্যার সমাধান পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয় কিসে আদর্শের পরিপূরণ হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি একটা সমস্যার সমাধানও করতে পার, দেখতে পাবে, ওর ভিতর-দিয়ে অনেক কিছু হাতে এসে যাবে। প্রধান কথাই হ'লো ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে চলা, তাহ'লেই অনেক ব্যাপার সরল হ'য়ে আসে। এই সোজাসুজি মেয়েছেলের বুঝ। সমস্যার উৎপত্তি হয় প্রবৃত্তিপরায়ণ চলন থেকে, আর সমাধান হয় ইষ্টার্থী ও ইষ্টানুগ চলন থেকে। তাঁর দিকে এগুতে থাকলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

২৩শে আশ্বিন, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১০। ১০। ১৯৪৯)

আজ সকালে কলকাতা অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশনের ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এস সি রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে যতি-আশ্রমে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে আদর্শগ্রহণ, পঞ্চবর্হি, শিক্ষা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, পারস্পরিকতা, বিবাহ-সংস্কার, প্রতিলোমের কুফল, অনুলোমের প্রবর্ত্তন, কৃষ্টিপরায়ণতা, রামদাস-শিবাজীর কাহিনী, অবতারবাদ, প্রচার, উদারতা, 'অসৎ-নিরোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইষ্টানুরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আজ চেলারাম এবং আর একজন সিন্ধী সৎসঙ্গী শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখান।

খেপু!

তোমার চিঠি পেয়েছি। পাগলু রোগের আক্রমণ থেকে out of danger (বিপদমুক্ত) যতক্ষণ না হ'চ্ছে, আর পরিবারে যারা অসুস্থ তারা চলৎশীলভাবে সুস্থ না হ'য়ে উঠছে, ততক্ষণ তোমার ওখানে থাকাই সমীচীন মনে হয়—যদিও তোমার আমার কাছে আসবার ইঙ্গিতও আমার খুবই ভাল লাগে ও জীবনীয় ব'লে মনে হয়।

আজকে খবর পেলাম, পাগলুর জ্বর ৯৮-এ নেমেছিল। আর ঘাড়েও কোনরকম শক্তভাব নেই, সহজভাবে মাথা নাড়াচাড়া করতে পারে। অন্যান্য অবস্থাও খুব ভাল। এ সংবাদ খুবই ভরসার সংবাদ। কিন্তু সে যতক্ষণ সুস্থ হ'য়ে না উঠছে, অন্ততঃ out of danger (বিপদমুক্ত) না হ'চ্ছে, ততক্ষণ হয়তো আমার শঙ্কাশাসিত উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই হবে না।

আমি রাজেনদের জানিয়েছি, ট্রাঙ্ককলে সেই ডাক্তারবাবু প্রশান্ত সেন যদি বিধানবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেন, তবে বোধহয় খুবই ভাল হয়—সমস্ত অবস্থা তাঁকে জানিয়ে, কিংবা ভোলানাথদা পাগলুর সমস্ত অবস্থা জেনে বিধানবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওদের জানালেও খানিকটা হ'তে পারে হয়তো। কিন্তু ঐ ডাক্তারবাবু যদি নিজে ট্রাঙ্ককলে বিধানবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করেন, তবে আরো ভাল হয়, মনে হয়।

জ্বর নেমে গিয়েও আবার ওঠে, সেটা আমার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। পরমপিতার কাছে আমার প্রার্থনা, পাগলু সুস্থ হ'য়ে উঠুক, সুস্থ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করুক, আর তোমরাও সুস্থ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে পারস্পরিক সশ্রদ্ধ অনুরাগের ভিতর-দিয়ে প্রতিপ্রত্যেকেই জীবনকে উপভোগ কর—আমার দৈন্যভরা জীবন হয়তো প্রার্থনারই উপযুক্ত নয়,—তথাপি তাঁর কাছে আমার এই নিবেদন।

আমার অসুস্থতা যখন কম থাকে, general weakness (সাধারণ দুর্ব্বলতা) তখন আবার ঠেসে ধরে। আবার, ওটা যখন বেড়ে ওঠে, অসোয়াস্তি এমনতর নিম্মর্ম আক্রমণ ক'রে, যাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি। আমার মনে হয়, আমার অসুখ এমনতর কিছু নয়, যাতে আমি সত্বরই বিপন্ন হ'য়ে উঠব।

ওরা সুস্থ হ'য়ে উঠলেই তুমি এসো। যতদিন আমার কাছে থাকা সম্ভব হয় থেকো—সুস্থ থেকে। আমি-ও সুখী হব তাতে।

হরিদাস ও মাসিমা এখানে এসেছে। বাদলের বাড়ীতেই থাকে। হরিদাস এখানে বড়বৌ-এর কাছে খেয়ে যায়। সে কোথায় পশ্চিমে যেয়ে বসবাস করবে,

এইরকম ধারণায় ভেসে চলেছে। আমি নিষেধ করেছি তাকে, নিষেধ করার পর আর বিশেষ কিছু বলেনি। বাদলের ঐ বাড়ীর সবাই শোকসন্তপ্ত আছে এখনো। তবে মুহ্যমানতা হয়তো একটু কমেছে। কী করব? ওর তো ওষুধ নেই কিছু।

বড়খোকার বুকে ঐ-রকম সর্দ্দির ভাব এখনও চলছেই, কয়েকটা দিন মোটেই ছিল না। মণির দুর্ব্বলতা আছে এখনও, যদিও একআধটু চলাফেরা করে। সাইকেলের চাপ লেগে কাজলের একটা ঘা হয়েছে, অনেক ক'রেও তা' সেরে উঠছে না।

আর সবাই চলছে একরকম।

কানু কেমন আছে? ওষুধ খেয়ে কি তার কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে?

ধীরেন বা শান্ত এদের কাছ থেকে পাগলুর সম্বন্ধে কোনও সাড়াই এখনও পর্য্যন্ত কিছু পাইনি—তোমার মাধ্যমে যা' জানি। রাজেন যে সংবাদ দেয়, তাতেই তৃপ্ত থাকতে হয়, অবশ্য সে সংবাদ আশা-উদ্দীপী।

খুকী কেমন আছে? মঞ্জু, তোতা, অর্চ্চনা—এরা এখন ভাল আছে তো?

গোকুলকে তোমার কাছে রেখে দিও, যতদিন প্রয়োজন থাকে। নরেনদা, তারক ও কিশোরীদা তোমার কাছেই আছে। এতে আমি ভারী তৃপ্ত হয়েছি।

কিশোরীদা এর ভিতর এখানে এসেছিল গুপ্তকে নিয়ে। তার বাচনিক খানিকটা শুনে তখনকার মত কিছুটা সোয়াস্তিই পেয়েছিলাম। প্রার্থনা—পরমপিতা ওদের মঙ্গল করুন।

তুমি নিজের প্রতি এমনতর নজর রেখে চলো যাতে কোনপ্রকারেই অসুস্থ হ'য়ে না পড়। আমার মনে হয়, বিধান রায়কে তোমার নিজেকে দেখালে ভালই হয় হয়ত। তিনি বিচক্ষণ মানুষ, হয়তো এমনতর ব্যবস্থা দিতে পারেন, যা' অনুসরণ করলে সুস্থ থেকে চলতে পার। তুমি কি করবে তা' করলে কিন্তু ভালই হয় খুব।

আমার আন্তরিক 'রা' জেনো, যারা চায় সবাইকে দিও।

ইতি
আঃ
তোমারই
দীন
"দাদা"

২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১২।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে বসেছেন। কাল রাত্রে খবর পাওয়া গেছে পূজনীয়

পাগলদার জ্বর আবার বেড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই খুব উদ্বিগ্ন।

বেলা গোটা দশেক। কিরণদা (মুখাজ্জী) কেষ্টদার রান্নার জিনিস গুছিয়ে নিয়ে আসছেন দেখে, শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদা প্রমুখকে লক্ষ্য করে বললেন—ও যে এইভাবে রান্না-টান্না করে এই দেখে আমার টোলের কথা মনে পড়ে, শিবাজীর কথা মনে পড়ে। আপনাদেরও শ্রদ্ধাবান লোকেরা ঐ-রকম করবে। শিবাজী যখন রাজা, তখনও সে ভিক্ষা ক'রে রামদাসকে রান্না ক'রে খাইয়েছে। তাঁকে খাইয়ে তাঁর প্রসাদ পেত। রাজা হবার পর সে তাঁর সমগ্র রাজত্ব দানপত্র ক'রে দিল। রামদাস তখন একদিন তাকে ডেকে বললেন—তুমি আমার হ'য়ে এই রাজত্ব পরিচালনা কর। প্রজাবৃন্দের কারও যেন কষ্ট না হয়।

শিবাজী বলল—না প্রভু! এ আমার ভাল লাগে না।

রামদাস বললেন—সে কি? যা' বলি তাই কর। এই গৈরিক উত্তরীয় নিয়ে যাও। তুমি আমার প্রতিনিধি হ'য়ে এই কাজ কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তরকারি কে কোটে?

কিরণদা—মাঝে-মাঝে সুষমামা কুটে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝে-মাঝে তোর সৌভাগ্যটা খুঁতো করিস কি জন্য? করিস যখন নিজ হাতে সবটা করাই ভাল। এই রকমটা কত পবিত্র, কত প্রাণদ।

শরৎদা—আমরাও শিক্ষকদের বাড়ীর কাজ যথেষ্ট ক'রে দিয়েছি, বাজার ক'রে দিয়েছি, জিনিসপত্র ব'য়ে নিয়ে গিয়েছি, সেবা করেছি অকুণ্ঠভাবে। কিন্তু পরে অভিভাবকদের অনেকে আপত্তি তুলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে অনুরাগ বাড়ত, সক্রিয় রকম হ'ত। কিন্তু সে-সব খোয়ান হ'ল। সেই যুগই ভাল ছিল, না এই যুগ? আগে শিক্ষাটা ছিল ঘরোয়া রকমে। এখন হয়েছে ব্যবসার মতো।

কেষ্টদা—আপনি আগে বলতেন, প্রত্যেকটা জিনিসের স্পন্দনের একটা সংখ্যা আছে। স্পন্দন দিয়ে তাই জিনিসগুলির পরিবর্ত্তন করা যায়। আয়েনস্টাইন বলেছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অপটুতার জন্য আমাদের জ্ঞানে ত্রুটি থাকে। গাণিতিক ভিত্তিতে জানলে সেইটে ঠিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেহবিধানকে তেমন অনুভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে হয়, আর সেইটেই তপ। পাতঞ্জলে আছে জাত্যন্তর পরিণামের কথা। দেহবিধানের অতখানি পরিবর্ত্তনই হলো জাত্যন্তর পরিণাম। নাম করি মানে স্পন্দন সৃষ্টি করি—তার মানে intercellular (আন্তঃকোষিক) বা intermolecular adjustment (আন্তঃআণবিক সমাবেশ)-এর ফলে সাড়াশীলতা ঐ পর্য্যায়ে ওঠে। সাধনশীলতা,

সুবিবাহ ও সুজনন যদি বংশানুক্রমে চলতে থাকে তবে ঐটে stable (স্থায়ী) হয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে যারা সেবা ও সঙ্গ করে, তা' আবার তাদের ভিতর চারাতে পারে। এইভাবে evolution (বিবর্ত্তন) হয়। শুধু একক একটা উন্নত অবস্থা লাভ করলে মনুষ্য সমাজে তা' স্থায়ী হয় না।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৩।১০।১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), হরেনদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র), মোহন (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ উপস্থিত।

শরৎদা—আমরা যেমন বৃত্তির সাহায্যে কাজ করি, পরমপিতাও তো তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমরা চাই, সেটা আমাদের পক্ষে শয়তান হ'য়ে না থাকে, আমাদের সত্তার অনুকূল হ'য়ে থাকে। সেইটে হলো বৃত্তির সাত্বত নিয়ন্ত্রণ।

পারশব সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই পারশব যদি ঠিক থাকে, তবে, বামুনের একটা ছোপ অন্ততঃ ঠিক থাকে, তারা আবার পুরো সম্প্রদায়কে জাগাতে পারে। ওই ছোপটা গোঁড়া হ'য়ে থাকলে অনেকখানি করতে পারত।

কেষ্টদা—আমার মনে হয়, নিখিল ভারত বিপ্র সংঘ, ক্ষত্রিয় সংঘ, বৈশ্য সংঘ ইত্যাদি সংগঠন ক'রে, আপনার কর্ম্মপদ্ধতিগুলি তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে পারলে ভাল হ'ত। তারা যদি ঋত্বিকদের যথাযোগ্য সম্মান দিত, কাজ এগিয়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ফণীদা (মুখার্জ্জী)-কে বললেন সাত/আটশো বিঘা জমির জন্য, আর পাটনা কিংবা কোন জায়গায় একটা ভাল প্রেসের জন্য, যাতে একটা হিন্দী কাগজ বের করা যায়।

পরক্ষণে উদ্দীপনী কণ্ঠে বললেন—এখন চাই ইষ্টকৃষ্টির এন্তার পরিবেষণ, চাই টাকা, চাই মানুষ, চাই প্রেস, চাই পত্রিকা।

চেলারাম সিন্ধুদেশবাসী। দেশবিভাগের পর তিনি বিহারের একজন মুসলমানের সঙ্গে সম্পত্তি-বিনিময় করেছেন। সেই সম্পত্তি নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। সেই কথা ব'লে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন—আপনি বলুন যে আমি জয়ী হব। আপনার আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চেষ্টা করব। তিনি আমাদের পক্ষে যা' ভাল মনে করেন তাই করবেন।

চেলারাম তার বর্ত্তমান অসুবিধার কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভয় নেই, কিছু struggle (সংগ্রাম) করা লাগবে।

চেলারাম—আমার শক্তি কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন।

চেলারাম—শক্তি পাব কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তাঁকে ভালবাস। তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন। পরমপিতাকে ভালবাসলে তাঁর আশিসধারা তোমার চোখ, মুখ, নাক, কান, চলা, বলা সবটার মধ্য-দিয়ে এমন দ্যুতি বিচ্ছুরিত করবে, যে তুমি যার সংস্পর্শে আসবে, সেই তোমার প্রতি মুগ্ধ ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে সার্থক বোধ করবে। তুমি কোন ভয় ক'রো না, তুমি কেবল তাঁকে ভালবাস ও তোমার কাজ ক'রে যাও।

চেলারাম—আপনার আশীর্ব্বাদই সম্বল, আপনি দয়াদৃষ্টি রাখবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার আশীর্ব্বাদ আছেই, আমারও আশীর্ব্বাদ আছে।

চেলারাম—আপনিই আমার পরমপিতা, সন্তানের মতো আমার করণীয় করব, পিতার করণীয় আপনি করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তাঁর সন্তানের জন্য যা' করার করেনই। তাঁকে তা' স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। স্মরণ রাখতে হয় আমাদের, যাতে তাঁর পথে চলতে পারি, আর চলতেও হয় তেমনতর।

ওঁরা চ'লে গেলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) অন্য কথা পাড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে বারবার পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন যদি কেউ পাগলুদার খবর নিয়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমি অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছি, অথচ এর মধ্যে কথাও কচ্ছি। ভাবি, কারও সমস্যা তো কম নয়, তাই যন্ত্রের মতো যখন যা' করণীয় ক'রে যাই। সময়-সময় আমার নিজেকে দেখে আমার হাসি পায়। পরমপিতা আমাকে যে কোন্ ছাঁচে গড়েছেন, আমি কী যে বলতে পারি না। কাউকে পর ব'লে ভাবতে পারি না। মনে হয় আমিই বুঝি ঐ অবস্থায় পড়েছি।

কেষ্টদা—বর্ত্তমান ফিজিক্স বলে কার্য্য ও কারণ হিসাবে বলা যায় না, কারণ আমরা ইন্দ্রিয়ের কারাগারে আবদ্ধ, তাই থিয়োরী অফ্ ইনডিটারমিনিজম্, ল অফ স্ট্যাটিসটিক্স ইত্যাদি মানছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ইন্দ্রিয়ের কয়েদ ব'লেই তো সত্য নির্ধারণের জন্য কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ মানতে হয়।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৪। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসার পর গতকাল রাত্রে প্রদত্ত একটি বাণী (জাতীয় জীবনে পঞ্চদশী) পড়া হ'লো।

তারপর কেষ্টদা প্রশ্নাদি তুললেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেন শূরদার চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করলেন।

কেষ্টদা—আচ্ছা! বৃহস্পতির সঙ্গে সদগুরুর কি যোগ আছে? গুরুবল বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! গুরুবল কেমন? তাঁর প্রতি অনুরাগ থাকলে তাঁর নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করে না। তখন তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির পরিপূর্ণ সুযোগ পায়।

কেষ্টদা—কার্য্যকারণ সম্পর্ক ঠিক, না অদৃষ্টবাদ ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার্য্যকারণ সম্পর্কই ঠিক। ফলিত জ্যোতিষ স্ট্যাটিস্টিকাল কার্য্যকারণ মানে, কিন্তু মানুষের ভিতর বাঁচার ইচ্ছারূপ স্বাধীন গতিশীলতা আছে। জীবনসম্বেগের সঙ্গে এটা আছে। তবে আমরা পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। তাই পরিবেশও ঠিক করা লাগে।

কেষ্টদা—ক্ষণিকবাদ বলে, হ'চ্ছে, যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত বাদই হোক তার মধ্যে কার্য্যকারণ আছে।

কেষ্টদা—Probability (সম্ভাব্যতা) বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার পিছনেও ঐ আছে।

কেষ্টদা—একটা ইলেকট্রনকে ধ'রে ইলেকট্রনের গতি ধরা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, পারা যায় কিনা।

কেষ্টদা—Uncausal indeterminism (কারণহীন অনির্দ্দেশ্যতা) বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থই পায় না, কার্য্যকারণ ধ'রে অগ্রসর হ'তে-হ'তে খেই হারিয়ে ফেলে, তাই ঐ বলে।

কেষ্টদা—বলে, ইলেকট্রন তরঙ্গের মতো চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐখানেই কার্য্যকারণ মানা হ'লো। প্রত্যেকটা করণেরই একটা ধরণ আছে।

কেষ্টদা—মাত্র একটা জিনিস ধ'রে কোন Law (নিয়ম) বের করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ধ'রে-ধ'রেই অখণ্ডে যাচ্ছি, মন তল পায় না। ঢলে পড়ে, অনন্তকে বোঝাতে indeterminism (অনির্দ্দেশ্যতা) বলেছে।

কেষ্টদা—লক্ষ-লক্ষ অণু হ'লে ধরতে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে অসম্পূর্ণতা আমাদের।

কেষ্টদা—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বোধ এত নিখুঁত হ'তে পারে না, যে একটা থেকেই ধরবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সম্ভাব্যতা এখনও যায়নি।

সুরেনদা (শূর) এসে খবর দিলেন পূজনীয় বড়দা গত পরশু ৫০০ টাকা পাগলুদার জন্য পাঠিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকার এই সব রকম-টকম আমার খুব ভাল লাগে।

এক ঋত্বিকদাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দীক্ষাপ্রণামী ২৯২ টাকা আট আনা নিবেদন করায় তিনি তা' শ্রীশ্রীবড়মাকে দিতে বললেন।

উক্ত দাদা শ্রীশ্রীবড়মাকে ঐ টাকা দিতে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় বৌ খুব মজা করে। এই সব টাকা যে দেওয়া হয়, আমি হয়ত কুড়ি টাকা শৈলর খাবার জন্য চেয়ে নিলাম, তখন বলে অযথা এ টাকাটা খরচ ক'রে কী লাভ? আমি বলি—তুমি যে এত পেলে। তখন বলে—যা' পেলাম তা' তো পেলাম। কিন্তু এই খরচটায় তুমি কী পেলে? ওকে ঐভাবে খাইয়ে ওর পেট খারাপ করে, তোমারও টাকাগুলি যায়। ওরও যদি কোন লাভ হ'তো তাহ'লে না হয় বুঝতাম। ওর কথাও ফেলবার মতো নয়। বড় বৌ যেন পোস্ট অফিসের বাক্স, একবার চিঠি ফেললে, ইচ্ছামত তা' বের করার উপায় নেই।

কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর এমনভাবে হাসতে লাগলেন যে, হাসির চোটে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল।

এর পর শৈলমাকে ভড়কে দেবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর মেণ্টুভাইকে ডেকে বললেন—সে যেন পরচুলো, দাড়ি, মুখোশ ইত্যাদি প'রে রাত্রিবেলায় শৈলমা যখন ঠাকুরবাড়ী আসেন তখন রাস্তায় তাকে ভয় দেখায়। শ্রীশ্রীঠাকুর পরিকল্পনাটা বলার সময় নিজে ভঙ্গী ক'রে দেখাচ্ছিলেন, কিভাবে কী করতে হবে। তাই দেখে উপস্থিত সবাই হেসে অস্থির।

শৈলমা নিজের সাহস, কর্ম্মক্ষমতা, সেবাপ্রাণতা ইত্যাদি সব ব্যাপারে গর্ব্ব করেন, তাই বোধ হয় এই মজার খেলা।

শরৎদা— শিবি যে কপোতের জন্য প্রাণ দিলেন, তিনি তো ইচ্ছা করলে শ্যেন পক্ষীকে মেরে ফেলে কপোতকে বাঁচাতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে করলেন, সেই তো ভাল।

শরৎদা—শিবি যে অন্যায়কে প্রতিরোধ করলেন না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশ্রিতকেও রক্ষা করলেন, আক্রমণকারীর ক্ষুধাও নিবৃত্ত করলেন। শ্যেন পক্ষীর পক্ষেও এটা গর্হিত নয়। কপোত তার খাদ্য, সত্তার প্রয়োজন। কিন্তু

শিবি দেখলেন আমার জীবন যায়, যাক। কপোত যখন বাঁচতে চায় বাঁচুক। ওর প্রয়োজন বেশী। আর শ্যেনেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রয়োজন, তার ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য নিজের মাংস দিলেন।

শরৎদা—শ্যেনকে যেভাবে সমর্থন করা হ'চ্ছে, তাতে একরাজ্যের পররাজ্য আক্রমণও তো সমর্থন করা চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা কেন? বাঁচার জন্য যা' অনিবার্য্য প্রয়োজন, তার আহরণ, আর লোভের বশবর্ত্তী, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হ'য়ে নিজের থাকতেও অন্যকে আক্রমণ করা দুটো তো এক জিনিস নয়।

শরৎদা—বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা যে উপনিষদে আছে এবং এর কোনটাই যে পূর্ণ নয়—এর তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, তুমি যা' কিছু জান তা' analytically ও synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সহকারে) জান, এই দুই দিক দিয়ে জানলে জানাটা পূর্ণ হ'য়ে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো।

শরৎদা—কা'রও মধ্যে যদি অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠা পায়, তাহ'লে নাকি ইতর প্রাণীরাও তাকে হিংসা করে না। এটা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরাই ভাবটা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করি। বাঘ আস্‌লো, আমি ভাবছি যদি ধরে। যত ভাবি, তত ভয়ের অভিব্যক্তি হয় ও নিজেও তেমনভাবে আত্মরক্ষা বা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হই। তা' দেখে ওরও ধরার ভাব জাগ্রত হয়। আমার ভিতর থেকে তেমন কোন ভাবের লক্ষণ প্রকাশ না পেলে ওরও সে-ভাব জাগার কারণ হয় কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরীরকে বলি আমার শরীর। তেমনি আমার আগ্রহ ও উৎসাহদ্বারা অর্জ্জিত যা-কিছুর সঙ্গে আমার আমিত্ব অর্থাৎ নিজত্ব গ্রথিত হ'য়ে থাকে। আর, এই সবটা নিয়েই হ'লো আমার নিজত্ব। ভারত বিভাগ হ'লো, কিন্তু সম্পত্তি বিভাগ হ'লো না—প্রত্যেকের অর্জ্জন, যা' কিনা তার নিজত্বের দাঁড়া, সেটা বাদ দিয়ে হ'লো —এটা আমার মনে হয় ভয়ানক অযৌক্তিক, আর সত্তার বিরুদ্ধে একটা বলাৎকার বিশেষ।

এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেছিলেন—আমি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী বুঝেছি যে আমার অমুক-অমুক এই ক'বছরের মধ্যে মারা যাবে। সেজন্য আমার মন প্রস্তুত, আমার তা'র জন্য কোন উদ্বেগ নেই।

সেই কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আমি সব সহ্য করতে পারি। আশ্রমে যেমন কোটি-কোটি টাকার জিনিস নষ্ট হ'লো, তাতে আমার কিছু মনে হয় না। কিন্তু যখনই দেখি কারও অস্তিত্ব বিপন্ন, তখন আমি কিছুতেই তা' মেনে নিতে পারি না। সেটা প্রতিরোধ করবার জন্য আমার সমস্ত সত্তা যেন মরিয়া হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে চেয়ারে এসে বসলেন। সুরেনদা (শূর) বললেন—পাগলুর অসুখে এ পর্য্যন্ত দু-হাজার টাকা পাঠান হয়েছে। রাজেনদা ও কালিদাসদার গাড়ীভাড়া ও অন্যান্য খরচের জন্য লেগেছে চারশো টাকা। তাছাড়া রোজ ট্রাঙ্ককলে খুব বিরাট খরচ হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সেজন্য ভাবি না, আমাদের কপালে যা' থাকে হবে। এখন ও সুস্থ হ'য়ে উঠলেই বাঁচি।

একজনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম হ'লো বাঁচা ও বাঁচান। বাঁচাটা চিরন্তন হ'লেই লাভ—তাই বলে অমৃতত্বলাভ।

প্রশ্ন—গান্ধীজি ম'রেও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এটা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-রকম আমি বুঝি না। তিনি যদি শুধু ভাব হন তাহলে তাঁর ভাব তার মধ্যে আছে। সেখানে তাঁর থাকা হয়। এই যদি থাকা হয়, তাহ'লে এই থাকাটায় আমরা খুশী কিনা! কিন্তু মানুষ শুধু ভাব নয়, তার ভাবঘন দেহও আছে।

প্রশ্ন—বরাবর থাকাটা কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসম্ভব কথাটা আমরা বলতে চাই না। তাহ'লে করা ও পাওয়ার চেষ্টা থেমে যায়। পাই বা না-পাই আমরা চেষ্টা করতে ছাড়ি না। আমি চাই আমার প্রিয় তুমি—তুমি চিরদিন থাক, আমিও চিরদিন থাকি। ধর্ম্ম মানে তাই যা' ধারণ ক'রে রাখে সত্তাকে। তা'ই ক'রে চলব আরো, আরো, আরো, যাতে আমরা অমরত্বলাভ করতে পারি। যে নিজেকে নাস্তিক ব'লে পরিচয় দেয়, সে কিন্তু নিজ অস্তিত্বের বিলুপ্তি চায় না। এই থাকাটা যা'-কিছুতেই জড়িয়ে থাকে, তাকে বলি মমত্ব—যেমন, আমার ছেলে, আমার মা, এইরকম বলি। যার বন্ধনে আমার সত্তা দাঁড়িয়ে আছে তাকেই আমরা আমার বলি। এদের কারও অস্তিত্ব বিপন্ন হলে আমাদের মাথার ঠিক থাকে না। তাদের সত্তার সঙ্গে আমাদের সত্তাও যেন জড়ান। তাদের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হলে আমরাও যেন ক্ষুণ্ণ হলাম।

প্রশ্ন—মানুষ মারা গেলে তাকে physically (দৈহিকভাবে) পাওয়ার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে বলে পাওয়া যায়, কিন্তু এ-কথায় আমি খুশী না। মানুষের স্মৃতিবাহী চেতনা আছে। এই স্মৃতিবাহী চেতনা জাগ্রত করতে পারলে, একটা কিছু solution (সমাধান) হয়। নচেৎ মৃত আত্মা আস্লো আর আমি তাতে অভিভূত হ'য়ে সেই-সেইরকম করলাম, এতে বিশেষ কীই বা হ'লো ? স্মৃতিবাহী চেতনা যতক্ষণ না হচ্ছে, আমরা অমৃতত্ব ব'লে চীৎকার করলেও তা পাইনি বলতে হবে। আর, এই স্মৃতিবাহী চেতনা সপারিপার্শ্বিক আমার না থাকলে কোন লাভ নাই। আমার আঠার বৎসরের পরিচিত লোকটি আমাদের উভয়ের মৃত্যুর পর অন্য দেহে আমাকে নিজের পরিচয় দিয়ে যখন বলল—তুমি আমাকে চেন না, আমরা বিভিন্ন সময়ে এই-এই করেছি, এইসব কথায় আমার স্মৃতি জাগ্রত হ'ল। প্রমাণিত হ'লো যে সে-ও আছে, আমিও আছি।

২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৫।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে প্রফুল্লর কাছে নিম্নলিখিত দুখানি চিঠির বয়ান ব'লে গেলেন ঃ—

কল্যাণীয়াসু,

খুকি !

তোমার ৺বিজয়ার প্রীতি-অভিনন্দন আমাকে বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছে। তুমি আমার অন্তরের গভীর স্নেহপ্রীতি ও আন্তরিক 'রা' গ্রহণ ক'রো।

তোমার শরীর এখন কেমন ? বাসার আর সকলে সুস্থ তো ? কানু এখন কেমন আছে ? খেপু ভাল আছে তো ? তুমি খুব সাবধানে থেকো। তুমি সুস্থ না থাকলে সকলকে আগলে রাখবে কে ?

পাগলুর অসুখের খবর পাওয়া অবধি আমি উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় সারা হ'য়ে যাচ্ছি। কবে যে নিরাময় সংবাদ পাব পরমপিতাই জানেন। নিজেকে সামলানই আজ আমার পক্ষে দুষ্কর। উদ্বেগ ও আতঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের মধ্যে আমি যেন কোথায় তলিয়ে গেছি।

যা হো'ক, খেপুর প্রতি তুমি বিশেষ লক্ষ্য রেখে চল সেই আমার মস্ত ভরসা। দেখো সে যেন মুষড়ে না পড়ে।

এখানকার সব একপ্রকার। আর সকলকে আমার আন্তরিক 'রা' জানিও।

ইতি

আঃ

তোমারই

দীন

"দাদা"

অর্চ্চনা !

মা আমার !

তোমার ৺বিজয়ার অভিনন্দন পেয়ে প্রীত হলাম। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশিস জেনো। পরমপিতার নিকট সতত প্রার্থনা করি—তোমরা সুস্থ থাক—সুখে থাক—সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে জীবনটাকে উপভোগ কর এবং সব-কিছু নিয়ে তাঁতেই সার্থক হ'য়ে ওঠ।

তোমরা সবাই ভাল আছ তো? তোমার বাবা ও পিসিমা কেমন? সক্রিয় সেবাযত্নে সর্ব্বদা তাদের সুখ-স্বাস্তিবিধানে রত থেকো। ওখানকার সংবাদ জানিয়ে মাঝে-মাঝে চিঠিপত্র দিও।

পাগলুর ভাল খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই স্থির হ'তে পারছি না। শরীর-মন আজ আমার বড়ই অবসন্ন, কিছুতেই ভাল লাগে না। এখন পরমপিতার দয়ায় পাগলু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলে বাঁচি।

আমার আন্তরিক 'রা' জেনো, যারা চায় তাদের দিও। ইতি

আঃ
তোমার
দীন
"জ্যাঠামহাশয়"

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। দুইজন ভদ্রলোক তাঁর দর্শনমানসে আসলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার এই organisation (সংগঠন)-এর উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্দেশ্য-টুদ্দেশ্য কিছু বুঝি না। ভেবেচিন্তে কিছু করিনি। নিজের দিকে ও দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখতাম, শুনতাম, ভাবতাম, বুঝতাম যে আমরা সবাই বাঁচতে চাই। ভালভাবে বাঁচাটা বড় মিষ্টি সবার কাছে। সবাই যাতে ভাল থাকে, বাঁচে-বাড়ে, আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতন সব সময় তাই করতাম নিজেরই দায়ে। এ থেকে যা' হবার আপনিই হয়েছে। Organisation (সংগঠন), institution (প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি কথা যে বলি, সে ওদের কাছে শুনে শেখা। আমি ও-সব কিছু জানতাম না।

আর একজন বললেন—আমার অনেক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিছু ক'রে উঠতে পারলাম না। মনে হয়, কোন অদৃশ্য শক্তি যেন সফল হ'তে দিচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, সুকেন্দ্রিক হ'লে সবটাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলা

যায়। সুকেন্দ্রিক হ'তে গেলে আবার উৎসমুখী সুনিয়ন্ত্রিত শ্রেষ্ঠ চাই। নিকৃষ্ট হ'লে হবে না। শ্রেষ্ঠ আবার জীবন্ত হওয়া চাই। ইষ্ট বা ইষ্টে বৃত্তিভেদী টান-সম্পন্ন ভক্তকে পেলে দারুণ ব্যাপার হয়। আমার টানটাও হওয়া চাই বৃত্তিছাপানো। রক্তমাংসসঙ্কুল নরদেহধারী ইষ্টকে পাওয়া মহাভাগ্যের কথা।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৬।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে আছেন। কাল রাত্রে খবর পাওয়া গেছে পূজনীয় পাগলদার অবস্থা অনেক ভাল। জ্বর—৯৭'৫, নাড়ীর গতি—১০৪, শ্বাস—২৭ ইত্যাদি এবং ডাক্তার বলেছেন—আর ভয় নেই। সেই খবর পাওয়ার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খুব ভাল। সকালে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন—'পাগলুর খবর শুনেছিস ?' আর নিজেই আনন্দ ক'রে খবর জানাচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), স্মরজিৎদা (ঘোষ), হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ আছেন।

হরিদাসদা উঠে যাবার পর তাঁর সম্বন্ধে বললেন—হরিদাস বরাবরই বড় বৌ-এর ভক্ত। আমি হয়তো রাত্রিবেলায় বড়বৌকে নিয়ে কর্ত্তামার চোখ এড়িয়ে ভাটিবনের পাশ দিয়ে পদ্মার দিকে বেড়াতে বেরুতাম। ও দূরে-দূরে একটা রামদা নিয়ে পাহারা দিত, যাতে কোন বিপদ-আপদ না হয়। ডানপিটেও যেমন ছিল, কষ্ট-সহিষ্ণুও ছিল তেমন। একটা বিরাট দল ওর হাতে ছিল। তারা ওকে খুব শ্রদ্ধা করত। কায়দামত জিনিসপত্র লুটপাট ক'রে এনে ওকে দিত। ও আবার প্রয়োজন-পীড়িতদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। গরীবের উপর অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য ছিল, আর সাধ্যমত তাদের সাহায্য করত। এমন কষ্টসহিষ্ণু ছিল যে একবার প্রয়োজনবশে তিনদিন না-খেয়ে না-দেয়ে কাশবনেই কাটিয়ে দিল।

মন্মথদা (দে) মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমেয়ের কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি পরস্পর সঙ্গতিশীল কিনা দেখা লাগে। অভ্যাস ও প্রথা দেখা লাগে, তাতে কুলসংস্কৃতি বোঝা যায়। অসতর্ক মুহূর্তে চাকর-বাকর ও বাড়ীর লোকের সঙ্গে ব্যবহার দেখে অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বোঝা যায়।

শরৎদা (হালদার)—প্রথা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক পরিবারেই কতকগুলি প্রথা থাকে। যেমন অনেক বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পাকের ঘরে ঢুকতে দেয় না। তাতে বোঝা যায়, সদাচারের দিকে লক্ষ্য আছে। ছোঁয়া-নাড়া, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রথা এক-এক পরিবারে এক-এক

রকম। গ্লাসে জল খেয়ে গ্লাসটা বা হাতটা হয়তো ধুলো না। মার্ব্বেল পাথরের বাড়ী, হয়তো যেখানে-সেখানে থুতু ফেলছে, পানের পিক ফেলছে, অনেক বাড়ীতে গ্লাসের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে জল দেয়।

মন্মথদা—গ্লাসে জল খেয়ে হাত না ধুলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জল খাচ্ছেন, চোয়ায়ে প'ড়ে যদি হাতে লাগে, কোন infection (সংক্রমণ) যদি থাকে তাতে, সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য, অনেক সময় থাকে না। তবে যদি-টাকে যত এড়িয়ে চলা যায়, ততই ভাল। আর, আপনারা যদি হাত না ধোন, আর সকলে গ্লাসও ধোবে না।

একটু পরে বললেন—হরিপদ (সাহা)-র বাড়ীতে যা' দেখেছি সদাচার, অমন বামুনের বাড়ীতেও দেখি না। পাকের ঘরের আলাদা কাপড়। আর, পাকের ঘরে ঢোকার আগে হাত-পা-কনুই পর্য্যন্ত ধুয়ে যায়।

মন্মথদা—এই সব দেখে অনেকে বলবে শুচিবায়ু। আমার মার এইরকম ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুচিবায়ু কী? রান্না ক'রে যারা খাওয়াবে তাদের হাতে সকলের জান। তারা যদি একটু বেশী সাবধান হয়, সেইতো ভাল। মা যে অতো সদাচার মানতেন, তার মানে তাঁর cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব) হয়নি আপনাদের মতো। একটু গোঁড়া হওয়া ভালই কিন্তু!

শরৎদা—অমিয়বাণীতে আছে, খাদ না থাকলে গড়ন হয় না। সৃষ্টিতত্ত্বের বেলায় তার অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতি আর পুরুষ না হ'লে গড়ন হয় না। Material world (ভৌতিক জগৎ) মানে motherial world (প্রকৃতিসম্ভূত জগৎ)।

শরৎদা—বাস্তব জগতের উদ্ভব, স্থিতি, ক্ষয় তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

শরৎদা—আর একটা প্রশ্ন, পাগলুর অসুখের জন্য আপনি খুব উদ্বিগ্ন, অথচ যতি-অভিধর্ম্মে'ও আপনি বলেছেন—তোমার কেউ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নিজে অতো কষ্ট পাই ব'লেই তো বলি।

শরৎদা—আপনার রকমটাই তো আদর্শ। আপনার ওটাকে তো দুর্ব্বলতা বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ ভাল না। কষ্ট পাই কত। তবে আমার আবার একটা sublimation (ভূমায়িতি) হ'য়ে গেছে। কুকুরটার জন্যও খুব লাগে। হয়তো সব সময় প্রকাশ করি না। কিন্তু মনে লাগে।

শরৎদা—সকলের জন্যই সমান লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Anxiety (উদ্বেগ) হয়, কষ্ট পাই, সব ক্ষেত্রেই।

শরৎদা—প্রতিকারের জন্য সব ক্ষেত্রে সমান চেষ্টা তো করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে যেমন বিবেচনা করি।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর এখান থেকে উঠে গিয়ে বড়াল-বাংলোর ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন। সেখানে মন্মথদা (দে), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), বীরেনদা (মিত্র ও পণ্ডা), ভাটুভাই (পণ্ডা), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), পরেশভাই (ভোরা), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), মনোরঞ্জনদা (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ ছিলেন।

স্মরজিৎদা (ঘোষ), হরেনদা (বসু) প্রমুখের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর কুলীনের বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন।

সেই প্রসঙ্গে বললেন—বিয়ের গোলমাল হ'লেই মুশকিল। মৌলিক ছেলের সঙ্গে কুলীনের মেয়ের বিয়ে কত হয়। আমার ওটা ভাল মনে হয় না। মনে হয় ওতে ক্ষতি হয়। নচেৎ বাংলায় আজ তেমনতর কায়স্থ দেখি না কেন? বাংলায় কায়স্থের মতো কায়স্থ থাকলে কি এই দুর্দ্দশা হয়? তার যেমন মুখ, তেমনি মাথা, তেমনি কায়দা, তেমনি চলন, তেমনি বলন—মানুষকে মুগ্ধ ক'রে ফেলে। বাংলায় একজন ছিল নেতাজী।

প্রফুল্ল—কুলীন যারা তাদের মধ্যে তো ভাল লোক থাকা উচিত ছিল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মধ্য-থেকেই তো পেয়েছ নেতাজীকে। তার মা মৌলিকের মেয়ে আর বাবা কুলীন। তাও ঘটকের বিজ্ঞান পুরোপুরি প্রয়োগ ক'রে বিয়ে হয়েছে কিনা জানি না। বাবা মৌলিক, মা কুলীন এমনতর বহু মেয়েও কুলীনের ঘরের বৌ হয়। এর ভিতর দিয়েও খুঁত ঢোকে। যদিও এটা মন্দের ভাল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—প্রত্যেক কল্পেই নাকি সৃষ্টিধারার পুনরাবর্ত্তন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই জিনিসের রকমারি।

বঙ্গবাসী কলেজের একজন অঙ্কের অধ্যাপক এবং একজন ইংরেজীর অধ্যাপক আসলেন।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর ইংরেজীর অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন—দেশকাল-সম্বন্ধীয় ধারণার পরিবর্ত্তনের ফলে আধ্যাত্মিক ধারণার কি পরিবর্ত্তন হয়নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জানাটা যত বেড়ে যায় ব্যক্তিগত বিশ্ব তত বেড়ে যায়। কুকুরের ভাষা, পাখীর ভাষা যদি বুঝি, আমার জগৎটা বেড়ে যায়। এইরকম আর কি! বুদ্ধির দিকে যতই এগুই, আমার অব্যক্তের পরিধিও তত স'রে যায়।

অধ্যাপক—এতে জন্মান্তরও বদলে যায়। অন্য জগতে জন্ম হ'তে পারে আমাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে নেই। এর সঙ্গে সঙ্গতি থাকে বেশী। সবটার ছাপ মাথায় থাকে। তৎপ্রসূত প্রবৃত্তি অহং-এর সাথে একীভূত হ'য়ে পড়ে। যে-রকম পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় যেমনতর প্রবৃত্তি নিয়ে যায় তেমন ধরনের পরিবেশেই আসার সম্ভাবনা বেশী।

অধ্যাপক—আমাদের অহংটা কি বদলায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা এবং পারিপার্শ্বিকের সংঘাত থেকে জাগে অহংবোধ।

অধ্যাপক—আপনি সমস্ত বিশ্ব মাথায় রাখতে পারেন। আমি পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা অর্থাৎ ধারণাশক্তির ব্যাস বেড়ে যায় ক্রমে-ক্রমে।

অধ্যাপক—এমন কোন ধারণা সম্ভব কিনা যাতে সমস্ত বিশ্বকে ধ'রে রাখতে পারি মাথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় মানুষের মাথা দারুণ চীজ। এর সম্ভাব্যতা অসম্ভব। বাইবেলে আছে God made man after His own image (ভগবান মানুষকে তাঁর নিজ প্রতিকৃতিতে গড়েছিলেন)।

অঙ্কের অধ্যাপক—তাঁর তো প্রতিকৃতি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? আমার ছেলে যেমন আমার এক প্রতিকৃতি।

অধ্যাপক—আমার মনে হয়, বাইবেলের সব ধারণা সুপরিণত নয়। সবটা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেকুব হব কেন ? কতটা আছে ভাবব না কেন ? আলু-পটল কত ভাবলাম। মহাপুরুষের উক্তির তাৎপর্য্য কী তা' ভাবব না কেন ? যত ভাবব, তত বুঝব।

অধ্যাপক—যীশুর সব কথা নিতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয়, ওটা অন্য রকমে রামকৃষ্ণ-কথামৃত।

অধ্যাপক—আমি কি আপনার মতো হ'তে পারব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মতন তো ছেড়ে দেন। কতখানি যে পারেন কওয়াই যায় না। আমরা করি না, তাকাই না।

অধ্যাপক—অনেকের মুখ দেখি বিষণ্ণ। তা' ভাল লাগে না। কেষ্টবাবু, সুশীলবাবুকে দেখে ভাল লাগে, মনে হয় যেন পথ পেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভাইপোর অসুখ। আমার anxiety (উদ্বেগ) দ্যাখে। তাই ওদেরও মন খারাপ হয়।

অধ্যাপক—আপনার anxiety (উদ্বেগ) কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার anxiety (উদ্বেগ) থাকবে না ? আমি কি অমানুষ ? আমি শালা সাধু-টাধু হ'তে পারিনি। আমার ভীষণ মমতা। কারও এতটুকু কষ্ট আমি দেখতে পারি না।

মন্মথদা—উনি গতবার আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। ব্রাহ্মণ কিনা !

অধ্যাপক—আমি ব্রাহ্মণ-টাহ্মণ মানি না। তা হ'তেই পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ও কথা ভাল লাগে না। আমি হয়তো আদর্শ ব্রাহ্মণ না হ'তে পারি, কিন্তু তাঁদের বাচ্চা এ-কথা বলব না কেন ? অহঙ্কার ভাল না, কিন্তু আভিজাত্য ছাড়া উচিত না। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি কখনও খারাপ হ'তে পারি না। সেই ঋষিরক্ত আজও আমাদের ভিতর সক্রিয়—সেই আভিজাত্য রাখাই ভাল।

মন্মথদা—গতবার শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, ছাগল কার্নিশের ধারে সহজে বিচরণ করে। এটা instinct (সহজাত সংস্কার)। জন্ম থেকে এটা আছে। এটা যাবার নয়। বামুনেরও তেমনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামপ্রসাদের কথা মনে হয়—'ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি ঘুমাই। যোগে-যাগে জেগে আছি।' না জেগে লাভ-টাভ নেই।

মন্মথদা—আপনার ছেলে ?

অধ্যাপক—সে প্রফেসর হয়েছে। সে একটি কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করেছে। তাতে আমার মন খারাপ হয়েছিল খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই হয়েছে। অনুলোমটা গিয়ে আমরা কাবু হ'য়ে পড়েছি। পরস্পর বিচ্ছিন্ন। পরশ্রীকাতর আমরা। আমাদের মধ্যে ভালমানুষ সব সময় আগে এক group (গুচ্ছ) থাকতই। আজ যবনিকাপাত হ'য়ে গেছে। আমাদের Common Ideal (এক আদর্শ) নেই। আমাদের ছিল এক অদ্বিতীয়কে মানব, পূর্ব্ববর্ত্তী পূরয়মাণ ঋষিদের মানব, পিতৃপুরুষকে মানব, বর্ণাশ্রম মানব, বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে মানব। একে বলে পঞ্চবর্হি। তর্পণ-টর্পণ তো উঠে গেছে।

অধ্যাপক—আমি করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। উৎসে যোগ যত হবে ততই ভাল। আসল কথা, ছেলেপেলের বাপমার প্রতি টান যাতে হয়, তাই করতে হয়। ছেলে খেলতে গেল। খেয়ে-দেয়ে বেড়িয়ে খেলে-টেলে আসল। বাবা হয়তো বলবে—অমুকটা খেলে মার জন্য কী আনলে ? মা হয়তো আবার ছেলেকে নিয়ে বাপঠাকুরদা, পূর্ব্বপুরুষের গল্প করছে। এতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ঝোঁক হয়। জমিটা প্রস্তুত

হয়। তা' তো করি না, বলি--birth is an accident (জন্ম একটা আকস্মিক ব্যাপার)। আমরা কতকগুলি ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ছেলেপেলে মানুষ করতাম, তা আজকাল নেই। আমাদের যদি active love (সক্রিয় ভালবাসা) না থাকে for superior (গুরুজনের প্রতি), ছেলেরা তা আত্মস্থ করতে পারে না। সংহত হয় না। তাতে বাপেরও কষ্ট, ছেলেরও কষ্ট। আমাদের যেমন ইষ্টভৃতি অর্থাৎ তাঁকে নিত্য নিবেদন করার রীতি আছে, জেম্‌স বলেছেন, ঐ ধরনের অভ্যাসে একটা energy-insurance (শক্তি সঞ্চয়)-এর মতো হয়, যা' বিপদে রক্ষা করে।

শরৎদা—গীতায়ও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা আপনাদের আবার তত ভাল লাগে না। জেম্‌স-এর কথায় হয়তো সাড়া দেবেন, তাতেই বুঝবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে উক্ত অধ্যাপককে বললেন—আপনার প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে, লেখাপড়া গুলে খাইয়ে দিলেও হবে না। আর, ঐটে থাকলে আপনার বাচ্চার মতো বাচ্চা পাওয়া যাবে না। বাচ্চা দুরকম, একরকম by breed (জন্মের ভিতর দিয়ে), আর এক রকম by culture (কৃষ্টির ভিতর দিয়ে)। শ্রদ্ধা থাকলে ঠিক-ঠিক শিক্ষিত হবে। ক্লাসে দাঁড়িয়েছেন, চোখ দুটো থেকে স্নেহ ঝরে পড়ছে। একটু একটু হাসছেন, ব্যক্তিত্বও তেমনি প্রাণকাড়া। প্রত্যেকটি ছেলে আপনার ভালবাসার স্পর্শ পাবার জন্য আকুল, তখন শিক্ষাটা জীবন্ত হবে। পড়তে পড়তে শুকিয়ে গেছে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, এটা তো একটা গালপাড়া। আমার কাছে এসে আমার বাচ্চা একটু মোটা হ'লো না, স্ফূর্তিযুক্ত হ'লো না, সশ্রদ্ধ হ'লো না, চাউনিটা চলনটা আগ্রহমদির হ'য়ে উঠল না, সে প্রাণের আনন্দে বেড়ে উঠল না। তাহ'লে হ'লোটা কী? আমার মনে হয়, পাশ করে ছাত্রে নয়—প্রফেসর। গভর্নর হওয়া সহজ, প্রফেসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ধান-গম-শাক-সবজী বোনা লাগে, সার দেওয়া লাগে, মানুষেরও তেমনি চাষ চাই। প্রথমে কিষাণ হওয়া লাগবে, জানা লাগবে—কিভাবে কী করতে হয়। বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত দিতে হয়। ছেলেপুলে হ'লে তার nurture (পোষণ)-এর ব্যবস্থা চাই। প্রত্যেকটা ছেলে বাপের থেকে সব দিক থেকে বেশ খানিকটা উন্নত না হ'লে বলতে হবে ফসল ভাল হয়নি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—আগে সবাইকে আপন ক'রে নিতো। 'শক হুন দল পাঠান মোগল একদেহে হ'লো লীন।' অনুলোমক্রমে কত অনার্য্যকে যে আর্য্য করেছেন আপনারা, তার ঠিক নেই। এইটে চালিয়ে দিতে হয় আর প্রতিলোম প্রথাটাকে গলা টিপে বন্ধ করতে হয়। দেখেন যেন ২০-২৫ বছরে কী হয়! আর Common Ideal (এক আদর্শ) চালান লাগে।

জনৈক দাদা—প্রত্যেকের বিবাহ করা কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যোগ্যতা আছে তার করা ভাল। অনেকের বিয়ে না করাই সমীচীন। আর, অনুলোম করতে গেলে প্রথমে সবর্ণ করা চাই, নচেৎ মূল ঝাড়টা নষ্ট হ'য়ে যায়।

শরৎদা—অনেকে বলে বাঙালীরা আর্য্য নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ঢের কয়। আমার মনে হয়, এরাই খাঁটি আর্য্য।

অধ্যাপক—আজকাল কোন দলের বিরুদ্ধে কিছুই বলার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত দলই থাক, সবার অন্তর ধ'রে টান দেওয়া লাগে।

অধ্যাপক—ভাবে না, বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদেরই ভাবিয়ে তোলা লাগবে তাদের। দুই-চারটে ঘুসি-টুসি খাওয়া লাগতে পারে।

একজন ঠাকুর ভোগের জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও! বড় বৌকে দাও!

অধ্যাপক—সাধারণ মানুষকে কি উচ্চস্তরে তোলা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উন্নত হলেন। কিন্তু একা হবে না। "পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে।" পরিবেশকে বাদ দিয়ে একলা কাজ সেরে যেতে পারবেন না। তাই "চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্" হওয়া চাই। আদর্শকে সবার উপরে না রাখলে, যার নীচে রাখব তাঁকে, সেই ঢেকে ফেলবে তাঁকে। কোন প্রবৃত্তি যদি বড় হয়, তাই বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবে আমাকে তাঁর কাছ থেকে। আমি তাতেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকব।

অধ্যাপক—অবস্থার চাপে মানুষ নিমিত্তমাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে তো! করাটা হয়, হওয়াটা পাওয়ায়।

অধ্যাপক—আজ অনেক কিছু পারার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের না পেরে উপায় নেই। বাচ্চাদের ছাড়ার জো নেই। বাচ্চাদের মধ্যে বাঁচতে চাই। যত রকমে বাঁচতে পারি, তার একটাও ছাড়তে চাই না। এর জন্য অনেক কিছু করা লাগে। শুক্রাচার্য্য যেমন শিষ্যকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ুর নলে ঢুকে কানা হয়ে গেলেন। আগেকার পুরোহিতদের তুলনাই হয় না। তাঁদের ছিল আদর্শপ্রাণতা, চলন, চরিত্র, বাস্তব বিপুল জ্ঞান। প্রত্যেকটি পরিবারের প্রত্যেককে সুদক্ষ ক'রে তোলাই ছিল তাঁদের কাজ। পরে অনেক ওছা পুরোহিত হ'লো। ভাঁওতা দিয়ে উদরপূরণই হ'লো তাদের কাজ।

অধ্যাপক—কতকগুলি অনুষ্ঠান সার হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুষ্ঠান বাদ দিলেও হবে না। অঙ্ক পড়াতে গেলে বোর্ড, চক লাগবে, লেখা লাগবে, তা' বাদ দিতে পারবেন না। অনুষ্ঠান মানে যা' করতে যেভাবে যা'-যা' গোছান লাগে, করা লাগে, তা' করা অর্থাৎ অনুস্থান বা পর্য্যায়ী ব্যবস্থাপনা। তবে তা' প্রাণহীন হ'লে হবে না। প্রফেসাররা ঠিক হ'য়ে দাঁড়ালে বাংলা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রফেসর—প্রফেসাররা বিজাতীয় ভাবাপন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের রোধ করা লাগবে। ওদের পায়ের তলায় ফাঁকা। জনাকয়েক যাদের পায়ের তলে মাটি ঠিক আছে, লাগলে দলকে দল ঠিক করতে পারবেন। পাবনায় একজন মুনসেফ ছিলেন, ভদ্রলোক কৃষ্টি, গোত্র ইত্যাদি কথায় চ'টে যেতেন। আমাদের পঞ্চানন সরকার ছিল মুখপোড়া-মতো। সে বলল—আপনি যাঁকে বাবা কন্, সে বাবা যে আপনার তা' কি করে জানেন? ভদ্রলোক তখন চ'টে যেয়েও চুপ। পরে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। গোত্রটা স্বীকার করি না—এই কথা যদি হাত নেড়ে কই, তবে কে দাঁড়ায়?

অধ্যাপক—কৃষ্টির জাগরণের চেষ্টা তো হ'চ্ছে, হয় কই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাত পেতে চাইলে তখনই ভাত পাওয়া যাবে না। আগুন ধরাতে হবে, হাঁড়িতে জল দিতে হবে, চাল দিতে হবে, জলে চাল ফুটবে। তারপর পাব। ভাত চাইলে এখনই ভাত পাব না। করা লাগবে। ভাত হ'তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় অপেক্ষা করা লাগবে।

এরপরে অধ্যাপকদ্বয় বিদায় নিলেন।

কৃষ্ণা নবমীর রাত। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাবধানে যাবেন। টর্চ্চ এনেছেন তো?

ওঁরা বললেন—হ্যাঁ!

এক দাদা আসলেন, তিনি কাঁথির মোক্তার।

তিনি বললেন—কাঁথিতে অনেক public service (জনসেবা) করেছি। কিন্তু মানুষ গড়লো না। সবই ব্যর্থ হ'তে চলল। এখন সৎসঙ্গের একটা আশ্রম যদি ওখানে করা যায়, কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ভাবে সেবা করায় সেবা হয় না। সেবার মূলে আদর্শপ্রাণতা। আমার জীবন যতখানি তাঁতে জীবন্ত, সেইটের জলুস যত জনে-জনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে, ততই জেগে উঠবে সকলে,—বাতির থেকে বাতি যেমন জ্বলে। সেবা ইষ্টানুগ হওয়া চাই। নচেৎ সেবা পেয়েও দৌরাত্ম্য করবে, তাদের কিছু হবে না। চাই আদর্শ, চাই দীক্ষা, দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ান। তখন সবার অন্তরে একটা ফুরফুরে

হাওয়ার মতো বইবে। তখন উপযুক্ত কর্ম্মী হ'লে কিছু গ'ড়ে তুলতে পারবেন। তা' চালাতে পারবেন। নচেৎ হবে না।

উক্ত দাদা—তাহ'লে ওখানে করলে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে পাগল হ'তে হবে। নিজে পাগল না হ'লে কি অন্যকে আদর্শে পাগল ক'রে তোলা যায় ? নিজে আগুন হ'তে হবে, না হ'লে কি মানুষকে জীবন্ত, জ্বলন্ত করা যায় ?

উক্ত দাদা—আমি সৎভাবে চলতে চেষ্টা করি, তাতে মান-সম্মান যথেষ্ট আছে, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে সুবিধা বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থ মানে শুধু টাকাই নয়কো। যে ইষ্টার্থে মানুষ অর্জ্জন করে, সে সব পায়। যেমন বামুনের অর্থ। মানুষই তার সম্পদ।

উক্ত দাদা—আমার তো তেমন সম্পদ কিছু হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবাটা আদর্শের জন্য হয়নি কিনা! নিজের জীবন আদর্শে জীবন্ত যত হবে, তার জলুস যত বিকীর্ণ হবে, ততই permanent asset (স্থায়ী সম্পদ) বাড়বে। এই অর্থের কী মূল্য ? আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু মানুষ যার আপন হয়, তার সম্পদ অতুলনীয়। আপনি কী ?

উক্ত দাদা—কায়স্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা! কায়স্থ কি কম জিনিস ? কায়স্থের বড় বিরাট দায়িত্ব। সেই কাজে লাগলে হয়।

উক্ত দাদা—কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শকে ধরা, করা। মানুষের মঙ্গলের জন্য তা' পরিবেষণ করা সবার মধ্যে। অসৎকে নিরোধ করা। জাতকে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচান।

প্রশ্ন—সঙ্গে ব্যবসা কিছু করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারেন।

উক্ত দাদা—আপনি পরিবেশকে আপন করার কথা বলছেন। অথচ আমার ছোট ভাইয়ের জন্য এত ক'রেও তাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারি না। তাকে নিয়ে একসঙ্গে চলাই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাইকে যে আপনার করা যাবে, তা' নয়। আমার চালচলন যদি এমন হয় যে কেউ আমাকে শ্রদ্ধা না করতে পারলে, তার নিজেরই কষ্ট হয়, তবে সে হয়তো তার ভিতর-দিয়ে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হতে পারে। নিজের জলুস চাই। এমন হওয়া উচিত যে, একজন আমার বিরুদ্ধে গেলে সংসারের আর সবাই তাকে resist (প্রতিরোধ) করবে। বড় ভাই হিসাবে বাবার দায়িত্ব যখন বর্ত্তেছে আপনার

উপর তখন ভাইকে টানাই লাগবে। পরিবারের কর্ত্তার চালচলন এমন হওয়া চাই যে, সবাই তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না। এই শ্রদ্ধার পরখ হ'লো তার স্বার্থের অপলাপী কোন কথা, চালচলন বা রকম কারও মধ্যে দেখলে আর সবাই তা' resist (নিরোধ) করবে। ভাই নিজে পৃথক হ'য়ে গেলে আপনি আর কী করবেন? কিন্তু আপনি পৃথক ক'রে দেবেন না।

উক্ত দাদা—বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের স্মৃতিরক্ষার্থে একটা কাজ শুরু করেছি। পারব তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবেন না কি? ধরেছি তো শেষ করবই, এমন ভাব থাকা চাই।

উক্ত দাদা—আমি টাকা প্রতি দুই পয়সা রাখি, আর কী সৎকাজ করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে খুব ভাল। কিন্তু লক্ষ্মীর কৌটা জানেন তো? তাতে যদি টাকা প্রতি চার আনা তুলে রাখতে পারেন, তাহলে খুব ভাল হয়। সেটা আবার সাংসারিক স্থায়ী উন্নতির জন্য লাভজনকভাবে খরচ করবেন। ছেলের পড়ার জন্য খরচ করলেন তা' নয়। হয়তো জমি কিনলেন, কি বাড়ী করলেন, কি কোন ভাল ব্যবসায় খাটালেন। অবশ্য, তা' করা ভাল না—যা' নিজে দেখা যায় না এবং না দেখলে নষ্ট হ'য়ে যায়।

দাদাটি তৃপ্ত হয়ে বিদায় নিলেন।

তারপর রামানন্দ পাণ্ডাজী আসলেন।

পাণ্ডাজী পাগলুদার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটু ভাল।

পাণ্ডাজী—আপনি যদি বলেন তবে পাগলুবাবুর জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করান যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা ভাল। কত মন্ত্র জপ করতে হয়? কত লাগে?

পাণ্ডাজী—একুশ হাজার জপ করালে হয়। হাজার প্রতি আড়াই টাকা লাগে। সেই সঙ্গে একটি সুপারি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সুরেন শূরদাকে ডেকে বাহান্ন টাকা আট আনা ও একটা সুপারি দিতে বললেন।

সুরেনদা টাকা ও একটি সুপারি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে টাকা ও সুপারি পাণ্ডাজীকে দিলেন।

পরে হাত ধুয়ে ফেললেন।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল—চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব প্রমুখের জীবনে ভগবানলাভের জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা, আপনার কি তেমন কখনো হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মূর্খ ছিলাম। আমার হিসাব-নিকাশ ছিল না। কী হবে, কী পাব নে, কী চাই, এ-সব কোন বুদ্ধি ছিল না। করতাম, আনন্দ পেতাম, কেন, কিসের জন্য, কী করছি অতোশতো বুঝতাম না। আমি যা' কিছু বলি নিজের অনুভবের উপর দাঁড়িয়ে। তোমরাও কর, তোমরাও পারবে। ইষ্টের প্রতি টানে জপধ্যান ও ভজনে বাস্তব করণে মস্তিষ্কের সবগুলি কেন্দ্র, সবগুলি কোষ যখন একমুখী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন কত রকমারি দর্শন-শ্রবণ ও উপলব্ধি যে হয় তার শেষ নাই। তখন প্রত্যক্ষ করা যায় ইষ্টছাড়া, সচ্চিদানন্দ ছাড়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নাই। সবকিছু যুগপৎ বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই ঋষিরা শুধু মন্ত্রদ্রষ্টা নন, তাঁরা সর্ব্বদর্শী, আর সে দর্শন অপরোক্ষ।

৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১৭।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে দুখানি চিঠির বয়ান বলে গেলেন। প্রফুল্ল লিখে নিল।

পরমকল্যাণবরেষু,

কানু!

বাবা আমার!

লক্ষ্মী আমার!

কেষ্টদার কাছে শুনলাম, তোমার বাবার নাকি মাঝে-মাঝে রাত্রে একটা-দুটোর সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে দম আটকানোর মতো হয়। পাগলুর জন্য তার মানসিক অবস্থাও খারাপ। তাকে ডাক্তার জে সি গুপ্ত বা অন্য কোন হার্ট-এক্সপার্টকে দিয়ে কার্ডিওগ্রাফ ক'রে অনতিবিলম্বেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। আর কার্ডিওগ্রাফ ক'রে সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার বিধান রায়কে যদি ভাল ক'রে দেখাতে পার—সব অবস্থার কথা তাঁকে বলে বুঝিয়ে—তা'হলে খুবই ভাল হয়।

আমি এখানে দুশ্চিন্তার দাপটে জর্জ্জরিত। স্নায়ুগুলি যেন সব শিথিল হ'য়ে গেছে। এতটুকু সামান্য সাড়াও যেন একটা বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি করে। শুধরে নেওয়ার ফুরসুতই পাচ্ছি না। শুনেছি, তোমার শরীরও খুব খারাপ, তথাপি বলি—ওখানে গোকুল আছে, এবং নরেনদা, তারক ইত্যাদিও আছে, তাদের সাহায্য নিয়ে যেমন ক'রে পার, সুষ্ঠুভাবে বিহিত চিকিৎসায় তোমার বাবার ঐ দোষ অর্থাৎ দম বন্ধের ভাব যদি আরোগ্য ক'রে তুলতে পার, আমি বড় খুশী হব।

তুমি একটুও ত্রুটি ক'রো না এর ব্যবস্থা করতে। আর আমার এ চিঠি গোকুল, নরেনদা, তারক ইত্যাদিও দেখিও। পয়সা-কড়ি যা' লাগে খরচ করতে ত্রুটি

ক'রো না। হাতে যদি না থাকে, কোনরকমে কাজ চালিয়ে আমাকে লিখো—আমি চেষ্টা করব পাঠাতে।

তুমি নিজেও তোমার শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য যথাবিহিত যা' করার তা' করতে ত্রুটি ক'রো না। এখানকার ট্রাঙ্ককলে কাল রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খবর পেয়েছি—পাগলু খুব ভাল আছে, জ্বর বাড়েনি, অনেক কথাবার্তা কয়েছে, হেসেছে, বাহ্যেপ্রস্রাবও খুব ভাল—প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু আজ আবার বিকালে রিপোর্ট পেলাম—আবার নাকি রাত্রে তার জ্বর বেড়েছিল, কমে ১০১ পর্য্যন্ত হয়েছে। উঠেছিল ৪ পর্য্যন্ত, আর সমস্ত অবস্থা নাকি ভাল।

ঐ জ্বরের কথা শুনে আমি আবার উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি। সর্বদিক দিয়ে স্থায়ী সুস্থ সংবাদ পেলে তবে হয়তো একটু সোয়াস্তি পেতে পারি।

তোমার বাবার যদি ওখানে একলা থাকতে কষ্ট হয় আর সম্ভব হয় যদি এখানে আসা, তাও ভাল, কিন্তু যথাবিহিতভাবে ডাক্তারকে দেখিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে। তার আমার কাছে আমার কথা ভাবতে যদিও আমার ভাল লাগে, তবু আমি এমনি আতঙ্কগ্রস্ত, ভয় কিছুতেই যেন ছাড়ে না আমাকে।

খুকি কেমন আছে? বাসার আর আর সকলে কেমন আছে? পাগলুর ভাল খবর জানালে খুশী হব। তোমার বাবাকে কিন্তু দেখানই চাই ভালভাবে, আর তা' করাই চাই যাতে সে সুস্থ থাকে।

আমার স্নেহভরা আন্তরিক 'রা' জেনো ও আর সকলকে দিও।

ইতি

আঃ

তোমার

"জ্যাঠামশায়"

পুঃ—খেপুর এখানে ঐ-রকম হয়েছিল। তখন প্যারী দুপুরে ভাত খেয়ে শোবার আগে কার্ডিওফাইলিন একটি ট্যাবলেট এবং রাত্রে খেয়ে শোবার আগে একটা ট্যাবলেট খাবার ব্যবস্থা দিয়েছিল এবং তাতে খেপুর ঐ অবস্থা সেরে গিয়েছিল। প্যারী বলছে কার্ডিওফাইলিন খেলে ঐ অবস্থা সেরে যাবেই। ওষুধপত্র খায় কিনা সব সময় নজর রেখো, তদ্বির ক'রো।

—

কিশোরীদা!

কেষ্টদার কাছে শুনলাম, খেপুর নাকি রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শ্বাসকষ্টের মতো হয়। আপনি যদি দয়া করে ডাঃ জে সি গুপ্ত বা অন্য কোন ভাল এক্সপার্টকে

দেখিয়ে কার্ডিওগ্রাফ ক'রে ডাক্তার বিধান রায়কে দেখিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে যথাবিহিত ওষুধপত্র ব্যবস্থা ক'রে দেন, তাহ'লে নিতান্তই খুশী হব।

উৎকণ্ঠা উৎকণ্ঠাকেই ডেকে আনে। দুনিয়ায় বোধহয় আমার পাওনা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক। তাতেই বিধ্বস্ত হ'য়ে চলেছি। আপনি দয়া ক'রে খেপুর চিকিৎসার একটা সুব্যবস্থা করলে খুশী হব। বিধান রায়কে না পেলে অন্য কোন ভাল ডাক্তারকে দেখালেও মন্দ হয় না। পাগলুর অবস্থা খুবই ভাল শুনেছিলাম কাল রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত। ডাক্তারও বলেছিলেন ভয় নেই। কিন্তু আজ আবার কলকাতার ট্রাঙ্ক-কলের রিপোর্ট যা এখানে পাঠিয়েছে তাতে দেখলাম, রাত্রি নয়টার পর থেকে টেম্পারেচার বেড়ে ১০৪ হয়েছে। আবার বেলা ১১ টায় ১০১ হয়েছে, অন্যান্য অবস্থা ভালই। এ শুনে আমার অবস্থা তেমনি উৎকণ্ঠাবিজড়িত হ'য়ে উঠল।

যতক্ষণ তার ভাল সংবাদ না পাচ্ছি, ততক্ষণ আর সোয়াস্তি পাচ্ছি না। পাগলুর ভাল খবর জানা মাত্রই আমাকে জানালে সুখী হব, যদিও স্মরজিৎ এখানে ট্রাঙ্ককল ও টেলিগ্রাম ইত্যাদিতে সংবাদ নিয়ে সব সময় আমাদের সোয়াস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত আছে।

আপনার বাড়ীর সবাই ভাল আছে তো ? আপনার শরীর ভাল তো ? খেপুর বাসার সবাই ভাল আছে তো ?

আমার আন্তরিক 'রা' জানবেন, আর সবাইকে জানাবেন।

ইতি
আঃ
দীন
"আমি"

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। আজ কৃষ্ণা দশমী। হঠাৎ আলো নিভে গেছে। চারিদিকে অন্ধকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের কাছে দুঃখ ক'রে বললেন—একটা জমি আপনারা এতদিনে করতে পারলেন না। অথচ টাকা একধামা খরচ হয়ে গেল। আমাদের আর একটা আছে। একজন যখন একটা কাজ করে, আর পাঁচ জন যে তাকে সাহায্য করবে তা করে না। বরং হাত গুটিয়ে থাকে, পাছটান মারে। ভুলভ্রান্তি তো মানুষমাত্রেরই আছে, কিন্তু সাহায্য না ক'রে, কেবল সমালোচনাই করে।

রাত্রি প্রায় সওয়া নটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—বসে থাকতে-থাকতে একটা কল্পনা আসলো—একটা কালো বাঘ আসলো, তাকে চিৎ ক'রে ফেলে—দু'হাত

দিয়ে তার দু পা ধ'রে আছি। কী ব্যাপার? এমনতর কল্পনা হলো কেন?

ননীদা—চারিদিকে বিপদ-আপদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদিকে একটা শব্দ শুনে তা' থেকে বোধহয় কী মনে জাগলো! মনের যে কতরকম খেলা!

এরপর দুটি বাণী দিয়ে, নরেন মিত্রদার কাছে পূজনীয় খেপুদার চিকিৎসা বিষয়ে একখানি চিঠির শ্রুতলিখন দিলেন—কানুদা ও কিশোরীদার কাছে যেমন লিখেছেন তেমনতরই।

১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৮।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। পাগলুদার খারাপ খবর পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তিত।

সুরেনদা (বিশ্বাস) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সদাচারের নামে অস্পৃশ্যতা জিনিসটা তো আমাদের এখানে বেড়ে যাচ্ছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যদি ঠিকমত চল, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। স্পৃশ্যতা, অস্পৃশ্যতা কথা নয়। কথা হ'চ্ছে যথানীতি চলা। যথানীতি যদি চল, সেইটেই চারাবে। তোমাদের মধ্যে leader (নেতা) থাকলে এরই মধ্যে সত্যি জিনিসটা কতখানি চারিয়ে যেত। একটা মুচি গরু ছুলে, এসে হাত ধুয়ে খেতে দিল। তাও যেমন খাওয়া চলে না, আবার বামুনের সর্দ্দি হয়েছে, কেবলই নাক ঝাড়ছে, তার হাতেও তখন খাওয়া চলে না।

সুরেনদা—সর্দ্দিওয়ালা বামুনের হাতে তো চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-চলাটা তো ঠিক চলা না।

সুরেনদা—সংস্কৃত বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরস্পরের হাতে খেতে পারে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোর ক'রে কেউ কাউকে খাওয়াতে পারবে না। তোমার যদি সব দেখে-শুনে প্রবৃত্তি হয়, নিজে থেকে আগ্রহ ক'রে যদি চাও, না দিলে ক্ষুণ্ণ হও, দিতে পারে। পুণ্য সাহা যেমন পৈতে নিয়েছে। তাই বলে সে বলতে পারে না—আমার হাতে তোমায় খেতে হবে।

সুরেনদা—একজন যদি দ্বিজ-সংস্কারী না হয়, অথচ সদাচারী হয়, তার হাতে খাওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সদাচারী হ'লেও তার হাতে খাও যদি, অসংস্কৃতিকে সমর্থন করা হয়। সন্ন্যাসী যদি হও, ওর বাইরে চ'লে গেলে, কিন্তু সন্ন্যাসী মানেও সতে

ন্যস্ত—অর্থাৎ বিহিত আচার নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত পালেই সে। গৃহী হ'লেও মানাই চাই।

সুরেনদা—আপনি তো আমাকে প্রাজাপত্য ক'রে উপনয়ন নেবার কথা বলেছেন, আমি সন্ন্যাসী না গৃহী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার প্রাজাপত্য ক'রে পৈতে নেওয়াই উচিত। গৃহী বা সন্ন্যাসী কি তুমি পরে দেখা যাবে। For the sake of humanity and for the sake of self (মানবজাতির জন্য এবং তোমার নিজের জন্য) এটাই করাই উচিত। এতদিন এক-একটা ক'রে ফেললে হয়ে যেত।

শরৎদা—ব্রাহ্মণ-শিষ্য ক্ষত্রিয়-গুরুর পদরজঃ গ্রহণ করতে পারে? মা যেমন হুজুর মহারাজেরটা নিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তিনি নিজে দিতেন না। জানতেনও না তিনি। তিনি যে পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন, সেখানকার রজঃ তাঁর সেবক অনেক সময় তুলে দিতেন।

শরৎদা—শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃ কি ব্রাহ্মণ নিতে পারত না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণের sanction (সমর্থন) ছিল না। তবে যদি কেউ নেয় তিনি কী করবেন? তিনি দিতে চাইতেন না। তাই আরও বেশি নিতে চাইত। ভগবান হিসাবে, গুরু হিসাবে লোকে নিতে পারে।

শরৎদা—উচ্চবর্ণ কেউ যদি আমাকে জোর ক'রে প্রণাম করে সে ক্ষেত্রে কী করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যদি দেন, তখে inferiority (হীনম্মন্যতা) হবে। আপনার অজ্ঞাতে অন্যভাবে যদি করে, তবে তার উপর আপনার হাত কি?

যতীনদা (দাস)—নিম্নবর্ণ কোন মহাপুরুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তাঁর পদধূলি উচ্চবর্ণ কেউ নেয়, সেই উচ্চবর্ণের সন্তানের দোষ হবে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার দোষ কী হবে? সে তো গুরু ভেবে নেয়। রুহিদাসের পদধূলি কত বামুন নিতে চাইত, কিন্তু এঁদের বৈশিষ্ট্য এমন যে এরা কখনও নিতে দেন না।

যতীনদা—উচ্চবর্ণ যদি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে চায়—পা না ছুঁয়ে, সে অবস্থায় কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো তার নমস্য, তাকে প্রণাম করতে দেয়ই না। শ্রেষ্ঠ যে তাঁর সঙ্গে এক আসনে বসতে পর্য্যন্ত চায় না। মধু খ্যাপাকে দেখেছি বামুনকে কতখানি শ্রদ্ধা করত। বড় যে হয়, সে বড়র সম্মান দিতেই জানে।

শরৎদা—আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক সদাচার, তিনটের মধ্যে প্রধান কোন্‌টা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তিনটে দিয়েই একটা।

সুরেনদা—খুব কম মানুষের মধ্যেই তো এই তিনটে দেখা যায়। অথচ তথাকথিত বিপ্রের হাতে তো আমরা খাই, কিন্তু তার ভিতর যে এই তিনটে দিক আছে, তা' বুঝব কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা তো মুশকিল। সেইজন্য তো বলে, অজ্ঞাতকুলশীল কারও হাতে খাবে না। কুল এবং শীল দুটোই জানতে হয়। আমার যে কাকে দিয়ে ওরা কী করায় তার ঠিক নেই, ওটা আমার পছন্দ হয় না। একজনকে হয়তো সুপুরি, জল বা তামাক দিতে বললাম, আর একজন দিল, তা' আমার ভাল লাগে না। তুমি হয়তো বাতাস করছ, আর একজন নতুন লোকের হাতে পাখা দিয়ে উঠে গেলে। তা' আমার ভাল লাগে না।

সুরেনদা—সেবা করা, জল, সুপারি ইত্যাদি দেওয়া—কে করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের মধ্যে যে কেউ করতে পারে। তবে যখন যে করবে, সে একহাতে করবে।

সুরেনদা যতি-আশ্রমের ঘরে ঢোকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশেষ কেউ ঘরে না ঢোকাই তো ভাল। প্রফুল্লকেই তো ঢুকতে দিইনি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আমাকে যেমন ঠাকুর বলেছেন—বিশেষ প্রয়োজন হলে কেউ ঢুকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরণের (মুখাজ্জী) রকমটা আমার খুব ভাল লাগে। কেষ্টদাকে যেভাবে রান্না করে খাওয়ায়, তা' দেখে আমার শিবাজী, রামদাস, আনন্দ, বুদ্ধ প্রমুখের কথা মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। এমন সময় কয়েকজন আসলেন। আগন্তুকদের মধ্যে একজন ডি গুপ্তর নাতি আর একজন বড়াল-বাংলোর মালিকের আত্মীয়।

ডি গুপ্তর আরক সম্বন্ধে কথা উঠলো।

তারপর পাবনা আশ্রম সম্বন্ধে কথা ওঠায়, সুশীলদা (বসু) সব বললেন।

ওঁরা বললেন—আমরা অন্যের কথাবার্তার ব্যাঘাত করছি, এতলোক অপেক্ষা করছেন। এইবার উঠি।

সুশীলদা—তা কেন? বসুন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বললেন—আপনাদের দেখা পেলাম, এই আমার ভাগ্য।

এরপর ওঁরা একটু সময় বসলেন, তারপর প্রণাম করে উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে এসে চেয়ারে বসলেন।

আজ হরেনদা (বসু)-র স্ত্রী বহুদিন পরে এসেছেন।

সেই কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর মফিজ পাগলের কথা বললেন—সে বলতো, ঠাকুর-ভাই, মেয়েমানুষের কাছে যেও না—ওরা আড়ালে টেনে নিয়ে কাজ সেরে ছেড়ে দিতে চায়। ওদের দিকে বেশী মন দেওয়াই ভাল না।

—ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন।

তারপর বললেন—পাগল হ'লেও ও ছিল ভাল। মাকে খুব ভালবাসত। একবার চাকীদের বারান্দায় কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়েছিল। একটা শিয়াল এসে ওর পা কামড়ে দিয়েছিল। ওর একটা ধরণ ছিল। ভালমন্দ যা'ই ঘটুক, তাকেই যেন ও একটা মজার ব্যাপার হিসাবে মনে করত।

কেষ্টদা—সে নাকি বলত, গরুমানুষ, কুকুরমানুষ, ইত্যাদি।

সুরেনদা—এর মানে কি মানুষই এক সময় কুকুর ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই কুকুর তাদের মতো ক'রে মানুষ বই আর কি? মানুষের মতো সব। আমাদেরও কাম-ক্রোধ-লোভ আছে। প্রবৃত্তি-অনুপাতিক বিবেচনা আমাদের আছে, ওদেরও আছে। বাইরের যে পার্থক্য, সে কি মানুষে-মানুষে কম। এস্কিমো ও সভ্য মানুষে কত তফাৎ!

সুরেনদা—মানুষকে তো কয় বিচারশীল জীব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচার-বিবেচনা ওদের মতো ক'রে ওদেরও আছে। রাস্তায় যেতে যেতে ওরা একটা জায়গায় হয়তো দাঁড়িয়ে ভাবে, ওদিকে যাই, না এদিক যাই! ভেবে স্থির করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

প্রফুল্ল একটি বাণী সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—অনেকে দেখা যায় অনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু খুব কর্ম্মঠ ও উৎসাহী। সুকেন্দ্রিক না হওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষকে ঐভাবে মাতাতে পারে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তাদের প্রবৃত্তিতে আগ্রহ প্রবল। তারা খাটে, করে। অন্যের মধ্যে infuse (সঞ্চারিত) করে। আর দাঁড়ায়ও ঐভাবে। কিন্তু স্থায়ী কিছু ক'রে উঠতে পারে না। সে জিনিস টেঁকে না।

প্রফুল্ল—একজন হয়তো নিজে ইষ্টে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত হ'তে প্রয়াসশীল, কিন্তু বিশেষ কর্ম্মঠ ও শক্তিমান নয়। সেও তো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি ছোট পরিবেশ নিয়েও চলে, তাকেই সুস্থ ক'রে তোলে। ছোটর মধ্যে সে যা' করে তার তুলনা হয় না।

শরৎদা রিসলি সাহেবের প্রসঙ্গ তুলে বাঙ্গালীরা আর্য্য কিনা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরা আর্য্যই। তবে আচার-নিয়মের মধ্যে বহু ত্রুটি ঢুকে গেছে।

শরৎদা—হনুমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমান দ্রাবিড় ব'লেই মনে হয়।

শরৎদা—হনুমানের বাড়ীঘরের খোঁজ নিতে তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামচন্দ্রই তার বাড়ীঘর। সে রামচন্দ্র ছাড়া কিছুই জানত না।

সুরেনদা—আচ্ছা, অনেকে দেশের কাজের জন্য কষ্ট করে, সে-কষ্ট করাটা আসে কিসের জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর পিছনেও অর্থ, নাম, যশ, প্রভুত্ব, ইত্যাদির প্রলোভন থাকে বহুক্ষেত্রে। ভাল ক'রে দেখলে বোঝা যায়।

শরৎদা—ওর মধ্যেও তো খাঁটি লোক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী, ইত্যাদির কথা যা শুনেছি, ভাল লাগে।

শরৎদা—বাহবার প্রলোভন তো আমাদেরও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটাও প্রবৃত্তি। তবে যতজনে যত বাহবা দিক, তাঁর (ইষ্টের) তৃপ্তি না হ'লে আমার তৃপ্তি নেই, এবং তিনি খুশী হ'য়ে বাহবা দিলে আমার পেট ভ'রে যায়। এমনতর হ'লে সেটা ভাল। সেটা সাত্ত্বিক জিনিস।

শরৎদা—আমি হয়তো এমনি ননীদার জন্য কিছু করি না। কিন্তু আপনাকে দেখিয়ে তাঁর জন্য হয়তো করি। তিনি আমার কাছে চাইলেন, আমি দিলাম না। আপনি তাঁর জন্য চাইলেন, তখন আপনার বাহবার লোভে দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ desire (চাহিদা) নিয়ে চলে অনেক সময়। আমাকে ঐ চাহিদা পূরণের যন্ত্র ক'রে নিয়ে চলতে চায়। ঐ রকম চলার মধ্যে খুঁত আছে, তার মানে, আমি ঠাকুরে কেন্দ্রায়িত নইকো। আমার ঠাকুরকে আমি আমার প্রবৃত্তি-পূরণের ইন্ধন ক'রে নিয়ে চলতে চাই। এককথায়, ঠাকুর আমার মধ্যে জীবন্ত ন'ন।

প্যারীদা (নন্দী)—সুরেনদা আমার কাছে পাঁচটা টাকা চাইলেন, তাঁকে দিলাম না। আপনি তাঁর জন্য যখন চাইলেন, তখন দিলাম, এতে দোষ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমি তোমার মধ্যে জীবন্ত নই। আমি তোমার প্রবৃত্তি-পূরণের ইন্ধন। আমি কষ্ট ক'রে তোমাকে বলব, তবে তুমি দেবে। আমার উপর টান থাকলে, তুমি সুরেন যখন প্রয়োজনপীড়িত হ'য়ে চাইল, সামর্থ্য থাকলে তখন তাকে না দিয়ে পারতে না। এই বোধের থেকেই সুরেনকে দিতে যে তার সত্তারূপে পরমসত্তাও বিদ্যমান। ঠাকুরকে ভালবাসা মানেই নিজের ও সবার সত্তাকে ভালবাসা

ও পুষ্ট করা। যা-কিছু করবে, করবে আমার প্রীত্যর্থে। আমাকে বা লোককে দেখিয়ে করবার বুদ্ধি যদি হয়, তবে বুঝতে হবে আমাকে তুমি ভালবাসনি। আমার সম্বন্ধে কোন বোধ বা দরদ তোমার গজায়নি। তাই, আমার চলনও তোমার চরিত্রে ফুটে উঠছে কম। যে পরমপিতাকে ভালবাসে, তার প্রতিটি নিঃশ্বাসও অজ্ঞাতসারে সবার কল্যাণ করে। কারণ, পরমপিতা চান প্রত্যেকের সাত্বত কল্যাণ। আগে আশ্রমে এমন পারস্পরিকতা ছিল যে কাউকে বলা লাগতো না। অনেকের স্বতঃ-উৎসারিত সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ দেখে 'ব্র্যাভো' কথাটা বেরিয়ে পড়ত মুখ দিয়ে। শরীরে শক্তি, মনে বল পেতাম। আগে কারও অসুখ বা বিপদ-আপদ হ'লে অনেকে তাদের শক্তি, সামর্থ্য অর্থ নিয়ে তার পিছনে দাঁড়াতো। প্রত্যেকে কেমন বল বোধ করতো। শরৎদার এইটে যে মাথায় ধরেছে, এতেও আমি সুখী। মানে আত্মবিশ্লেষণ আছে। আমি নানাভাবেই এ-কথাটা বলি। যখন মানুষের জন্য এইরকম বোধ ও সেবা জাগে, তখন সত্যিকার আত্মপ্রসাদ জিনিসটা আসে। আমার ঠাকুর যেন তখন আমার ভিতরে জেগে থাকেন—আমার বিকশিত হৃৎপদ্মে—শান্তিতে, সুখে, হর্ষে। আমার স্বতঃ-উৎসারিত ইষ্টপ্রাণ সেবা নন্দিত করে তাঁকে নিত্যনিয়ত। তৃপ্তি পাই আমরা। তৃপ্তি পায় পরিবেশ। তখন জীবনটা যেন আনন্দে ফুটে ওঠে। এতে আত্মপ্রসাদ হয়, কিন্তু সেবার অহং আসে না। শক্তি আসে, সংহতি আসে, আসে সম্বর্দ্ধনা। ছোট্ট স্বার্থ ছুটে গেলে পরে দেখবে, এক ঝাঁকিতে কত যোজন পেরিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল—অনেকে মানুষকে শোষণ করতে চায়। কিন্তু করে না কারও জন্য কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তুমিই তাকে চেপে ধরবে যে কাল তুমি নিলে, আজ একে দাও। মানুষের জন্য করবে না কেন? তখন কথাও বেরোয় তেমনি। তাতে মানুষ প্রবুদ্ধ হয়। কয়জন ঠিক হলেই এক ঠেলায় হ'য়ে যায়। যতি ক'জন করলেই হয়। আগে তো বাবার 'পর দিয়ে চলতাম। প্রণামী-ট্রণামী নিতাম না। কোন প্রত্যাশা ছিল না। তবু ঐ-রকম করাটা দেখলে বল আসতো। আপনাদেরও দেখবেন খুব বল আসবে যদি নিজেরা অপরের জন্য করেন এবং অপরেও ঐ-রকম করে ইষ্টার্থে।

সুরেনদা—কুষ্ঠিয়া উৎসবের সময় নাকি কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন—খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে পুরীতে গিয়ে ঘটেছিল। একদিন খড়ম পায় দিয়ে চ'লে গিয়েছিলাম একদিক।

পূর্ব্বের আলোচনার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দান, সেবা সবটাই

ইষ্টপ্রাণ হওয়া উচিত। তার মধ্যে ঠাকুর থাকা চাই—ঠাকুর খুশী হবেন—ঠাকুরের স্বার্থ পরিপূরিত হবে। তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ঠাকুরের সর্ব্বনাশ করল—তাহ'লে কিন্তু গোল ঢুকে যাবে।

প্যারীদা—প্রত্যেককে আমার ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ভেবেই তো সেবা করা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় ঐ কথা ভাবা সবার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত নাও হতে পারে। ওটা পরে স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে ইষ্টানুরাগের সার্থক পরিণতি হিসাবে। ভাবতে হয়, আমার ভিতর ঠাকুর আছেন—তাঁর traits (গুণাবলী) আছে, তিনি জীবন্ত আছেন। এই মানুষটি প্রয়োজনপীড়িত, এর জন্য না করলে অন্তরের ঠাকুর আমার উপোসী থাকবেন। আবার, এভাবেও হয়—আমার ঠাকুর প্রত্যেকের কষ্টে ব্যথিত হন, প্রত্যেকের সেবা করেন, আমি যদি এর জন্য না করি, ঠাকুরের কষ্ট বাড়বে। তাই, এর জন্য করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। তার ভিতর-দিয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবা সত্যিকার হ'য়ে উঠবে। অর্থাৎ সম্বোধি নিয়ে জেগে উঠবে।

শরৎদা—প্রথম সমুদ্রদর্শনে আপনার কেমন বোধ হয়েছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুলিয়ে যাবার মতো বোধ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল সমুদ্রের কাছে গেলে বাঁচব নানে। মা নিয়ে গেল যখন, তখন অমন হ'লো না। মা যেন আমার অক্ষয় কবচ ছিল।

একটু থেমে আবার বললেন—আমার অনেক সময় বিরাট ফাঁকার দিকে চেয়ে যেন কথা আসে না। সেদিকে পিছন ফিরে তবে কথা বলতে পারি।

২রা কার্ত্তিক, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৯। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে চট্টগ্রামের কর্ম্মী যতীন দত্তদাকে বললেন—আমি বলি, নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য যেন না হয়। ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী)-কে বাড়ী নিয়ে যাওয়া লাগে। একসঙ্গে ওঠাবসা করা লাগে, কথাবার্ত্তা বলা লাগে, সেবায় সন্তুষ্ট করা লাগে, adjust (মিটমাট) ক'রে ফেলা লাগে। কাউকে বাদ দিলে তো চলবে না। আমার একটা হাত যদি বিকল হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমারই ক্ষতি। দ্বন্দ্ববিরোধের ফলে কা'রও মন যদি ভেঙ্গে যায়, তার জলুস যদি ক'মে যায়, তাতে আমারই শক্তি ক'মে গেল।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২০। ১০। ১৯৪৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসে আছেন। পাগলুদার একটু ভাল খবর পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একখানা নূতন চৌকী করা হয়েছে। তিনি বললেন—আজ ভাল খবর, নূতন চৌকীখানা ব্যবহার করব। চৌকীখানা যেমন ভাল হয়েছে, তাতে ব্যবহার করতে পারব কিনা কি জানি!

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আপনার জন্য হয়েছে। পারবেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল জিনিস ভোগ করতে ভাল মন লাগে তো!

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আইনস্টাইনের কথা তুললেন।

প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আলো বাস্তব জিনিস, আলো বাঁকান যায়। কোয়ান্টা ছোটে, অন্য কোয়ান্টার ছোটায় সেটার গতি বদলে দেয়। কোয়ান্টা ঝাঁকি মেরে ছোটে inter-electronic space (আন্তঃ ইলেকট্রনিক স্থান)-এর ভিতর-দিয়ে। প্রত্যেক ইলেকট্রন থেকেও ছোটে, কিন্তু সমান বেগে নয়। ওরও গতি বেঁকিয়ে দেওয়া যায়। সব নিউক্লিয়াস (পরমাণু কেন্দ্রস্থ পদার্থ) যে positively charged (ধনাত্মকভাবে আহিত) তা নয়, negatively charged (ঋণাত্মকভাবে আহিত) নিউক্লিয়াসও আছে ব'লে আমার মনে হয়।

কেষ্টদা—আইনস্টাইন বলেছেন, Island universe (দ্বীপ বিশ্ব)-গুলি এই বিশ্বের মধ্যে নড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই রকম কথা আমার ঢের বলা আছে।

কেষ্টদা—কিভাবে বলতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঐ তো সম্বল। দেখে-দেখে বলতাম।

কেষ্টদা—দেখাটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখাটা কেমনতর! চোখ বুঁজে দেখেন না। সেই রকম। তারার ভিতর কত cluster (গুচ্ছ) আছে। কত কেমন, সে সব দেখা যায়। এখন পারার জো নেই, নার্ভের অবস্থা যা।

কেষ্টদা—আবার পরিবেশ সৃষ্টি হ'লে যেমন-যেমন প্রয়োজন, বের হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি!

কেষ্টদা—আইনস্টাইন বলেছেন, একই force (বল) যদি বিভিন্ন body-তে (পদার্থে) দেওয়া যায়, mass (ভর) অনুযায়ী গতি হবে। নিউটন যে বলেছেন সবগুলির সমান গতি হবে, তা ঠিক নয়। এটা নিউটনের একটা ফাঁকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এদিকে একটা solar system (সৌর জগৎ), ওদিকে একটা solar system (সৌর জগৎ)। এর মাঝে একটা neutral zone (নিরপেক্ষ এলাকা) থাকে। সেখানে থাকলে এও টানে, ও-ও টানে। আগে কত কথা কইতাম। Mathematically (গাণিতিকভাবে) ক'তাম না তো!

Visually (দেখে) ক'তাম।

কেষ্টদা—Spiral motion (শৃঙ্খল গতি)-এর কথা কইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি কইতাম। কত শব্দ আবিষ্কার করতাম। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় এগুলি হ'লো কিভাবে?

কেষ্টদা—কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেসব কথা কই-টই।

শরৎদা—ভজন-টজনের ভিতর-দিয়ে চাক্ষুষভাবে দেখে বলেন কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ওটা actual (বাস্তব) what I feel (যা' আমি বাস্তবে বোধ করি)।

কেষ্টদা—এমন হয়, মস্তিষ্ককোষ তার সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অংশ দর্শন করে। একটা অণুর উপর চ'ড়ে তাকে অধিগত ক'রে তার ভিতরকার চিত্র যেন উদ্ঘাটিত করা হচ্ছে। এই সূক্ষ্ম অনুভূতির যেন শেষ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Island (দ্বীপ)-এর কথা যে বলেছেন আমারও ঐ-রকম মনে হয়। ওর মধ্যে এক-একটা cluster (গুচ্ছ) যেন আছে। আমার আলাদা ভাষা আছে। আপনারা বিজ্ঞানের সঙ্গে ওয়াকিবহাল। আমাকে উদ্দীপ্ত ক'রে নিয়ে আমার কাছে ধরতে যদি পারেন, তাহ'লে এখনও হয়তো হয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Gravity (অভিকর্ষ) টানবেই—তা চিৎ হয়েই থাকি, কাত হয়েই থাকি, আর যাই করি। Gravity (অভিকর্ষ) না থাকলে শরীরটা উঠে যেত। আবার, মাটির resistance (বাধা) থাকায় বালিসটা যেখানে আছে, সেখানেই আছে, মাটিতে গেড়ে যায়নি।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যূঁই মা (সেন), রেণু মা (মুখাজ্জী) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

যূঁই মা—আপনি যে মানদণ্ডের কথা বলেন, সাধারণ মানুষকে কি সেই স্তরে ওঠান সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেতা থাকলেই হয়। জনসাধারণও অভ্যস্ত হয়। তাদের অবশ্য ঐ-রকম মাথা হয় না। আমাদের পূর্ব্বেকার বহু জিনিস যেমন সংস্কারের মধ্যে ঢুকে গেছে। নেতার আবার চরিত্র না থাকলে হয় না।

শৈলেনদা—Leader (নেতা) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Character (চরিত্র)-ওয়ালা active (কর্ম্মঠ) লোক with specific leading capacity and traits (যাদের বিশিষ্ট পরিচালনী শক্তি ও গুণ আছে)।

শৈলেনদা—Leader (নেতা) থাকলেই তো mass (জনসাধারণ) integrated (সংহত) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Leader (নেতা) থাকলে integrated (সংহত) হয়ই। Magic wand (যাদুদণ্ড) থাকে তার হাতে, চোখে, নাকে, কানে, মুখে। Leader (নেতা) যে সে নিজেকে কখনও প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। সে চায় আদর্শের প্রতিষ্ঠা। নিজের প্রতিষ্ঠাবুদ্ধি damn বা demon disqualification of leadership (নেতৃত্বের পক্ষে অভিশপ্ত বা শাতনী অযোগ্যতা)।

শৈলেনদা—Political life-এ (রাজনৈতিক জীবনে) তো এ আদর্শ দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব জীবনেই এটা খাটে। তুমিই তেমন হ'য়ে ওঠ না। চরিত্র নিয়ে দাঁড়াও, দেখ কী ক'রে ফেলতে পার। আদর্শ থাকলে সবই সম্ভব হয়। শিবাজীর কথা ভেবে দেখ না।

শৈলেনদা—নেতায় জনগণ সংহত হ'লে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হওয়া সত্ত্বেও আদর্শহীন নেতার দোষে সব সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়। শরীর যতই শক্ত হোক, মাথা যদি ঠিক না হয়, তবে কিছু হবে না।

যুঁইমা—নেতার শক্তি তো থাকেই, তবু পতন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না। এইজন্য ঠাকুর লাগে, যিনি ঠক্কর দেন। তুমি ক'বে ডান, তিনি ক'বেন বাম।

যুঁইমা—এই পরিবেশে করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে নিজেকেই সমর্থন কর। যাতে ভাল হয়, তেমনতর চাষ দাও না।

যুঁইমা—পাথরে কি চাষ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাথর ক'য়ে আত্মপ্রসাদ পেলে—দুঃস্থতার আত্মপ্রসাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রেণুমাকে বললেন—নিজে চিন্তা ক'রে মাথা খাটিয়ে ছেলেপেলেদের ভাল ক'রে nurture (পোষণ) দেওয়া লাগে, যাতে ভালভাবে তারা উতরে যেতে পাবে। Thoroughly (পুরোপুরি) যদি training (শিক্ষা) না দাও তো হবে না। অভিমন্যুকে যেমন ব্যূহ থেকে বাইরে আসার কৌশল না শেখানর দরুন বিপন্ন হ'লো, তেমন যেন না হয়। Thoroughly (সম্পূর্ণভাবে) equip (উপযুক্ত) করা লাগে। অভিমন্যুর কথা আছে, সে পেটের মধ্যে থাকাকালীন সুভদ্রা অর্জ্জুনের ব্যূহভেদ সম্বন্ধে গল্প শুনেছিল এবং পরে মাও তাকে শিখিয়েছিল, কিন্তু সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়ায় অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থাকার সময় তা' শোনে নি এবং

সুভদ্রাও জন্মের পরে তাকে নির্গমনের কৌশল সম্বন্ধে শেখাতে পারে নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রেণুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর বাবা কী গোত্র ?

রেণুমা—কাশ্যপ গোত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোপাল (রেণুমার স্বামী) ?

রেণুমা—ভরদ্বাজ গোত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভরদ্বাজ গোত্রের বৈজ্ঞানিক হবার ধাঁজ থাকে।

যুঁইমা—আদিত্য, মণ্টাই (গোপালদার পুত্রদ্বয়) যদি গোপালদার প্রারব্ধ গবেষণা সুরু ক'রে কৃতকার্য্য হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায় সুস্থ দেহে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকে, তাহ'লে ওদের মতো ওরা ঢের পারবে।

যুঁইমা সগোত্র বিয়ে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে সদগুণও যেমন বাড়ে, অবগুণও তেমন বাড়ে। শুনেছি কিছুটা খাটো হয় মস্তিষ্ক, শরীর ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে।

যুঁইমা—আমার একটি বোনের সগোত্র বিয়ে হয়েছে, তার এক ছেলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তিত্বের লক্ষণ হ'লো পরিস্থিতি থেকে সত্তাপোষণী যা'-কিছু সংগ্রহ করা—গুলিয়ে না যাওয়া—নিজেকে বিকিয়ে না দেওয়া—এইগুলিই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু সগোত্র বিয়ের সন্তান শত brilliance (দীপ্তি) নিয়েও হয়তো এমন হ'তে পারে যে, পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত করতে পারল না। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে কিছুটা খারাপের দিকে গেল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমন না হ'তে পারে। তবে সগোত্র বিয়ে ভাল নয়। চুনীরা তো ঘটক। ওদের বাড়ীতে পুঁথিটুথি আছে কিনা, কিছু জানে কিনা খোঁজ ক'রে দেখতে হয়। মেয়েছেলে practically educated (বাস্তবে শিক্ষিত) না হ'লে মুশকিল। Fundamentals (মূল) ঠিক না থাকলে কিছুই করার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। বাগেরহাটের ক্ষেত্রদা (মিত্র), ক্ষিতীশবাবু (ভৌমিক), ভুবনবাবু প্রমুখ আসলেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অবস্থা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—আমার মনে হয়, আমাদের নিজেদের সত্তা, কৃষ্টি, ধর্ম্মে সুকেন্দ্রিক হ'লে সংহত হতাম সহজেই। এখনও পারি। বিচ্ছিন্ন জ্ঞান, যা' সত্তার কিছু করে নাকো, পরিপোষণী নয়কো, তার কোন মূল্য নেই। আমরা খাই

দেহের পোষণার্থে। মূলকে অবলম্বন ক'রেই যা-কিছু সার্থক হয়। তা' বাদ দিয়ে পরিস্থিতিতে যদি বিছিয়ে যাই, ছিটিয়ে যাই, তাহলে মুশকিল। যেখানেই থাকি, তা' যেন না হয়।

ক্ষিতীশবাবু—আমাদের করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুরা যদি এক আদর্শে সংহত হয়, তবে হয়। সেটা বাস্তব হওয়া চাই। এক ঘটি কাঁদলাম, তাতে হবে না। আমাদের sentiment (ভাবানুকম্পিতা) condensed (ঘনীভূত) হওয়া দরকার। শত মহারথী থাক, তারা যদি মিলিত না হয়, তাহ'লে হবে না।

ক্ষেত্রদা—আমরা over-intellectual (অতিবুদ্ধিজীবী), fanaticism-এর (ধর্ম্মোন্দীপনার) ধার ধারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবিদ্যের বুদ্ধি নিয়ে তো সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। আমি বলি বাঁচ, তারপর aquire (লাভ) কর। যা' লাভ করব, তা' যদি সত্তাপোষণী না হয়, তবে সপরিবেশ নিজের ক্ষতি। তাতে কোনই সার্থকতা নেই।

ক্ষেত্রদা—ধর্ম্ম পোষাকী জিনিস হ'য়ে আছে আমাদের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম বলতে আমাদের শাস্ত্রে কী বলেছে তা' তো ঘেঁটে দেখলাম না। না-জেনেই ধর্ম্মের নামে নাক সিঁটকোই।

ভুবনবাবু—পূর্ব্ববঙ্গ কী পাপ করেছে যার দরুণ সেখানকার হিন্দুদের এই দুর্ভোগ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনৈক্যের জন্য যত দুর্ভোগ। কৃষ্টিকে না-মানা আর-এক অপরাধ। পারস্পরিক দরদ, সেবা ও সংহতি চাই। আলো জ্বললে অন্ধকার থাকবে না।

প্রফুল্ল—করতে হবে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শকে গ্রহণ করা চাই, দৈনন্দিন জীবনে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, পরিপালন করা চাই। সংহতি চাই, সংস্কৃতির কথা রোজ লোকের কানের কাছে ঢাক পেটান চাই—কাগজ ও নানা মাধ্যমে। প্রতিলোম বিবাহ প্রথা গলা টিপে মারা লাগবে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগে তা' করা উচিত ছিল আমাদের অবিহিত চলন-চিন্তার বিরুদ্ধে। মানুষকে যারা স্বার্থ করে, তারা সব পায়। নারায়ণকে পূজা করলে লক্ষ্মী আপনি আসে। দারিদ্র পালায়।

ক্ষেত্রদা—আমাদের কৃষ্টির রূপটাই তো চাপা পড়ে আছে আমাদের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাপা পড়া তো ঠিক না। পুঁথিপত্র ঘেঁটেঘুঁটে ঠিক ক'রে ফেলুন। অনুলোম চালান। পাকিস্তান-হিন্দুস্তানে বহু খ্যাতনামা লোক আছে যারা জন-

সাধারণকে ভাঙ্গিয়ে নিজেরা দাঁড়াতে চায়। আমার আপনার জন্য, সাধারণ লোকের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদে না। গরীব-গুরবোর কল্যাণের জন্য ভারত বিভাগের প্রয়োজন ছিল না। বরং এতে তাদের কষ্ট বাড়বে। আসল মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দুর মধ্যে কোন বিভেদ নাই। আমরা কত মুসলমান ফকিরের পাদোদক খাই। রুহিদাস মুচি, তাঁর চরণামৃত খাই।

কেষ্টদা পঞ্চবর্হি'র কথা তুললেন।

প্রফুল্ল—ক্ষেত্রদার খুব কর্ম্মশক্তি।

ক্ষেত্রদা—সেদিন নাই।

ভুবনবাবু—পাকিস্তান ছেড়ে কি চ'লে আসা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতক্ষণ থাকা যায়, থাকা ভাল।

ক্ষেত্রদা—একটা generation (পুরুষ) risk (ঝুঁকি) নেওয়া ভাল মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝুঁকি নিতে হবে সংহতি সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে—ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শে'র 'পর দাঁড়িয়ে।

এরপর ওঁরা প্রণামান্তে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। বাণীটা দিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—ক'লাম কত কথা। গোছায়ে ছাপায়ে-ছোপায়ে রেখে দে। যদি কোনদিন কাজে লাগে। কতজনে আবার কতরকম ব্যাখ্যা করবে তা ঠিক কি ? আমি থাকতে-থাকতে কাজগুলি হ'লে যেমনটা হ'তো, পরে ঠিক তেমনটি না হওয়াই সম্ভব! প্রত্যেকেরই নিজস্ব রকম আছে তো!

যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী)—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর যে-মানুষ সদ্‌গুরুর মূর্ত্তি দর্শন করে, অনেকে বলে anthropomorphic tendency (ভগবত্তায় নরত্বারোপের বুদ্ধি) থেকে এটা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত সদ্‌গুরুর দেহকে বলে ভাগবতী তনু। তিনি সবস্তরের সবটা জানেন concretely (বাস্তবে) ও absolutely (অখণ্ড হিসাবে)।

যোগেনদা—প্রকাশানন্দ সরস্বতী যেমন চৈতন্যদেবের মধ্যে দেখেছিলেন, আপনার অনুভূতিতে যেমন পাই। সেই রকম কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, একজন আমার ইষ্ট আছেন, তাঁকে দেখছি, শুনছি, তপ করছি। তাঁকে analytically ও synthetically (বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-সহকারে) বুঝলাম। তখন তাঁর মূর্ত্তিটা আমার কাছে ব্রাহ্মীতনু হ'লো। বাষ্পটাই ঘনীভূত হয়ে জল হয়, জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়। বরফ হলে বাষ্পত্ব ঘুচে যায় না।

যোগেনদা—সব গুরুর মধ্যেই কি এটা থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁদের সত্যই বস্তুলাভ হয়, তাঁদের ভিতর এটা জাগ্রত থাকেই।

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

তাঁর এই বিশিষ্টরূপ ভক্তের বোধে সচেতন থাকেই। ওটা না থাকাটা তার কাছে মরণতুল্য। কারণ, তিনিই তার concertric agent (কেন্দ্রায়নী বোধদানকারী বা বোধায়িতা)। প্রেষ্ঠহীন অস্তিত্ব তার কাছে অকল্পনীয়। তার প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এর মধ্যে ইষ্ট ঢুকে যান। এই ধরনের ভক্তের তনুও ভাগবতী তনুতে রূপান্তর লাভ করে। তাকে দেখলেও ভগবদ্ভাবের উদ্বোধন হয়।

যোগেনদা—সেইজন্যই কি বৈষ্ণবরা বলে কৃষ্ণপ্রেমই সার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা খুব accurate (যথাযথ) ও practical (বাস্তব)। পাছে ভাব ভেঙে যায়, তাই তথাকথিত জ্ঞানের কচকচিকে আমলই দেয় না।

কিছুসময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের যদি নেতৃস্থানীয় কতকগুলি লোক না আসে, তবে দীক্ষা এমনি বেড়ে যাবে, কিন্তু শক্তি হবে না। পারতো কিশোরী, মহারাজের মতো লোক যদি থাকত। মূর্খ দিয়েও হয়, আবার বিদ্বান দিয়েও হয়, যদি তাদের urge (আকূতি) থাকে। বিদ্বান হলে তাকে দিয়ে কিছু হয় না, যদি তার urge (আকূতি) না থাকে। পঞ্চানন তর্করত্ন ইত্যাদি মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের কাছে মহারাজ ওরা যেয়ে ঠেলে উঠতো, গল্পটল্প করত। ওদের কথাতেই তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমে এসে হরেনদা (বসু)-কে বললেন—জেনে রেখো, না চাইতেই মানুষ যখন তোমাকে সশ্রদ্ধ ও নিঃস্বার্থভাবে দিচ্ছে, তখন তুমি তার উপকার করতে পারবে। অর্থাৎ তোমাকে দিয়ে তার চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হতে পারবে।

স্মরজিৎদা (ঘোষ) পাগলুদার সুখবর নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর গিরীশদার (কাব্যতীর্থ)-কে ডাকিয়ে পঞ্জিকা দেখালেন। তখন ভাল সময় আছে জেনে নূতন চৌকীর উপর বিছানা পেতে দিতে বললেন। পরে সেখানে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুলেন। মুখে তাঁর মৃদুমধুর হাসি। কেমন একটা সুখী-সুখী ভাব। মনে হয় সেই অপরূপ প্রেমমুখপানে অপলক চেয়ে থাকি।

স্মরজিৎদার তিনটি প্রাজাপত্য করা হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাড়াতাড়ি পৈতে নিয়ে ফেল্‌। অসংস্কৃত থাকা ভাল না। অনুষ্ঠান ignore (উপেক্ষা) করা বেকুবী। অবশ্য, অনুষ্ঠানগুলি প্রাণহীন হয় তাও ভাল নয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস) আজ প্রাজাপত্য সুরু করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে খুব খুশী। বললেন—উপনয়ন নিলে চেহারাই যেন বদলে যায়। ভগীরথ উপনয়ন নেবার পর অন্যরকম হয়ে গেছে।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২১। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। তামাক খেতে-খেতে মন্মথ (ব্যানার্জ্জী)-দার সঙ্গে হাসিখুশী হয়ে গল্প করছেন।

মন্মথদা একজন ভাল লোককে দীক্ষিত করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' শুনে বললেন—কথাবার্ত্তা ক'য়ে-ক'য়ে তা'কে এমন মাতিয়ে দেওয়া লাগে যে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা ছাড়া তার আর কোন ধান্দা না থাকে, সব সময় সেই ফন্দী-ফিকির করছে, মতলব আটছে, কাজ করছে, ঐ তার ব্যবসা।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় ব'সে আছেন। আজ কালীপূজার রাত। সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাই আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূজনীয় বাদলদা ও হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) এসেছেন। তাছাড়া যতিবৃন্দ, ননীদা (পোষ্টমাস্টার), স্মরজিৎদা (ঘোষ), স্পেন্সারদা, মতিদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রমুখ আছেন।

মতিদা—ননীভাইয়ের সহকর্ম্মীরা সৎসঙ্গী না হওয়ায় difficulty (অসুবিধা) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়াভর difficulty (অসুবিধা)। অন্তরায় পরপর সাজান থাকে। সেই মানুষই চতুর, যে অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারে। অন্তরায় আবার energy (উৎসাহ) সৃষ্টি করে। যেমন ব্যাক্টেরিয়া কতকগুলি উপকারী, কতকগুলি ক্ষতিকারক। তেমনি difficulty (অসুবিধা) যদি zealous (উৎসাহ-উদ্দীপ্ত) ক'রে তোলে, তা' মঙ্গলদায়ক হ'য়ে ওঠে, উপকার করে। যে যত sweet (মধুর), tactful (কৌশলী), intelligent (বুদ্ধিমান), যার চলন-চরিত্র যত শ্রদ্ধার্হ, success (কৃতকার্য্যতা)-ও তত সহজ হ'য়ে ওঠে তার কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সার-দার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—মার্গারেটের চিঠি পেয়েছ?

সে কেমন আছে ?

স্পেন্সারদা—হ্যাঁ ! সে বড় দুঃখ বোধ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মানুষকে সুখী করতে যত কৃপণ, তার দুঃখ তত বেশী।

ওদের অনেকে চ'লে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—সৎসঙ্গীরা সর্ব্বত্র স-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি খুব বেড়ে যায়, এবং তাদের পাবনা-আশ্রম দর্শনের সুযোগ যদি সুলভ না হয়, তবে সেজন্য একদিন অসাম্প্রদায়িক crusade (অভিযান) হওয়া অসম্ভব নয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বইতে পারশবদের সম্বন্ধে খুব বিকৃতভাবে লিখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না জেনে কতজনে কত কথা লেখে। তোমরা দাঁড়াও, তোমরা কর, তাহলেই হবে। তবে নমঃশূদ্রদের মধ্যে অনেক করণ, চণ্ডাল, প্রতিলোমও কিন্তু ঢুকে গেছে। সবাইকেই যদি পারশব মনে ক'রে উপনয়ন দাও ও সবার সঙ্গে কাজকর্ম্ম চালাও, তাহ'লে কিন্তু মহাক্ষতি হ'য়ে যাবে।

সুরেনদা—তাহ'লে তো তাদের দীক্ষাই দেওয়া উচিত নয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও রে ডাকাত ! ভগবানকে বন্ধ করা যায় ? তবে তারা পৈতে নিলে গোলমাল হ'য়ে যাবে।

সুরেনদা—কাদের সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে তা' বোঝা যাবে কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের হাতে তোমরা খেতে না, যাদের সঙ্গে তোমাদের কাজকর্ম্ম হ'তো না। পারশবের মেয়ে যদি কোন কায়স্থ বা বৈশ্য বিয়ে করে, তাহলে কিন্তু খারাপ হবে। পারশবরা করণ ও উগ্র ক্ষত্রিয় মেয়ে বিয়ে করতে পারে। পারশবদের উপনয়ন-সংস্কার হবে আপস্তম্ব সংহিতার "অশূদ্রানাম্ অদুষ্টকর্ম্মনাম্ উপনীয়তাম্"—এই সূত্র অনুসারে। বিপ্র যারা দুষ্টকর্ম্মা তারাও কিন্তু পতিত।

সুরেনদা—প্রতিলোম প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই তো হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-বর্ণের মধ্যেই প্রতিলোম সংঘটিত হোক তাদের কোন সংস্কার থাকবে না। তারা বাহ্য হ'য়ে যাবে। প্রতিলোমের বিরুদ্ধে সংহিতায় কতো কঠোরভাবে লিখেছে, একটু প'ড়ে দেখলেই পার।

সুরেনদা—আমাদের পরিচিত একজন বড় ডাক্তার প্রতিলোম বিয়ে করেছেন, তাঁর ছেলেরা তো খুব educated (শিক্ষিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Educated (শিক্ষিত) কও কেন ? Literated (লেখাপড়া জানা) কইতে পার। তারা শ্রদ্ধাহীন ও কৃষ্টিহারা হবেই। তাদের যোগাবেগ কম থাকে। অকামের গুরুঠাকুর তারা। ঘরে যেয়ে দেখ—ছুঁচোর কীর্ত্তন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেনদাকে বললেন—তোমাদের মস্ত দোষ হয়েছে, সামান্য সুবিধার খাতিরে তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে নিজেদের স্বীকার করা। তোমরা পারশব বিপ্র সেইটে প্রতিষ্ঠা কর না কেন? আমার মনে হয় অন্ধক মুনি পারশব এবং বিদুরের বংশধর তোমরা।

আজ ডাক্তার জে· সি· গুপ্ত এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাল ক'রে দেখলেন। তারপর পূজনীয় কাজলদাকে দেখছেন। পূজনীয় বড়দা কাছে আছেন। তাছাড়া কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বঙ্কিমদা (রায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য ও মিত্র), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত। শ্রীশ্রীবড়মা তাঁর ঘর থেকে সব দেখছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ তখনই জানে যখন জানার stiffness (অনমনীয়তা) না থাকে।

কেষ্টদা—Stiffness (অনমনীয়তা) মানে তো অহং।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আপনার এই শরীর voluntarily (ইচ্ছাক্রমে) চালাচ্ছেন। Voluntary (স্বাধীন ইচ্ছাযুক্ত) হয়েও চলনটা involuntary (অস্বেচ্ছাকৃত) মতো, অর্থাৎ আপনি সে-সম্বন্ধে সচেতন নন। জ্ঞান হ'লে ঐ-রকম হয়। তা' সত্তার সঙ্গে গেঁথে যায়।

কেষ্টদা অন্যপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে' বলে, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন চলবে, তেমনি হবে। বিধিকে কেউ ব্যাহত করতে পারে না।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে উপবিষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—$E = Mc^2$ (ই = এম সি^{2}) পেল কি করে?

কেষ্টদা—কতকগুলি data-র (স্বীকৃত সত্যের) উপর দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তব তথ্যগুলির সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করতে-করতে অনেক কিছু ধরা পড়ে। আপনি ও গোপাল যখন হাতেকলমে গবেষণা করতেন ও সেই বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন, তখন আমি আমার বোধ-অনুযায়ী বলতাম, এইরকম হবে। আপনারা পরে বলতেন—হ্যাঁ! তাই।

পরে কেষ্টদা উঠে গেলেন।

পূজনীয় অশোকদা কলকাতায় যাবার অনুমতি নিতে আসলেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সোনা অঙ্ক ভালবাসে। তাই না?

অশোকদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—নন্তুর কোন্ দিকে ঝোঁক?

অশোকদা—কেমিষ্ট্রি না ডাক্তারি বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কেমন?

অশোকদা—ও আগে অনেক ওষুধ তৈরী করতো—গাছগাছড়ার রস ক'রে। তার আবার নানান নাম দিতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ঔৎসুক্যভরে)—কী রকম নাম?

অশোকদা (হাসতে হাসতে)—অরগ্যাণ্ডিবাবা—এই ধরনের বাবা দিয়ে নাম দিতো। ওষুধের আবার বিশেষ-বিশেষ দেবতা আছেন ওর। তাঁদের পুজো করতো।

শিশুর মতো সরল হাসিতে দয়ালের বদনকমল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

অশোকদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। যেতে-যেতে পিছন পানে চাইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন—'সাবধানে যেও।' তাঁর মধুক্ষরা দৃষ্টি স্নেহাস্পদের গতিপথে নিবদ্ধ।

বিরাজদার (ভট্টাচার্য্যের) স্ত্রী আজ সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য বিপ্র যাঁদের বলা হচ্ছিল, তাঁরা নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। নগেন ভাই (দে) সব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন ক'রে জিজ্ঞাসা করল—আমরা নিয়ে যেতে পারি কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—সে কি? কেউ না জোটে, আমি তো আছি।

এরপর কেষ্টদাকে ডেকে পাঠালেন। কেষ্টদা আসলে বললেন—বিরাজদার বাড়ীর মা নাকি মারা গেছে। বামুন নাকি জুটছে না। মরা তো ঘরে প'ড়ে থাকতে পারে না। আমি ভাবছি আর লোক যদি না জোটে, আমি আছি, হরিদাস (ভট্টাচার্য্য) আছে, অশোক ডাকের মাথায় আছে, আপনি আছেন—চলেন যাই।

কেষ্টদা এই কথা শুনে একটু হাসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাসির কথা নয়। ব্যবস্থা তো একটা করা লাগবে!

পরক্ষণেই লোক জুটে গেল। শবযাত্রার সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন।

সুরেশ (সাহা) 'ছত্রপতি শিবাজী' সিনেমা দেখে এসেছে, সেই গল্প করছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো তোকে ঐ-রকম হবার কথা বলি।

সুরেশ—আমারও মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। ভাবি কাজের মতো কাজ একটা কিছু করি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা গরম হ'লে কী হবে, যদি কাজে ফলিয়ে তুলতে না পার?

সুরেশ—শিবাজীর ছিল অদ্ভুত বাহুবল, তাই তিনি পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু বাহুবলেই কি হয় নাকি, মাথার বল না থাকলে? তাহ'লে কি তিনি আওরঙ্গজেবকে কাবেজ করতে পারতেন? তাঁর পয়সাকড়ি তো কিছু ছিল না—কিন্তু ব্যবহারে মানুষ মোহিত হ'য়ে যেত। তুমিও পার ইচ্ছা করলে।

সুরেশ মহাখুশী।

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৩০।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে আছেন। কাল খবর এসেছে পাগলুদার অবস্থা একটু খারাপ, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন তাই ভারাক্রান্ত। তবু তিনি সবার সঙ্গে প্রয়োজনমতো কথাবার্ত্তা বলছেন।

প্রসঙ্গতঃ হরেনদা (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার গুরু কে, কী বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা হুজুর মহারাজ ও সরকার সাহেবের কাছে আমার কথা লেখেন। প্রথম লেখেন হুজুর মহারাজের কাছে। তখন আমি ছেলেমানুষ। হুজুর মহারাজ নাম করতে বলেন। তার অনেকদিন পরে মা সরকার সাহেবের কাছে আমার কথা জানান। তিনি তখন মাকে নির্দ্দেশ দেন যাতে মা আমাকে দীক্ষা দেন। সরকার সাহেবের নির্দ্দেশমত তখন মা আমাকে দীক্ষা দেন। সে হিসেবে সরকার সাহেবই আমার গুরু। তাই, আমার মা আমাকে আমার গুরু সরকার সাহেবের নির্দ্দেশমতো দীক্ষা দেন এই কথা বলাই ঠিক। অবশ্য, আমি হুজুর মহারাজ ও সরকার সাহেব কাউকেই দেখিনি। তাই, আমার মা-ই আমার কাছে তাঁদের প্রতীকস্বরূপ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে উঠে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। এই ঘরটা একটু ঠাণ্ডা। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর আদ্দির দেড় পাট্টা চাদরটা এঁটে-সেঁটে গায়ে জড়িয়ে বসলেন। সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন প্রসন্ন মনে তামাক সেবন করছেন।

সুরেনদা (বিশ্বাস) ঘরে ঢুকে খবর দিলেন—এক ভদ্রলোক আপনাকে প্রণাম ক'রে যেতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইশারায় অনুমতি দিলেন।

পরে সেই ভদ্রলোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তাঁর শুভ্রশয্যায় একটি লাল জবা অর্ঘ্য-স্বরূপ দিলেন। ভদ্রলোকের কপালে একটা বিরাট ডগডগে লাল সিঁদুরের ফোঁটা। তিনি আবিষ্টভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন।

লাল জিনিস শ্রীশ্রীঠাকুরের সহ্য হয় না। তাই প্রফুল্ল ফুলটা সরিয়ে নিল।

একটু বাদে নবাগত ভদ্রলোক পুনরায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, পূজনীয় বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন।

কিছু সময় আগে সুরেনদা যখন ঘরের মধ্যে বসেছিলেন তখন নীরদদা (মজুমদার) সংকেত ক'রে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান।

বড়দা আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—নীরদ যখন সুরেনকে ঐভাবে ডেকে নিয়ে গেল, তখন কেমন একটা সন্দেহে আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। ভাবলাম হয়তো বা কোন খারাপ খবর এসেছে। আর আমার কাছ থেকে তা' চাপতে চা'চ্ছে।

বড়দা—আমারও ধড়ফড় না করলেও ঐভাবে কেউ কাউকে ডাকলে মনে বেশ উদ্বেগ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। স্নেহ-মমতায় আমার মতো যেন বেহাতি না হ'য়ে পড়িস। আমার মতো যেন বুক ধড়ফড় না করে। মানুষের প্রতি টান আমাকে যে কী ভোগান ভোগায় সে আমিই জানি। প্রত্যেকের জন্য আমার উদ্বেগের অন্ত নেই। তাই কাউকে আমার চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। এ বড় গহীন বিপদ আমার। হরিদাসের কথা আমার খুব ভাল লাগে। হরিদাস বলে —মায়া ক'রেও কিছু করতে পারব না, মমতা করেও কিছু করতে পারব না। তাই অনর্থক উদ্বেগের প্রশ্রয় না দিয়ে, যেখানে যা' করণীয় তা' ক'রে গেলেই হ'ল। আমি কিন্তু অমন পারি না, সব ক'রেও আমার উদ্বেগ যায় না। আমি যে প্রত্যেকের সঙ্গেই identified (একীভূত) হ'য়ে আছি। তুই ছাওয়াল। তোর জন্য তো আমার খুবই লাগে, কিন্তু কার জন্যে যে কম লাগে সেটা বুঝতে পারি না।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—খেপুকে কয়েকটা বিষয়ে জানানো দরকার। আমি বলি, তুই লেখ্।

এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত চিঠিটি ব'লে গেলেন।

খেপু,

স্মরজিৎ যতদিন পর্য্যন্ত এখানে ছিল পাগলুর সমস্ত খবরই almost rightly (ঠিকভাবে) এবং regularly (নিয়মিতভাবে) পেতাম। কিন্ত পাগলু কোল-কাতা আসার পর থেকে যা' খবর পাই সেগুলি সবই কেমনতর এলোমেলো। এই

শুনছি খুব খারাপ, পরক্ষণেই খবর পেলাম খুব ভাল। খারাপ বলছি এইজন্য যে, খবরগুলি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সবটা বিবেচনা ক'রে দেখলে মনে হয় অবস্থা ভাল নয়। এমন সময় কালিদাস মজুমদার এসে উপস্থিত হ'ল তোমার চিঠি নিয়ে। তোমার চিঠি প'ড়ে খুব হিসাব ক'রে দেখলাম বিভিন্ন ডাক্তারের মতামত যা লিখেছ তাও বিভ্রান্তিকর। আমার মনে হয়, ডাক্তাররা অনেকেই মনে করেন যে, রোগটা দুরারোগ্য এবং তুমিও তাদের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত। কিন্তু আমি বলি—যে-রোগীর হার্ট ভাল, pulse (নাড়ী) ভাল, respiration (শ্বাস-প্রশ্বাস) ভাল, পেট ভাল, সাধারণ অবস্থা এমনতর দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠেনি যাতে alarming (ভীতি-জনক) ভাবা যেতে পারে, তার ভিতর যে-কোন ব্যারামই থাক্ না কেন, প্রকৃতি যে সেখানে ব'লে দিচ্ছে যে, সে সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে—সে-কথা আমার মতো মূর্খ লোকও ধারণা ক'রে নিতে পারে। তুমি unbalanced way-তে (সাম্যহারাভাবে) চল না আমার এই দৃঢ় ধারণা। এই কথা ঠিক জেনো যে, সমীচীন আশা ও তদনু-পাতিক কর্ম্মতৎপরতাই কিন্তু কৃতকার্য্যতা নিয়ে এসে থাকে সাধারণতঃ।

আচ্ছা, ডাক্তাররা যখন পাগলুকে দেখেছে তখন কি এমনতর কোন কেউ সেখানে ছিল যাদের অবধারিত ধারণা পাগলুর সেরে ওঠা একটা অসম্ভব ব্যাপার? তোমার চিঠি দেখে মনে হয় ডাক্তাররাও এমনতরভাবেই induced (ভাবিত) হ'য়ে উঠেছে। ঐ-রকম মা'র অসুখের সময় সুকিয়া স্ট্রিটে ৫/৬ জন ডাক্তার মিলে আমাকে সোজাসুজি নিরাশ ক'রে দিল—একমাত্র গোকুলবাবু ছাড়া, কিন্তু মা তারপর ভাল হ'য়ে উঠে-ছিলেন। কালিদাসের কাছে শুনলাম, ডাক্তার সুশান্ত সেন বরাবর এই ধারণা নিয়েই চলেছেন যে পাগলু সেরে উঠবে। বিধান রায়ও নাকি বলেছিলেন রোগী শেষ পর্য্যন্ত সেরে উঠবে ব'লে আশা করা যায়। তাঁরাও নেহাৎ ফ্যালনা মানুষ নন। হোমিও-প্যাথি যদি করতে চাও, কর,—মন্দ নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তা' করা উচিত যতক্ষণ রোগীর অবস্থা নীচের দিকে না যায়। আমার মনে হয় পাগলুর heart, pulse, respiration, temperature, stomac ঠিক রেখে চিকিৎসা চালাতে পারলে সে হয়তো ভাল হ'য়ে উঠতে পারে। আর এক কথা, যদি দরকার হয়—খুব বেশী নামজাদা নয়কো অথচ দক্ষ, wise (বিজ্ঞ) এবং strong commonsense (তুখোড় সাধারণ জ্ঞান)-ওয়ালা কোন চিকিৎসক বিধান রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যদি চিৎিসা করে তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নাও হ'তে পারে। আমাদের হরেরামের শ্বশুরও নাকি ঐ জাতীয় ডাক্তার।

আর-এক কথা বলি, শোন! সৎসঙ্গী যারা আমাকে একটু-আধটু ভালবাসে, তুমি অনায়াসে বিনা দ্বিধায় যখন যা' করবার প্রয়োজন, তাদিগকে তা' বলবেই কি বলবে—

জোর ক'রেই হোক, অনুরোধেই হোক বা সৌজন্যের সহিতই হোক। এব্যাপারে দ্বিধা ক'রো না একটুও। মনে রেখো যে, তুমি আমার ভাই। আমরা এক বাপের ঔরসে এক মায়ের পেটেই জন্মেছি। সৎসঙ্গীদের প্রতি আমার যা' দাবী, তোমার দাবীও তার অনুবর্ত্তী। তাই আমি যেমন ক'রে তাদিগকে ব'লে থাকি, তুমিও তাই করবে। অবশ্য, ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য কেউ যদি কোন ব্যাপারে অপারগ হয় তাতে দুঃখিত হয়ো না। তখন অন্যকে বোলো—যাকে দিয়ে তা' সম্ভব। শোন বলি, টাকার কথা কিছু ভেবো না। আমি যখন যেমন পারি ক্রমাগত পাঠাতে থাকব। টাকার দুশ্চিন্তায় মনকে তুমি ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলো না। পরমপিতাকে জানাও পাগলু যাতে অতি সত্বর সুস্থ হ'য়ে ওঠে, সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে জীবন ধারণ করে। মনে রেখো করায় ভ্রান্তি যেন না আসে। পরমপিতার দয়া ভিক্ষা করা ছাড়া মানুষের কোন পথ নেই। অবশ্য-করণীয় যা', তা' কিন্তু ক'রতেই হবে।

ঝড়ে নৌকা পড়লে সে নৌকায় বহুধা ছিদ্র থাকলেও যে মাঝি ফুটো তালি মেরে, সবার সামনে আশার আলো ধ'রে তাদিগকে আশান্বিত করে, সুলুক বের ক'রে নৌকা কূলে লাগিয়ে দিতে পারে, সেই মাঝিই কিন্তু দক্ষ। আর যারা ঝড় দেখেই হতাশে গা ছেড়ে দেয়—যেমন আমি—তারা কিন্তু দক্ষ মাঝি নয়কো। ডাক্তার-কবিরাজও কিন্তু তাই। তাদের test-ও ঐখানে। লাখ unfavourable condition-এর ভিতরেও favourable-কে খুঁজে নিয়ে তাকে আরও উদ্দীপ্ত ক'রে সব অবস্থার হিতকর বিন্যাসে আরোগ্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে যারা, দক্ষ wise common-sense-ওয়ালা physician কিন্তু তারাই। আর কাউকে এই চিঠি দেখাও বা না দেখাও, কানুকে দেখালে খুশী হব। রোগীকে যত টানাহ্যাচড়া না ক'রে পার, আমার মনে হয় ততই ভাল।

মানুষের মৃত্যু তো অবধারিত হ'য়েই আছে। তার ভিতর-দিয়ে যে যত জীবনকে কুড়িয়ে নিয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বস্তি ও সুস্থির সাথে—আমার বলতে ইচ্ছা হয় —চতুর কিন্তু সেই, যদিও আমি তেমনতর নয়।

কানুর শরীর কেমন আছে? অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু ভাল আছে তো! খুকী কেমন আছে?

এখানে বড় বউয়ের শরীর তেমন ভাল নয়কো। সানু মোটের 'পর একরকম আছে। আর-আর সব চলছে একরকম পরমপিতার দয়ায়। তুমি নিজে শরীরের দিকে নজর রেখো। যখন একটু সোয়াস্তি পাও, ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করালে খুশী হব।

বাদলের বাড়ীর সবারই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, এখন সবাই ভাল।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো, যারা চায় তাদিগকে দিও।

অবসন্ন হয়ে পড়া তোমার ধাতে তো ছিল না। তোমাকে তো আমার মত দুর্ব্বল-হৃদয় দেখিনি। তাই বলি—যে যা' বলে শুনো, নিজে চোখে দেখো, আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে নিজের Commonsense কে uncoloured রেখে যেখানে যা' ন্যায্য তাই ক'রো।

কেষ্টদার হঠাৎ বাই উঠল পাঞ্জাব যাবার। সে নাকি ভাণ্ডারীর কাছে কথা দিয়েছে, তার উৎসাহাধিক্য দেখে আমিও তাকে থামাতে পারলাম না, বুঝতেও পারলাম না তেমনতর কিছু।

ইতি

তোমারই দীন 'দাদা'

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।১০।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা সাড়ে নটার সময় বড়াল-বাংলোর দালানে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। সুরেনদা (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার পুণ্যপুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়—"যে আমার স্পর্শ লাভ করে তাকে দেহ-মনে স্বর্গরাজ্যে তুলে দিই।" এই স্পর্শ লাভ করা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মানে হ'ল, আমাকে প্রণিধান করা, নিজের ভিতরে স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করা এবং তা' এমনভাবে যাতে কিছুতেই তা' থেকে চ্যুতি না আসে। এই-রকম হ'লে ব্রহ্ম-স্পর্শ লাভের সামিল হয়। এতখানি না হ'লে কিন্তু কেউ কাউকে স্বর্গরাজ্যে তুলে দিতে পারে না। আমি নিমিত্তমাত্র। আমার প্রতি ভালবাসাই তোমাকে স্বর্গরাজ্যে তুলবে। করাটা তোমার, আমার নয়। গাড়ু-গামছা বইলে, গা-হাত-পা টিপলে তাতে আদৌ কিছু নাও হতে পারে। 'সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক।' আমার সান্নিধ্যে থেকেও তোমরা ক'জন আমার হয়েছ, আমাকে নিয়েই আছ তা' কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পার ? আমার প্রতি ভালবাসায় সত্তাটা কাবেজ হওয়া চাই। তখন দূরে থেকেও আমার কাছে আছ এটা বলা যেতে পারে।

সুরেনদা—সারূপ্যলাভ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যে চিরন্তন রূপ সেই রূপ লাভ করা, সেই রূপে রূপায়িত হওয়া। ইষ্টের মধ্যে সেই রূপটা প্রকট ও প্রস্ফুটিত। তাই, তুমি যখন বিলকুল তাঁর হ'য়ে গেলে, তখন ধীরে-ধীরে সারূপ্যলাভের দিকেই চলতে থাকলে।

শরৎ সেন-দার এক দিদি বললেন—আমার ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ

নেই, তাতে খুব অশান্তি লাগে, কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর প্রতি তাদের টান যত হবে, তত তাদের পরস্পরের মধ্যে টান হবে।

উক্তমা—আমার প্রতি টান যে নেই তা' নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আবার ভগবানে মন রাখিস, তবেই তোকে দেখে তারা ঠিক হবে।

সুরেনদা—আপনি কীর্ত্তন করার কথা বলেছেন, কীর্ত্তনের মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কীর্ত্তন মানে, তাঁর গুণগান করা, মনে-মনে তাঁর নাম জপ করা, তাঁর কথা কওয়া, যাজন করা, এ সবই কীর্ত্তনের মধ্যে পড়ে। শুধু mechanically (যান্ত্রিকভাবে) করলে হয় না, ভাবমুগ্ধ অন্তরে করতে হয়। যে নিজে মজে, সে অন্যকেও মজাতে পারে।

সুরেশ (রায়) বলল—ঠিকভাবে সংসার করাই তো সবচেয়ে শক্ত !

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীর আকারে বললেন—

ঈশ্বরানুরাগে মন গেরো দিয়ে
বৈরাগ্য হাতে নিয়ে
সংসার করতে হয়—
কৃতী হয়ে ;—
যে কৃতী, সেই সাধু সত্যিকারের।

সুরমা-মা (সান্যাল)—তা কি পারা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণঠাকুর যেমন কইছেন, পাঁকাল মাছের মতন থাকা লাগে, পাঁকের মধ্যে থাকে অথচ গায়ে কাদা লাগে না।

সুরমা-মা—সংসারে তো নানা ঘাত-প্রতিঘাত, তার মধ্যে তো চলাই শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতখানি সম্ভব চলতে হয়—ইষ্টকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে।

সুরেশ—ঈশ্বরানুরাগ আছে কিনা তা' অন্যে বুঝবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যের বুঝে কাম কী ? তোর তফিলে ঈশ্বরানুরাগের মাল থাকলেই হ'ল। যার প্রতি অনুরাগ থাকে, তার চরিত্রের ছোপ ও ছাপ মানুষের গায়ে ফুটে বেরোয়। এক কথায় তার চলন-চরিত্রেই সেই রঙ ধরে। এখানে একটি গাঁজেল যদি আসে, সে ঠিক ধ'রে ফেলবে এখানে গাঁজেল কে আছে। কাউকে আর ব'লে দিতে হয় না। সে তাকে ফাঁকে ডেকে নিয়ে বলবে—ভাই, তোমার কিছু আছে নাকি ? থাকে তো দাও। এইরকম হয়। রতনে রতন চেনে। মাতালও অমনি মদখোরকে ধ'রে ফেলে।

এরপর স্মরজিৎদা (ঘোষ) তেওয়ারির কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর - অনেক লোক আছে, কোন ব্যাপারে খরচের জন্যে টাকা নিয়ে হিসাব আর দেয় না বা মিথ্যা হিসাব দেয়। এ দিয়ে বুঝতে হবে, লোকটা ঠগ্‌বাজির পথে পা বাড়াচ্ছে।

একটি নবাগত মুসলমান দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমায় কী করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোদাকে খুব ভালবাসবি, নমাজ-টমাজ ঠিকমত করবি, তাঁর নাম করবি অনুরাগ-ভরে।

উক্তদাদা—আর কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোদাকে আমরা দেখতে পাই না, তাঁকে বোধ করতে পারি কামেল-পীরের মধ্যে দিয়ে। খোদাগতপ্রাণ তেমন কাউকে পেলে তাঁকে গ্রহণ ক'রে সাধন-ভজন করতে হয়, তাঁর পথে চলতে হয়—নিজের জীবনে তাঁর চলা, বলা, হাসি, চিন্তা, চাউনি, কথা, আচার-আচরণ জীবন্ত ক'রে তুলতে হয়! সদাচারে চলতে হয়। আল্লা, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদিকে আলাদা ক'রে ভাবতে নেই, পূরয়মাণ কোনও মহাপুরুষকেও রসুল থেকে আলাদা করে ভাবতে নেই। তেমনতর ভাবাটা কাফেরী বুদ্ধির পর্য্যায়ে পড়ে।

স্পেনসার নূতন আশ্রম নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে যতীনদা (দাস)-কে কয়েক হাজার টাকা পাঠান। স্পেনসার পরিষ্কার ক'রে লিখে দেন—আমাদের নিউ জেরুজালেমের জন্য এই টাকা পাঠাচ্ছি।

যতীনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি জিপ কেনার জন্য সাময়িকভাবে সেই টাকা খরচ করেন। স্পেনসার এই নিয়ে প্রবল আপত্তি জানান।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে বললেন—ঐ টাকা অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করাটাই প্রধান দোষ হয়েছে। All money is money, but the sentiment of all money is not the same (সকল টাকাই টাকা, কিন্তু সব টাকার উদ্দিষ্ট ভাব এক নয়।)

এতে স্পেনসারদা সন্তুষ্ট হলেন।

যতীনদা বললেন—আমি ও-টাকা বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক খরচ করলেও আবার পুরিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওতে হাত দেওয়াই ঠিক হয়নি। এইরকম করতে থাকলে ধীরে ধীরে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) রপ্ত হ'তে থাকে।

যতীনদা এবারে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বিনীতভাবে বললেন - এ-সব বদ-অভ্যাস ত্যাগ করতে চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। আজ দিনটা

মেঘলা। প্রকৃতির মধ্যে কেমন যেন একটা উদাস ভাব। যতিবৃন্দ কাছে ছিলেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন। তাঁকে একখানি বেঞ্চে বসতে দেওয়া হ'ল। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁরাও উপবেশন করলেন। উক্ত সন্ন্যাসী পাবনা আশ্রমের খবর জিজ্ঞাসা করলেন।

যতীনদা সেখানকার অবস্থা সংক্ষেপে বললেন।

কিছু সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ও আর সবাই চুপচাপ বসেছিলেন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রামকৃষ্ণী বিবেকানন্দ ভাল। বিবেকানন্দী রামকৃষ্ণ ভাল নয়। ঠিকমত পরিবেশন দরকার। পরিবেশন যতখানি করা দরকার, তা' করা হচ্ছে না। তাছাড়া যতখানি হয় তার মধ্যে বিকৃত পরিবেশনই বেশী। মানুষকে বাঁচাতে গেলে তাদের মধ্যে right conception (সঠিক ধারণা) গজিয়ে তোলা দরকার। সেই ধরনের পরিবেশন যত হয় ততই ভাল। আমারও সেই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার যে তেমন কর্ম্মী ও টাকার জোর নেই। তা' থাকলে আরও চেষ্টা করতে পারতাম। মানুষের মনের মধ্যে যাতে ভগবান বাসা বাঁধেন, তেমন ক'রে লোকের সামনে তাঁকে ধরা চাই। আর, শুধু কথায় হয় না, সেই চরিত্র চাই, যার ভিতর-দিয়ে কথাগুলি জীবন্তভাবে বিচ্ছুরিত হ'য়ে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে গেঁথে যায়। তাহলেই লোক ধরতে পারে। মানুষ চায় মানুষ। যে-মানুষের মধ্যে নীতিগুলি মূর্ত্ত, তেমন একটা মানুষে যদি sentimental binding (ভাবানুকম্পী যোগ) না হয় তবে শুধু যুক্তি-বিচারের উপর মানুষ দাঁড়াতে পারে না। যোগাবেগের মাধ্যমে সুকেন্দ্রিক ও সংহত না হলে, নিছক যুক্তিবিচার মানুষকে ভাল-মন্দ যে-কোন দিকে পরিচালিত করতে পারে। মানুষ বিচারশীল জীব বটে, কিন্তু ভাবানুকম্পিতা হ'ল তার ভিত্তি। ঐটেই মূল এবং যুক্তির চেয়ে গভীরতর। সেইজন্য concentric sentimental consolidation (সুকেন্দ্রিক ভাবানুকম্পী সংহিতি)-এর উপর ভিত্তি ক'রে rationality (যুক্তিবিচার) এমনভাবে গজিয়ে তুলতে হবে, যাতে প্রত্যেকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে অন্বিত ও বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। এই ব্যক্তিগুলি আবার দানা বেঁধে ওঠা চাই—আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে।

শরৎদা—রামকৃষ্ণী বিবেকানন্দের পরিবেশন চাই, এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ঠাকুরের টানে, ঠাকুরের নেশায় তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় মত্ত-মাতোয়ারা হয়ে concentric urge-এ (সুকেন্দ্রিক আকূতিতে) বিবেকানন্দ যেমন-যেমন বলতেন, চলতেন, করতেন—লোকের সামনে সেই জিনিসটা মুখ্য ক'রে তোলা চাই।

এরপর সন্ন্যাসী ও তাঁর সঙ্গীরা বিদায় গ্রহণ করলেন।

এরপর সুশীলদা, শরৎদা প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের প্রসঙ্গে বললেন—তাঁদের সৎসঙ্গের ভাবধারার কোন-কোন বিষয় সম্বন্ধে বিকৃত বুঝ আছে, কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি তাঁরা পরিষ্কার ক'রে নেননি।

এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজন করতে হয় সক্রেটিসের ধরনে—অর্থাৎ যে-কথাটা আমি তাকে বোঝাতে চাই, সে-কথাটা আমার মুখ দিয়ে না ব'লে প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা লাগে, যাতে তার মুখ দিয়েই আমার প্রতিপাদ্য কথাটা বের করে নিতে পারি। যেমন আপনি হয়তো বহু বিবাহের সমর্থনে বলতে চান, আপনি নিজে বহু বিবাহের কথা অবতারণা না ক'রে হয়তো বলতে থাকলেন—কোন্ আমলে মুসলমানের সংখ্যা কত ছিল। তাদের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যে এত বৃদ্ধি পেল কিভাবে, তার কাছেই হয়তো সেই প্রশ্ন রাখলেন। সেই তখন নিজের থেকে বলবে—বহু বিবাহ ও conversion (দ্বিজাধিকরণান্তর)-এর ফলে এটা হয়েছে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমনভাবে যাজন করা চাই যে, সেটা গ্রহণ না করা যেন তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে আপনার কথা স্বীকার করা ছাড়া তার যেন গত্যন্তর না থাকে। একজন শিক্ষকের কাছে হয়তো যাজন করতে চান—"শিক্ষকের নাই ইষ্টে টান, কে জাগাবে ছাত্রপ্রাণ,"—সেখানে ছাত্রের শিক্ষকের প্রতি টান বা শ্রদ্ধা না থাকলে, যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেইটে থেকে শুরু ক'রে ঐ সিদ্ধান্তে যদি উপনীত হন তখন তার নিজের দায়েই সে আপনার বক্তব্য মেনে নিতে বাধ্য হবেই কি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার একটু থামলেন। তারপর বললেন—আমরা অনেকে ভাল-ভাল অনেক কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু আমি বহু ভাল কথা বলা সত্ত্বেও আর একজনের বুঝের হয়তো কোন পরিবর্ত্তনই হ'ল না। সেখানে ভাল যাজন করেছি ব'লে যত আত্মপ্রসাদই বোধ করি না কেন, তা কিন্তু আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। যতটুকু যাই বলি, হিসাব ক'রে বলতে হবে যা'র কাছে তা' বলছি, তার উপর তার প্রভাবটা কী হচ্ছে, সে কতখানি moulded (নিয়ন্ত্রিত) হচ্ছে তা' দিয়ে। এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে যাজন করলে, যাজন অমোঘ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৮। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় তাঁর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে ছিলেন।

অরুণ (জোয়ার্দ্দার) organisation (সংগঠন) সম্বন্ধে কথা তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Organisation (সংগঠন), বিশেষ ক'রে ধর্ম্মীয় সংগঠন বলতে আমি বুঝি—ভক্তরা যেখানে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভগবৎ প্রীত্যর্থে তাঁরই সেবা করে। যারা ইষ্টার্থী নয়, এককথায় ভাতুড়ে, তাদের দিয়ে কখনও ধর্ম্মীয় সংগঠন চলতে পারে না।

জ্ঞান-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে ক'রে জেনেছে ও পেয়েছে তার কাছ থেকে বিধিমত করার রাস্তা জেনে বিহিত করার ভিতর-দিয়ে জানায় উপনীত হওয়াকেই জ্ঞান বলে। বেত্তার শরণাগত হয়ে তাঁর নির্দেশমত না চললে, না করলে, শুধু পড়ায় বা শোনায় যে জ্ঞান হয় তা' জীবনের কোন কাজে লাগে না, পরিবেশকেও তা' প্রভাবিত করতে পারে না। তাই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—কোনও কোনও পাখী বোল শিখে 'কেষ্ট কেষ্ট' বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই চ্যাঁ-চ্যাঁ করে। তথাকথিত পড়ুয়া পণ্ডিতদের এই ধরনের অসঙ্গতি আর ঘোচে না।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। যতিরা কাছে আছেন।

প্রাজাপত্যের আগের দিন সংযম কেমন ক'রে করতে হবে, সেই বিষয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংযমটা হ'ল প্রস্তুতিপর্ব্ব। আমার মনে হয়—আতপচালে ডাল বাটা, কাঁচকলা ইত্যাদি দিয়ে ফেন-শুদ্ধ ভাত পূর্ব্বাহ্নে ঘি, দুধ-কলা সহ খেয়ে সারাদিন আর কিছু না খেয়ে সংযম পালন করা যেতে পারে। অবশ্য তেমন প্রয়োজন হ'লে বা অশক্ত হ'লে রাত্রে একটু দুধ খাওয়া যায়। প্রধান জিনিস হল মনটাকে ইষ্টঝোঁকা ক'রে তোলা, নামময় ক'রে তোলা।

যতীনদা (দাস)—হবিষ্যির সঙ্গে দুধ, কলা, গুড় খাওয়া কি compulsory (আবশ্যিক) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Compulsory (আবশ্যিক) ব'লে কথা নয়, প্রধান কথা হ'ল স্বাস্থ্য। হজম হ'লে খাবে, না হ'লে খাবে না। খেলে যে দোষ হবে তা' নয়, আবার না খেলে যে চলবে না তাও নয়। আতপচালে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তখন সহ্যমত দুধের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিতে হয়।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৯। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে ব'সে ছিলেন।

জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) প্রসঙ্গত বললেন—শঙ্কর যখন তপস্যা করছিলেন, তখন

পার্ব্বতী তাঁর মন ভোলাতে যান, শঙ্কর তখন তাঁকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু তিনি তপস্যা ক'রে শুদ্ধ-সত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হ'লে শঙ্কর তখন তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি সেই গর্ভে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের আবির্ভাব হ'ল। কার্ত্তিক দেবতাদের উৎপাতকারী বৃত্রাসুরকে বধ ক'রে ফেললেন।

জগদীশদা—পুরুষের libido (সুরত) কখন কোন্ স্তরে আছে, নারী তা' বোধ করবে কি ক'রে, আর বোধ করতে পারলেও nurture (পোষণ)-ই বা দেবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার libido (সুরত) যেখানে থাকে, চিন্তা ও চলনও তেমনতর হয়। তা' দেখেই বোঝা যায়। শুভভাব থাকলে সেইটেকে উস্‌কে দিতে হয়। স্বামী বা স্ত্রীর মন সাম্যহারা অবস্থায় থাকলে তখন উপগত হতে নেই। তাতে ছেলেমেয়ে খারাপ হয়।

প্রবোধদা (মিত্র)—পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করলেন, এটা সমর্থন করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতপক্ষে সে মাতার আদেশে মাতৃহত্যা করেছে। তার মা-ই তাকে বাধ্য করেন তাঁকে হত্যা করতে। জামদগ্ন্যকে এক ক্ষত্রিয় অপমান করে, তাতে পরশুরামের মা'র খুব লাগে, তাই তিনি পুত্রকে বলেন—পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'রে দিতে এবং নিজে ক্ষত্রিয়কন্যা বলে সর্ব্বপ্রথম ছেলেকে আদেশ করেন তাঁকে মেরে ফেলতে। যাত্রায় এইরকম শুনেছি। আমি অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পড়িনি বা জানি না।

এরপর ভবানীপুর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন।

মতিদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রশ্ন করলেন—প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা জিনিসটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা প্রতিমাকে জীবন্ত ব'লে অনুভব করি, অন্তরে সেই ভাবটা জাগ্রত করাই প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা।

মতিদা—জড়ের পূজা কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জড়ের তো পূজা নাই। তুমি যাকে জড় বলছ, তাও জাগ্রত, জীবন্ত ও চেতন। তোমার অনুভূতি যত সূক্ষ্ম হবে, ততই সবকিছুর মধ্যে চেতনার বিকাশ দেখতে পাবে। প্রতিমাপূজা মানে hero-worship (বীরপূজা)। প্রত্যেক দেবতা বিশেষ-বিশেষ গুণে রূপায়িত বিগ্রহ। পূজার ভিতর-দিয়ে তাঁদের স্মৃতির উদ্দীপনে তাঁদের গুণাবলী স্মরণ, মনন ও অনুসরণের ভিতর-দিয়ে সেই গুণগুলি আমরা আয়ত্ত করি। একেই বলে পূজা। পূজা মানে সম্বর্দ্ধনা। দেবতার গুণকে যখন আমাদের চরিত্রে প্রবৃদ্ধিপর ক'রে তুলি তখনই পূজা সার্থক হয়, নইলে 'তবে

মিছে সহকারশাখা, তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

মতিদা—প্রতিমার ভাবটা যদি কোথাও মূর্ত্ত না দেখি তবে তা আয়ত্ত করব কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই বলে 'সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ'। সদ্‌গুরুর ভিতর-দিয়ে আমরা সমস্ত দেবতাকে বোধ করি। তাই গুরুকরণ না করলে পূজা ব্যর্থ। তবে নাই-মামার থেকে কানা-মামা ভাল। ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগমুখর নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠানেরও মূল্য আছে, তাতে পথ খোলা থাকে। সদ্‌গুরু না পেলেও খুঁজেপেতে সিদ্ধগুরুর শরণাপন্ন হতেই হয়। ওতে অভ্যাসটা বজায় থাকে। প্রত্যেক গুরুরই শিষ্যকে ব'লে দেওয়া উচিত—আমি যা' জানি তা' তোমাকে বললাম। কিন্তু তুমি যুগগুরুর সন্ধানে থেকো। তাঁকে পেলে কিছুতেই ছেড়ো না। তেমন কাউকে পেলে আমাকেও জানিও। আমিও তাঁর শরণাগত হ'য়ে জীবন সার্থক করব।

মতিদা—পূজায় লাভ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাজনের নির্দ্দিষ্ট পথে চললে আমরাও মহৎ জীবনের পথে এগিয়ে চলি। মহানের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর অনুসরণের ভিতর-দিয়ে আমাদের চরিত্র, চলনা ও মন তেমনি মহৎ হয়। আধ্যাত্মিক জীবন বেড়ে ওঠে এমনি ক'রে।

মতিদা—আধ্যাত্মিকতা তো পরজীবনের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতা শুধু পরজীবনের জন্য কেন, আমরা যাই-কিছু করি তা' বর্ত্তমান থেকে শুরু ক'রে অনন্ত জীবনের জন্য, সাত্বত সম্বর্দ্ধনা উপভোগের জন্য। প্রবৃত্তি-উপভোগ যখন জীবনকে অবজ্ঞা করে তখন আমরা সাবাড়ের পথে চলি। যা'-কিছু করি তা' করতে হবে সত্তার জন্য, সম্বর্দ্ধনার জন্য। ধর্ম্ম মানেই তাই, যা' করলে, যেমনভাবে চললে সত্তা-সম্বর্দ্ধনা নিরন্তর আরোর পথে এগিয়ে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা গাছের দিকে চেয়ে কাঠবিড়ালিগুলির স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে বললেন—ওদের সাহস বেড়ে গেছে, কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শরৎদা—আমরা ওদের ক্ষতি করি না ব'লে অমনভাবে ঘোরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঠবিড়ালি কেন, সমস্ত জীব-জন্ত, প্রাণী মায় গাছপালা আমাদের বান্ধব হ'য়ে ওঠে, যখন harmful (ক্ষতিকর) না হ'য়ে আমরা তাদের helpful (সহায়ক) হ'য়ে উঠি। একেই বলে ধর্ম্মীয় চলন। মানুষ যদি ধর্ম্মপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, তখন বিশ্বপরিবেশকে দেবভাবাপন্ন ক'রে তুলতে পারে, ঈশ্বরমুখী ক'রে তুলতে পারে।

ভবানীপুর থেকে আগত ভদ্রলোকেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনাগুলি শুনছিলেন।

তাঁরা বললেন—আমরা ভেবেছিলাম কিছু প্রশ্ন করব। কিন্তু আপনার কথাগুলি শুনে আমরা প্রশ্নশূন্য হ'য়ে গেছি। আমাদের বুক ভ'রে গেছে আনন্দে। ধর্ম্মের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কস্মিনকালে পড়িওনি, শুনিওনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁক পেলে আবার আসবেন। আমিও কথায় কথায় আপনাদের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পাইনি। আবার আসলে আপনাদের কথা শুনব। আমি লেখাপড়া জানি না, পরমপিতা মুখ দিয়ে কখন কী কওয়ান তা' তিনিই জানেন। আমি মহা মূর্খ।

ভদ্রলোকেরা বললেন—পরমজ্ঞানীরাই এমন ব'লে থাকেন। আমাদের শীগ্গিরই কোলকাতায় ফিরে যেতে হবে, আর হয়তো আসতে পারব না। কিন্তু যে কয়টি কথা শুনে গেলাম তা' আমাদের চিরজীবনের পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

কথাগুলি ব'লে তাঁরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

ওঁরা চ'লে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুগ্ধ অন্তরে বললেন—আধারগুলি ভাল। এইসব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। প্রফুল্ল যদি এদের নামধামগুলি লিখে রেখে কোলকাতার উপযুক্ত কর্ম্মীকে জানিয়ে দিত, তাহলে ভাল হোত। ও একা কতদিকেই বা সামলাবে। তাই আমার মনে হয়, ওর কতকগুলি able assistant (যোগ্য সহকারী) যদি থাকত, যারা চারচোখো দৃষ্টি নিয়ে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপর হ'য়ে চলতে জানে, তাহ'লে ভাল হোত। জায়গায় ব'সে ত্রিভুবন তোলপাড় ক'রে দেওয়া যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা সওয়া দশটার সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

> যারা চতুর,
> তা'রা সৎ যা'—এমন শিক্ষাকে
> জীবনে পরিপালন করে,
> আর যারা মূঢ়,
> তারা তা' অবজ্ঞা করে।

পুতুলমা (মুখার্জ্জী) বললেন—ফাল্গুনীর খুব গোঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—গোঁ থাকা তো ভাল। ছেলের যদি মা'র প্রতি শ্রদ্ধা থাকে—শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা নয়, active (সক্রিয়) শ্রদ্ধা,—তাহ'লে সব গোঁ-ই ভালর দিকে moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়। অবশ্য, মারও আবার চলন-চরিত্র তেমন হওয়া চাই। তুমি হয়তো সৎ কথা খুব বলছ, কিন্তু নিজে যদি সেইভাবে না চল, তা'হলে

তোমার বাচ্চা তোমার কথাগুলির চেহারা পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে না। তাই, কথাগুলির ছাপ তার মাথায় পড়বে না। তাই, মায়ের মতো মা হ'তে গেলে নিজেকে তৈরী হ'তে হয়।

আদিত্য (মুখোপাধ্যায়), মঞ্চাই (মুখোপাধ্যায়) সামনে ব'সে ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন—মহারাজ আদিত্য যেই বড় হ'য়ে উঠবে, মঞ্চাই, তোর ছেলে, হরেরামের ছেলে, এরা সকলেই সেই সঙ্গে-সঙ্গে একযোগে বড় হয়ে উঠবে। এরা যদি নিষ্ঠাসম্পন্ন হয়, আচারবান হয়, সুস্থ থাকে, সুদীর্ঘজীবী হয় এবং বিপুল উদ্যমে এইসব কাজ-কর্ম্ম করে—তখন হয়তো দুনিয়ার সব গ্লানি মুছে দিতে পারে।

আদিত্য অঙ্ক খুব ভাল জানে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—আইনস্টাইনও খুব বড় mathematician (গণিতজ্ঞ)। আমার ইচ্ছে করে ও-ও যদি সেইরকম হতে পারে!

বেলা এগারটার সময় রিখিয়া থেকে অসীমবাবু (দত্ত) কেষ্টদা সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। পারস্পরিক কুশল প্রশ্নাদির পর অসীমবাবু বিদায় নিলেন। তাই, বিশেষ কোন কথাবার্তা হ'ল না।

রাত আটটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

মানুষ বেশীকিছু চায় না,
সে চায় তার সত্তা-বান্ধব—
দরদী;
তাই একটু সুভাষী হও,
প্রিয়ের বাঁচাবাড়ার অন্তরায়গুলির
নিরোধ-প্রয়াসী হও,
একটু কুশল-কৌশলে,
সুব্যবহার কর,
সক্রিয়ভাবে এমন একটু সেবা দাও—
ইষ্টানুগ ধর্ম্মপ্রাণতা নিয়ে,—
যাতে তা'র সত্তা স্বস্তিলাভ করে—
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
উদ্যমে;
তোমার স্বভাবে
সম্ভ্রান্ত সামঞ্জস্যের সহিত

শ্রদ্ধার্হ চলন-সহ
এতটুকু সে যদি পায়
তবে উদ্দাম হ'য়ে উঠবে—
তোমাকে ভালবেসে ঃ
তার ফলে
ধর্ম্ম তা'র জীবনে
সহজ হ'য়ে উঠবে —
বাস্তব চলনে,
তাতে অর্থ তাকে আপনি সেবা করবে,
হবে কামনার সম্পূরণ—
তার নিজেরই উদ্যুক্ত কর্ম্মে,
অনুরাগ-উচ্ছল কেন্দ্রায়িত চলন
এনে দেবে তার মোক্ষ ;
আর, এতে তোমার জীবনও অমনতরভাবে
প্রজ্ঞাচেতনসমুত্থানে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলতে থাকবে—
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে
পরিশোভিত হ'য়ে ;
তাতে তোমারও লাভ,
অন্যেরও লাভ।

লেখাটা দিয়ে পূজনীয়া সুপ্রভা-মার (ভুষণীমার) দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন —তোকে দেখে মনে হল, তাই দিলাম।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শ্রদ্ধার্হ সম্ভ্রান্ত চলন হওয়া চাই। সেবা দিচ্ছি কিন্তু ঐ জিনিসটি ফুটছে না, তাতে হবে না। এমন চলন হওয়া চাই, যা' দেখে মানুষের মুখ থেকে স্বতঃই বেরিয়ে আসবে—'স্তম্ভিত রিপুদল বলে, হোক হোক তব জয় !'

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৩১। ১০। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), ভোলানাথদা (সরকার), দেবেনদা (রায়), কালুদা (আইচ), ঈষদাদা (বিশ্বাস) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত। পাগলুদার জন্য সবসময়ই

তিনি ভাবিত।

পাগল্‌দার চিকিৎসা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমার মনে হয়, চিকিৎসাটা ঠিকমতো হচ্ছে না। কিন্তু এখানে ব'সে আমি কী করব? সবই আমার out of reach (নাগালের বাইরে), কিন্তু out of sufferings (কষ্টের অতীত) নয়কো।

কথা বলতে-বলতে তাঁর শ্রীমুখে বেদনার চিহ্ন ঘনিয়ে এল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর পূব দিকের ঘরে এসে বসলেন। সেখানেও ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত।

প্রখ্যাত কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য কোলকাতা থেকে আসলেন। তিনি বনৌষধি বিজ্ঞান ও পথ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি বই লিখেছেন। উক্ত পুস্তকের আরও অনেক খণ্ড পরে প্রকাশ করবেন তাও বললেন। তাঁর লিখিত বইগুলি তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপহার দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বইগুলি দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

পথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ বই এমন ক'রে লিখতে হয় যাতে শুধু পথ্যের manipulation-এ (বিনায়নে) সবরকম রোগ আরোগ্য করা যায়। এক কথায়, পথ্যই যাতে ওষুধের মত কাজ করে। কোন্ রোগ কিভাবে, কোন্ মাত্রায়, কী পর্য্যায়ে, কোন্ কোন্ পথ্যে সারে সেসব কথা এমনভাবে গুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে লিখে দিতে হয়, যাতে মেয়েছেলেরা পর্য্যন্ত তা' প'ড়ে সহজে বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনমতো পরিবার-পরিবেশের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে পারে। বাস্তব-জীবনে কাজে লাগে তেমনতর শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। শিক্ষাধারাটাকে ঢেলে সাজাতে না পারলে হবে না। প্রত্যেকটা পরিবারই যেন এক একটা বিশ্ববিদ্যার পীঠস্থান রূপে গ'ড়ে উঠতে পারে। আপনাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা সবই আছে। আমার পাগলা মাথায় অনেক কিছুই খেলে, কিন্তু করার লোকের অভাবে চিন্তাগুলি বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারছে না। যা হোক, আপনি এ সম্বন্ধে কী বলেন?

কবিরাজ মহাশয়—আমারও এই মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে)—তাহ'লে ভাল ক'রে লাগেন, যা' থাকে কপালে। দেশের হাওয়াটাকে ফিরায়ে দিয়ে যান। শিক্ষাব্যবস্থাটাকে যদি ঢেলে সাজানো যায় এবং বিয়ে-থাওয়া যদি ঠিকমত হয় তাহ'লে ভারত আবার সোনার ভারতে পরিণত হবে। পৃথিবীর লোক হুমড়ি খেয়ে পড়বে এই ভারততীর্থে। মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হ'লে তার দেবগুণ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। তার দ্বারা মানুষের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হ'তে পারে না। সে হ'য়ে ওঠে কল্যাণ-কল্পতরু বিশেষ।

কবিরাজ মহাশয় ও উপস্থিত সকলে মুগ্ধ ও বুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় কথা শুনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—চিঠি লিখবি নাকি।

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই বলতে শুরু করলেন ঃ—

সুধাংশু,

আজকে বিজয় এল। শুনলাম তুমি পরপর আমাকে তিনখানা চিঠি লিখেছ। কিন্তু আমি তা' পেয়েছি বলে কিছুতেই মনে হ'চ্ছে না। কেন পেলাম না বুঝতে পারছি না। শুনতে পেলাম মন্টুর জ্বর হয়েছে। কী জ্বর, কী লক্ষণ—তা যদি জানতে পারতাম ভাল হ'ত,—যদিও জানি তুমি তার অসুখের জন্য যথাবিহিত যা' করবার তা' করছই।

তোমার বাবা কেমন আছেন? তাঁর খবরও অনেকদিন পাইনি। তাঁর সেই সস্নেহ সৌম্য মূর্ত্তি আমার মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে।

এখানে সানুর শরীর তো ভালই নয়, বড়বৌ-এর শরীরও ভাল নয়কো। সর্দি-কাশিতে এখনও কষ্ট পাচ্ছে। তাছাড়া পেটের যে দোষ আছে তা' তো জানই।

কৃষ্ণা কেমন আছে?

মুকুল আপাতত ভালই আছে। নোটনের মাঝে জ্বর হয়েছিল। এখন ভালই আছে।

আমার পাগলুর কথা চিন্তা ক'রে কিছুই আর ভাল লাগে না। তার সুস্থির খবর পেলে আতঙ্কের থেকে খানিকটা রেহাই পেতাম হয়তো।

আজ এ পর্য্যন্ত তার খবর পাইনি। উদ্বিগ্ন হ'য়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছি।

তুমি কেমন আছ? খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা এমনভাবে ক'রো যাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

আমার শরীরও তেমন ভাল নয়, মনও—বুঝতেই পার। তুমি সত্বর চিঠি লিখ, যাতে আমি পাই তেমনি ক'রে। মণ্টুর খবর দিও। তোমার আর আর ভাইবোনেরা কোথায় কেমন আছেন জানতে পারলে খুশী হতাম।

আমার আন্তরিক রাস্বা জেনো, যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি

আশীর্বাদক

তোমাদেরই

দীন

'বাবা'

পুনশ্চঃ—এখনই তোমার একখানা হাতচিঠি পেলাম, কে দিয়ে গেল ধরতে পারিনি তা'। ডাক্তাররা নাকি টাইফয়েড সন্দেহ করছে মন্টুর। কোন্ ধরনের টাইফয়েড জানতে ইচ্ছে করে। পাকা টাইফয়েডই যদি হয়, ক্লোরোমাইসিটিন কি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়? সম্ভবপর হ'লে ভাল হ'ত। এ্যানিওডল ইন্টারনাল (ল্যাবরেটরী অফ এ্যানিওডল, প্যারিস, ফ্রান্স) ওষুধটাও অনেক ভাল। পঞ্চাশ ফোঁটা ক'রে খাওয়াতে হয় প্রত্যেকবার। এমনতর তিন-চারবার খাওয়াতে হয় রোজ। সানুর শারীরিক অবস্থা যদিও মোটেই ভাল নয়, তথাপি তাকে পাঠাব কিনা এক্ষণই—না কোনরকম ব্যবস্থা ওখানে করেছ জানতে পারলে খুশী হতাম। চারিদিককারের ব্যাপারে, সুধাংশু, আমি নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছি। ভরসা তোমরা। এখন তোমরাও যদি এমনতর নিষ্পেষণে পড় আর উপায় কোথায়! তাড়াতাড়ি ভাল খবর পেলে আতঙ্ক ও উৎকন্ঠা থেকে খানিকটা রেহাই পেতাম।

পুনশ্চ :—সহায়রামবাবু বোধহয় কোলকাতাতেই আছেন। পোলিপোরিন সংগ্রহ ক'রে যদি দিতে পার খুবই ভাল হয়। পোলিপোরিন যত গোড়ার দিকে দেওয়া যায় ততই ভাল। সহায়রামবাবুর বাড়ীর ঠিকানা—১৩/২ এ, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন। কোলকাতা। তিনি যদি কোলকাতায় নাও থাকেন তাঁর বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা' দেখতে হবে। পোলিপোরিনও টাইফয়েডের sure remedy (নিশ্চিত প্রতিবিধান)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী পূজনীয়া গুরুপ্রসাদী দেবীর কাছে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখান :—

খুকি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। স্মরজিৎ যাবার পর থেকে পাগলুর খবর আর নিয়মিত পাইনা। আজ এখনও পর্য্যন্ত পাইনি। আমার মনে হয় পাগলু সুস্থ হবার সীমানায় প্রায় এসেও সুস্থ হ'য়ে উঠছে না। আবার হয়তো বেড়ে উঠলো—এর কারণ কী? বোধহয় অন্তর্নিহিত এমন কোন দোষ আছে—যা জন্মগতও হ'তে পারে।—যার ফলে তার আরোগ্য হওয়াটা কেমনতরভাবে যেন নিরুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। ডাক্তাররা কি এ কথাটা ভেবেছেন বা এ সম্বন্ধে কিছু করেছেন? না ভেবে থাকলে বা না ক'রে থাকলে তাদিগকে এ সম্বন্ধে সুকৌশলে ইঙ্গিত দেওয়া ভাল। যাই হোক pulse (নাড়ী), respiration (শ্বাসপ্রশ্বাস), temperature (শরীরের তাপ)-এর কিছুটা সুস্থ সমবায়ী ভাব যতক্ষণ আছে এবং লিভার, পাকস্থলী, অন্ত্র, কিডনি অর্থাৎ বৃক্ক সমীচীন বাহ্য-প্রস্রাবের সহিত, যতক্ষণ যথোপযোগী ঠিক আছে ততক্ষণ আশা করা যায় সে সুস্থ হ'য়েই উঠবে।

পরমপিতাকে হরদম জানাই একথা—তাঁর দয়া ও কৃপা আমাদের এই আশাকে যেন সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায় ফলবতী ক'রে তোলে। পাগলু সুস্থ হ'য়ে উঠুক সর্বতোভাবে, আর সে বেঁচে থাকুক সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে। তার পরিস্থিতির সকলেও যেন সুখে সুদীর্ঘজীবন উপভোগ করতে পারে—পারস্পরিক সার্থকতায়—এই দুনিয়াটাকে সঙ্গে নিয়ে।

মোহিনীদা পাগলুর শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেছে জেনে সুখী হলাম। পরমপিতার নিকট প্রার্থনা মোহিনীদা স্বস্তিলাভ করুক, কৃতার্থ হ'য়ে উঠুক তার স্বস্ত্যয়ন পাগলুর জীবনে—সুস্থ হ'য়ে উঠুক পাগলু তার শান্তি-স্বস্ত্যয়নের সার্থকতায়।

খেপু কেমন আছে? তোমার শরীর কেমন? তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, কল্পনা, শান্তু, কানু ও ধীরেন—সবাই কেমন আছে? আকু ভাল আছে তো?

আমার আন্তরিক রাম্বা জেনো। যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
আশীর্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

পুনশ্চ ঃ—সেই দিল্লি থেকে মাঝে-মাঝেই শুনি—এই বেশ ভাল চলছে, তার মধ্যে হঠাৎ ১০৩/৪ জ্বর ঠেলে ওঠে, Pulse (নাড়ী) হয়ে পড়ে ১৪০, শ্বাসপ্রশ্বাস হ'য়ে ওঠে ৪০-এর কিছু কম-বেশী—এটা রোগেরই বৈশিষ্ট্য, না ওষুধের প্রতিক্রিয়া, তা' অনুসন্ধান ক'রে দেখা কিন্তু নিতান্তই উচিত। হ্যোমিওপ্যাথরা aggravation (রোগবৃদ্ধি)-এর দায় দিয়ে অনেকখানি ভুল ক'রে ফেলে কিন্তু। নজর রেখো তা' যেন না হয়। অনুসন্ধিৎসু তত্ত্বাবধানে ব্যাপার কী তার নির্ধারণপ্রয়াসী হ'য়ে সমীচীন নিরাকরণে প্রস্তুত থেকো।

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৬। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ পূজনীয় সুধাংশুদাকে এই চিঠি দেন ঃ—

সুধাংশু,

কাল তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছি। আজ রাজেন কোলকাতা যাচ্ছে। তার হাতে তোমাকে দেবার জন্য এই চিঠি দিচ্ছি।

মণ্টুর যদি টাইফয়েডই হ'য়ে থাকে, এবং অন্য ওষুধ মিলানো কঠিন হয়, তবে এ্যানিওডল ইণ্টারনাল তিন-চারবার ক'রে ব্যারামের উগ্রতা অনুযায়ী পঞ্চাশ ফোঁটা

হ'তে একশো ফোঁটা পর্য্যন্ত চালানো ভাল। এখানে আমরা অনেকেই এর সুফল পেয়েছি। এতে bleeding (রক্তপাত), perforation of intestine—(অন্ত্রে ছিদ্র সৃষ্টি) হ'তে দেয় না। আর, এর bactrocidal power (রোগজীবাণু-নাশক ক্ষমতা)-ও যথেষ্ট। এটা খেলে প্রস্রাব profusely (যথেষ্ট পরিমাণে) হয়, ঘামও হয়, —যার ফলে টক্সিনগুলি eliminated (বহিষ্কৃত) হ'তে পারে। এর সাথে heart (হৃৎপিণ্ড), lungs (শ্বাসযন্ত্র), respiration (শ্বাসপ্রশ্বাস), লিভার, কিডনি এগুলি যাতে সুস্থ থাকে এমনতর ওষুধও ব্যবহার করতে পারে। এ্যানিওডল ব্যবহারে temperature (তাপমাত্রা)-ও খুব বাড়তে দেয় না, প্রায়শঃ দুই-এর মধ্যে থাকে, নীচে ৯৭।৯৮ পর্য্যন্ত হ'তে দেখা গেছে। কিন্তু ব্যারামের course (মেয়াদ) shortened (হ্রাসপ্রাপ্ত) হয় ব'লে আমার মনে হয় না। এই হ'ল এ্যানিওডলের কথা। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'রেই হোক বা নিজে-নিজেই হোক, এটা ব্যবহার করতে পার। এটা নির্দোষ। আর, টাইফয়েডের specific remedy (যথাযথ প্রতিবিধান) হচ্ছে ক্লোরোমাইসিটিন। এই ওষুধে আমি যা' শুনেছি—বহু বীভৎস অবস্থার রোগীও আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু ওষুধ genuine (খাঁটি) হওয়া চাই। ওর বহু নকল হয়েছে, তাতে কোন response (সাড়া)-ই দেয় না, এও শুনেছি।

অনেকে ক্লোরোমাইসিটিন বাবহার না ক'রে অরোমাইসিন ব্যবহার করেন, এও শুনেছি। কিন্তু অরোমাইসিন মোটেই টাইফয়েডের ওষুধ নয়কো। বাদলের মেয়ে টুকুনের অসুখের ভিতর বহু অর্থ খরচ ক'রে অরোমাইসিন এনে তাকে ব্যবহার করিয়ে কোন ফল পায়নি। তাই, অরোমাইসিনের প্রতি কোন ডাক্তারের যদি প্রীতি থাকে, টাইফয়েডের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু নিষ্ফলই। টাইফয়েডে অরোমাইসিন ব্যবহার করা মানে হচ্ছে—কতকগুলি অর্থ নষ্ট করা এবং তার ফল না পাওয়া। তাই খাঁটি ক্লোরোমাইসিটিন যদি মিলানো সম্ভব হয় আর ক্লোরোমাইসিটিন ব্যবহারে অভিজ্ঞ ডাক্তারকে যদি দেখাও, আমি আশা করি, আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যেতে পারে।

ক্লোরোমাইসিটিনে একটা রোগী আরাম হ'তে নাকি চার-পাঁচ ফাইল ওষুধ লাগে। অবশ্য, এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই কিছু। আমাদের কেমিক্যাল ওয়ার্কসের এ্যাজামঞ্জিটও রোগীকে খারাপের দিকে যেতে দেয় না। কিন্তু ওর মাত্রা একটু দেখেশুনে দেওয়া উচিত। এক ড্রাম, দেড় ড্রাম, দুই ড্রাম—রোগী হিসেবে অনেকে দিয়ে থাকে। বাহ্য-প্রস্রাব যাতে ঠিকমত হয় সেদিকে নজর রেখো। প্রস্রাব যদি কম হয় তবে ভাল ফোটানো গরম জল বার-বার খাওয়ান ভাল। আর, খাওয়া-দাওয়াও খুব সাবধানে দিতে হবে। যাতে পেট irritated (উত্তেজিত) না হয়

তেমনতর হালকা সহজপাচ্য পথ্য, যেমন জলবার্লি, চালের পাতলা জল (ঐ বার্লির মতই পাক করতে হয় খুব পাতলা জলের মত) দেওয়া ভাল। এতে শরীরের বল রক্ষা হয়।

রাজেন যাচ্ছে, তার কাছে সব কথা ব'লে দিলাম। ওখানে শুশ্রূষার ব্যবস্থা যেমনতর সমীচীন হয়, সে তা' করতে চেষ্টা করবে। কালকে তোমাকে চিঠি লিখলাম, ভাবছিলাম সানুকে পাঠাই। কিন্তু তার পরেই তার জ্বর হল একশ কয়েক পয়েণ্ট। যদিও পূর্ব্ব হ'তেই একটু-আধটু হচ্ছিল। এখন কত আর দেখিনি। কি করি ভেবে কিছুই ঠিক পাই না। একলা প্রাণী। এই গুরুভার নিয়ে চলতে-চলতে নিষ্পেষিত হয়ে পড়েছি। ওদিকে পাগলুর অবস্থা কখনও শুনি ভাল, আবার কখনও খারাপ, শুনে মুষড়ে পড়ি।

বড়বৌ-এর শরীরও ভাল নয়কো। সর্দ্দি, কাশি এবং শারীরিক অন্যান্য অসুস্থতা লেগেই আছে। নোটনের জ্বর হয়েছিল, এখন ভাল। মুকুল পরমপিতার দয়ায় এখনও ভালই আছে। বড়খোকার বুকে ঐ সর্দ্দির ভাব আছেই। তবুও আজকাল এখানে আসা-যাওয়া করছে, সাধ্যমত দেখাশুনা করছে। তুমি সাবধানে থেকো। আর পরিবারের সবাইকে এমন সাবধানে রেখো যাতে কেউ অসুস্থ বা infected (সংক্রামিত) না হন।

সহায়রামবাবুর পোলিপোরিনও নাকি খুব charming effect (মনোমুগ্ধকর ফল) দেয়। অনেক ডাক্তার ঐ পোলিপোরিন ব্যবহার করেছেন with amazing result (বিস্ময়কর ফলসহ)। যদি তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় খুব ভাল। Indian Health Institute বা সহায়রামবাবুর বাড়ীতে খোঁজ নিতে পার। সুশীলদার কাছে শুনলাম সহায়রামবাবু এখন দিল্লিতে, দু-একদিনের মধ্যে কোলকাতা ফিরবেন। সুশীলদার শ্যালক কিরণ ঘোষও পোলিপেরিন ব্যবহার করেছেন। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা—১/৪ ফার্ন রোড, বালীগঞ্জ। Dispensary-র নাম হল Avenue clinic জায়গাটা গড়িয়াহাট মার্কেটের গায়ে towards the east (পূব দিকে)। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পার। শুনেছি তিনিও নাকি conscientious ও considerate (বিবেকী ও বিবেচক) ডাক্তার। তাঁর সুনামও মন্দ নেই।

বিডন স্ট্রীটের ডাক্তার শিবু মুখাজ্জীও নাকি successful physician (কৃতী চিকিৎসক)। তিনিও পোলিপোরিন ব্যবহার করেছেন অনেক।

তোমার বাবা কেমন আছেন ? তোমার আর আর ভাই-ভগিনীরা কেমন আছেন ? মণ্টুর সুখবর পেলে অনেক সোয়াস্তি লাভ করব।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো। যারা চায় তাদিগকে দিও।

মণ্টুর খবর নিয়মিত ৬৮ নং মীর্জাপুর স্ট্রীটে জানালে সেখান থেকে Trunk Telephone-এ খবরটা পেতে পারি। সব সময় সুখবর পেলে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের হাত থেকে একটু রেহাই পাই। প্রত্যহ একখানা ক'রে বিস্তারিত চিঠি যদি হাওড়া RMS-এ সময়মত পোস্ট করার ব্যবস্থা করতে পার, তার পরদিন সকালেই খবর পেতে পারি। কাজ চলার মতো পয়সাকড়ি তোমাদের হাতে আছে কিনা বুঝতে পারছি না, জানতে পারলে ভাল হয়।

ইতি
আশীর্বাদক
তোমাদেরই
দীন
"বাবা"

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৭। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে বসেছিলেন। রেণুমা, সরমামা, সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

জনৈক বহিরাগত ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—ইষ্টের প্রতি অনুরাগ ক'মে যায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন যত প্রবৃত্তির দিকে যায়, ততই ঐ রকম হয়। তোমার হয়তো তাড়ি খাবার ইচ্ছা হ'ল। তোমার মা মারমুখী হ'য়ে উঠল। কিন্তু মাকে মানে কে? তোমার কাছে মা'র চাইতে তাড়ি বা মুরগীর ঠ্যাং হয়তো বড় হ'য়ে উঠল। কিন্তু মা'র প্রতি টান প্রবল হলে ঐ প্রলোভন জয় করা তোমার পক্ষে কঠিন হ'ত না। মা-বাবার প্রতি টান থাকলে অনেক উতরে যায়। মা-বাপের কথা শুনতে হয়। অযথা প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকতে নেই। প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনা, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লর দিকে চেয়ে বললেন, চিঠি লেখ—

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—খেপু,

আজ তারক কলকাতা যাবার মনস্থ করেছে। কাল রাজেনের কাছে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়েছি, হয়তো পেয়েছ। ফোনে ও কানুর চিঠিতে যে খবর পেলাম, তাতে মনে হয় ওর অবস্থার খানিকটা উন্নতি হ'লেও দিল্লীতে যতটা ভাল হয়েছিল—এখনও সে-অবস্থা আসেনি। রোগের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সুস্থ হবার দিকে পাগলু যতই এগিয়ে যাবে—সহজ আশা ও আনন্দ উপভোগ করতে পারব হয়তো তখন থেকেই। শংকা-শাসিত হ'য়ে দিন কাটান যে কি কঠিন তা' বলতে পারি না। এদিকে সানুর এক-

আধটু জ্বর হচ্ছে, আবার মণ্টুর নাকি কোলকাতায় টাইফয়েড হয়েছে। তাতে আমার অন্তর্নিহিত উৎকণ্ঠাই পোষণ পেয়ে পুষ্টিতে বেড়ে চলেছে। স্মরজিৎ এখান থেকে যাওয়ার পর হ'তে পাগলুর খবর কেমনতর এলোমেলো ভাবে পাই। কোন-কোনদিন না-পাবার মতনই প্রায়। এ বিষয়ে যদি একটা ব্যবস্থা করতে পার, ভাল হয়। সুখবর পেলে একটু সোয়াস্তিতে থাকতে পারি। মির্জাপুর স্ট্রীটে ব'লে-ক'য়ে মণ্টুর খবরটাও যদি পাঠাতে পার, ভাল হয়।

সান্তু, কানু, ধীরেন, কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু এরা সব ভাল আছে তো? কল্পনার মেয়ে কেমন আছে? তোমার শরীর কেমন? খুকী কেমন আছে? আশা করি, পরমপিতার দয়ায় বাড়ির আর-আর সবাই ভালই আছে।

নার্সিংহোমে পাগলুর সেবার ব্যবস্থা যেন সুচারু ও সমীচীন হয়। কানুর চিঠিতে আজ দেখলাম, কানুর সাথে পাগলু নাকি বেশ কথাবার্ত্তা বলেছে। কানুর চিঠিটা আমার পক্ষে বেশ exalting (উদ্দীপনী)। কানু লক্ষ্মী বোধ হয় এক আধটু বোধ করে আমার নিরাশ্রয় অবস্থার উৎকণ্ঠা। তাই অনুকম্পায় দরদী হ'য়ে আমাকে এ পর্য্যন্ত তিনখানা চিঠি লিখেছে।

তুমি সবারই স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখো। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যও যাতে অটুট থাকে, তেমনতরভাবে চল—অন্ততঃ আমার খুশীর জন্য। আর যারা তোমার অনুচর ও সহযোগী, সৌজন্যপূর্ণ দরদী ব্যবহারে তাদিগকে উদ্যমদীপ্ত ক'রে রেখো। নজর রেখো, কোনদিক দিয়েই তারা যেন কাবু হয়ে না পড়ে এবং বিহিতভাবে সংস্থ থাকে তোমাকে।

আমার আন্তরিক রা-স্বা জেনো, যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
আশীর্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কানুদাকে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখেন ঃ—

কানু,

বাবা আমার! তোমার চিঠি পেয়ে আমি বড়ই খুশী হয়েছি। তোমার দরদী অনুকম্পা আমাকে যে বিস্মৃত হয় না, তা' ভেবেও আমি অনেকখানি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠি। পাগলু তোমার সাথে কথা কয়েছে, যা' লিখেছ, এ সংবাদ আমার পক্ষে বামনের চাঁদ হাতে পাবার মতো। তুমি যদি এমনতর ব্যবস্থা করতে পার, যাতে

আমি প্রত্যহ পাগলুর বিশদ সুখবর পাই তাহ'লে আমি আরও খুশী হব।

লক্ষ্মী আমার!

মানিক আমার!

মনে ভাবি, তুমি ওখানকার আমাদের একটা মহৎ অবলম্বন। তোমাতে ঠেস দিয়ে এই বুড়ো বিক্ষিপ্ত হৃদয় অনেকখানি সোয়াস্তি পায়। তুমি যাতে সুস্থ থাক সবদিক দিয়ে—শরীরে, মনে, আধ্যাত্মিকতায়—ঠিক তেমনি ক'রেই চ'লো আর দেখো—তোমার গুরুজন ও পরিবেশের সবাইকে যাতে অমনি ক'রে রাখতে পার।

তোমাদের যারা সহযোগী, যারা দরদী, সৌজন্য ও সংব্যবহারে দরদী হ'য়ে তাদের এমনতর উদ্যমদীপ্ত ক'রে রাখবে যাতে তারা কিছুতেই কোন বিষয়ে কাবু না হয় কখনও। আর তোমাদিগেতে প্রাণ ঢেলে দিয়ে সংস্থ হ'য়ে ওঠে। এ-জগতে মানুষ সাধারণভাবে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে অমনি ক'রে।

তোমার বাবার দিকে বিশেষ নজর রেখো। তাঁর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাপের মতন ক'রেই তাঁকে পরিপালন কর—যদিও সন্তান তুমি। সে কিন্তু আমাদের সবারই অন্তরের Pivot (আশ্রয়)। অবলম্বন না হ'লে আমি হৃদয়ে বলই পাই না। আর, বল যদি সংকুচিত হ'য়ে যায়, জীবনও সংকুচিত হ'তে থাকে। আমার এ অনুরোধ প্রধানতঃ আমাদের জীবনস্বার্থের উপলক্ষ্যে—পরিবার ও পরিবেশে আমরা যে-যে আছি সবারই মঙ্গলার্থে। আমার মনে হয়—মমতা ক্রূর হ'য়ে ওঠে উৎসের প্রতি তখনই, যখনই তার আশ্রয় ও অবলম্বন যারা, তারা তাকে অর্থাৎ মমতার কেন্দ্রকে শরীরে, মনে, সত্তায় পোষণ না দিয়ে অবজ্ঞায় অবদলিত ক'রে নিষ্ঠুর ও নিঃসংস্থ ক'রে চলে। কোলকাতায় মণ্টুর টাইফয়েড হয়েছে শুনলাম।

তোমার শরীর আজকাল কেমন? তোমার বাবা কেমন আছেন? তোমার পিসিমা ভাল আছেন তো? সান্তু, ধীরেন, কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু—এদের দিকে নজর রেখো—এরা ভালো আছে তো? কল্পনার মেয়ে ভাল তো?

যাদের কানের অসুখ আছে দেখো তো কোনরকম তাদের সে ব্যারাম সারানো সম্ভব কিনা।

আমার আন্তরিক রাম্বা জেনো, ও যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি

আশীর্বাদক

তোমাদেরই

দৈন্যপীড়িত

'জ্যাঠামহাশয়'

রাত্রে X-Mas Message-এর জন্য প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ করায় তিনি কিছু সময় চেষ্টা ক'রে বললেন—ওসব জিনিস অমন ক'রে বেরোয় না। নিজের কৃতিত্বে কিছু করা যায় না, তিনি দিলে হয়,—তাই বোধহয় কয় প্রেরণা।

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৮। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে সহাস্য বদনে চেয়ারে ব'সে আছেন। হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), সুধীরদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), প্রকাশদা (বসু), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), ক্ষিতীশদা (রায়, আই এ এস), প্রবোধদা (মিত্র), মোহন (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ অনেকে তাঁর আনন্দদায়ক সান্নিধ্য উপভোগ করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ক্ষিতীশদা বললেন—আজকাল বড়-বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দেখছি drink (পানাভ্যাস) ও debauchery (ব্যভিচার) ঢুকে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা সুকেন্দ্রিক নয়, যাদের চরিত্র নাই তারা যদি বড় পদে বা শাসন সংস্থায় থাকে তবে ধীরে-ধীরে জনগণের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে। তার থেকে চরিত্রবান, সুকেন্দ্রিক, সুকৌশলী, বুদ্ধিমান, উৎসাহী কোন লোককে যদি ঐসব পদে রাখা যায়, তাদের তথাকথিত বিদ্যা যদি কমও থাকে, তারা ধীরে-ধীরে তা' আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে, এবং কাজও সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। তাদের দিয়ে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার হয় কমই। কিন্তু ঐ কেতাদুরস্ত চালিয়াতদের দ্বারা কিছুই হবার নয়। তবে তোমার মতো লোকও তো আরও অনেকে আছে। এইরকম গুণ, চরিত্র ও যোগ্যতা যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে সেটা কিন্তু খুবই কাম্য বস্তু। শিবাজীর কথা ভেবে দেখ না, সে কি লেখাপড়া জানত! কিন্তু এমন শাসক ক'জন মেলে? আজকাল বহুলোকই সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ এবং ব্যক্তিগত লাভটাকেই বড় ক'রে দেখে। কিন্তু ধর, তোমরা যদি লাভবান না হও, আমার ব্যক্তিগত লাভ দাঁড়ায় কোথায়? তোমাদের নিয়েই তো আমি। পরিবেশ-সুদ্ধ যদি সমগ্রভাবে সবার উন্নতি না হয় তাহলে সে উন্নতিটাকে কি উপভোগ করা যায়? না তা' টেকে? তুমি যদি না খেয়ে থাক আর আমি যদি ঘিভাত খাই এবং পেট ভরা থাকে, তোমার ক্ষুধার্ত মলিন মুখ দেখে আমার প্রাণে যে অপরাধবোধ জাগবে, তা আমার হজম শক্তিকে ব্যাহত করবেই। তাই ঐ ঘিভাত আমার শরীর-মনকে পুষ্ট না ক'রে ধীরে-ধীরে অবসন্নই ক'রে তুলবে। আর, পরের দুঃখ যদি আমি বোধ করতে না পারি তাহলে তো আমি পশুর মতো স্থূল হ'য়ে গেলাম। সেটাই কি খুব কাম্য বস্তু? পরি-বেশের সঙ্গে আমরা এমনভাবে জড়ানো যে পরিবেশকে উপেক্ষা ক'রে আমাদের ভাল

থাকার পথই নেইকো। যে মানুষ বহু মানুষের রোষের পাত্র হয়, সে হতভাগা নিশ্চয়ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ঘরে এসে বসলেন।

ক্ষিতীশদা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের সঙ্গে কিভাবে চলব? পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলে কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন শ্রদ্ধার্হ হয়ে ওঠে। পার্টিতে গেলে তুমি তোমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলবে। বলবে, 'আমি একটু গোঁড়া আছি। সব জিনিস আমার চলে না।' যারা নিজের কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে বা ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়, তাদের থেকে তোমার মতো লোক মানুষের অনেক বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

ক্ষিতীশদা—সৎসঙ্গী হিসাবে শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে যোগ্যতা দেখাতে পারি কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুগ সেবাবুদ্ধি থাকলে সবভাবেই পার। মানুষের ভাল করার তাগিদ থাকলে এবং সে-তাগিদের পেছনে ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকলে যোগ্যতা ঠেলে বেরোয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই উপনয়ন নিয়েছিস?

ক্ষিতীশদা—পেরে উঠিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে ফেলা লাগে। সংস্কৃত না হ'লে শুদ্ধ হয় না, দ্বিজত্ব হয় না, শূদ্রত্ব যায় না।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন Administrative Service-এ (শাসন-পরিচালনার কাজে) কুট-কৌশলী হওয়া লাগে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার মতো বুদ্ধি ও কৌশল থাকা চাই। লহমায় আঁচ ক'রে নিতে হয়। উপস্থিতবুদ্ধি খুব তুখোড় হওয়া লাগে। আর প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে চলার সময় তার প্রকৃতি বুঝে সেইভাবে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা লাগে। এসব করতে-করতে একটা intuition (অন্তর্দৃষ্টি) গজিয়ে যায়।

ক্ষিতীশদা—মাদ্রাজীরা বেশী দক্ষ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা বেশী সংহত। তাদের মধ্যে মনে হয় fellow feeling (আপনবোধ) বেশী। বিজাতীয় প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্য তারা সংহত হয়েছে বেশী। তার ফলে বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদিও বেড়ে গেছে—তাই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে। আবার, পারস্পরিকভাবে সাহায্য করার প্রবৃত্তি থাকাতে প্রত্যেকেই উপকৃত হচ্ছে—আমার এমনতর মনে হয়। অবশ্য তোমরাই ভাল জান।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা আমার মনে হয়। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা কিন্তু একটা dangerous (বিপজ্জনক) জিনিস। প্রত্যেক প্রদেশ যদি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য না হয় তবে ভারতীয়রা দিন-দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে। আর, অন্যান্য দেশ সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে ত্রুটি করবে না।

সুশীলদা (বসু) বললেন—বাঙ্গালীরা উদার ব'লে সারা ভারতে খ্যাতি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঔদার্য্য যেখানে সত্তাবিধ্বংসী, তা' কিন্তু শয়তানীরই আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি সোয়া সাতটার সময় নিম্নলিখিত অপূর্ব্ব বাণীটি বলেন ঃ—

বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্মিলনী আনতিতে পরস্পর যুক্ত হ'য়ে
যে বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে—
আস্বাদন-উপভোগ-উদ্দীপনায়
সংশ্লেষ-বিশ্লেষণী চলনে—
সন্ধিৎসার সহিত তাকে জানা
ও আয়ত্ত করাই হচ্ছে—
রসায়ন—
স্বাদন-সম্মিলনী গতিপথ,
তাই পরম কারণকে
'রসো বৈ সঃ' ব'লে
ঋষিরা অভিহিত করেছেন।

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৯। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বেলা ন'টার সময় খুব ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন—লিখবি নাকি ? পরমপিতা মাথায় টোকা দিচ্ছেন।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে শুরু করলেন ঃ—

The breeze cometh—
Breezy hum
Blowing with the tiding
of life and growth—
the advent of the Love,
the Son of man,
the child of God,

Whom we bade adieu
with a refusal of
cruel pricking hit ;
and Love cracked,
worship bent with tears,
peace fouled,
growth groaned with gnaw,
happiness turned into fiendish glare.
This day is that—
remember, love and follow Him,
make Him alive
in your every life
and that is the only gratitude to Him
and that—the bliss
that heaven bestows
with Unity, peace, happiness and growth—
the stay of universal, active
inter-interested love to une.

লেখাটা দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—পড়বি নাকি।

তখন বাণীটি পড়া হ'ল।

পড়া শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ পরমপিতার মাল। তাই লহমায় বেরিয়ে গেল। যদি একটু দেরী করতিস্, হারিয়ে যেত।

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য আভামণ্ডিত শ্রীমুখের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

নিম্নে ইংরেজী বাণীটির ভাবানুবাদ আমাদের মতো ক'রে দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনান হয়নি—

মলয় পবন বয়ে আসে,
তা গুঞ্জন ক'রে চলে জীবন-বৃদ্ধির বার্ত্তা,
ঘোষণা করে প্রেমস্বরূপ
মনুষ্যপুত্র
তথা ঈশতনয়ের আগমনবার্ত্তা,

যাঁকে আমরা নিষ্ঠুর নিপীড়নে
অস্বীকার করে বিদায় দিয়েছি ;
আর, তখনই কণ্ঠরোধ করেছি প্রীতির,
উপাসনাকে সাশ্রুনয়নে
অধোবদন ক'রে তুলেছি,
শান্তি হয়েছে কলুষিত,
বৃদ্ধি তীব্র বেদনায় আর্তনাদ ক'রে উঠেছে,
সুখ শাতনী জেল্লায় পরিণতি লাভ করেছে।
আজই সেই দিন—
তাঁকে স্মরণ কর, ভালবাস
এবং অনুসরণ কর।
তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাঁকে জীয়ন্ত ক'রে তোল
এবং তাই হচ্ছে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একমাত্র পথ।
এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে
স্বর্গসঞ্জাত আনন্দ, ঐক্য, শান্তি,
সুখ ও সম্বর্দ্ধনা—
আর, এই হ'ল সেই বস্তু
যা' সার্ব্বজনীন সক্রিয় পারস্পরিকতা-সমন্বিত
ভালবাসার ভিত্তিস্বরূপ—
যা কিনা একায়িত ক'রে তোলে বহুকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট।

সিঁথির গৌরদার (দাসের) সম্বন্ধে কথা উঠতে জনৈক দাদা বললেন—তিনি বর্ত্তমানে অভাবে পীড়িত। তাই আমরা কয়েকজন মিলে সাধ্যমত সাহায্য করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে প্রীত হ'য়ে বললেন—খুব ভাল। ওর মতো ভক্তিমান মানুষ কম দেখা যায়। ও যদি তোদের মমতা থেকে বঞ্চিত হয়, তোদের মমতা তাহলে নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। যারা প্রকৃত ভাল মানুষ, তাদের পালন-পোষণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। অবশ্য, খারাপ লোকও যদি বিপন্ন হয় তাকেও তোমাদের বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সেটা করা লাগে খুব সাবধানে। তারা বেকায়দায় পড়লে যেমন পা ধরতে পারে, পরে আবার নিজেদের স্বার্থের খাতিরে উপকারীর গলাও চেপে ধরতে পারে। তাই লোকের ভাল করতে গেলে দেখা লাগে সে যাতে তোমার

সততার সুযোগ নিয়ে আরও প্রবৃত্তিপরায়ণ হ'য়ে সপরিবেশ নিজের সর্ব্বনাশ সাধনের সুযোগ না পায়। শুধু পোষণ করলেই হয় না, বিহিত শাসন যেখানে যা' করা দরকার তা'ও করা লাগে। অসৎকে প্রশ্রয় দেবার মত পরম পাপ আর নেইকো।

জনৈক দাদা—আমার তো কেউ নেই, কিভাবে চলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাম নিয়ে প'ড়ে থাকলে হয়। পরমপিতার চাইতে আপনার আর কে আছে? তাঁকে নিঃস্বার্থ ও সক্রিয়ভাবে ভালবাসতে পারলে লহমায় জীবন মধুময় হ'য়ে যায়।

একটা মাছি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিরক্ত করছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেটাকে ধরতে চেষ্টা করলেন। ধরতে গিয়ে হাতের চাপে সেটা মারা গেল। এতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই ব্যথিত হলেন। তাঁর চোখে-মুখে করুণ বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন পূজনীয়া ভুষণী মাকে বললেন—হাতের মধ্যে ধ'রে ভাল ক'রে ফুঁ দে তো, যদি বেঁচে ওঠে।

ভুষণীমা তা' করা সত্ত্বেও মাছিটা বাঁচল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ করতে লাগলেন—হায়! মাছিটা ধরতে গিয়ে ম'রে গেল।

তাঁর মনটা এতই বিষণ্ন হ'য়ে গেল যে তা' দেখে মনে হচ্ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর একান্তে থাকতে চান। তাই অনেকেই উঠে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার মাছিটার জন্য বিলাপ করতে লাগলেন।

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১০।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় যতি-আশ্রমের সামনে পশ্চিমাস্য হ'য়ে চেয়ারে বসেছিলেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

বাঙ্গালীর বদান্যতা সম্বন্ধে কথা উঠল।

সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ জাতির গুণের তুলনা নেই। কিন্তু এদের মস্ত দোষ এরা কুকুরের মতো স্বজাতি-বিরোধী, আর পরশ্রীকাতরতা এদের মজ্জাগত। সবার মধ্যেই হয়তো এটা কিছু-কিছু আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর মতো এত বেশী আর কারও মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

হরিদাসদা—এর জন্য ঘাও তো কম খাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘা খাচ্ছে বটে। কিন্তু চেতনা জাগছে না। কারণ, আত্মানুসন্ধান নেইকো।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১১। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের সামনে পশ্চিমাস্য হ'য়ে হাতলওয়ালা চেয়ারে ব'সে আছেন। পরনে সাদা কাপড়, গায়ে একটি ধবধবে সাদা আর্দ্দির চাদর। শুভ্রবেশে তাঁর স্বর্ণকান্তি আরও সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বালসূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় আভা তাঁর অপরূপ রূপকে নয়ন-বিমোহন ক'রে তুলেছে। ভক্তবৃন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসদা (মজুমদার)-কে বললেন—এক ছিলিম তামাক খাওয়া।

কালিদাসদা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে আমেজের সঙ্গে তামাক সেবন করছেন। আর টুকটাক কথাবার্ত্তা বলছেন।

পূর্ব্বঙ্গ থেকে আগত একটি দাদা বললেন—আমাদের এক কোটি হিন্দু কি ধ্বংস হ'য়ে যাবে? এই কি ভগবানের বিধান? তাঁর ইচ্ছা না থাকলে পাকিস্তানই বা হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ছেলেপেলে হয়। তাদের মা-বাপের উপর টান থাকলে তারা ঐক্যবন্ধ থাকে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। তাদের বুদ্ধি থাকে মা-বাবার প্রীতিপ্রসূ কর্ম্ম করা। কোন ভাই কষ্ট পেলে তাদের প্রাণে লাগে। এই বেদনাবোধের মূলেও আছে মা-বাবার প্রতি টান। তাই, তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখে, বিপদে-আপদে বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে। প্রত্যেক ভাই ভাবে যাতে কোন ভাইয়ের গায়ে কাঁটার আঁচড়টি না লাগে। এমনতরই স্বাভাবিক। ভগবানকে যারা ভালবাসে তারা দুনিয়ার সবাইকেই ভালবাসে। কারণ, তারা জানে প্রত্যেকেই ভগবানের সন্তান। ভগবানকে ভালবাসি, অথচ তাঁকে ভালবাসার বিধি অনুসরণ না করলে, তাঁকে ভাল না বাসার বিধির মধ্যে প'ড়ে যাব। আর, তার যা' ফল ফলবেই। আমি তো বুঝি, হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হয়, মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, তাহলে হিন্দু সবচেয়ে মুসলমানের আপনজন এবং মুসলমানও হবে হিন্দুর আপনজন। এখানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ছাড়াছাড়ি, ভাগাভাগির কথাটা আসে কোত্থেকে? আমি তো বুঝি, দেশ ভাগ হবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা ছিল না, আমরাই এটা ঘটিয়ে তুলেছি নিজেদের মতলববাজিতে। ফলকথা, দেশ ভাগ না হবার বিধিকে অনুসরণ করিনি। দেশ ভাগ হওয়ার বিধিকে নিষ্ঠা-সহকারে অনুসরণ করেছি। তাই, বিধিও বিমুখ হননি আমাদের সাধনার ফল দিতে।

উক্ত দাদা—আমাদের পূর্ব্বঙ্গে আপনার আশ্রম, প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রম, রামকৃষ্ণ

মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং আরও কত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এটা কিভাবে হল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভু জগদ্বন্ধু হউন আর যিনিই হউন, তাঁকে অনুসরণ করা চাই। এই অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে আসে সংহতি। সংহতি আসলেই তা' থেকে আসে শক্তি। আমরা তো এই শক্তি-সাধনা করিনি। আমাদের চাহিদা যেমন আছে, তেমনি আছে পুরুষকার। চাহিদাকে পাই আমরা করার ভিতর-দিয়ে। আমরা ধর্ম্মপথে চলিনি। বেশীর ভাগ লোক প্রবৃত্তিমার্গী হ'য়ে ছুটে চলেছে।

(গম্ভীর কণ্ঠে) "কদাচারে পাপাচারে সম্বর্দ্ধিত যেথা—
বিধিরোষ নিঃসন্দেহে জানিও সেথায়,
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।"

উক্ত দাদা—তাঁর ইচ্ছে হলেই তো সব হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান রামচন্দ্রকে কই আমরা নারায়ণের অবতার। তাঁর সীতা উদ্ধারের জন্য অত প্রয়াস কেন, অত কষ্ট কেন ? আমরা মাদুর্গার পূজা করি। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য তাঁর অত প্রয়াস কেন ? অত তোড়জোড় কেন ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বা এত প্রচেষ্টা, এত প্রস্তুতি কেন ? কৌরবপক্ষ রাজী না হওয়ায় যুদ্ধই বা করা কেন ? কৃতকার্য্য হওয়ার চলনে না চ'লে আমরা চাই কৃতকার্য্যতা, তা' হয় না। আমরা যা' পেতে চাই, যাতে তা' পাওয়া যায়, তেমনতর কর্ম্ম যদি না করি, তবে বুঝতে হবে সেটা প্রকৃত চাওয়া নয়—চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র। হজরত রসুল মক্কা থেকে তাড়া খেয়ে মদিনায় গেলেন। কিন্তু দশ বছর ধ'রে তাঁকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হ'য়ে তবে মক্কা দখল করা লাগল। না ক'রে পাওয়া যায় এ-কথা তোমরা শিখলে কোথা থেকে ? কোন ধর্ম্ম যদি এমনতর শিখিয়ে থাকে তবে জানবে তা' ধর্ম্ম নয়, অধর্ম্ম। ঐ ধরণের কর্ম্মহীন ধর্ম্মবোধ যত তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে পার ততই তোমাদের পক্ষে ভাল। ন্যাকামি কোর না। ধর্ম্মের নামে নিজেদের দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিও না। বেঘোরে প'ড়ে যাবে। সাবধান !

উক্ত দাদা—আগে যেসব ধর্ম্মযুদ্ধ হ'ত তার মানে বরং বোঝা যায়, কিন্তু আজকাল ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ চলে তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের কাছে ধর্ম্ম মানে স্বার্থ। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই হ'ল ওদের কাছে মোক্ষ। সাত্বত ধর্ম্মের ধার ধারে ওরা কমই। বহু ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিই ওদের পূজা-বিগ্রহ। তার সাথে গণস্বার্থের সংস্রব কমই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে কবিরাজ বিজয়কালিবাবুর সঙ্গে সুজনন-সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে বললেন—গৌরী নিজেকে স্বামীর প্রকৃতির পরিপোষণী ক'রে তোলবার জন্য কত

তপস্যা করেছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীর চরিত্র, চলন ও প্রকৃতি স্বামীর প্রকৃতির সম্যক পরিপোষণী না হ'য়ে ওঠে, তার আগে তার গর্ভসঞ্চার হ'লে স্বামীর শুভ-সংস্কারগুলি তার সন্তানের মধ্যে সম্যক বিকশিত হ'তে পারে না। কারণ সে সেগুলির পোষণ ঠিকমত দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে সমাসীন। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। শৈলমার ভোজনপর্ব্ব এখনই শুরু হবে। সেই দৃশ্য দেখবার জন্য দাদা ও মায়েদের ভীড় জমে গেছে। আজ নানাপ্রকার সুখাদ্যের ঢালাও ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই নিয়ে শৈলমার সঙ্গে মনোমদ ভঙ্গীতে রহস্যালাপ করছেন। তখন কালিষষ্ঠী মা, রেণু মা, নিশাবতী মা, সুশীলাদি প্রমুখ শৈলমাকে খাবার ব্যাপার নিয়ে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলেন। আর, শৈলমা মাজায় কাপড় জড়িয়ে প্রচণ্ড রোখের সঙ্গে আত্মসমর্থনে ঝগড়া শুরু ক'রে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই আনন্দময় রসঘন দৃশ্য দেখে আপন মনে মিচকি-মিচকি হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজই শৈলমাকে শতাধিক টাকা দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে মায়েরা তা' তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেন।

শৈলমা এবার মরিয়া। মায়েরাও তাকে খুব ক্ষেপাচ্ছেন।

শৈলমা এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চ'লে যেতে উদ্যত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ডাক দিয়ে বললেন—শোন্ শৈল? তোর নারায়ণ-জ্ঞান নাই, জগন্নাথ-জ্ঞান নেই, যতির মর্য্যাদাও তুই বুঝিস্ না, তাই তো দুঃখ তোর পিছে-পিছে ঘোরে। কে কী বলল তাই শুনে আমার ব্যবস্থা-করা যতি-আশ্রমের ভোগ ফেলে দিয়ে তুই চললি!

তন্মুহূর্ত্তে শৈলমা বিগলিত ভঙ্গীতে নিতান্ত ঠাকুরের দায়ে খাচ্ছেন এমনতর ভাব দেখিয়ে খেতে বসলেন প্রলুব্ধ ভঙ্গীতে।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৮।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর পুর-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আজ সকাল সাড়ে-আটটায় নিম্নলিখিত সুন্দর বাণীটি দিলেন।

শহর, নগর বা পুর-পরিকল্পনা
যাই কর, বিশেষভাবে নজর রেখো—
পরিস্রুত জলবায়ু, আলোর সমঞ্জসা সংস্থিতির সহিত
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুচারু রেখে
জল-নিকাশ, পয়ঃপ্রণালী আর বসতি-স্থাপনের সুষ্ঠু দূরত্ব,

দূষমন-নিরোধী ব্যবস্থিতি, শিক্ষা, বাণিজ্য,
খাদ্য, কৃষি, শ্রম ও গোচারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ;
তার সাথে নজর রেখো নির্ম্মাণ পরিকল্পনা
যেন একঘেয়ে না হয়,
একঘেয়ে গৃহ-নির্ম্মাণপদ্ধতি মানুষের
বুদ্ধিবৃত্তিকে অনেকটা একঘেয়ে ক'রে তোলে,
আর, তারা কুশল বিচিত্রতায় দক্ষ হ'য়ে উঠবার
খোরাক পায় কম।

উমাশঙ্করদা (চরণ) দুঃখ ক'রে বললেন—আমি নাম-টাম করি, কিন্তু শব্দ-জ্যোতির অনুভূতি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দজ্যোতির লোভ ক'রো না। নাম ক'রে যাও, নাম বাড়ালে আপনি সব আসবে। আর, নিরখ-পরখ করতে হয়, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অনুভূতির প্রলোভন, ব্রহ্মলাভের প্রলোভন, এগুলি লাভের পথে অন্তরায়স্বরূপ। তেমনি কারও মনে যদি এমনতর ধারণা থাকে যে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, ব্রহ্ম বা ভগবান লাভ অসম্ভব, তাও সাধনার পক্ষে অন্তরায়। ক'রে যাও তাঁর প্রতি প্রীতি নিয়ে। করতে-করতে সহজভাবে হবে। কতবার বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখেছি, তার চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, টানা-টানা চোখ, দেহের ভিতর থেকে একটা গোলাপী আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে, কর্ণে কুণ্ডল, বীর্য্যবান স্নেহল মূর্ত্তি, রংটা যেন ঘাসের মতো। আমার দিকে চেয়ে কেবল হাসে আর হাসে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আকুলি-বিকুলি ক'রে বলি, আমার কষ্টের সময় আসবে তো! তখন সে মূর্ত্তি মধুর হেসে ঘাড় নাড়ে। কতরকম ঘটনা মনে পড়ে, কিন্তু আমি ওর কোনটাতেই আটকে যাইনি। আমার ঝোঁক ছিল চরমে পৌঁছবার। তাই নাম করতাম প্রাণঘাতী সম্বেগ নিয়ে। অনুভূতির বর্ণনার মধ্যে যা' বলেছি সে তো একটা মোটামুটি কাঠামো মাত্র, যা' দেখেছি, যা' শুনেছি, যা' পেয়েছি, তা' বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে একটা মহাভারত হ'য়ে যায়। আবার প্রত্যেকের হয় কিন্তু তার নিজস্ব রকমে।

সরোজিনী-মা বললেন—বিরাজদার বাড়ীতে দেখলাম, আপনার শরীর থেকে এক বিরাট আলো বেরিয়ে তা' আবার আপনার শরীরের ভিতর ঢুকে গেল। সে কী প্রচণ্ড আলো? মনে হয় যেন দিনের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। ঘাসের মধ্যে একটা সূঁচ পড়লে পর্য্যন্ত দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর একদিন রাত্রে পদ্মার ধারে নাম করার সময় শরীর থেকে গোলাপী আলোর প্রবাহ নির্গত হ'য়ে চতুর্দ্দিক আলোময় হ'য়ে গেল। হরিদাসী

এসেছিল। সে আমার পেছন-পেছন ঘুরত আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে তার প্রতি আনত করবার জন্য। কিন্তু ঐদিনকার ঐ দৃশ্য দেখে তার মনে ভয় ধ'রে গেল। সে বুঝল, আমার সর্ব্বনাশ করতে গেলে তাকে হয়তো দৈব আক্রোশের মধ্যে প'ড়ে যেতে হবে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২০। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট।

হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), সুরেনদা (বিশ্বাস), মতিদা (চ্যাটাৰ্জ্জী), নলিনীদা (চক্রবর্ত্তী), মিণ্টুভাই (বসু), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

বাইরের কয়েকজন যুবক এসেছেন। তাঁরা ধর্ম্ম পরিপালনের রীতি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম-পালন করা লাগে দৈনন্দিন জীবনে প্রতি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে, বস্তুজগতের যা'-কিছুর মধ্যে আত্মিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে—অবশ্য বস্তু ও আত্মা আলাদা নয়কো। ধর্মের প্রধান জিনিস চরিত্র, অর্থাৎ চলন। আমার ঠাকুর জীবন্ত হ'য়ে ওঠা চাই আমার জীবনের প্রতিটি যা'-কিছুতে, এবং সেই চলন বিচ্ছুরিত হ'য়ে পারিপার্শ্বিককে যতই জীবনবৃদ্ধিতে উচ্ছল ক'রে তোলে, ততই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায়। এমনতর মানুষদের বলে ঈশ্বরকোটি পুরুষ। তারাই হ'য়ে ওঠে পরিস্থিতির উদ্ধাতা। এদের জীবনের প্রধান কাজ হয় ইষ্ট-স্বার্থ ও ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা। তা' বাদ দিয়ে ধর্ম্ম কিন্তু প্রাণবন্ত, শক্তিমান ও সংহত হয় না।

জনৈক ভাই বললেন—আমাদের শিক্ষাটার জীবনের সঙ্গে যোগ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষা হওয়া উচিত বাস্তব। হাতে-কলমে করার উপর দাঁড়িয়ে তত্ত্বকে মাথায় ধরিয়ে দিতে হয়। আগে আমাদের শিক্ষাটা অমনতর ছিল। আগে মানুষ গড়াই ছিল লক্ষ্য। তার জন্য লাগে সমুন্নত পারিবারিক জীবন। তারপর লাগে গুরুকরণ। পরিবার ও গুরুর কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ হয় তা' প্রয়োগ করা লাগে কর্ম্মক্ষেত্রে—ইষ্টপ্রাণ গণ-সংস্থিতির সংসৃজনে। তখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সেবা হাত ধরাধরি ক'রে চলে এবং জেগে ওঠে অচ্ছেদ্য সংহতি। গুরুই জীবনের মূল। এই গুরু মানে ভগবৎকল্প পুরুষ। যিনি কিনা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ব্রহ্মত্বের প্রতিষ্ঠা সেই মানুষটিতে। নইলে আমরা ব্রহ্মকে ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে হঠাৎ ভাইটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কী?

ভাইটি বললেন—মনোরঞ্জন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুমি তেমনতর হ'য়ে উঠলে লোকে বলবে, ভগবান মনোরঞ্জন। অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হ'য়ে, তাঁকে অনুসরণ ক'রে কৃষ্ণময় হ'য়ে কৃষ্ণের জীবন নিজের জীবনে আত্মীকৃত করলেন, অমনি ক'রে নিজেকে বিলকুল ইষ্টান্বিত ক'রে তোলাই হ'ল ধর্ম্মাচরণ। এটা প্রত্যেকে করবে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

সুভাষদা নামক জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি অমন হ'তে পারি না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয় পার। কর, চল, হও বিধিমাফিক। কাপড়-চোপড়ে সন্ন্যাস নেই। সন্ন্যাস আছে ইষ্ট-সংন্যস্ত চলনে। আমি বলি, তোমরা লোকরাখাল হও। নিজেরা চল, লোককে চালাও পরমপিতার পথে, যে লেখাপড়া জানে না, সেও পারে। যেমন শিবাজী।

সুভাষদা—তাঁর চালক ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু চালক থাকলে হবে না। তাঁকে অনুসরণ করা চাই ঠিকমত। দুনিয়া একদিকে, আর তিনি একদিকে। সমস্ত প্রবৃত্তি-চাহিদাকে উপেক্ষা ক'রে প্রবল আগ্রহে তাঁকে খুশী করার তালে থাকতে হয়। যেমন, তুমি মাস্টারী কর, তোমার কথা যে-ছাত্র না শোনে তার তুমি কিছুই করতে পার না।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নিশাবর্তীমাকে শৈলমার জন্য সরুচাকলী করতে বললেন। বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়ে আনন্দময় ভঙ্গীতে বললেন—এমনভাবে করা চাই যে শৈল যেন সরু-চাকলী দেখে "ওরে আমার প্রাণ রে" ব'লে সেই সরুচাকলী ঠেসে ধরে।

উপস্থিত সবাই হেসে কুটি কুটি।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২১।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোদপিঠ ক'রে পশ্চিমাস্য হ'য়ে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), শচীনদা (গাঙ্গুলী), মোহন (ব্যানার্জ্জী), প্রফুল্ল, সুভাষভাই প্রমুখ উপস্থিত।

সুভাষভাই ত্যাগবাদ, কৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ত্যাগবাদ বলতে আমি কিছু বুঝি না। আমার কথা হ'ল জীবন-বৃদ্ধিবাদ। আর, তার অন্তরায় যা' তা' বাদ দিয়েই চলব। ত্যাগবাদ একটা negative (নঙর্থক) কথা। ইষ্টানুরাগবাদ বল, তাতে আমি রাজি আছি। ওখানে ধরার কথাটা বড়, ছাড়ার কথাটা নয়। বড়টা ধরতে গেলে ছোটটা ছাড়তে হয়। এর মধ্যে ত্যাগটা কোথায় ? যা' করি, তা' আমার সাত্বত স্বার্থের জন্য করি। এর মধ্যে বাহাদুরি নেবার কী আছে ? আর, কৃষ্টি মানে আমি বুঝি তাই, যাতে বাঁচাটা বাড়ার পথে চলে। এককথায়, কৃষ্টির মানে মানব-জমিন চাষ করা, উর্দ্ধের

করা। রামপ্রসাদ গাইতেন "এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।" এই হ'ল কৃষ্টির মামলোৎ। আমাদের সাধকরা এমনি সহজ ক'রে বাঁচার কথা, ধর্মের কথা প্রাঞ্জলভাবে বলে গেছেন, যাতে চাষী, মুটে, মজুর যে-কোন মানুষ সহজে বুঝতে পারে।

মনোরঞ্জনভাই জিজ্ঞাসা করলেন—কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের অস্তিত্বকে সলীল ক'রে সকলকে উচ্ছল ক'রে তোল। সাগর-সৈকতেই দাঁড়াও বা পর্ব্বত শিখরেই আরূঢ় হও, সবখান থেকেই অমৃত আহরণ ক'রে চল। কর, নেমে পড়, আর দেরী ক'রো না। জেলে যেমন মাছ সংগ্রহ করে, কিষাণ যেমন জমি চাষ ক'রে বীজ বোনে, জমি নিড়েয়, ফসল ফলায়, শস্য সঞ্চয় করে, মেষ-পালক যেমন মেষ চরায়, ঐভাবে মানুষের পেছনে লেগে থেকে তাদের মঙ্গলে সমারূঢ় ক'রে দেও। এক মুহূর্ত্ত অবকাশ নেই তোমাদের। সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য যেন একটা আকুপাকু লেগে থাকে তোমাদের অন্তরে। তোমরা হ'লে সারা দেশের মা-বাপ। মানুষগুলির দুঃখে উদাসীন থাকার অধিকার তোমাদের কোথায় ? এই যে দেশ-বিভাগ, এ যেন সত্তা থেকে আমাদের দেহকে ছিনিয়ে নেওয়া। এ একটা মহাপাপ। এই দেশবিভাগ ক'রে কত লোকের অস্তিত্বকে খর্ব্ব করা হয়েছে, তার কি ইয়ত্তা আছে ?

আমাদের দেশে বিয়ে-থাওয়ায় যথেষ্ট গোলমাল ঢুকে গেছে। সে-ও এক সর্ব্বনাশা ব্যাপার হয়েছে। তাই আজ দেশে ভাল মানুষের জন্ম হচ্ছে কমই। এ-সবের প্রতি-কার তোমাদেরই করতে হবে। কাগজ বের কর। মানুষের কানের কাছে বার বার ঢাক পিটিয়ে বল—কিসে কী হয়, যাতে অমঙ্গলের পথে পা বাড়াবার স্পর্দ্ধা কারও না হয়।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় ব'সে নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন—

সত্তা ভগবানের আশীর্ব্বাদ,
আর, তিনি তাতেই বাস করেন,
রজোবীজের সম্মিলনী সহযোগই হচ্ছে—
তার সংস্থিতি,
আর, ওর ভিতর-দিয়েই সত্তা
শরীর পরিগ্রহ করে,
তাই সত্তার মূর্ত্ত সম্পদই হচ্ছে—
এই শরীর,

সত্তাকে অবলম্বন ক'রে
যে আগ্রহ-উদ্দীপনা আসে—
চিন্তার পথ বেয়ে,—
তাকে যা' দিয়ে সে মূর্ত্ত করে—
তাই হচ্ছে তার শক্তি
তাই, এই সত্তা শক্ত হ'য়ে
যাকে অর্জ্জন করে,
তাতেই থাকে তার নিজত্ব বা মমত্ব,—
এক কথায়, তাও তার রকমারি শরীরই,
তাই, যে যেমন ক'রেই হোক—
তাকে অপহরণ করে,
তাতে তার ক্ষয়ও হয়, ক্ষতিও হয়,
তাতে তার সুস্থির অন্তরায় হয়,
তাই, তা' পাপ,
তাই বলি, এই সংস্থিতির কোনকিছুই
অপহরণ করতে যেও না ;
ঠিক মনে রেখো
ঐ চলনে তুমি তোমার ক্ষয় ও ক্ষতির
আমন্ত্রণ ক'রে বসলে ;
তা' না ক'রে, ঐ বিধ্বস্তির যা'—
তাকে নিরোধ কর,
আর, সত্তা যাতে সংস্থ থাকে,
পোষণ পায়,
তারই প্রশ্রয় দাও
ও আশ্রয় হও,
আর নিজের পাওয়ার পথ
অমনি ক'রেই উন্মুক্ত কর ;
মনে ক'রো—
গীতার সেই ভগবানের বাণী—
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।"

এই বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মা, সত্তা তথা শরীর এবং মনের শক্তিসঞ্জাত সম্পদ যা' কিনা পরিবেশের সাত্বত সেবার ভিতর-দিয়ে আহরণ করা হয়, সেগুলি সবই কিন্তু একসূত্রে গ্রথিত। তাই কাউকে তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলে তার সত্তাকেই বিপন্ন করা হয়। এই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়কো। ব্যক্তিগত অধিকার, যা' সত্তাসম্পোষণী ও পরিবেশের পক্ষে হিতকর তা' লোপ করা ধর্ম্মবিরোধী ব্যাপার। এটা এমনতর অপরাধ যার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্য্যন্ত দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

সুশীলদা—পিতার অপরাধে পুত্রের দুর্ভোগ ভুগতে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুত্র পিতার বীজ থেকে উদ্গত হয়। ঐ বীজই তার ভিত্তি। তাই, পুত্রের উপর পিতার কর্মফলও গড়িয়ে আসে।

সুশীলদা—আমি যদি বলি, পুত্র তার পূর্বজন্মের কর্মফলে অমনতর পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে এবং সেইজন্য সে দুর্ভোগ ভোগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—দুটো জিনিস নয় এটা। এটা একই কথা ভিন্নরকমে বলা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২২।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসে সুশীলদা (বসুর)-র সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ সুশীলদা বললেন—শাস্ত্রে গাজর খাওয়া নিষিদ্ধ। অথচ গাজরে তো প্রচুর ভিটামিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাজরের ভিটামিন কিন্তু সহজপাচ্য নয়।

সুশীলদা—শাস্ত্রকাররা কি অতদূর বুঝেছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রষ্টা পুরুষরাই শাস্ত্রকার হন। তাঁরা সব বোঝেন, সব দেখেন, সব জানেন। তাঁরা আন্দাজে কোন কথা বলেন না। তাঁরা দেখে বলেন। আমাদের কল্যাণকর প্রথাগুলির পিছনে কী আছে সম্পূর্ণভাবে সে-সব নির্ধারণ না করা পর্য্যন্ত হঠাৎ কিছু বর্জন করা সমীচীন নয়। আমাদের যেমন কালীপুজোর আগে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে চৌদ্দ শাক খাবার রীতি ছিল। চৌদ্দটা শাক কী তা' নির্দ্দিষ্ট ছিল। তার প্রত্যেকটারই ভেষজ গুণ ছিল। ওগুলি খেলে লিভার ও হজমশক্তি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঠিক ঐ তিথিতে ঐ চৌদ্দটি শাক খেলে, আমার মনে হয়, শরীরের রোগ-প্রতিরোধী শক্তিও বেড়ে যায়। আজকাল এলোধাবাড়ি চৌদ্দরকম

শাক যোগাড় ক'রে খায়। তাতে কিন্তু ঐ ফল হবার নয়।

আজ পূজনীয় খেপুদা আসবেন। ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা ক'রে এসেছেন ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনটা খারাপ। সেই প্রসঙ্গে রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে সুরেনদা (বিশ্বাস) শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—এখানে আপনার কাছে আসতে আবার দিন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তোমাদের পক্ষে। ওরা তো অতখানি concentric (সুকেন্দ্রিক) নয়।

প্রকাশদা (বসু)—পরিবারের কেউ যদি আশানুরূপ সুকেন্দ্রিক হন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আলাদা কথা, যেমন লক্ষ্মণের মতো ভাই। আদত কথা হ'ল, সুকেন্দ্রিক মনোভাবটাই বাঁচিয়ে দেয়। ওদের কাছ থেকে অতখানি তো আমি আশা করতে পারি না, আর আমার কথা তেমন ক'রে শোনেও না তো। আবার, ইষ্টস্থান বা তীর্থস্থানে আসতে যে দিন দেখা লাগে না তার পিছনেও আছে এই মনোভাব যে, ইষ্টস্থান বা তীর্থে মরণ হলেও তা' অকল্যাণকর নয়। ওতে পরজন্ম আরও ভাল হয়। অবশ্য সেই মনোভাব থাকা চাই।

আমার আন্তরিক ক্ষুধা মানুষের মঙ্গল। আমি মানুষের ভালই চাই এবং ভাল যাতে হয় তাই করতে বলি। কিন্তু অনেকেই সেভাবে চলে না। তাই মানুষকে রক্ষা করার আমার যত চেষ্টাই থাক্ না কেন, সে-ব্যাপারে তোমাদের যদি সক্রিয় সহযোগিতা না থাকে তাহলে কিন্তু আমার সব চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে যায়।

কিছু সময় চুপ ক'রে থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খেপু আজ ত্র্যহস্পর্শের দিন রওয়া হয়েছে শুনে অবধি সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে।

প্রফুল্ল—আচ্ছা আপনার ভালটা মনে আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ভাল ছাড়া মন্দটা মনেই আসত না। কিন্তু মা যাবার পর থেকে আমার মনটা কেন জানি দুর্ব্বল হয়ে গেছে।

খানিকবাদে খেপুদা ও তোতা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

খেপুদাকে দেখামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চেহারা বদলে গেল।

খেপুদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কেবল হাউ-হাউ ক'রে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। সে-কান্না আর কিছুতে থামে না। কাছে যতজন ছিলেন তাঁদের সকলের চোখও অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল।

খেপুদা খানিকটা বাদে অতিকষ্টে একবার বললেন—কেঁদে আর কী করবা।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর কি আর সে কথায় প্রবোধ মানেন? ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেন।

খেপুদা বারবার বলতে লাগলেন—তুমি অমন হ'লে আমি কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর আর্ত্তভাবে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—আমি যে আর পারি না খেপু! আমি কী করব ? আমার যে আর পথ নাই। আমার করার তো আর কিছুই পাই না—আমি কী করব ? আমি যে কিছুই পারি না—আমার যে শক্তি নাই। আমার তো আর উপায় নাই। দয়াল! আমি তো আর পারি না। আমি তো আর পারলাম না দয়াল। আমি কী করব ?

অঝোরে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—ও বাবা! মাগো! দয়াল! কী করি ? দয়াল! দয়াল! দয়াল! দয়াল! দয়াল! দয়াল! দয়াল! কী করি আমি ?

অনেক সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু শান্ত হ'য়ে বললেন—যাও, খাওগে লক্ষ্মী!

খেপুদা—তুমি এইভাবে থাকলে আমি যাই কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে পারি না, কী করব আমি ?

তিনি আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—কী সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

অনেক পরে একটু আত্মসম্বরণ ক'রে অনেকটা স্বাভাবিকভাবে বললেন—তুই যা, হাত-পা ধুয়ে খাগে।

তারপরও 'দয়াল, দয়াল' ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

খেপুদা আরও খানিকটা পরে রঙ্গনভিলার দিকে রওনা হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও পিছনে-পিছনে এসে আমতলায় খেপুদার কাছে দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ ক'রে আবার কাঁদতে লাগলেন।

খেপুদা তখন বললেন—তুমি যদি এমন কর, আমি থাকি কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁদতে-কাঁদতে—তুই আমার থেকে ঢের শক্ত, ঢের ভাল। কিন্তু ভাল হয়েও বা কী করলি, তাকে তো রাখতে পারলি না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হন্-হন্ করে হেঁটে দ্রুতপদে সামনের দিকে এগুতে লাগলেন।

খেপুদা অনুনয়-বিনয় ক'রে কোনওভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিনিবৃত্ত করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ফিরে আসতে উদ্যত হলেন। ফিরবার পথে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-কে বললেন—ওকে ত্র্যহস্পর্শের দিনে নিয়ে এলেন কেন ?

খেপুদা—ওতে আমার কিছু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওই শোন কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বারান্দায় এসে বসলেন। এখন রাত্রি। শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের কিরণে বড়াল-প্রাঙ্গণ আলোকিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় চৌকিতে ব'সে খেপুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খাবি রাত্রে ?

খেপুদা—রুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে দিলেন রুটি কিভাবে খেলে ভাল হজম হয়।

এরপর খেপুদা রঙ্গনভিলায় গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদাকে বারবার বললেন—গাড়ী আনিয়ে দিই, গাড়ীতে ক'রে যা।

খেপুদা বললেন—এইটুকু হেঁটেই যাই।

খেপুদা যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ-মুখ ধুলেন। পরে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—কী হ'ল আমার, কী হ'ল? পাগলু আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল ?

চারিদিকের পরিবেশ তখন থমথমে। এ যেন এক করুণ বিষাদভূমি।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২৩। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে পশ্চিমাস্য হ'য়ে চেয়ারে বসেছিলেন।

যতীনদা (দাস), সুশীলদা (বসু), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), নরেনদা (মিত্র), রাজেনদা (মজুমদার) প্রমুখ নিকটে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় পাগলুদার চিকিৎসা সম্বন্ধে বললেন—ওর রোগের গায়ে হাত পড়ল না, চিকিৎসার বিভ্রাট হওয়ায় অনাদৃতের মত চ'লে গেল—এই ব'লে বালকের মত কাঁদতে লাগলেন।

একটু পরে বললেন—অভিশপ্ত জীবন আমার। আমিও আপনাদের উপভোগ করতে পারলাম না, আপনারাও আমাকে উপভোগ করতে পারলেন না। মানুষের প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম তার মাথায় এমন সমাবেশ সৃষ্টি করে, যার ফলে তার বুদ্ধি, বিবেচনা, চলন এমন হয় যে, সে প্রেষ্ঠের কথা মাথায় নিতেও পারে না এবং সেই কথামত চলতেও পারে না। এটা পারে—বৃত্তিভেদী অচ্যুত অনুরাগ যদি থাকে। ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু এঁদের কাছে স্বার্থপ্রত্যাশী হ'য়ে যেতে নেই। তাঁদের কাছে যাওয়া লাগে, থাকা লাগে সশ্রদ্ধ সেবাপ্রাণ মনোবৃত্তি নিয়ে। স্বার্থপ্রত্যাশা এমন একটা অভিভূতি সৃষ্টি করে যে, তাঁর কথা মাথায় ঢোকে না। আমি যে বলি—পয়সা নিয়ে সর্ব্বনাশ হয়েছে। তার মানে আমি যে পয়সা-কড়ি দিতে কাতর তা' নয়। তার কারণ হচ্ছে—ঐ প্রত্যাশা এমন একটা আড়াল সৃষ্টি করে, আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে সে নিজের ভাল করতে পারে না, প্রেষ্ঠেরও ভাল করতে পারে না।

কেষ্টদা—জীবন, যশ, বৃদ্ধি ইত্যাদি কথায় তো আমাদের স্বার্থপ্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি বাস্তব তথ্য হিসাবে বলা আছে, যা' করলে যা' হয় সেই জিনিসটা দেওয়া আছে। মূল জিনিসটা কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রত্যাশাহীন অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগ। সেইরকম মানুষ দুটো-চারটে থাকলে তার তো সব দিক দিয়ে উচ্ছল হয়ই, দুনিয়াটাকেও ওলট-পালট ক'রে দিতে পারে। সেই ধরনের লোক না থাকায় আপনারা বা দুনিয়ার কেউই টের পেল না প্রেষ্ঠপ্রাণ মানুষের জীবনের জেল্লাটা কেমন হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর উত্তর দিকের বারান্দায় উপবিষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—বুদ্ধদেব বলেছেন, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক চিন্তা ইত্যাদির কথা। এ সম্যকের তো অন্ত নেই, একেবারে হ'য়ে গেল এমন কথা তো নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্যক, আরো সম্যক, আরো সম্যক, এইভাবে এগিয়ে চলে। শেষ থাকলে তো বেকায়দা ব্যাপার। নিরন্তর প্রচেষ্টা জিনিসটা থাকে না। সাধনায় স্থগিতি আসলেই তো মানুষের জীবন নিথর হ'য়ে যায়।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন—আমার মনে একটা কষ্ট লেগেই থাকে, কখনও যায় না, কারও কথা ভুলতে পারি না। এমন দিন নেই যে সাধনা, মা, এদের কথা মনে না পড়ে। পরপর শোকগুলি যেন একটা মালার মত গেঁথে উঠছে। পরের গুলির সঙ্গে পুরাতনগুলিও জেগে ওঠে। একলা থাকলেই ঠেসে ধরে, এড়াতে পারি না। মা থাকলে বোধহয় এমন হ'ত না।

কেষ্টদা—শোকের সময় কি কান্না ভাল? বর্ত্তমান সভ্যতায় তো কান্নাকে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কান্না পায় তাহলে কাঁদাই ভাল, নচেৎ suppression-এ (নিরোধে) আরও খারাপ হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, কতকগুলি থাকে মরণ-রিষ্টি, কিন্তু আয়ু থাকে। সেখানে গ্রহ প্রতিকূল থাকায় এমনতর সব মানুষের সমাবেশ হয়, যাতে চিকিৎসায় ভুল হয়, কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা হলে হয়তো বেঁচে যায়। সুরেশদার বাড়ীর মার অতবড় কঠিন অসুখ হলো, কিন্তু যেমন-যেমন বলেছিলাম, তেমন-তেমন ক'রে বেঁচে গেল। প্যারীও খেটেছিল খুব। এইরকম হয়।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের সামনে পশ্চিমাস্য হ'য়ে চেয়ারে ব'সে আছেন।

হাউজারম্যানদা একটি টেপ-রেকর্ডার এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা তাতে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন, আবৃত্তি করছেন, অপরের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, সবই টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখা হল।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুধু আমার কথা নয়, আমার পরিবেশসুদ্ধ সবার কথাবার্ত্তা ধ'রে রাখা হয় সেইটেই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে হাউজারম্যানদাকে বললেন—ভাল-ভাল লোক নিয়ে এস, তাহলে ভারতবর্ষ থেকে এমন একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করা যাবে, যাতে সারা দুনিয়ার কল্যাণ হবে। ভারত থেকেই এই তরঙ্গটার সৃষ্টি হওয়া ভাল, তাহ'লে পৃথিবীর সব দেশ তাকে বেশী ক'রে মূল্য দেবে। গভীর-ভাবে চিন্তা করবে এ বিষয়ে।

এই প্রসঙ্গে—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"—স্বামী বিবেকানন্দের এই পুণ্য বাণীটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৫। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ প্রভুর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট।

শচীনদা (গাঙ্গুলি) এসে একজন পাগলের বৃত্তান্ত বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—পাগলের আবার এমন চৌর্য্যপ্রবৃত্তি হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল মানেই তো কোনও একটা প্রবৃত্তির সত্তা-পরিপন্থী রকমে বৃদ্ধি। কারও কামের প্রবৃত্তি, কারও চৌর্য্যপ্রবৃত্তি, কারও ঝগড়া-বিরোধের প্রবৃত্তি সত্তাঘাতী রকমে যখন বেড়ে যায়, তা' থেকেই পাগলামির সূত্রপাত হয়। এইরকমটা এক-এক পাগলের মধ্যে এক-একভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যে যতখানি প্রবৃত্তি-ঝোঁকা, সে ততখানি abnormal (অস্বাভাবিক)।

প্রফুল্ল—'Psychology of Insanity'-বলে বার্নার্ড হার্টের একটা বই পড়েছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, তার মধ্যে আপনার এই ধরনের কথারই বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো পড়াশোনা নেই। আমার সম্বল হল, আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। পরমপিতা আমাকে সব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি যা-কিছু বলি সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুসন্তান বাড়াতে হলেই চাই সৎ-চলনশীল হওয়া, সৎ-মননশীল হওয়া। এইভাবে যারা চলে, তাদের মন উচ্চ মার্গে বিচরণ করে। তাতে তাদের কাম-প্রবৃত্তি স্বতঃই সুনিয়ন্ত্রিত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে সন্তান-সংখ্যা অল্পবিস্তর সীমিত হয়। অবশ্য, স্ত্রীর চাহিদা-অনুযায়ী স্বামী তাতে উপগত হলে তা' ধর্ম্মের পরিপন্থী হয় না। যা হোক, কৃত্রিম উপায়ে সন্তানসংখ্যা কমান যেতে পারে, কিন্তু তখন যে-সব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তারা শুভ ভাব নিয়ে জন্মাবে কমই। কারণ, ঐ সব অনিয়ন্ত্রিত পুরুষের শুক্রকীট সুচিন্তা বা সুচিত্তকে বহন করতে পারবে না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন চাই ভীষণ প্রচার। তার ফলে, ভাল যারা খানায় প'ড়ে গেছে, তাদের মনে দ্বন্দ্ব জাগবে। তারা চিন্তা করতে শুরু করবে—আমরা কী করছি। নিজেদের ভুল যখন তারা বুঝতে পারবে, তখন তারা ধীরে-ধীরে প্রবৃত্তির মরণ-ফাঁদ কেটে সুস্থ জীবনের পথে ফিরে আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে বাণী দিচ্ছেন। একটি বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—যারা আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি নিয়ে ঘোরে, তাদের ঘোরাই লাভ হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠাও হয় না, ইষ্ট-কাজও হয় না। এরা হল ডাহা বেকুব, প্রকৃতপক্ষে এরা করুণার পাত্র। যারা ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় ঘোরে, তাদেরই আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন অহমিকা থাকে না। স্বার্থপ্রত্যাশা নিয়ে যারা ধর্ম্মপথে আসে তাদের ভিতর এমন একটা গেরো পাকিয়ে যায় যে, তারা ইষ্টের কাজ করতে পারে না। গুটিপোকার মতো তারা নিজের জালে নিজে আটকা পড়ে। খুব জোর কপাল না থাকলে তারা সেই জাল ছিঁড়ে বেরুতে পারে কমই।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৬।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। পূজনীয় বড়দা ও হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বড়দাকে বললেন—জার্ম্মানী থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনতে পারলে ভাল হয়।

আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—যা'-কিছুর তাহাত্মকে জানা এবং

তা' জীবনমুখী ক'রে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তো বর্ত্তমান বিজ্ঞান চলেছে। আমার তো মনে হয় এই-ই আধ্যাত্মিকতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—

"শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

একটু পরে বললেন—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" না হলে কিন্তু হল না।

পরক্ষণেই মোহন ভঙ্গিমায় মাথা দুলিয়ে ললিত মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

কেষ্টদা—মা যেমন বৃহস্পতিবার মানতেন, আপনিও তেমনি মানেন। এতে ক্ষতিও তো হতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত যা-কিছুকে প্রিয়ে সার্থক ক'রে তোলাটাই ভালবাসার ধর্ম্ম। তার ভাল যাতে হয়, সব-কিছুকে তেমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত করাই ভালবাসার লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসার পর তাঁর সামনে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দেওয়া হ'ল এবং কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওভাবে আমার আসে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জগদীশদা (শ্রীবাস্তব)-কে ডেকে ছোট একটা বক্তৃতা করতে বললেন। জগদীশদার বক্তৃতার পর তোতা গান করল ও মুকুল আবৃত্তি করল।

এতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আনন্দিত হলেন। বহুলোক এসে উপস্থিত হলেন। এ যেন এক উৎসব-সমাবেশ।

আজ বিকালে একজন জমিদার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি পূর্ব্বেও কয়েকবার এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে পাতা শুভ্র শয্যায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উত্তরাস্য হ'য়ে বসেছিলেন।

জমিদারবাবু সামনের একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। কথায়-কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের শত বন্ধন নিয়ে কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ধনীই হই, দরিদ্রই হই, বিদ্বানই হই, মূর্খই হই, পুণ্যবানই হই, পাপীই হই, ভালই হই আর মন্দই হই, আমাদের প্রত্যেকের একটা ক্ষুধা আছে, সেই ক্ষুধা নিয়ে যদি আকুলভাবে বলি—'আমার সবসুদ্ধ তুমি আমাকে নাও'

—তখন তাঁর দয়া পাই-ই। আর অনুরাগ থাকলে যেমন করে, তেমনতর ভাবা, বলা, করা যদি মক্‌স করি, অনুরাগও বেড়ে চলে। সুরদাস যেমন মাতাল ছিলেন, কিন্তু তাঁরই পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। কারণ, তাঁর প্রাণে ক্ষুধা ছিল। ভগবান জীবন-স্বরূপ, জীবনের ক্ষুধাই মানুষকে ভগবৎমুখী ক'রে তোলে।

হেমকবি ব'লে একজন ছিল, সে খুব মদ খেতো। আমি তাকে বললাম, তুমি মদই যদি খাও, যেখানে-সেখানে খেও না। আমার এখানে বসেই খেও। এই ব'লে আমি নিজেই মদ কিনে আনার ব্যবস্থা করলাম। বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে নিজহাতে তাকে খেতে দিলাম। কিন্তু তখন সে আর খায় না। এইভাবে যে বন্ধ হল, আজীবন আর খেলো না।

জমিদার—তাঁর কৃপা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর প্রতি যার দয়া আছে, তার প্রতি তাঁর দয়া আছেই।

জমিদার—তিনি তো দয়াময়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি দয়াময়, কৃপাময়, পতিতপাবন, ইত্যাদি যা-কিছু হোন বা নাই হোন, আমার তাঁকে না হ'লে কিছুতেই চলবে না, আমার তাঁকে চাই-ই—এমনতর নাছোড়বান্দা নেশা না হ'লে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাকের ত্বক ফেটে যাওয়ার দরুন সেখানে জ্বালা করছে। সেইজন্য প্যারীদাকে ডাকিয়ে একটু ক্রীম চেয়ে নিয়ে মাখলেন।

ক্রীম মাখতে-মাখতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর মধ্যে ইছাপুর থেকে কে যেন এসেছিল, আমাকে ক্রীম মাখতে দেখে তার নাকি ভক্তি চটে গেছে।

সুশীলদা (বসু)—ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে কী বিদ্‌ঘুটে বিকৃত ধারণা, তার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই।

একটু পরে স্পেনসারদা ও হাউজারম্যানদা আসলেন। স্পেনসারদা খবর দিলেন তাঁর কুকুরটা মারা গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় নীরবে গম্ভীর হয়ে থাকলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন—শুনে আমার বড় খারাপ লাগছে—he was a nice man (সে ভাল লোক ছিল)।

স্পেনসারদা—সে কি মানুষ হয়ে জন্মাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর নিম্নলিখিত চিঠিটি ব'লে গেলেন।—

পরম কল্যাণীয়াসু

পুটী!

মা আমার!

আমি কানুর কাছে তোমার বিষয় শুনেছি, শুনে আরো অবসাদ-অবশ হ'য়ে উঠলেম। আমাদের আর তো কিছু করবার নেই। জ্ঞান-বুদ্ধি-সামর্থ্যমত যা' করবার তা' ক'রে যাওয়া আর পরমপিতার কাছে আত্মনিবেদন করা ছাড়া—যাতে তাঁকে আপ্রাণ ভালবেসে একটা অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁরই প্রীতির পথে আমরা চলতে পারি—যতক্ষণ এই পার্থিব দেহে আমাদের আবাস থাকে।

এদিককার দুর্দ্দশার কথা আর কী জানাব! তোমাদের কচি বুকে, কচি মনে বেদনার কাহিনী আর কত সহ্য করতে পারবে? প্রার্থনা, তিনি যেন তোমার বুকে বল দেন—তোমাকে টেনে রাখেন তাঁরই রাতুল চরণে।

এদিকে বাদলের একটি মেয়ে তো গেছেই, তাছাড়া খেপুর বড় ছেলে পাগলু জয়পুরে একটা কলেজে প্রফেসারি করতে গিয়েছিল। আগাগোড়াই তার কানের অসুখ ছিল, তাইতে তার মস্তিষ্ক আক্রমণ ক'রে meningitis হ'য়ে প্রায় দুমাস ভুগে ইহলোক ত্যাগ করেছে। মর্ম্মাহত আমরা সবাই, উপায় নেই, অজানা পথে অজানা সাথী-সঙ্গী নিয়ে তাদের সহযোগিতায় তাঁরই পরম দয়ায় কোনরকমে চলছি।

মানুষ যেমনটি চায় তেমনটি করতে পারে না—তাই তার চাহিদাও অপূর্ণই থেকে যায়। সব চাহিদাগুলি কেন্দ্রায়িত ক'রে তাঁর চরণে সার্থক হবার প্রবৃত্তি থাকলেও কালের আধিপত্য থেকে কালের প্ররোচনায় আমরা তাতেই এমন প্রমত্ত হ'য়ে উঠি;—তাঁর চরণে সার্থক হবার প্রচেষ্টা তো ব্যাহত হ'য়েই ওঠে—তাছাড়া আঘাতেও জর্জ্জরিত হ'য়ে মর্ম্মান্তিক কষ্টে জীবন কাটাই। ফাঁকে-ফাঁকে কখনও-কখনও বিদ্যুৎ ঝলকের মতন তাঁকে মনে পড়ে, আর সেই মনে পড়ার আনুপাতিক সক্রিয় চলনাও অমনতরই হ'য়ে ওঠে, তাই সার্থকতা পড়ে থাকে বহুদূরে। আপসোস ও ব্যর্থতাই হয় সার—আমারও তেমনি।

তোমার শরীর আজকাল কেমন আছে? মেয়ে এবং আর-আর সকলে তারাই বা কেমন এখন? কানু এখানে এসেছিল, আমি তাকে বললাম—ফাঁক পেলেই এখানে আসিস—হয়তো দেখে ও ওদের সাথে মিশে একটু সোয়াস্তি পাব।

তুমি চিঠি লিখেছ, তোমার চিঠিও আমার কাছে যেন তোমাকেই বহন ক'রে এনেছে—ভাল লাগলো।

তুমি যদি আসতে পার এখানে—খুশী হব বড়ই, পুটী! আমি অনেক স্থবির

হ'য়ে পড়েছি। তেমনতর আর চলাফেরা করতে পারি না। যদি ফুরসুত হয়, আসতে পার—যে দুদিন আমার কাছে থাকা সম্ভব হয় তোমার—ভাবতে পারব, উপভোগ করতে পারব, আমার কেউ আছে ব'লে।

যদি সুবিধা পাও, পারলে এসো। এখানে বড় বৌ ও ছেলেমেয়েরা পরমপিতার দয়ায় একরকম চলছে। আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো। প্রার্থনা—তিনি যেন তোমার যা' কিছু সব নিয়ে তোমাকে তৃপ্ত ক'রে তোলেন।

ইতি
আঃ
তোমারই
দীন
'কাকা'

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৭। ১১। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল আটটার সময় যতি-আশ্রমের বারান্দায় পাতা শয্যায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। পিছনদিকের চাটাইয়ের বেড়ায় হেলান দিয়ে তাকিয়ার উপর হাত রেখে চরণ যুগল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন অপরূপ ভঙ্গিতে। যেন নন্দ-দুলালটি ব'সে আছেন আপন আনন্দে মশগুল হ'য়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে বলেছিলেন যথাসম্ভব সর্ব্বদা পূজনীয় খেপুদার সঙ্গে থাকার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ যতীনদা যথাযথভাবে পালন না করায় তিনি যতীনদাকে বললেন—আপনারা যা' করেন, তা' ঠিকভাবে করেন না কেন? সঙ্কল্প-অনুযায়ী কাজ না করলে ব্যত্যয় হয়। স্নায়ুপেশীর বিন্যাস খারাপ হ'য়ে যায়। দেহ একটা যন্ত্র তো। অভ্যাসে গোল ঢুকলে শরীর-যন্ত্রও ধর্ম্ম-অনুগামী হ'তে পারে কমই।

আমার প্রকৃতিই এমন হ'য়ে গেছে, যেখানে যা' করণীয় তা' যদি না করি, এমন একটা অস্বস্তি হয় ভিতরে যে তা' সইতেই পারি না। আপনাদের ভিতর সেই জ্বালাটা দেখি না। তাই মনে হয় "সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক"। মনে রাখবেন, আপনাদের জীবন ও চরিত্রই আমার যাজক। শুধু কথার যাজনের দাম অতি কমই। তার পেছনে চরিত্রের জেল্লা না থাকলে তা হাওয়ায় ভেসে চ'লে যায়।

মৃগাঙ্কদা (বেরা) কাছে বসেছিলেন। তিনি সম্প্রতি উপনয়ন নিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোঁসাইদার দিকে চেয়ে বললেন—দেখেন, ওর চেহারাই কেমন হ'য়ে

গেছে। যদি সদাচার পালন ক'রে চলে, যার-তার হাতে না খায়, তাহ'লেই এই দীপ্তি বজায় থাকবে। অবশ্য, শারীরিক সদাচারের সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সদাচারও পালন করা লাগে। নইলে শুধু বাহ্যিক সদাচারে দীপ্তি জাগে না।

মৃগাঙ্কদা—আত্মীয়-স্বজনের হাতে না খেলে তো তারা দুঃখিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের অহং আহত হয়—এমনতর কিছু কোরো না। তাদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার কোরো। তবে আদর্শে অটুট থেকো। তাতে কিন্তু তোমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন ঃ—

ক্রুদ্ধ ক্রূরতা বা খলত্বতে
নিরোধ করতে হ'লেই—
হয় তোমার চরিত্রকে
এমনতর পরিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল করতে হবে,
দৃষ্টিকে এমন সুপ্রভ করতে হবে,
যাতে ঐ খলত্ব
তোমার প্রভাবোচ্ছলতায়
স্মিত হ'য়ে ওঠে ;
নয়তো এমন বর্ম্মের সৃষ্টি করতে হবে
যাতে ঐ ক্রূরতা বা খলত্ব
প্রতিরুদ্ধ ও ব্যাহত হ'য়ে ওঠে
এবং তোমাকে স্পর্শও করতে না পারে,—
নয়তো নিজেকে এমন
সংস্থাসম্পন্ন করতে হবে,
যাতে তুমি ক্রূরতাবিদ্ধ হ'লেও
তোমার শরীর ও মন তার প্রভাবে
দুঃস্থ ও পতিত হ'য়ে না ওঠে।

বাণীটি বললেন বেলা প্রায় ১টার সময়।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মপ্রসাদের সুরে বললেন—এমন ক'রেই সব ব'লে যাচ্ছি যে, ম'রে গেলেও মানুষ মনে করবে ঠাকুরই কথা কচ্ছেন।

ইতিমধ্যে প্রফুল্ল একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে—আপনার বাবার আর ভাইবোন ছিলেন না ?

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—আমার এক পিসীমা ছিলেন। তাঁকে আমি দেখিনি।

আমার এক পিসতুত ভাইকে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। তারপর তাকেও আর দেখিনি। আমার এক কাকা ছিলেন, তিনি সেইকালে পুলিস ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি একবার বন্যার মধ্যে কোথায় যেন নৌকাডুবি হ'য়ে মারা যান। তিনি খুব করিতকর্ম্মা লোক ছিলেন ব'লে শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে আরও প্রশ্ন করা হয়—মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনে মানুষের চেহারার কি পরিবর্ত্তন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মৌলিক কাঠামো ঠিক থাকা সত্ত্বেও কোষগুলির সংস্থান এমনতর হ'য়ে যায় যে, মনে হয় যেন আলাদা মানুষ। একটা মানুষের রাগের অবস্থায় তার মুখখানা ভীষণ আকার ধারণ করে। তখন তাকে হয়তো দেখতেই ইচ্ছে করে না। আবার সেই যখন প্রীতি-উচ্ছল মনোভাব নিয়ে থাকে, তখন তার মুখখানা যেন কমনীয় হ'য়ে ওঠে। সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কারণ, তাতে আমাদের অন্তর প্রীত হয়। শুনেছি, চণ্ডাশোক দেখতে কুৎসিতই ছিল। কিন্তু তারই নাম হল প্রিয়দর্শন। তার মানে, তার অন্তরের পবিত্র রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে তার ভিতর থেকে এমন একটা জেল্লা বের হ'ত, যা মানুষকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৮।১১।১৯৪৯)

আজ কোলকাতা থেকে কবিরাজ বিজয়কালীবাবু এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে আলোচনা-প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয়কে বললেন—কৃষ্টি মানে বাঁচাবাড়ার কৃষ্টি। ধর্ম্ম মানেও তাই—যা'-যা' দিয়ে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি—একটা সার্থকতা নিয়ে,—তাই ক'রে চলা। সার্থকতা লাভ করা মানে একটা উন্নত বিবর্ত্তনে উপনীত হওয়া, যা' কিনা ইষ্টের ইচ্ছা দক্ষতরভাবে পরিপূরণ করার সহায়ক হয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উত্তরদিকের বারান্দায় শুভ্র শয্যায় আসীন।

জনৈক দাদা ব্যবসার সম্পর্কে কী করণীয়, তা' জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসা করতে গেলে সব সময় লক্ষ্য রাখা লাগে, যাতে কোনভাবে লোকসান না হয়—তা' নিজের গাফিলতির দরুনই হোক, আর পরিস্থিতির দরুনই হোক। আর নূতন ব্যবসা করতে গেলেই ছোট থেকেই আরম্ভ করতে হয়। গোড়াতেই বেশি টাকা ঢেলে ব্যবসা ফাঁদা ঠিক নয়। এমনভাবে করতে হয়, যাতে চোট খেলেও সামাল দিতে পার।

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—কেউ-কেউ বলছে, ওর এখন গ্রহের ফের চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাতখানি ঘুরিয়ে বললেন—ও বাবা, গ্রহের ফের মানে বুদ্ধির ফের।

কিরণদা—এখন নাকি বৃহস্পতি দুর্ব্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃহস্পতি ঠিক ক'রে ফেল। বুদ্ধি-বিবেচনা ইষ্টার্থে পরিচালিত করলেই দুর্ব্বল বৃহস্পতি সবল হ'য়ে উঠবে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যবসায়ের ধাতুগত অর্থ কী?

প্রফুল্ল—বি-পূর্ব্বক অব-পূর্ব্বক সো-ধাতু অ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যবসায় মানে যা' বিশেষরূপে বিনাশ, পতন, ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান থেকে রক্ষা করে।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২৯।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা সাড়ে দশটার সময় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—না ক'রে যারা পায় তারা প্রাপ্ত শক্তি, সামর্থ্য, সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করতে পারে কমই। এই প্রাপ্তিটাই তাদের কাল হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। আর যোগ্যতাহীন যারা, তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা না ক'রে শুধু যদি তাদের দয়াই করা হয়, তাতেও কিন্তু তাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করা হয়। তারা পঙ্গু হ'য়ে থাকে। প্রত্যাশা এবং ভীতি তাদিগকে যুগপৎ পেয়ে ব'সে থাকে। তারা কখনও মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারে না; তাদের সন্তান-সন্ততি পর্য্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া পথ দেখে না।

ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে তাঁর নিজ শয্যায় এসে বসেছেন। আশ্রমের বহু মা চৌকির চারিদিক ঘিরে বসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে সুপুরি ও তামাক দেওয়া হল। তিনি সুপুরি চিবোচ্ছেন এবং গড়গড়ার নলটি মুখে ধরে আস্তে-আস্তে টানছেন।

হরিপদদা (সাহা) শ্রীশ্রীঠাকুরের চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন।

এমন সময় মেদিনীপুরের পুটিমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখামাত্র নিজের জীবনের নানা দুঃখ-বেদনার কথা স্মরণ ক'রে কেঁদে ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই সঙ্গে কাঁদতে লাগলেন।

পুটিমা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কেমন আছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বলতে চেষ্টা করলেন—'ভাল'। কিন্তু হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে ধরা গলায় বললেন—এমন ভাল আর সইতে পারি না মা!

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর পুটিমার কাছে পরপর প্রশ্ন ক'রে নানা খবর শুনতে লাগলেন।

এ-সব কথার পর পুটিমা আপসোসের সুরে বললেন—সেই লতায়-পাতায় ঘেরা পদ্মাপারের আশ্রম কত ভাল ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-জায়গায় যে বংশপরম্পরার আমিত্ব ও মমত্ব শিকড় গেড়ে ছিল। এখানে তো উদ্বাস্তু হ'য়ে আছি।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে একখানি তক্তপোষে শুভ্র-শয্যায় উপবিষ্ট। তাঁর শরীর আজ মোটেই ভাল নয়। শরীরে খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন।

এইচ. এস. ঘোষ নামক কোলকাতার একজন হোমিওপ্যাথ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে এসে তাঁর শরীর ভাল নয় শুনে নিজেই আগ্রহ ক'রে তাঁর নাড়ীটা দেখলেন এবং শারীরিক সর্ব্বপ্রকার গ্লানির বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন ক'রে শুনলেন। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন—Nervous breakdown (স্নায়বিক অবসাদ) ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাকে আমি খুব ভালবাসতাম। মা'র অসুখের সময় থেকে যে-উদ্বেগ শুরু হ'ল তা আর গেল না। মা চ'লে গেলেন। সেই অবধি পর-পর ক্রমাগত shock (আঘাত) পাচ্ছি। তা' থেকে যা' হয় তাই হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বোধহয় হাত দেখতে জানতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের রেখা দেখে বললেন—আপনার longevity (আয়ু) তো খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণভাবে বললেন—আমার longevity (আয়ু) আমার মধ্যে নেই। আমার আমি যাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে আছে তাদের জীবনের উপর নির্ভর করে আমার longevity (আয়ু)—এবং তা' সব দিক থেকে।

ডাঃ ঘোষ বললেন—আপনার যা' অসুখ তাতে কবিরাজী ওষুধে সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। আর দুধ খেলেও তার সঙ্গে কিছু তরিতরকারি খাওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবিরাজ-মশাই যেভাবে বলছেন, আপাতত সেইভাবেই চলতে হবে। আমার ধরন এমন যে যা' ধরি তা ঠিকমত না ক'রে ছাড়তে পারি না।

ডাঃ ঘোষ—আমি যে আপনার এখানে আসলাম, হয়তো তাঁর ইচ্ছাতেই এ যোগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগটাকে অযোগ ক'রে না তুলি তাও তো দেখা দরকার। আপনি আসলেন, আপনার ঠিকানাটা বরং রেখে দেব। প্রয়োজন হ'লে আপনার শরণাপন্ন হ'তে হবে।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৩০।১১।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে সেগুন গাছের তলায় রোদপিঠ ক'রে পশ্চিমাস্য হ'য়ে চেয়ারে ব'সে আছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সন্তোষদা (কর), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী) এবং প্রফুল্ল প্রমুখ নিকটে উপবিষ্ট।

ত্রৈলোক্যদা এখানে কিছু দূরে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বললেন—কাছে-কোলে একটা জায়গা পেতাম, তাহলে ত্রৈলোক্য-দাকে সেখানে নিয়ে আসতাম। কিন্তু 'ন স্থানং তিলধারণং'। ত্রৈলোক্যদা কাছে না থাকলে জমে না। এক গ্লাসের ইয়ারের মতো কিনা।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে যারা কষ্ট করতে গররাজি, তাদের দিয়ে কিছু হয় না, তাদের কষ্ট আর যায় না। একটা লাগোয়া পরাক্রমী চলন দরকার। আমাদের তা' নেই। লোক অনেক আছে, কিন্তু চালক নেই। মেষ আছে কিন্তু পালক নেই।

ত্রৈলোক্যদা—আমরা পারিপার্শ্বিকের সেবার কথা বলি, কিন্তু কাজে তা' কমই করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভালবাসার অভাব, চরিত্রের অভাব, মুখে জানি এবং বলিও, কিন্তু কাজে তা' করি না। চরিত্র ছাড়া, আচরণ ছাড়া শুধু কথায় তো চিড়ে ভেজে না। আমাদের অধ্যবসায়, সহনশীলতা, অনুসন্ধিৎসা, ইষ্টপ্রাণতা যত তরতরে থাকে, জেল্লা তত বাড়ে। নিজের মধ্যে ইষ্টকে জীবন্ত না রাখলে জলুসই খোলে না। জীবন নিয়েও জীবন্মৃত হ'য়ে থাকে মানুষ। প্রবৃত্তি-কামনা যদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে চরিত্রের গায়ে হাত পড়ে না। আর, মনকে চোখ ঠারলেও বাস্তবে তা' হয় না। মানুষও তা' মানে না। এই আপনাদের পাবনা-এলাকায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় আশেপাশে কেউ না খেয়ে মরেনি। তেল চুকচুকে চেহারা নিয়ে, তেড়ি কেটে স্ফূর্তি ক'রে ঘুরেছে। লোকে সাহায্য নিয়েছে। নাস্তা খেয়েছে, গোস্ত খেয়েছে। পরমপিতার দয়ায় অভাবের আঁচড় গায়ে লাগেনি। আবার, বার্ম্মায় যখন বোমা পড়েছে তখন সৎসঙ্গীরা যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি পালন করার ফলে অক্ষত অবস্থায় র'য়ে গেছে। কোলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির দাঙ্গার

সময় আপনাদেরকে যেন বর্ম্মাচ্ছাদিত ক'রে রক্ষা করেছে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির এমনই কিস্মত। আপনারা যে পারেন না, করেননি—তা'তো নয়। আপনাদের মানবতারও অভাব নেই। আমি আপনাকে বলি, আপনার অভিজ্ঞতাগুলি আপনি লিখে রাখবেন। কিভাবে কিভাবে কী করলেন সেগুলিও লিখবেন এবং অকৃত-কার্য্যতার কথাও লিখবেন। কৃতকার্য্যতার কারণ কী, অকৃতকার্য্যতার কারণ কী, তার বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা যেন লেখা থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার বালাই যেন এর মধ্যে না ঢোকে। অহংকে প্রচ্ছন্ন রেখে অকপটভাবে সব লিখতে হয়। তাতেই মানুষের উপকার হয়। কিশোরীর experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি লিখে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সে তো চ'লে গেল। আর তা' পাওয়া যাবে না। ওগুলি লেখা থাকলে বহু মানুষের উপকার হ'ত, চোখ খুলত।

ত্রৈলোক্যদা নিজ জীবনে যে সব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই সব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে বরাভয় ভঙ্গীতে বললেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।" এখনও আছেন তো বেঁচে কালেরে কলা দেখায়ে, ঘুরে তো বেড়াচ্ছেন মানুষের মতো। টাকা আপনাকে বাঁচায়নি, বাঁচিয়েছে আপনার জীবনবল্লভ জীবন্ত যতখানি আপনাতে, তারই পুণ্য প্রভাব। সেইটে যত থাকে ততই জলুস হয় চরিত্রে, তার অভাবে কষ্ট ঠেসে ধরে। আমাদের অভাবের বাসস্থান চরিত্রে, ভাবে, চলনায়। আমি বুঝি—

ভাবের অভাব যেই হ'ল,
অনটনও সেই এলো।

কুছ পরোয়া নেই। আমি কি ডরাই কভু লম্পট রাবণে?

ত্রৈলোক্যদা—এইটে দেখেছি, কওয়া ও করার মিল খুব বড় জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকেই কয় চরিত্র। অবশ্য সু-কওয়া ও সু-ক্রিয়ার সমন্বয় চাই।

ত্রৈলোক্যদা—পারিবারিক জীবনে সঙ্গতি না থাকলে ভারী মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

—এমনতর না হ'লে ঐ-সব অসুবিধা এড়াবার জো নেই। যেই আপনি ঠাকুরের হলেন, কারও কাছ থেকে আপনার বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা রইলো না, সেই আপনি দুনিয়ার ঊর্দ্ধে উঠে গেলেন। দুনিয়া তখন আপনাকে তোয়াজ করবার জন্য

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে পড়বে। পরিবার তো পরিবার! ত্রিভুবন আপনার পিছনে-পিছনে ছুটবে।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আমন্ত্রণও করি সেই ভাব, যে-ভাবে আমি প্রতিভাত হই মানুষের কাছে। আমি যদি এমন ভাব নিয়ে যাই আপনার কাছে যাতে আপনি উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন তাহ'লে তখন আপনার কাছ থেকেও তেমনতর ব্যবহার পাব। রুষ্ট হবার মত চাল-চলন নিয়ে যদি আপনার কাছে যাই, প্রতিদানে তাই পাব আপনার কাছ থেকে। কেউ যদি শ্রদ্ধাভরে আমাকে একটা লাউ দেয়, মনে হয় তাকেও একটা ভাল লাউ দিই। কেউ একখানা দশ টাকার নোট ভাঙাতে আসলে তাকে ঝকঝকে রুপোর টাকাগুলি না দিয়ে নোটই দিতে ইচ্ছে করে। আমাদের জীবনে গোল ঐটুকু। লোকের কাছে যেমন দেখাতে চাই আমরা নিজেদের, আমাদের আদত চরিত্র কিন্তু তেমনতর নয়কো। তাই লোকে সময়ে ধ'রে নেয় মানুষটা মেকী, মতলববাজ। কারও হৃদয়ে আমাদের জন্য সত্যিকার শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন রচিত হয় কমই। আমি যে বলি মানুষ উপায় করার কথা। চরিত্র না থাকলে তা' কখনও সম্ভব হয় না। মানুষ উপায় করতে পারে না ব'লেই মানুষ টাকা-টাকা ক'রে পাগলের মতো হন্যে হ'য়ে ছোটে। যারা মানুষ উপায় করতে পারে, প্রত্যেকটা মানুষই হ'য়ে ওঠে তার এক-একটা living (জীবন্ত) ব্যাঙ্ক। সে মানুষের 'পেরনামী' কুড়ায়েই পারে না। যা' পায় তার থেকে আবার কতজনকে দেয়। আমার চলনটা দেখলেই তো পারেন। আমার কী আছে? আমার শুধু আছেন আপনারা। আমি টাকার ভাবনা ভাবতে যাব কোন্ দুঃখে? আপনাদের তাজা ক'রে রাখতে পারলেই তো কাম ফরসা। তখন আমি কুবেরের চাইতেও ঐশ্বর্য্যশালী। ভাগ্য মানে ভজনা। ভজনা মানে সেবা, আশ্রয়, কর্ম্ম, অনুরাগ ইত্যাদি। যেমন অনুরাগ, সেবা ও কর্ম্ম, ভাগ্যও তেমনি হয়। তাই বৈষ্ণবরা কয়, ভজন করি না, পাব কোথা থেকে?

ত্রৈলোক্যদা হতাশাব্যঞ্জক কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করলেন—

"স্থির থাক তুমি থাক তুমি জাগি
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।"

ত্রৈলোক্যদা—আজ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে—দাঁড়াব কোথায়, খাব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ভেবে দেখতে হয় বাঁচতে হয় কিভাবে? বাঁচতে গেলে থাকা, খাওয়া, পরার দরকার। বাঁচার তুকটা চারিয়ে দিলে এবং লোকে সেইটা ধরতে পারলে, তারা নিজেদের কর্ম্ম নিজেরাই গজিয়ে তুলবে। মানুষকে শুধু দিলে হবে না, উপচয়ী ও সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে। বাঁচা-বাড়ার শুলুক বাতলিয়ে অর্থাৎ ইষ্টানুগ চলনে চলৎশীল ক'রে মানুষকে যোগ্য ক'রে তোলাই হচ্ছে ধর্ম্মদান। ধর্ম্মদানই হ'ল আপনাদের মূল কাজ। অন্নদান তখনকার মতো বাঁচায়। কিন্তু ধর্ম্মদান চিরদিনের মতো বাঁচায়। চাই agriculture (কৃষি) ও birth culture অর্থাৎ eugenics (সুপ্রজনন)। কাফলে গাছ উল্টো ক'রে বোনেন, তা হ'য়ে উঠবে আমড়া গাছ। মানুষ প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে চলছে, নিজেদের চলনা দিয়ে তাদের সত্তাপরতন্ত্রী ক'রে তোলেন। যে টানটা প্রবৃত্তির দিকে ছিল, সেইটে ঊর্ধ্বমুখী ক'রে তোলেন ইষ্টে সংন্যস্ত ক'রে। নামের বীজ বুনে দেন তার ভিতর। মানুষ যদি সত্তা-পরতন্ত্রী না হয় তবে তার ভাতই বা কোথায়, কাপড়ই বা কোথায়, আর কামচর্চ্চাই বা দাঁড়ায় কোথায়?

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলী), তপতীদা (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল ও তার ভাই সন্তোষ (দাস) প্রমুখ। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সকাম ভক্তি হ'ল আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি। আর, নিষ্কাম ভক্তি হল তাঁর জন্য আমি। ঐ দাঁড়াতে দাঁড়ালেই ধর্ম্মকে ধরা হয়। সকাম স্তরে সাচ্চা ইষ্টানুরাগের আবির্ভাব হয় না। তবু তা' মন্দের ভাল, মক্স করতে-করতে যদি লেগে যায়। নিষ্কাম ভক্তির জাগরণ যখন হয়, তখন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই আপসে-আপ আসে।

সকাম হ'লে কামনাটাই হ'য়ে দাঁড়ায় ইষ্ট। কামনাটা ইষ্ট ও ভক্তের মধ্যে একটা পর্দ্দার মতো আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। তাতে ফল যা' হবার তাই হয়। আমি আমার রাজ্যেই ঘুরপাক খাই। ঠাকুরের মানুষ আর হ'তে পারি না। চরিত্রও বদলায় না। ইষ্টের রংও ধরে না তাতে। একটা দড়কচা-মারা অবস্থায় চলে জীবন। তারা নিজেরা যেমন হতাশার দাসত্ব করে, তাদের চলন দেখে মানুষও ধর্ম্মাচরণের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে পড়ে। তারা মুখে যত বড়-বড় কথাই বলুক না কেন, তাদের ভেতর-দিয়ে মানুষের ভিতর প্রাণ ও প্রেরণার সঞ্চার হয় কমই।

তপতীদা—আমার এ কী হ'ল। অন্যায় যে মোটেই সহ্য করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অন্যায়কে যদি বরদাস্ত না করি, সে তো ভাল কথা, কিন্তু

অন্যায়কারীকে যদি বরদাস্ত করতে না পারি, তবে অন্যায়কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। যদি বিচলিত হ'য়ে পড়ি কিংবা কাউকে ঘৃণা করি তবে ভেতরে-বাইরে সেই বেতাল ভাবটাই গলা বাড়িয়ে থাকবে এবং মানুষ তখন আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে। মানুষকে পর ক'রে দেবার কোন মানে নেই। নিজে ইষ্টে সুদৃঢ় থেকে প্রীতি ও সেবায় মানুষকে ইষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করার মানে আছে। আর তাই আমাদের কাজ। ইষ্টের সঙ্গে নিজেকে যদি সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে না রাখি, তবে বাইরের এলোমেলো হাওয়ায় কোথায় উড়ে যাব তার কিন্তু ঠিক নেইকো।

গোঁসাইদা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা কেউ নিজে থেকে লক্ষ্য ক'রে গোঁসাই-দাকে বসার পিঁড়ি এনে দিইনি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর অসন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন—তোরা দেখিস না গোঁসাইদা এসে দাঁড়িয়ে আছে। একখানা পিঁড়ি এনে দিতে পারিস না। তোরা যে কি! না বললে খেয়াল ক'রে কিছুই করিস না।

এরপর প্রফুল্ল একখানা পিঁড়ি এনে গোঁসাইদাকে বসতে দিল।

ক'দিন আগে মদন সাহার জ্বর হ'য়ে গেছে। মদন পড়ন্ত বেলায় ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই বেড়াচ্ছিস কেন? সেইদিন জ্বর হ'য়ে গেল, আজ আবার এই সময় বেড়াচ্ছিস্! যা বাড়ী যা।

মদন প্রণাম ক'রে বাড়ী গেল।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে বসলেন এবং রাত্রি নটার পর দুটি বাণী দিলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১। ১২। ১৯৪৯)

সকালে যতি-আশ্রমের সামনে শ্রীশ্রীঠাকুর একখানি চেয়ারে রোদপিঠ ক'রে ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ আশপাশে তাঁকে ঘিরে আছেন এবং কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) ইংরেজীতে লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলে দিচ্ছেন, কোন্ কোন্ point (বিষয়) কিভাবে উপস্থাপিত করলে লোকের পক্ষে বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

কেদারদার লেখার মধ্যে বর্ণ-সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—Condensation of variety of crystals with different specific qualities and traits is varna. (বিভিন্নপ্রকার বিশিষ্ট গুণপনাসমন্বিত রকমারি জৈবীদানার ঘনীভূত রূপই বর্ণ।)

তারপর এই প্রসঙ্গে বললেন—গীতায় যে আছে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ"—সে-কথা একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হিসাবে ধরা যেতে পারে। আগে

ইংরেজীতে যা' বললাম—সেটা কিন্তু গীতারই কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা। অবশ্য আমি বিজ্ঞানের কিছুই জানিনাকো। পরমপিতা যখন যে-ভাষা যোগান সেই ভাষাতেই বলি। কিন্তু আমি যা' বলি তা হ'ল accurate statement of observed facts (পর্য্যবেক্ষণপ্রসূত বাস্তব তথ্যের যথাযথ বিবৃতি)। একে বিজ্ঞান কইলেও কইতে পার, সাহিত্য কইলেও কইতে পার, দর্শন কইলেও কইতে পার। আর, যদি কও nonsense (অর্থবোধহীন), তাতেও আমার আপত্তি নেই। তবে আমি এইটুকু জানি, একটাও ফাজিল কথা কই না আমি। যা' কই তা' আমার জীবন-চোয়ান অভিজ্ঞতার কথা। আজ না বুঝলেও মানুষ একদিন এটা বুঝবেই, বুঝতে হবেই। আর যদি না বোঝে, তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই। ভেবে নেব, সেইটাই পরমপিতার ইচ্ছা। এ-সব তাঁর মাল, আমার কিছু না। আমি Microphone-এর চোঙ।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-কে বললেন—বড়খোকা ও আপনাকে নিয়ে একদিন কথা বলতে পারলে হ'তো। কিন্তু সুযোগই জোটে না। আমার আবার আছে, লোককে বলব যে তোরা সর্, সেই কথা বলতে গেলে ভাবটা ছুটে যায়। প্রফুল্ল যে কাছে ব'সে থাকে অনেকসময় ওকে বলতে পারি না লেখ্। আচমকা বলতে শুরু ক'রে দিই। ও সর্ব্বদা উন্মুখ থাকে ব'লে তখন-তখনই লিখে নেয়। এমনতর না হ'লে কত কথা যে মাঠে মারা যেতো তার ইয়ত্তা নেইকো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে ব'সে আছেন। কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

পুঁটীমা বিদায় নেবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কাতরস্বরে প্রার্থনা জানালেন—গুরুপদে যেন আমার মতি থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সে আছেই তো।

পুঁটীমা—মাঝে-মাঝে ভুলে যাই। প্রার্থনা আমার, যেন ভুলে না যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সন্দেহ করে তার হয় না। আর, যে বলে আমার ভালমন্দ যা' থাক্, সব নিয়ে আমি তোমারই, তুমিই আমার সব, সেইই পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ রাত্রি সাড়ে নটায় গোল তাঁবুতে বসে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

বাস্তবিকতায় শুধুমাত্র প্রাপ্তিসংস্রব
তোমার সাথে যাদের,
তারা যদি তোমার বেষ্টনী হয়,
সাবধান থেকো তুমি—
তোমার কিন্তু "সসর্পে চ গৃহে বাসঃ,"
মমতাক্ষুধিত, প্রীতিচর্য্যী, সেবাস্বার্থী
যদি কেউ বা কাহারা থাকে,
সেই বেষ্টনী নিয়েই চ'লো ;—
নয়তো একলা থাকাও বরং ভাল।

ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাণীটি প'ড়ে শোনানো হল।

তখন তিনি প্রফুল্লকে বললেন—লেখাটা কেষ্টদা ও বড়খোকাকে প'ড়ে শোনাস কিন্তু।

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট।

বড়াল-বাংলোর উত্তরপ্রান্তের অশ্বত্থগাছের ডালে কতকগুলি পাখি আনন্দে খেলা করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিকে চেয়ে যেন একটা মজা দেখছিলেন।

তখন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), উমাদা (চরণ) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উমাদা কথায়-কথায় বললেন—এত যে ওষুধপত্র খাই, কিন্তু আমার শরীর কিছুতেই ঠিক হয় না। মনটাও তাই ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বললেন—নাম কর আর কাম কর। কাজে এমনভাবে পাগল হ'য়ে যাও যে সেই ঠেলায় রোগ ছুটে পালায়।

উমাদা—তা' যে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মঙ্গলকর বিষয়ে কখনও না বলতে নাই।

জগদীশদা—ওর আশা যে, গুরুর দয়ায় রোগ সেরে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুজীর মনোজ্ঞ হওয়ার আশা রাখা ভাল। অন্য আশা থাকলে গুরুজী আশার বস্তু হ'ন না। আশার বস্তু বা কাম্য হয় নিজের প্রয়োজনপূরণ।...

চৈতন্যদেবের একজন শিষ্য ছিল কুষ্ঠরোগী। তাঁর এতখানি জীবে দয়া ছিল যে, যে-পোকাগুলি কুষ্ঠ ঘায়ের উপর বসে ঐ ঘা চাটত, সেগুলি যখন ঘা থেকে প'ড়ে যেত সে তখন আবার তাদের উঠিয়ে ঘা-র উপর বসিয়ে দিত। এতে তার খুব কষ্ট হ'ত। কিন্তু সে ভাবত আমার মত অকর্ম্মণ্য লোককে দিয়ে পোকাগুলির সেবা হচ্ছে, সেই তো আমার লাভ।

উমাদা—অত ভক্তি তো আমার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি নেই বললে ভক্তি যেটুকু আছে তাও থাকে না।

জগদীশদা—গোকুলবাবুর কাছে শুনেছি, একটা রোগী কিছুতেই সারে না। তারপর আপনাকে একবার সেখানে নিয়ে যাবার পরই আপনার কৃপায় রোগী সেরে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার উপর রোগীর ও গোকুলবাবুর বিশ্বাসই রোগীকে সারিয়ে তুলেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—কৃপা সম্বন্ধে যে লেখাটা দিয়েছি সেটা পড়ত।

পড়া হল ঃ—ভক্তি যেখানে একনিষ্ঠ,/ক্ষুধাতুর, মমতাদীপ্ত, সেবাচর্য্যানিরত/ও সক্রিয়ভাবে ইষ্টস্বার্থী ;—/শক্তি সেখানে অবতরণ ক'রে থাকে,/প্রাণ তার বিপুল-স্পন্দনে/দ্যুতিবিকিরণ করতে-করতে চলে—/বচনে, চরিত্রে, ব্যবহারে,/প্রতিপদক্ষেপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে ;/—কর, পাও,/ কৃপার অধিকারী হও।

প্রফুল্ল বাণীটি পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একেই বলে কৃপা। স্বার্থ-চাহিদা থাকলে সেইটে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। সেইটেই হয় তখন ইষ্ট বা বাঞ্ছিত। টাকা, পয়সা, মান, যশ, রোগারোগ্য, বিজয় ইত্যাদি নানা কামনা থাকে। এগুলি ইষ্টের পথে এগুতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগদীশদাকে বললেন—তুমি যদি সমস্ত বইগুলির হিন্দী অনুবাদ ক'রে ফেল, তাহ'লে একটা কাজের কাজ হয়।

জগদীশদা—আমার মত মূর্খ মানুষের পক্ষে কি এ কাজ সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব বড় পণ্ডিতও পারে না, আর মূর্খও পণ্ডিত হ'য়ে যায় ইষ্টের কাজ করতে গিয়ে—যদি ভক্তি থাকে। কবিরাজ গোস্বামী যে খুব একটা বড় পণ্ডিত ছিলেন তা' নয়, কিন্তু ভক্তিভরে চৈতন্য-চরিতামৃত লিখতে গিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য বেড়ে গেল। তিনি চিরপূজ্য হ'য়ে গেলেন। জগদীশনারায়ণও যদি অনুবাদগুলি ঠিক ক'রে দাঁড় করাতে পারে, তবে হনুমানের মতো আবহমানকাল অমর হ'য়ে থাকবে। আজও রামচন্দ্রের সঙ্গে হনুমানের পূজা হয়।

জগদীশদা—বিহারে প্রত্যেক বাড়ীতে আর কিছু না থাক, হনুমানের ঝাণ্ডা থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাবীরের ভক্তি হ'ল উর্জ্জী ভক্তি। কিছু মানুষের মধ্যে যদি উর্জ্জী ভক্তির জাগরণ হয়, দুনিয়ার চেহারা যে কী হ'য়ে দাঁড়ায় তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। আমাদের রামচন্দ্রকে অনুসরণ করতে হবে—হনুমানের মতো ভাব-ভক্তি নিয়ে। হনুমান হ'ল ভক্তের রাজা। রাবণকে রামচন্দ্র ক্ষমা করলেন, কিন্তু হনুমান ক্ষমা করতে পারল না। সাফ্ বলে দিল—'তোমার শত্রু যে তাকে তুমি ক্ষমা করতে পার, কিন্তু আমি কখনও ক্ষমা করতে পারি না।' প্রত্যেক জায়গায় রামচন্দ্রের কথা সে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সে বেঁকে বসল। এইটাই কিন্তু সাচ্চা অনুরাগের নিশানা। সতী স্ত্রী স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতেও প্রস্তুত। তথাকথিত পতিব্রতা স্ত্রীরা কিন্তু তা' পারে না। তাই পতিব্রতার থেকে সতী বড়।

জগদীশদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন—আপনি যদি একটা autobiography (আত্মজীবনী) রেখে যান তাহলে জগতের খুব উপকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলি তাই তো আমার autobiography (আত্মজীবনী)। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে-দিয়ে কুড়িয়ে যে মাণিক পেয়েছি সেই মাণিক আমি মুঠোমুঠো ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রত্যেকটি কথা আমার জীবনের সঙ্গে গাঁথা। আর, তুমি যেভাবে বলছ, ঐভাবে কিছু বলার ক্ষমতা কি আমার আছে?

জগদীশদা—খুব আছে, অসম্ভব আছে। আপনি যেভাবে দেবেন তেমনভাবে কেউ পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে নিজের বলতে কিছুই নেই। পরমপিতার যা' মর্জ্জি তাই হবে। আমি তো আমাতে নেই। আমি আছি তাঁর হাতে। আমি একেবারে নিঃস্ব। নিজেকে বিলকুল হারিয়ে ফেলেছি তাঁর চরণে।······

এরপর জগদীশদাকে বললেন—অনুশ্রুতির অনুবাদ ছড়ার আকারে এমন ক'রে করা লাগে যে মেয়েছেলেরাও যেন বুঝতে পারে। ঘরে-ঘরে মেয়েরা জীবন-চলনার বাস্তব নীতি সম্পর্কে যদি শিক্ষিত হ'য়ে না ওঠে, তবে হবে না। ছেলেপিলেদের শিক্ষার ভিত্তি কিন্তু মায়ের চরিত্র। জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে মেয়েদের বাস্তব শিক্ষা সম্বন্ধে সক্রিয় হ'তে হবে আমাদের। তাই অনুবাদ হওয়া চাই খুব সাদামাঠা এবং যথাযথ। সেটা করা বেশ কঠিন। এইভাবে ধ্যানরত হ'য়ে থাকতে হয়। তখন মাথাই খুলে যায়। পরমপিতাই আপসে আপ করিয়ে নেন।

এরপর কেষ্টদা বললেন—ভৃগু আপনার ও বড়খোকার সম্বন্ধে বলেছে—মহামূর্খ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সম্বন্ধে তা' একভাবে ঠিকই। এত যে দিয়েছি কিন্তু আমি কইতে পারি না কি ক'রে দিলাম।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—আমি কিছু জানি ব'লে জানি না। কিন্তু যে-কোন ব্যাপারের মধ্যেই পড়ি না কেন, পরমপিতা তাঁর ভিতরকার তুকটা আমাকে ধরিয়ে দেন। তাই জানার অহঙ্কারও যেমন আমার নেই, বিশেষ কোন কাজ পারব না ব'লে এমনতর কোন আত্ম-অবিশ্বাসও আমার মধ্যে নেই। অটল (দাস) তো আমাকে প্রথমে আমলই দিত না, কিছু বলতে গেলে মনে করত আমি অনধিকার-চর্চ্চা করছি। পরে দেখেশুনে বলতো, দেশে mechanic ব'লে কেউ থাকে তো আপনিই আছেন। অনেকেই এ ব্যাপারে কিছু বোঝে না। তবে আকু আর উপদেশ দেওয়া ছাড়ল না। বড়খোকারও ক্ষমতা খুব। ওর মাথা আছে খুব। ইচ্ছে করলে ও অনেক কিছু করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। মায়া মাসিমা, পূজনীয়া ভূষণী মা, রেণু মা, পণ্ডিতভাই, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

সুশীলদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কলকাতায় যাবার জন্য রওনা হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বড়খোকার কাছে যে লোকগুলি থাকে তারা অনেকখানি শাসনের মধ্যে থাকে। তাই খানিকটা শায়েস্তা হয়। শাসন বজায় রাখাই ভাল। তা' অন্যের বেলায়ও যেমন, নিজেকেও তেমনি। নচেৎ আস্তে-আস্তে গলদ ঢুকে যায়। বড়বৌ যদি কর্ত্তামার কাছে মানুষ না হ'ত তবে ঐ বড়বৌ হ'ত না। কর্ত্তামার গালি কি! মুখে কিছু করতে বলবে না, কিন্তু রাত থাকতে উঠে যখন সে ডোয়া গোবর দিতে যাবে সেইসময় যদি গোবরের হাড়ি নাতবৌ হাত থেকে কেড়ে না নেবে তো চ'টে কাঁই হ'য়ে যাবে। পান থেকে চুন খসলে ভোরবেলা থেকে চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি শুরু হ'য়ে যেত। আবার, ভালও বাসত খুব। বকে-টকে এসে থপ্ ক'রে পাথরের বাটিতে ক'রে অনেক কিছু খেতে দিত। না খেলে রেহাই ছিল না। তার বলার ভঙ্গিই ছিল অন্যরকম—হয়তো বলতো—'নেও, দুটো খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো'। তার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের ব্যাপারে যাতে আমাদের কোন কষ্ট না হয়, সেইজন্য বাক্সের মধ্যে কাপড়-চোপড় টাকাটুকি সবই নিজেই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৩। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের দাওয়ায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), হরিদাসদা (সিংহ), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), মোহন (ব্যানার্জ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভজনের নির্দ্দেশ-সম্বলিত পুস্তিকা প'ড়ে শুনাচ্ছিলেন। তার কারণ সেটা নূতন ক'রে ছাপাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ একটা স্থানে লিখে দিতে বললেন—ভজন মানে শব্দানুসরণ ও শব্দানুসন্ধান।

নীরদদা (মজুমদার) এসে রাণাঘাটের জমির map (মানচিত্র) ইত্যাদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ওখান থেকে বাজার, স্কুল, ডাক্তারখানা, থানা, সাধারণ পাঠাগার, Post office (ডাকঘর), রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যাণ্ড, মিউনিসিপ্যাল অফিস ইত্যাদি কতদূর এবং নিকট পরিবেশে কোন্-কোন্ শ্রেণীর কী কী জাতীয় লোকের বসবাস, তাদের পেশা কী, তারা উদ্বাস্তু না স্থানীয় বাসিন্দা ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে কী কী ফসল হয় ?

নীরদদা—ধান, পাট, তরিতরকারি ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে শিল্পসংস্থা করার সুবিধা আছে তো ?

নীরদদা—কাছে নদী আছে, রেলওয়ে স্টেশন আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় যদি আমরা নিজেদের পাওয়ার হাউস না করতে পারি তাহলে electricity (বিদ্যুৎ)-এর supply (সরবরাহ) পাওয়া যাবে তো ?

নীরদদা—দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে অন্যান্য জায়গারও যেমন উন্নতি হচ্ছে রাণাঘাটেরও তেমন উন্নতি হচ্ছে। তাই সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুটীরশিল্প ও ছোটখাট শিল্প ভালভাবে চালাতে গেলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের খুব প্রয়োজন। আমার মনে হয় ওখানে বিদ্যুৎচালিত তাঁত যদি করা যায়, তাহলে অনেক লোকের অন্ন-সংস্থান হতে পারে। অথচ এটা খুব মূলধন-সাপেক্ষ ব্যাপার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর যেসব প্রশ্ন করলেন এবং নীরদদা সেগুলির যে উত্তর দিলেন সেগুলি শুনে উক্ত স্থান ও পরিবেশের একটি জীবন্ত চিত্র সবার মনে অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে ভোগের পর বড়াল-বাংলোর ঘরে নিজ শয্যায় উপবিষ্ট।

কিরণদার (মুখার্জ্জীর) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বদ্‌ব ুঁখতে মানুষ

পচে যায়। কিন্তু ভুল করলে মানুষ পচে না। ভুল একটা জিনিস আর কুবুদ্ধি আর একটা জিনিস। কুৎসিত মতলব নিয়ে যারা চলে তারা নিজেদের বুদ্ধির দোষেই ঘায়েল হ'য়ে যায়। শেষটা নিজের প্যাঁচেই নিজে আটকে যায়।

কিরণদা বললেন—অযথা দুর্নাম যদি রটে তাতে মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যদ্যপি নির্দোষ তুমি কারে তব ভয়?' তোমার চরিত্রে বা মনে দোষ শিকড় না গাড়লেই হ'ল। তোমার চলনটা যেন এমন হয়, যাতে তোমার সম্বন্ধে দুর্নাম রটলেও লোকে বিশ্বাস না করে। অবশ্য, কোন ষড়যন্ত্র হ'লে তার নিরাকরণ যাতে হয়, তা' কিন্তু কুশল-কৌশলী হ'য়ে করাই লাগে।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি আরও কঠোর হ'তে পারতাম তাহলে তোদের পক্ষে ভাল হ'ত। কাঠিয়াবাবার গুরু তাকে কত শাসন করতেন। তিনি তার মাজায় মোটা লতা বেঁধে দিয়েছিলেন যাতে রাত্রে ঘুমোতে না পারে এবং নাম করতে বাধ্য হয়। উঠতে গালি, বসতে গালি, কখনও বা প্রহার। একদিন তিনি তাকে পাহাড় থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিলেন। সে তখন কষ্টের চোটে একটা ছোরা নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে গুরুকে দিয়ে বলল—'আমাকে বরং মেরে ফেলেন। আমাকে নিয়ে আপনার এত কষ্ট হয়, এইটাই আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ।' গুরু তখন তাকে বললেন 'দো শের এক বনমে নাহি রহতা'। এবং তাকে নির্জনে অন্যত্র সাধন-ভজন করতে বললেন। সে তখন তাই করে। সশ্রদ্ধ হ'য়ে বহু মানুষ তখন তাকে দেয়-থোয়। বহুদিন পরে গুরু এসে বকুনি দিয়ে বললেন—'গুরু বন গিয়া, না'। সে তখন বলে—'ওরা নিজ থেকে দেয়, আমি প্রতিনিবৃত্ত করতে পারি না। তবে যা' দেয় তা' অন্যকে দিয়ে দিই।' গুরু শুনে খুশি হলেন।

ভালোবাসলে অমনিই করে। আমার যে শালা নরম মন। কারও ওপর কঠোর হ'তে পারি না। কাউকে যদি বকি, তাহ'লে তার মনে কষ্ট লেগেছে ভেবে নিজে তার চাইতে বেশী কষ্ট পাই।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৪।১২।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে সেগুন গাছের নীচে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে চেয়ারে ব'সে আছেন।

যতিদের মধ্যে কয়েকজন এবং বাইরের অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—এম-এ, এম-এস-সি পর্য্যন্ত নিজেদের কলেজ করা লাগে যাতে শিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়া না লাগে, আর এমন একটা পরিবেশ গ'ড়ে তোলা লাগে যে, সেখানে ঘুরে বেড়ালেই মানুষ স্বতঃই শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে।

পাবনায় একসময় ঐ-রকম হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের আদত অসুবিধে হয়েছে চালক নেই। তোমরা যদি মানুষ হ'তে তাহলে দুঃখ ছিল না। তোমাদের যে চরিত্র তা' নিয়ে তোমরা জগতের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তা' করতে গেলে চরিত্র চাই বিরাট। চল্লিশজন বিশিষ্ট মানুষ যে জোগাড় করার কথা বলেছিলাম তা' তোমরা জোগাড় করতেই পারলে না। তোমরা মানুষ খোঁজ—তোমাদের চাইতে ওছা যারা তাদের,—যেখানে গিয়ে তোমরা কিনা কল্কে পাও, মানুষের সংসর্গ দেখে বোঝা যায়, যে তার মেকদার কী। তোমাদের পরীক্ষা চলছে ক্রমাগত। কিন্তু তোমরা প্রমোশন বড় একটা পাচ্ছ না। যেমন তেমনই থেকে চলেছ যুগ-যুগ। কারও-কারও আবার demotion (অধঃপতন)-ও হচ্ছে। আমরা নিজেদের গুণ-গুলির অনুশীলন করি না। নিজেদের পরীক্ষাও করি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব প্রসঙ্গ ধ'রে বললেন—কতকাল তোদের সকলের কাছে পচাল পাড়ছি, কিন্তু তোরা পণ ক'রে রেখেছিস যে আমার কথা মাথায় নিবি না। আমি তো দেখি তোদের চোখ, কান, নাক, মুখ, বুদ্ধি, বিবেচনা জাগ্রত হয়েছে কমই। Common sense-এর (সাধারণ বুদ্ধির) বিকাশ হয়নি বললেই হয়। সবসময় সচেতন না থাকলে কিছুতেই এ কাজ করা যায় না। তোদের জড়তা আর যেন কিছুতেই যায় না। আমার কাছে থেকেও তোমরা আমার কাছে নেই—আছো নিজেদের জগতে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—আমরা বাধায় মুষড়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধায় বাধ্য হ'লে হবে না। বাধা যদি তোমাদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে, তাহলে তোমাদের যোগ্যতা দিন-দিন ক'মে যাবে। বাধা ডিঙ্গিয়েই তো বড় হ'তে হয়। বাধায় মুষড়ে পড়, তার মানে স্থবির হ'য়ে থাকতে চাও। আত্মানু-সন্ধান ও আত্মসংস্থিতি না হলে হবে না। নিজেকে খুঁজে-পেতে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা লাগবে, যাতে যোগ্যতা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। এগুলি জাগে অনুরাগমুখর সেবাবুদ্ধি থেকে। তোমরা আমার গাড়ু-গামছা বও বটে, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা-সহকারে মাথা খাটিয়ে আমার ইচ্ছাগুলিকে পরিপূরণ কর না। সেই সম্বেগ থাকলে দেখতে এতদিনে কী হয়ে দাঁড়াতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলেন।

পূজনীয় বড়দার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার একটা রকম আছে—যদি কোন জিনিস ধরি, তা পুরোপুরি সমাধা না করা পর্য্যন্ত আমার ভিতরের আকুপাকু ভাব যায় না।

কাজ-কর্ম্ম সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাদের টান আছে আমার ওপর, কিন্তু তা' এত প্রবল নয় যে প্রবৃত্তিকে শাসন করতে পারে। তোমরা প্রবৃত্তির স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পার না। সেইজন্য তোমরা নিজেদের কাছেও নিজেরা উপচয়ী হ'তে পার না। পিছটান বিসর্জ্জন দিতে না পারলে তাদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ আবার বেশী ক'রে ধর্ম্মের দোহাই দেয়, ঠাকুরের দোহাই দেয়। তার মানে ভগবানকে, ধর্ম্মকে নামিয়ে নিয়ে আসতে চায় নিজেদের প্রবৃত্তির সমর্থনে ও সম্পোষণে।

এরপর জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আত্মপ্রতিষ্ঠার নির্ব্বাধ-পন্থা হ'ল ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা। হনুমান রামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে কৃতকার্য্যও হ'ল, অমরও হ'ল। শিবাজীও কিন্তু তাই। রামদাসের প্রতি সক্রিয় ভক্তিই তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দিল। স্ট্যালিনও লেনিনের প্রতি আনুগত্য থাকায় উতরে গেল।

জগদীশদা—অনুবাদের কাজ খুব কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপস্যা বিনা কি সিদ্ধি হয় ? হনুমান যুদ্ধ করেছে, রাজনীতি করেছে, রামচন্দ্রের সেবা করেছে, লঙ্কাপুরী জ্বালিয়ে দিয়েছে, কত কী করেছে। কিন্তু যা-কিছু করেছে, রামচন্দ্রের প্রীতির জন্য। পীরিত-পাগল ভক্ত যারা তারা প্রিয়ের জন্য যত কিছুই করুক—তার সঙ্গে থাকে একটা ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভাব। আর, এই করার জন্য ভক্তের মনে কোন অহঙ্কার আসে না। লোকে যখন তাকে তারিফ করে, তখন সে ভাবে—আমি আবার করলাম কী ? প্রভুর শক্তিতেই তো যা-কিছু হয়েছে, তিনিই তো সব করিয়ে নিয়েছেন।

জগদীশদা—এ-কাজে দু-একজন সহকারী হ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার লোক যথেষ্ট, কিন্তু চালক কম। মেষ বহু কিন্তু পালক নেই বললেই হয়, ক্ষেত সুবিস্তৃত কিন্তু চাষা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নমনে তাম্রকূট সেবন করছেন।

ননীদা—আত্মস্থ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মস্থ মানে সত্তানুকূল যা-কিছু তাতে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তার পরিপন্থী যা', তা' এড়িয়ে চলা। আত্মস্থ মানে এককথায় ইষ্টস্থ।

প্রফুল্ল—ইষ্টস্থ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্থ মানে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও অসৎ-নিরোধে সর্ব্বদা সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে থাকা।

প্রফুল্ল—আপনি অসৎ-নিরোধের উপর এত জোর দিয়েছেন, কিন্তু ধর্ম্মজগতে অন্য কোথাও তো এই জিনিসগুলির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ব'লে দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো একদল মানুষ অসতের প্রতি উদাসীন হ'য়ে একপেশে ধর্ম্ম করেছে, আর সমাজের মধ্যে দুষ্কৃতী প্রশ্রয় পেয়েছে। ফলে, সমাজের অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, সৎবুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা আজ দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন এবং তাদের সৎভাবে বেঁচে থাকাই দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম করতাম, তাহলে সমাজ-সংসারের আজ এই দৈন্যদশার সৃষ্টি হ'ত না। তোমরা যদি এইভাবে চল তাহ্লে বিদ্রোহ ও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। তাতেও কিন্তু বহু নিরপরাধ লোক বিপন্ন হ'তে বাধ্য। মানুষ যদি দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন না হয়, তাহলে বিপর্য্যয় অবধারিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট।

স্পেন্সারদা, শচীনদা (গাঙ্গুলী), প্রফুল্ল, নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ উপস্থিত। সরোজিনী মা, কালিদাসী মা, হেমপ্রভা মা, সেবাদি, তরু মা প্রমুখ কাছে আছেন।

শচীনদা—অলৌকিকত্বের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় না, আমরা যখন তা' দেখতে পাই, তখন তাকে অলৌকিক ঘটনা ব'লে মনে করি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তার পেছনে কোন কারণ নেই, অকারণে তা' সংঘটিত হয়েছে। যেখানে যা' কিছুই ঘটে তার পিছনে বিহিত কারণ থাকে। আর, সেই কারণটা আবিষ্কার করাই আমাদের কাজ। নইলে অজ্ঞতা স্তূপীকৃত হ'তে থাকে। আমাদের মন বৈজ্ঞানিক-ভাবে ভাবিত নয় ব'লে আমরা বহু কিছুকেই অলৌকিক আখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। এটাকে আমি অধর্ম্ম ব'লে মনে করি। যুক্তি-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিলে ধর্ম্মহানি ঘটে ব'লে আমার ধারণা। তবে শুধু যুক্তিবাদী হ'লেই হয় না, ভক্তি এবং যুক্তির মিলই সুস্থ জীবনের পথ।

প্রফুল্ল—আজকের যুগের এতখানি জটিলতার মধ্যে ধর্ম্ম করা খুবই কঠিন। তাই বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত ধার্ম্মিক যারা তারা তো সত্য যুগের ধার্ম্মিকদের থেকে বেশি উন্নত ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complexity (জটিলতা) এসেছে complex (প্রবৃত্তি)-প্রসূত

অজ্ঞতার দরুন। ধর্ম্ম যত প্রতিষ্ঠিত হবে, complexity (জটিলতা)-ও তত simplified (সরলীকৃত) হবে।

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৬। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

পূজনীয় বড়দার সঙ্গে হাউজারম্যানদা আসলেন।

হাউজারম্যানদা বললেন—হেনরী শীঘ্রই আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার ইচ্ছে করে এখানে এমনতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে শুরু থেকে ঊর্ধ্বতম শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত আমাদের এখানেই ছেলেরা ও মেয়েরা শিক্ষালাভ করতে পারে এবং তাদের শিক্ষার জন্য বাইরে কোথাও যাওয়া না লাগে। তা' যে যে-বিষয়েই পড়তে চা'ক না কেন। আমার ইচ্ছে করে এমন এক-একটা মানুষ যেন বেরোয় যে, সে যেখানেই যাক না কেন, সেখানেই দাঁড়াতে পারে as a tower (একটা স্তম্ভের মতো)। শিক্ষক যারা হবে তারা প্রত্যেকেই হবে এক-একজন Saint (সাধু)। তা না হ'লে শিক্ষা কি হল? আগে বিদেশ থেকে লোকে শিক্ষার জন্য আসতো ভারতে। আবার ততোধিক গৌরবময় যুগ আমি ফিরিয়ে আনতে চাই এই দেবভারতের বুকে।

আর, আমি ভাবি এক-একটা গ্রাম এমন হবে তা' যেন গ্রাম হয়েও হ'য়ে উঠবে এক-একটা রাজধানী ও মহাতীর্থের মতো। গ্রামের সব বৈশিষ্ট্যই সেখানে থাকবে, কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রা ও শিক্ষাদীক্ষার সবরকম সুযোগ-সুবিধাও সেখানে থাকবে। আগে জীবন, তারপর শিক্ষা, তারপর কর্ম্ম। এমন সব প্রতিষ্ঠান করা লাগে যা' দেখে communist (সাম্যবাদী) ও capitalist (পুঁজিবাদী) সব দেশের লোকেরই তাক লেগে যায়। এখন তোমরা করতে পার তবে তো হয়। আমার যদি বয়স থাকত, শরীর ভাল থাকত, তাহ'লে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। এখন করা লাগবে তোমাদের। তোমরা কৃতকার্য্য হচ্ছ দেখলে আমি আত্মপ্রসাদ বোধ করব। তোমরা এক-একজন বিরাট না হ'য়ে উঠলে আমার জীবনের দাম কী?

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—Boarding-গুলিতে সাতজন ছাত্র নিয়ে এক-একটা ব্লক করা লাগে। প্রত্যেক ব্লকে থাকবে একটা ছোট library (পাঠাগার)। সেগুলি হবে ঊর্ধ্বমুখী তপস্যার এক-একটা হোমস্থণ্ডিল। প্রত্যেক গ্রামে এক-একটা পাওয়ার হাউস রাখা লাগে যাতে সেখান থেকে বাড়ী বাড়ী আলো এবং বিদ্যুৎচালিত শিল্পসংস্থাদি চালু করা যেতে পারে। শিক্ষা দেওয়া হবে হাতে-কলমে করার মাধ্যমে। Physics (পদার্থবিদ্যা), Chemistry (রসায়নশাস্ত্র)

ইত্যাদির theory (তত্ত্ব) পড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে কৃষি-শিল্পাদির এমনতর রকমারি সংস্থা করতে হবে যাতে তত্ত্বগুলি অর্থকরী বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে সড়গড়ভাবে আয়ত্ত করতে পারে। হাসপাতাল একটা ভালভাবে করা লাগে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে মেডিকেল কলেজ।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাস্তব মনোবিজ্ঞান জানা শিক্ষার একটা মস্ত অঙ্গ। প্রত্যেকের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যাতে বাড়ে তা' করতে হবে। প্রত্যেককে এমন ক'রে গ'ড়ে তোলা চাই যাতে মানুষের আকার-ইঙ্গিত, চালচলন, কথাবার্ত্তা ও চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে লোকের মনোগত ভাব জানতে পারে, বুঝতে পারে। এমন হওয়া চাই যাতে কোন দুষ্ট লোক এদের সর্ব্বনাশ সাধন না করতে পারে। আমার এক চোর বন্ধু ছিল, সে লোকের হাঁটা দেখেই বুঝতে পারত কোন্ লোকটার ভিতর চৌর্য্য-প্রবৃত্তি আছে।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৯। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে ব'সে আছেন।

কবিরাজ বিজয়বাবু এসেছেন কোলকাতা থেকে। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চিকিৎসকের চাই শ্যেনদৃষ্টি। প্রত্যেকটি রোগী সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হ'তে হবে এবং সেইমত চিকিৎসা করা লাগবে।

প্যারীদা কবিরাজ-মহাশয়কে বললেন—ঠাকুরের খাওয়ার ব্যবস্থা আপনি যা' দিয়েছেন তার পরিবর্ত্তন করলে বোধহয় ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো সে কথা শুনব না। আমি যদি ম'রেও যাই তাও না। আমি চাই এর মধ্যে-দিয়ে কবিরাজমশাই তাঁর ভুল বুঝুন এবং আর পাঁচটা লোক বেঁচে যাক্। আর, কবিরাজমশাই যদি ঠিকও ক'রে থাকেন তাও তিনি বুঝুন—এও আমি চাই;—যাতে তিনি সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে আর পাঁচজনের উপকার করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় এসে বসলেন।

কবিরাজ-মহাশয় প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—অম্বল থাকলে ডাল হজম হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কোন bias (একপেশে ভাব) থাকা ভাল না। সব অম্বলের ক্ষেত্রেই যে ডাল খারাপ করে, তা কিন্তু নয়। স্নায়ুগত অপটুতা থেকে যেখানে অম্বলের সৃষ্টি হয় সেখানে ডালের মত তৈজস পদার্থই দরকার। অবশ্য সেটা খুব সুসিদ্ধ হওয়া চাই। সমস্ত জিনিসগুলিই ওষধি। তাই শুধু খাদ্যের

বিহিত প্রয়োগে রোগ সারা যায় কিনা, তা' দেখতে হবে। একটা জিনিস যে দেব তার কুপ্রভাব যদি কিছু থাকে তার প্রতিকারের জন্য হয়তো আর একটা তরকারী বা অন্য কিছু দিয়ে দিলাম। যেমন কোন ক্ষেত্রে ডালের সঙ্গে হয়তো কাঁচকলা, পেঁপে ও আমলকি দিলে, ডাল হজম হওয়ার পক্ষে সুবিধে হতে পারে। এইরকম করতে গেলে রোগী নিয়ে অনেক সময় কাটানো লাগে, তার ধাঁচ-ধরন বোঝা লাগে। রোগীর উপর প্রকৃত দরদ থাকলে, তাকে ভাল ক'রে তোলবার উদগ্র আগ্রহ থাকলে, তার ভিতর-দিয়ে ধীরে-ধীরে চিকিৎসকের অন্তর্দৃষ্টি গজিয়ে যায়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মানুষের এক-এক সময়ে কিছুদিনের জন্য এক-একটা ঝোঁক হয়। কিছুদিন হয়তো রুটি খাবার খুব ঝোঁক হ'ল, এরপর হয়তো কিছুদিন রুটি খেতেই ইচ্ছে করে না। সুস্থ অবস্থায় তাই রুচিমতো খাদ্য বদল করা ভাল। শরীর যখন যেটা চায়, রুচি কিন্তু সেই অনুযায়ী সৃষ্টি হয়। অবশ্য, এক-একজনের কোন-কোন জিনিসে লোভও থাকে। এই লোভ জিনিসটা কিছু খারাপ নয়, যদি তার মাত্রা ঠিক থাকে। মাত্রা ঠিক না রাখলে হিতকর জিনিসও অহিতকর হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিজস্ব চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে বললেন—আমি যখন চিকিৎসা করতাম তখন একটা প্রধান ওষুধ দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য ওষুধ এমন ক'রে দিতাম যাতে হার্টের বল রক্ষা হয়, শ্বাসযন্ত্রটা ঠিক থাকে, প্রস্রাবটাও ভাল হয়, লিভার ও পেট সাম্য অবস্থায় থাকে। কারণ, যে-কোন অসুখ হ'লেই ওগুলি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই। তাই ওগুলি তাজা রাখার ব্যবস্থা করলে রোগ তাড়াতাড়ি নিরাময় হয়, এবং সহসা তার পুনরাবৃত্তি হয় না। আমার ডাক্তারী করার সময় এমন এক-একদিন হয়েছে যে দেড়শ, দুশ, তিনশ পর্য্যন্ত লোক গাড়ি, পালকি ইত্যাদি দিয়ে বাড়ীতে ভিড় জমাত। বাড়ীর চারিদিকে লোক গিজগিজ করত যেন জায়গা দিয়ে পারা যায় না, একটা বাজার বিশেষ।

কবিরাজ মহাশয়—আপনি যে এতবড় চিকিৎসক ছিলেন তা' তো জানতাম না। যা হোক, আজ অনেক বড় চিকিৎসক হয়েছেন। আজ আপনি মনের চিকিৎসক। আপনার ঐ অভিজ্ঞতা এই জীবনেও সাহায্য করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা যে আমার নূতন কিছু তা' না। ছেলেবেলা থেকেই এটা আমার আছে। মাকে ভালবাসতাম, আর তাঁর খুশীর জন্য তাঁর ও প্রত্যেকের ভাল যাতে হয় তাই করতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বললেন—খাদ্যের উপর দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে বিভিন্ন রকমের রোগী ও রোগ চিকিৎসা করা যায় সে-সম্বন্ধে বই লেখা লাগে। বায়ু-পিত্ত-

কফওয়ালা মানুষ যারা, কিংবা এগুলির বিভিন্ন সমবায়ে যে-সব ধাতু ও প্রকৃতির সৃষ্টি হয়, সেই সব রোগীর ক্ষেত্রে কোন্ রোগে, কোন্ অবস্থায়, কোন্ খাদ্য, কী পরিমাণে, কোন্ পর্য্যায়ে দিতে হয় তা' ছবির মতো স্পষ্ট ক'রে এঁকে দেখাতে হয়, যাতে সাধারণ লোকে সেগুলি প্রয়োগ ক'রে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হ'য়ে সুস্থ দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে। আর, এই চিকিৎসা-বিধান ব্যাপকভাবে চালু করার জন্য একটা মেটেরিয়া মেডিকা লেখা লাগে, তাতে কোন্ খাদ্যের শরীরের কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কি কি ক্রিয়া হয় তা' physiological explanation (শারীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা)-সহ বিশদভাবে লিখে দেওয়া লাগে।

সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়) এসে তাঁর লিখিত কিছু ছড়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে খুব প্রীত হয়ে বললেন—দেখেন, আপনার মাথা এখনও কত তাজা আছে। সারাজীবন নাম, ধ্যান, ভজন করেছেন, সদাচারে চলেছেন, তাই এ বয়সেও এইরকম লিখতে পারছেন।

পূজনীয় বড়দা আসলেন।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—D. D. T. স্প্রে ক'রে মশা ও পোকামাকড় মারা হয়, কিন্তু যেগুলি মরে না, বেশী D. D. T. ছড়িয়েও তাদের মারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম হয়। মানুষ বিপদের মধ্যে পড়া সত্ত্বেও যখন কাবু হয় না, তখন তার শক্তি আরও বেড়ে যায়। বৃহত্তর বিপদকেও সে অতিক্রম করতে পারে। তার মানে তার জীবন আরও শক্তিমান হ'য়ে ওঠে। এই অপরাজেয় জীবনী শক্তি লাভ করাটা ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। ধর্ম্ম করতে চাই সুকেন্দ্রিক হওয়া। আর, সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতাই সমস্ত বাধাকে কাবেজে এনে ইষ্টার্থী চলনে জয়যুক্ত হয়। তখন ইষ্টপ্রীতিকে লক্ষ্য ক'রেই মানুষের জীবনের সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা, চলন নিয়ন্ত্রিত হয়।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। হরেনদা (বোস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

আসামের ভুবনেশ্বরদা (শর্মা) বললেন—আমি বাঙালী গুরু করার জন্য অসমীয়ারা নানা কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুর আবার বাঙালী, বিহারী, অসমীয়া আছে নাকি? অসমীয়ার মধ্যে বাঙালী যদি গুরু খুঁজে পায় তবে তাঁকে সে গ্রহণ করবে না?

ভুবনেশ্বরদা—অনেকে বলে যে, তুমি বাঙালী গুরু করেছ ব'লে তোমার অসুখ-বিসুখ সারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—অসুখ হইছে তাতে কী হইছে? অসুখ তো মানুষের হয়ই। কেষ্টঠাকুরের অসুখ করেনি? অসুখ নিয়েও তো কত সাধুপুরুষ কত কাজ ক'রে গেছেন। মহাপুরুষদের লোককল্যাণ করতে গিয়ে অনেকসময় রোগব্যাধি হয়। আর, মানুষের পাপের দরুন অসুখ-বিসুখ হয়। আবার, বিহিত চলনে সারেও। যদি নাও সারে তাতেও বা কী। যারা মাঠে নামে, তাদের গায়ে কাদা লাগেই। তোমার গুরুপ্রাণতা যদি থাকে, তবে কথাই বেরবে এমন যে, মানুষ তাতেই গ'লে যাবে। আর, তুমি যদি মানুষের কথাতে কাবু হ'য়ে পড়, তবে নিজেরই বা কী করবে, অপরেরই বা কী করবে। আমি বলি চিকিৎসা চালাও, কামকাজও কর। শরীর নিয়ে অত ভেবো না।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১০। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। শচীনদা (গাঙ্গুলী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর গতকাল রাত্রে ননীদাকে দিয়ে একটা ভাল খাবার তৈরী করিয়ে শৈলমা প্রমুখকে খাইয়েছেন। তিনি খাবারটার নাম দিয়েছেন অলাবু-গোলেস্তা।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে শৈলমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গোলেস্তা কেমন লেগেছে, খেয়ে কেমন আছিস্।

শৈলমা—অমন সুখাদ্য আর খাইনি বললেও হয় এবং পেটও ভাল আছে।

প্রফুল্ল বলল—কাল ননীদা আমাকে একখানা ভাতের পাতে দিয়েছিলেন। সত্যিই সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য।

শচীনদা—খাদ্য কোন্‌টা লোভের দরুন প্রিয় এবং কোন্‌টাই বা স্বাস্থ্যের অনুকূল বলে প্রিয় মনে হয় তা' বুঝব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' খেলে তৃপ্তি আসে, তুষ্টি আসে আর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আসে, তাই স্বাস্থ্যের অনুকূল ব'লে জানতে হবে।

হরিদাসদা (ভদ্র) বললেন—আমি হাইড্রোসিলে কষ্ট পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই সেরে নিলে ভাল হ'ত। তুই, নফর, এরা সব আমার হাতে মার-খাওয়া মানুষ। তোরা তাই অনেকখানি শায়েস্তা হয়েছিস। যারা ও-সবের মধ্যে না গিয়ে পট ক'রে প্রবীণ হ'য়ে যায়, তাদের আদতে বিশেষ-কিছু কাজ হয় না। তোদের পাণ্ডিত্য নেই বটে কিন্তু বীর্য্য আছে।

হরিদাসদা—কী-ই বা করছি। শুধু আপনারটা খেয়েই তো যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেঁচে থাকলে ভাত, ডাল তো সকলেই খায়। কিন্তু আমি যে খাদ্য

নিয়ে এসেছি—সঙ্গে-সঙ্গে তা' খেলেই তো কাজ হ'তো।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে বসে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

পাপ-অভিভূত প্রবৃত্তি যাদের,
তা'রা যদি কাজে তা' নাও করবার ফুরসুত পায়,
দাম্ভিক দস্তুরীতে তা'রা নিজেকে সমর্থন ক'রে
প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ক'রে থাকে—
তার অন্তরায়ী যা' তাকে ;
এমনতর যেখানেই দেখবে,
বুঝে নেবে—ফাঁক পেলেই কাজে সেটাকে তা'রা
ফুটিয়ে তুলবেই কি তুলবে,
বিনীত ও অনুতপ্ত হ'তে পারে না তা'রা,
পাপে অসহনীয় ঘৃণ্য অভিব্যক্তি থাকে না তাদের,
সমঝে চ'লো'—
বুঝে নিজেকে স্বস্থ রেখো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—যারা ধর্ম্ম ও অসৎ-নিরোধের বিরোধী তাদের সবসময় এড়িয়ে চলাই ভাল।

প্রফুল্ল—কেউ যদি ধার্ম্মিক হয় অথচ অসৎ-নিরোধের বিরোধী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ জিনিসটা একটা সোনার পিতলে ঘুঘু। ধার্ম্মিক কখনও অসৎ-নিরোধের বিরোধী হ'তে পারে না। এমনতর কাউকে যদি দেখ তবে বুঝে নেবে, সে ধর্ম্মজগতের লোক নয়।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১১। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট।

নরেন সরকারদা আসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ আছে, আমাদের সে জিনিস নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের যে ধর্ম্মবাদ, আদর্শবাদ, কৃষ্টিবাদ। আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে যদি আন্দোলনটা হ'ত, তাহ'লে যে কী হ'ত তা' বলার না। Politics (রাজনীতি) এসেছে পুর-শব্দ থেকে। পুর-শব্দ এসেছে পৃ-ধাতু থেকে। তার

মানে পূরণ। সর্বতোভাবে পূরণ যাতে না হয়, সে-politics (রাজনীতি)-এর কোন মানে হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মতেই তা' হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনদাকে বললেন—মাঝে-মাঝে চ'লে এসো। তোমরা আস্‌লে ভাল লাগে। তোমরা আমার এক গাঁয়ের লোক, তোমাদের দেখলে মনে হয় যে আবার যেন হিমাইতপুরকে ফিরে পেলাম।

নরেনদা—কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে ইচ্ছে করলেও আসতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে যাও কিন্তু নিজ সত্তাকে কাজ থেকে আলগা রাখ। নিজেকে বেঁধে ফেলো না। পরমপিতা ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে। অন্য কিছুতে বাঁধা পড়লে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল করতে পারবে না। Always keep yourself above every situation (নিজেকে সর্ব্বদা সব অবস্থার ঊর্দ্ধে রাখবে)। গীতারও সেই কথা।

নরেনদা—পাশ্চাত্য সভ্যতাই এমন যে, সেই ছাঁচে ঢালা কোন সংগঠনের কর্ম্মকর্ত্তা হ'লে সব দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে যায়। তখন আর নিজের স্বাধীনতা থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বাঁচতে চায়, কিন্তু ক'রেও নয়, ধ'রেও নয়। অনেকে যেখানে দায়িত্বহীন, সেখানে যারা দায়িত্বশীল তাদের প্রাণের উপর দিয়ে উঠে যায়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট।

কথাপ্রসঙ্গে যোগেনদা (হালদার) বললেন—মানুষের আজ খাওয়া-পরারই বড় অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিকের সেবা বাদ দিয়ে খাওয়া-পরার সংস্থান হয় না।

শান্তি-সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষগুলিকে একাদর্শে সক্রিয়-ভাবে সংহত করা ছাড়া শান্তি হয় না। আপনাদের দিয়েই দেখেন না। একজন সৎসঙ্গী দেখলেই মনে বল হয়। চোর হোক, বদমায়েস হোক, পরস্পরের জন্য একটা দরদ আছে। এই জিনিসটার অভাবেই কিছু হচ্ছে না। নিজেদের চলন দিয়ে এইটা চারিয়ে দেওয়া লাগে। এইটে আস্‌লে আর সব আসে।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১৪। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট।

যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী), যোগেনদা (হালদার), শচীনদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ ঘরে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শক্তির বিশেষ-বিশেষ সমাবেশেই নানা বস্তুর সৃষ্টি হয়।

প্রফুল্ল—আত্মা যখন অমর, তখন আমরা এই দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখতে এত চেষ্টা করি কেন? এইদিকে লক্ষ্য গেলে দেহাত্মবোধ যাবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চভূতের মধ্যেও আত্মা আছে। কিন্তু তাই ব'লে আমরা জল, মাটি বা বাতাস হ'য়ে যেতে চাই না। আমরা চাই ব্যক্তিগত চেতনাকে বজায় রেখে আরোতর বৃদ্ধির পথে চলতে। এই অস্তি ভেঙ্গে গেলে তা' কিন্তু আর তা' রইল না। সত্তার উপর দাঁড়িয়েই আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি। এ বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারব না, এগুতে পারব না। সে-ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী যার সঙ্গে আমার এ জীবনের কোন সম্পর্ক নেইকো? সত্তাকে বজায় রেখে অনন্ত বৃদ্ধির পথে যদি চলতে থাকি—আদর্শে অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে, কতদূর যে যাব ঠিক নেই। সবই পাব এই পথে। ফলে সবকিছু নিয়েই পরম সত্তা বা ঈশ্বরে হাজির হব।

যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী)—প্রফুল্লভাই বোধহয় এই মনে করছে যে বাঁচাবাড়ার উপর জোর দিলে, মানুষ হয়তো বেশী স্বার্থপর হ'য়ে পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, স্বার্থের জন্যই যদি কর তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার প্রকৃত স্বার্থ কী তা' বুঝবে তো? স্বার্থসাধন করতে গেলেই পরার্থ এসে পড়ে, আদর্শ এসে পড়ে, ধর্ম্ম এসে পড়ে। তাই ঠিকভাবে স্বার্থপর হ'তে গেলেই পরমার্থের দিকে যেতে হবে।

প্রফুল্ল—এই জীবনটা যদি না থাকে, তাহ'লে অনন্তজীবনের পক্ষে ক্ষতি কী? দেহ না থাকলেও তো আত্মা থাকবে, আর সে আত্মা অমর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনন্ত জীবনের মধ্যে যদি স্বতন্ত্র আমিত্ব-বোধ না থাকে তবে সে অনন্ত জীবনের দাম কী? আমি কি ক'রে বুঝবো যে আমিই অনন্ত জীবনের অধিকারী? তাই এই জীবনটাকেই ক্রমান্বয়ে নানা দেহের ভেতর-দিয়ে স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে অনন্তাভিসারী ক'রে তুলতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে জিতেন দোলুই (দেববর্ম্মণ), কান্তিদা (বিশ্বাস) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মাহিষ্য জাতি বড় সম্ভ্রান্ত জাতি। মহীয়ান জাতি, তাই বোধহয় বলে মাহিষ্য। মাহিষ্যর কথা বললে এখনও আমার বুকের মধ্যে শিহরণ জাগে। এরা তো একসময় রাজা ছিল। সেদিনের সেই মোহনলালের কথাই ধর না। কত বড় বীর। আর, বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে জিনিস তার জীবনে ছিলই না। বরং এমন বিশ্বস্ত মানুষ কমই মেলে।

জিতেনভাই—আমাদের মধ্যে সগোত্র বিয়ে খুব হ'চ্ছে। সগোত্র বিয়ের দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে সবকিছুই খর্ব্বীকৃত হয়। চেহারা, গুণ, শক্তি সবকিছুই। আর, অবগুণগুলি বাড়তে থাকে।

রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় শান্তুদা ও কানুদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার চরিত্রটা এমন, যখন কোন বিষয়ে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিই, তখনই আমার সমস্ত শরীর-মনও যেন তদনুযায়ী বদলে যায়। তামাক যখন ছাড়লাম তার পরদিন থেকে মনেই হয় না যে কোনদিন তামাক খেতাম।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিশোরী আমার জন্য খুব করেছে। ও যেমন সাহসী ছিল, তেমনি ছিল চালাক-চতুর। অনন্তের পিছনে অনেক খাটা লেগেছে। কিশোরীর পিছনেও। অনন্ত শেষটা বেমোড় মেরেছিল। টাকা-পয়সা হাতে পড়লেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়। লোভ আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণী ও কথোপকথন সম্বন্ধে বললেন—আমি অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে যা' দিয়েছি তা' যদি তোমরা খতিয়ে পড়, কোথায় কিভাবে চলতে হবে তা' বুঝতে পারবে। কিছুই আটকাবে না। এগুলির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় থাকে এবং তোমাদের চলার মধ্যে এগুলি ফুটে ওঠে—সেটা আমার দেখতে ইচ্ছে করে। কারণ, আমি তোমাদের ভালবাসি, তোমাদের ভাল চাই। লোকদেখানোভাবে আমি কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসাই আমার স্বভাব। ভাল না বেসে পারি না—তাই ভালবাসি। যা' করণীয় তাও sincerely (আন্তরিকভাবে) করি। যতখানি মাথায় আসে প্রাণপণ করি। এমনকি শৈলকেও যে খাওয়াই, রুকুটুকু ব'লে ডাকি, তাও মিথ্যে ক'রে নয়। যখন যেক্ষেত্রে যার ভালর জন্য যা' করণীয়, তাই ক'রে চলি।

১লা পৌষ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৬।১২।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), ডাঃ সুধীরদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল, কালিদাসীমা প্রমুখ উপস্থিত।

মৃত্যু ও ব্যাধির মূল কারণ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসবিমুখ হ'লে মানুষের জৈবী-সংস্থিতিটা ধীরে-ধীরে ভাঙ্গনের দিকে এগোতে থাকে। Cohesive structure of intercellular affinity (আন্তঃকোষিক সংস্থিতির সম্মিলনী গঠন) জিনিসটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়তে থাকে। ভালবাসা যত উবে যেতে থাকে, মানুষের জীবনীশক্তি তত হ্রাস পেতে থাকে।

প্রফুল্ল—মৃত্যু তো অবধারিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুকে অবধারিত ব'লে মেনে নেবার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। তা'

জয় করাতেই আছে কৃতিত্ব। আমার সমস্ত লেখার মধ্যে ঐ সুর আছেই। স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করলে সেটা একদিক দিয়ে মৃত্যুকে জয় করার সামিল হয়।

প্রফুল্ল—স্মৃতিবাহী চেতনার শারীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী? শরীর যেখানে থাকে না, মস্তিষ্ক যেখানে লোপ পায় সেখানে স্মৃতি থাকে কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাস্ত্রে বলে, মায়া অনাদ্যন্ত। তার মানে পরিমাপন জিনিসটার আদিও নেই, অন্তও নেই। কারণসত্তারও রূপ আছে, সেটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আমরা দেখতে পাই না ব'লে তার অস্তিত্বটা নস্যাৎ হ'য়ে যায় না। রেডিওর কথা কোন্ মুলুক থেকে কোন্ মুলুকে ভেসে আসে। এখানে যদি ধরার মতো যন্ত্র না থাকে তাহ'লে আমরা বুঝতে পারি না যে ঐ সুদূরে ধ্বনিত শব্দতরঙ্গের স্পন্দন অতদূর থেকে এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। এই স্পন্দনটাকে ঐ শব্দেরই সূক্ষ্ম শরীর ব'লে যদি ধরি তাহলে কি ভুল হবে? এও একটা বস্তু তো, সে সূক্ষ্মই হোক আর যাই হোক। শব্দটা সেখানে যেঢ-ং-এ, যে গলায়, যে সুরে উচ্চারিত হয়, ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে হুবহু সেই জিনিসটাই এখানে রূপায়িত হয়। এ যেমন আছে। মৃত্যুর পর আমাদের সবকিছু না হ'লেও প্রধান জিনিসগুলি লিঙ্গশরীরে যে থাকতে পারে না এ-কথা বিজ্ঞানসম্মত কথা ব'লে আমার মনে হয় না।

ঠাকুর কথাটির অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যিনি সংঘাতের ভিতর-দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিবর্ত্তিত ক'রে দেন তিনিই ঠাকুর। জ্ঞান জিনিসটা ভিতরে থাকেই। সেটাকে ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে হয়। শুধু বাইরে থেকে মানুষকে বেশীকিছু শেখান যায় না, যদি কিনা তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলা না হয়। তাই আমি দীক্ষাহীন শিক্ষার মানে বুঝি না। দীক্ষা হ'ল তাই যার ভিতর-দিয়ে আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ষোল কলায় জাগিয়ে তোলবার তুকটা জানতে পারি। এটা শুধু জানলেই হবে না। নিষ্ঠা-সহকারে পরিপালন করা চাই। যারা সুকেন্দ্রিক, সংযত এবং নামধ্যানপরায়ণ তারা শিক্ষাজগতে হয়তো মৌলিক অবদান রেখে যেতে পারে। অবশ্য, সবাই যে পারে তা' নয়, তবে জৈবী-সংস্থিতির মধ্যে সে সম্ভাব্যতাটা থাকা চাই। আমার ইচ্ছে করে, শিক্ষা জিনিসটা কী তার নজির একটা বিশ্ববিদ্যালয় ক'রে সবার সামনে জাজ্বল্যমান ক'রে তুলে ধরি।

মাঝে-মাঝে এইসব কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। সাড়ে বারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন ঃ

দীক্ষা তো পেলে
নিয়ত-করণীয় যা', তা' তো করবেই
তাছাড়া, তোমার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের পক্ষে

অনুকূল যেগুলি -অবস্থামত সেগুলি
বিহিতভাবে পালন করে চলবে।

৫ই পৌষ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২০। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোল তাঁবুতে উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে আছেন।

ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী) এক ভদ্রলোককে নিয়ে আসলেন।

তিনি বললেন—আমার অনেক কিছু জানা আছে, কিন্তু কী করলে জীবনে কৃতকার্য্য হব তা' বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানার জটলার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে লাভ কি? আমার জীবনে চাই ইষ্ট এবং আমার প্রধান করণীয় হ'ল তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাসাধন। এর ভিতর-দিয়েই আসে নিজ জীবনের কৃতকার্য্যতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এর ভিতর-দিয়েই গজিয়ে ওঠে। ভগবান মানুষকে শক্তি দিয়েছেন অসীম। কিন্তু ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ইষ্টার্থে তা' সদ্‌ব্যবহার করতে হবে। নিজের চরিত্রটা এমন ক'রে তোলা চাই যে, আমার বাক্য, ব্যবহার, চালচলন সবকিছুই যেন মানুষের প্রাণ-মনকে স্পর্শ করে। তোমার চলার তালে-তালে যেন তোমার ইষ্টপ্রাণতা ঠিকরে বেরোয়। তাহ'লেই মানুষ তোমার কাছে এসে মুহূর্ত্তেই জীবনীয় প্রেরণায় ভরপুর হয়ে উঠবে। মানুষকে যদি তুমি আপন ক'রে নিতে পার এবং তাকে সর্ব্বতোভাবে উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার নেশা যদি তোমার থাকে, তাহ'লে তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যসম্মত কর্ম্মশক্তিকে আবিষ্কার করতে পারবে। সেই কর্ম্ম ও সেবাই তোমাকে কৃতাকার্য্য ক'রে তুলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরবেলায় স্পেন্সারদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের জীবন তরঙ্গের মতো। তার মধ্যে ওঠাপড়া আছেই। কত আবর্জ্জনাও হয়তো তার মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু জীবনের ইষ্টমুখী অর্থাৎ মঙ্গলমুখী স্রোত যদি অব্যাহত থাকে তাহ'লে সে সবকিছু নিয়েই তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আমি বলি

"তীরের সঞ্চয় তোর
পড়ে থাক তীরে
তাকাস নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি,
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে অকূল আলোতে।"

আবার বলি—

"স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি'
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি'
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।"

প্রফুল্ল কথাগুলির ইংরেজী তর্জ্জমা করে স্পেন্সারদাকে বুঝিয়ে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ইংরেজী নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন :—

Mind flickers, ripples rise,
wave upheaves but urge runs
with all its property
to the ocean.

(মন চঞ্চল হয়, চাঞ্চল্যের বীচিমালা জাগে, তরঙ্গ ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে, কিন্তু আকূতি সব কিছু নিয়ে সাগর পানে ধাবিত হয়।)

৬ই পৌষ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২১। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে রোদের মধ্যে আধো আলো, আধো ছায়ায় একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট।

ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেশদা (ব্যানার্জ্জী , কাশীদা (রায়চৌধুরী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

ব্রজেনদা—আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। আদর্শকে বাদ দিয়ে শুধু ভাবধারা অনুযায়ী উন্নত চলনে চলা যাবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ যদি থাকে, আর তাতে ভাবমুগ্ধ সক্রিয় অনুরাগ যদি হয়, তবে তার ভিতর-দিয়েই মানুষগুলির প্রবৃত্তির একটা সার্থক বিন্যাস হ'তে পারে। নচেৎ শুধু একটা হাওয়ার 'পর দাঁড়িয়ে এ জিনিসটা হয় না।

ননীদা—মূর্ত্তিপূজায় এ জিনিসটা কতদূর হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূর্ত্তিপূজার পেছনেও ঐ একই উদ্দেশ্য। তবে গুরুগত প্রাণ না হ'লে মূর্ত্তিতে বা নিজের ভিতর প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই পূজার ফলও তাতে মেলে না। ব্রহ্মবিদ্‌কে উপেক্ষা ক'রে যখন ব্রহ্মকে উপাসনা করতে চাই তখন আমরা তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি। কারণ, বোধ থাকে না, বাদ থাকে। তার থেকে বোধবন্ধ্যা বাদব্যাহৃতির উদয় হয়।

প্রফুল্ল—বাদব্যাহৃতি মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাদব্যাহৃতি মানে তথাকথিত অনুভূতিহীন বাগাড়ম্বর।

চুনীদা— একটা কথা আছে, "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"—তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর – আবৃত্তি মানে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সম্যকপ্রকারে ব্যাপৃত থাকা আর তাতে সর্ব্বতোভাবে থাকতে গেলে অনুরাগ জিনিসটি চাইই। নচেৎ মন কি আর সর্বদা ভগবদ্-বিষয়ে লিপ্ত থাকতে পারে ? নিরন্তরতার সাথে যুক্ত থাকাটা বুদ্ধিগত বোধের থেকেও শ্রেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে বিছানায় গায়ে চাদর জড়িয়ে ব'সে আছেন। কতিপয় মা উপস্থিত। সামনে আলোটা জ্বলছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কিন্তু দাঁতের ব্যথার দরুন মাঝে-মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন।

হাউজারম্যানদা ও আউটারব্রীজদা যাজনের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষ যখন কোন জিনিসে অভিভূত হয়ে থাকে তখন অনেক সময় তার ভিতরে একটা মানসিক ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষতস্থানে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগলে সে অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাই, যার যে-বিষয়ে দুর্ব্বলতা আছে সে-ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ঘাঁটাঘাটি না ক'রে অন্য গল্প-টল্প করতে হয়। কোনদিকে তার ঝোঁক সেইটে বুঝে নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে সেই বিষয়ে আলাপ করতে হয়। কথাবার্তা বলতে হয় মিষ্টি অথচ প্রাণপূর্ণভাবে। সে যাতে স্ফূর্তি পায় তাই করতে হয়। তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হয়। তোমার যে তার সঙ্গে কথা ব'লে খুব ভাল লাগছে এ জিনিসটা তাকে বুঝতে দিতে হয়। যে-বিষয়ে তার সঙ্গে মতভেদ আছে সে-বিষয় এড়িয়ে গিয়ে তার কথার ভিতর-দিয়ে সূত্র ধরতে হয় যার ভিতর-দিয়ে তুমি তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে। প্রীতি চাই, সহ্য চাই, ধৈর্য্য চাই, কৌশল চাই। নিজে কথা বেশি না বলে অপরের কথা আগ্রহ-সহকারে শুনতে হয়। অযথা বিরোধ বা বিতর্কের মধ্যে যেতে নেই। মানুষের মনকে যদি স্পর্শ করতে না পার, তার অহংকে যদি আহত কর তাহলে সে কিন্তু তোমার কথা যুক্তিযুক্ত হ'লেও তা' গ্রহণ করতে পারবে না। ভালবাসায় বশ না হয় এমন মানুষ নেই। কিন্তু তোমার বিদ্যার বহর বা যুক্তির বহর যতই থাক না কেন তার জোরে কিন্তু তুমি মানুষকে মুগ্ধ করতে পারবে না।

৭ই পৌষ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২২। ১২। ১৯৪৯)

সন্ধ্যেবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আসীন। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্রোধের সময়, অসতর্ক মুহূর্ত্তে এবং কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায়

যদি কোন বেফাঁস কথা বেরোয়, তার মানে তা' স্বাধীন। স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে আছে আমার মধ্যে, বিন্যস্ত হয়নি তা' সার্থক সমাবেশে। অর্থাৎ, তার নিজস্ব গতি ব'লে কিছু আছে এবং তা' আমার সত্তায় সঙ্গত হ'য়ে তার অনুকূলে গ্রথিত হ'য়ে ওঠেনি। সে সত্তা বা তার প্রতীক ইষ্টের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি—তাঁর সেবার উপযোগী ক'রে নিজেকে। ঐ ঝোঁক যে কোন্ সময় সুযোগ পেয়ে আমাকে পেয়ে ব'সে কাবু ক'রে ফেলবে একটা সত্তাবিধ্বংসী শক্তিরূপে, তার কোন ঠিক নেইকো। তাই সমস্ত প্রবৃত্তির ইষ্টার্থী অন্বয়ে, যতক্ষণ অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে, ততসময় পর্য্যন্ত কোন মানুষই বিপন্মুক্ত নয়। বিপদের কারণ নিহিত থাকে আমাদের সত্তার অন্তর্নিহিত অসংলগ্ন এবং বাতুল প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতার মধ্যে। সমগ্র সত্তার আমূল ইষ্টার্থী রূপান্তর সাধনই সাধনার লক্ষ্য। সেইজন্যই আমি বৃত্তিভেদী ইষ্টানুরাগের কথা এত ক'রে বলি। ঐ ব্যাপারে যার যতখানি ফাঁক, সে নিজের ও পরিবেশের পক্ষে ততখানি প্রতিকূল ও অনির্ভরযোগ্য।

পরে তপতীদা (মুখোপাধ্যায়), সুশীলদা (বসু), ক্ষিতীশদা (দাস), ব্যোমকেশভাই (ঘোষ) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হলেন।

তপতীদা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন আমি বলছি—হীরা ধারণ করলে আপনার শরীর ভাল হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে বললেন—আরে তপতীদা, বোঝেন না আপনি, হীরে দিয়ে আমার কী হবে ? আপনারা আমার যে হীরে, সেই হীরে যদি ঠিক হয় তাহ'লেই আমার আর কোন গোল থাকে না। আপনাদের মত হীরে আমার আর কী আছে ?

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ, গরু, পোকা-মাকড়, এমনকি একটা পিঁপড়ে পর্য্যন্ত বাঁচতে চায়। মরতে চায় না কেউ। আমিও না। কিন্তু মানুষের শরীর চিরকাল থাকে না, এও ঠিক। তাই আমি বেঁচে থাকতে চাই আপনাদের মধ্যে। আপনারাই আমায় ব'য়ে নিয়ে বেড়াবেন যুগ-যুগ ধ'রে, বংশপরম্পরার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকে তার স্ব-স্ব জীবন ও চরিত্রে। এই আমার মস্ত আশা। আমাকে এই-ভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করুন। নইলে আমার কথাগুলি প্রাণ পাবে না। সেগুলি শূন্যে হাহাকার ক'রে ফিরবে।

তপতীদা—আপনি যা' বলছেন, সে তো বড় কঠিন কথা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন কিছু না। শুধু আপনাদের ভালবাসার রাজ্যে আমাকে একটু ঠাঁই দেন। আর, যা' বলেছি অর্থাৎ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, সদাচার ইত্যাদি পরিপালনের ভিতর-দিয়ে সেই ভালবাসাকে দাউদহনী ক'রে তোলেন। পরমপিতার

দয়া আপনাদের ভালবাসার সুতো ধ'রে, দেখেন দুনিয়ায় কী করে! তাছাড়া, আমি যা' যা' করতে বলছি, সময় থাকতে সেগুলি করেন। নচেৎ সময় চ'লে গেলে ক'রে কোন লাভ হবে না।

প্রফুল্ল—আপনার মুখে অনেকবার শুনেছি—আপনার জীবদ্দশায় আপনার ঈপ্সিত কাজগুলি যদি মোটামুটিভাবে দানা বেঁধে না ওঠে তাহলে পরে অনেক কিছু হ'তে পারে, কিন্তু আপনি যা' চান তা হবে না। আপনি কি এখানে সেই কথারই ইঙ্গিত করছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে যদি খুশি করতে চাও তাহলে তোমাদের চলা, বলা, করাও আমার মনোমত ক'রে তোলা চাই। আমার মনোমত রকমটা যদি তোমাদের ভিতরে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী গজিয়ে না ওঠে, তাহলে অন্য কাউকে খুশি করতে গিয়ে যা' করবে তাতে কি অবিকৃতভাবে আমার কাজটা করা হবে? আর, পরবর্তীকালে সব সময় তেমনতর উপযুক্ত অধ্যক্ষ বা কীলকেন্দ্র যে পাওয়া যাবে তারই বা নিশ্চয়তা কি?

৮ই পৌষ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৩। ১২। ১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুর বিছানায় উপবিষ্ট। যোগেনদা (ব্যানাজ্জী), শচীনদা (গাঙ্গুলী), ব্রজেনদা (চ্যাটাজ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা divine (দিব্য) মত্ততা যদি লেগে না থাকে, তাহলে মানুষের আয়ু বাড়ে না। Concentric divine (সুকেন্দ্রিক দিব্য) মত্ততা যত সঙ্কুচিত হ'য়ে আসতে থাকে, জীবন ও শক্তিও তত ফতুর হ'তে থাকে। পিছটানের খাতিরে যাদের প্রতি মমতায় যত উৎসবিমুখ হই, ততই আমরা তাদেরও ক্ষতি করতে থাকি। কারণ, তারা আমার প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহংকে পায় এবং আমাকে দেখেই তারাও প্রবৃত্তিমুখী হওয়ার প্রেরণা পায়। আমার কাছ থেকে সাত্বত প্রেরণা তারা কমই পায়। তাই, তাদের ভাল করতে গিয়ে মন্দ ক'রে বসি। এমনই মায়ার কারসাজী।

যোগেনদা—এখন আমাদের করতে হবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোককে চালনা করতে পারে এমন লোক ধরতে হয়। শ্রমণ চাই, শ্রমণ মানে লোকশিক্ষক। এই ভাবটা চালু করতে গেলে কি আন্দাজ যাজন চাই ভেবে দেখুন তো। সবাইকে এইভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হবে। মনের গতি ঘুরিয়ে দিতে হবে এইদিকে। রসগোল্লার মধ্যে যেমন রস ঢোকে পোরে-পোরে, তেমনি ক'রে ইষ্টকৃষ্টি ও ভক্তিরসে সবাইকে অনুষিক্ত ও অভিষিক্ত ক'রে তুলতে হয়—কথায়, বার্তায়

যাজনে, পরিবেশনে, সেবায়, সম্পোষণে, চারিত্রিক জেল্লায়। কাগজগুলি ঠিক ক'রে ফেলতে হয়। নিজে ইষ্টবিধৃত হ'য়ে মানুষকে ইষ্টে আকৃষ্ট ক'রে রাখতে পারে এমনতর চরিত্রওয়ালা মানুষ চাই। বোঁটা না থাকলে ফল ঝুলবে কিসে? মানুষ যেমন চাই তেমনি টাকাও চাই। যারা টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, তারা যদি নির্লোভ না হয়, সন্ন্যাসী প্রকৃতির না হয়, তাহলে টাকার লোভই তাদের খেয়ে ফেলবে। তেমনভাবে লাগলে কদিন লাগে? ভারত, পাকিস্তান, মায় সারা দুনিয়া পরমপিতার নামে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তোলা যায়। Cmmunalism বা Communism (সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্যবাদ) অথবা তথাকথিত democracy (গণতন্ত্র) সব-কিছুরই ওষুধ আছে বর্ণাশ্রম-সমন্বিত আর্যধারার মধ্যে।

কর্ম্মীদের সাথে রেখে তৈরি ক'রে তোলা লাগে। Psychological insight (মনোবিজ্ঞানসম্মত অন্তর্দৃষ্টি) যদি না থাকে, তবে মানুষ কথা কইতে পারে না, ভাল কথা কইতে গিয়ে বেফাঁস কথা ব'লে ফেলে। কোন্ কথার effect (ফল) কতদূর কী গড়ায়, সে-সম্বন্ধে একটা অন্তর্দৃষ্টি চাই। আর, আমরা যা-কিছু চারাতে চাই, তার fundamental characteristics (মূলগত লক্ষণগুলি) নিজেদের মধ্যে থাকা চাই। আমাদের এটা ধর্ম্ম-আন্দোলন, চরিত্রের আন্দোলন, সৎ আচরণের আন্দোলন। গলাবাজীতে বাজীমাত করা যাবে না।

যোগেনদা—আমাদের চরিত্রে একটা ছিদ্রও যদি থাকে তাতেও সর্বনাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের মধ্যে যদি ছিদ্র থাকে তাহলে তা' বিপজ্জনক বটে, কিন্তু আপনাদের পরিবেশের মধ্যে তা' থাকলেও এত ভয়ের কারণ নেই। কারণ, ইষ্টকৃষ্টি-প্রাণতা যদি আপনাদের চলন্ত চরিত্রে জীয়ন্ত থাকে, তবে তার প্রভাবে অন্য লোকেরা normal curative process-এ (স্বাভাবিক আরোগ্যশক্তির প্রক্রিয়ায়) ধীরে-ধীরে ঠিক হ'য়ে যাবে। মানুষ তার চোখের সামনে যদি সুগঠিত চরিত্রসম্পন্ন সুকেন্দ্রিক দরদী মানুষ না দেখে এবং তাদের প্রতি তারা যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হয় তাহলে তাদের পক্ষে মহৎ চরিত্রলাভ করা দুষ্কর হ'য়ে ওঠে।

ব্রজেনদা—আজ ক'দিন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, কাল মনে হচ্ছিল, আর যেন পারি না, তবু আপনার দয়ায় পারলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির ঝোঁক জয় করাটা আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে আসল। এর ফলে আপনি আর পাঁচজনকেও এমনতর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। এতে একটা আত্মবিশ্বাস গজায়। একটায় যখন কৃতকার্য্য হয়েছেন, আর পাঁচটায়ও আপনি ঐভাবে জয়ী হ'তে পারবেন।

ব্রজেনদা—আমার মনে একটা ভরসা ও আনন্দের মতো হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একগাল হেসে বললেন—ঐটাই তো ধর্ম্মজীবনের প্রসাদ। একেই বলে আত্মপ্রসাদ।

যোগেনদা—আমাদের সামনে যে কাজ তার বিরাটত্ব চিন্তা ক'রে যেন মুষড়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব'সে-ব'সে না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। একটা করতে পারলে আর দশটা করার পথ খুলে যায়। তখন দেখা যায়—যত কঠিন মনে করেছিলাম, ব্যাপারটা অত কঠিন নয়। পায়ে-পায়ে এগিয়ে, দেখতে-দেখতে আপনি হয়তো দশ মাইল পথ হেঁটে যেতে পারেন। কিন্তু পথের দূরত্ব ভেবে আপনি যদি ঘাবড়ে যান, তাহ'লে কিন্তু আর পারলেন না। আগে ছোট্ট ক'রে ছ'কে নেওয়া লাগে। যে সামগ্রিকভাবে আমার কী-কী কেমনভাবে, কার-কার সহযোগিতা নিয়ে কত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা লাগবে এবং এ-পথে বাধা যেগুলি আসতে পারে সেগুলিকে বা কিভাবে জয় করব। এইসব মাথায় এঁচে নিয়ে তেমনভাবে সুসংবদ্ধ চলনে চলা লাগে। ঐ সুদর্শনচক্র যখন আমার হাতে এসে গেল, তখন আমার চলার পথ সুগম, সহজ ও সুষ্ঠু হ'য়ে উঠল। মনন ও করণ একসঙ্গে চালান লাগে। তাহ'লেই অযথা দুশ্চিন্তা ও এলোমেলো চলন—এ দুটোকেই পরিহার ক'রে ধীর পদক্ষেপে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

যোগেনদা অশ্রুপূর্ণলোচনে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—ঋত্বিকতার কাজ সম্বন্ধে আমার একটু-একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভালোও লাগে। কিন্তু মনে হয়,—বয়েস হয়েছে, দিন ফুরিয়ে এসেছে, শেষ ক'টা দিন নাম-ধ্যান করেই কাটিয়ে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় আছে "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম"। এর মধ্যে নাম করা আছে না? খুব আছে। "তজ্জপস্তদর্থ ভাবনঞ্চ।" কাজ করতে গেলে তার সঙ্গে অন্তর্মুখী সাধন চলেই। পরমপিতা আপনাকে কোথার থেকে কিসের মধ্যে দিয়ে কোথায় টেনে নিতে চান তা' লক্ষ্য ক'রে দেখলেই পারেন।

আলি, ওমর, ওসমান, পঞ্চপাণ্ডব এরা যে তাদের ইষ্টের জন্য আকুল হয়ে ছুটেছে তাদের কি সঙ্গে-সঙ্গে নাম করা হয়নি? ঐ যে অর্থভাবনের কথা বলছিলাম—ওর মধ্যে শুধু নাম করা নেই, হ'য়ে ওঠার কথা আছে। আমরা যদি ইষ্টের না হ'য়ে উঠি সর্বতোভাবে বাস্তব চলনে,—তাহলে নাম-ধ্যান যতই করি না কেন, তা' কিন্তু বন্ধ্যা। প্রত্যেক জীবনে তাকে জীবন্ত ক'রে তোলা—একেই বলে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা। তার মধ্যে দিয়েই মানুষ ইষ্টায়িত হয়ে ওঠে। তখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আমাদের হাতে এসে জোটে। মানুষ অর্থাৎ নর হ'য়েও আমরা নারায়ণ হ'য়ে উঠি—সক্রিয়ভাবে তাঁর স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় মাতাল হ'য়ে ওঠার মধ্যে-দিয়ে। প্রকৃত নামধ্যান তখনই হয়, নাম-ধ্যান

তখন ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ভেতর-দিয়ে সার্থক হয়, জীবন্ত হয়। লোকে তখন আপনাকে যত পূজা করবে, সে-পূজা সম্পূর্ণভাবে তাতেই পেঁছিবে। আপনার ইতর অহং তখন তাতে ভাগ বসাতে যাবে না।

যোগেনদা—অল্প অধিকারীর পক্ষে পূজা পাওয়া তো সর্বনাশা। এতে তো তার মাথা গুলিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথা যাদের গোলায় তারা পূজা পায়ও না। আর, যদি বা পায় তাদের অহং যখন গলা বাড়িয়ে দেয়, তখন মানুষ সেই বীভৎস রূপ দেখে ধীরে-ধীরে ছুটে পালায়। আমার কথা—অধিকারী, অনধিকারী কিছু জানি না, জানি তোমাকে আর তোমার স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকে। তাতে যা' হবার হোক।

বৈষ্ণবরা বলে, চিনি হওয়া ভাল না, চিনি খাওয়া ভাল। আদর্শে সুকেন্দ্রিক হয়ে, তাঁর স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার ভেতর-দিয়ে আত্মচেতনা সংহত রেখে ভূমায়িত হ'য়ে উঠছি, তৎসংস্থ হ'য়ে কারণন্তরকে, অধিগত করছি, ব্রহ্ম উপলব্ধি করছি—তাতেই আছে সুখ ও উপভোগ। চিনি হ'য়ে গেলে তো আমাকে খাবে মানুষ। আবার, আমি চাই পারিপার্শ্বিক সহ ইষ্টের পথে চলতে—চেতন স্মৃতিনৈরন্তর্য্যে।

যোগেনদা—আগুন হ'য়ে সে-অবস্থাও তো উপভোগ করা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাকে পোড়ায়ে ফেলে দিলাম। কয়লা হলেন। তখন যোগেনদা যোগেনদা ক'রে ডাকলে যোগেনদাকে আর পাওয়া যাবে না। আর, ইষ্টসেবা নিয়ে থাকলে সুধা, মধু, অমৃত ভোগ করবেন। শুধু নিজে ভোগ ক'রে আণ্ডিল হয়ে থাকবেন না, মানুষকেও বিলিয়ে দিতে পারবেন। "যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।" অফুরন্ত অমৃতের অধিকারী হবেন। বৈষ্ণবরা চালাক আছে, তাই বলেছে—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" হাতের কলকে হারায়ে গেলে, শূন্য হাতে ঘুরে বেড়াতে হবে। তাতে লাভ কী? ভক্ত বলে—তুমিও অনন্ত, আমিও ভোগ করব তোমাকে অনন্তভাবে লীলার এই বৃত্তের মধ্যে থেকে। ভগবান ও ভক্ত এক বলাকে ভক্তরা বলে কৈতবপ্রধান, ওটাকে তারা মহাদম্ভ ব'লে মনে করে।

যোগেনদা—আগুন হ'য়ে যাওয়াটাই আমার ভাল লাগে, তবে মনে হয়, সেখানেও আমার এমন ক্ষমতা যেন থাকে, যাতে একটু আলগা হ'য়ে ভোগ করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপভোগের বুদ্ধি থাকলেই ঐ বৈষ্ণবদের মধ্যে পড়লেন। আর, শুধু হওয়ার মধ্যে গেলে ঐ শঙ্করের ভাবে পড়লেন। উপভোগের লোভটা যায় না। রাম-কৃষ্ণদেব সব দিয়েছিলেন মাকে। কিন্তু সত্যকে নাকি দিতে পারেন নি। সত্য মানে সত্তা। সত্তাকে হারান মানে মাকে হারান। তখন মাকে ভোগ করবে কে? সত্যকে দেননি ব'লে কে যেন বলেছিল ওটা তো পাটোয়ারী বুদ্ধি। তিনি তাতে হেসে বলে-

ছিলেন—এ ব্যাপারে তা' আমার আছে একটু।

সেইজন্য মানুষ নিয়ে অত ধুঁকি, অত কষ্ট পাই, কিন্তু খেয়াল থাকে না। ব্যাপারটা গাঁজার নেশার মতো। নেশাখোর ভাবে, গাঁজা আর খাবে না, কিন্তু কল্কে দেখলেই ভাবে দিই এক টান, না খেয়েই পারে না। এক গল্প শুনেছিলাম—এক কাক গাব খেয়েছিল, গলায় আঁটি বেধে যাওয়ায় বলতে লাগল—গাবতলায় আর যাব না, গাবফল আর খাব না, গাবতলায় আর যাব না, গাবফল আর খাব না, গাবতলায় আর যাব না, গাবফল আর খাব না। বলতে বলতে যেই গাবের আঁটিটা নেমে গেল, সেই অমনি সোল্লাসে বলতে লাগল "গাব খাব না খাব কি, গাবের মত আছে কি, খাবই তো, খাবই তো, খাবই তো।"

কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও হেসে ফেললেন এবং উপস্থিত সকলেও হাসতে লাগলেন।

রানাঘাটের জমি-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যতদূর শুনছি তাতে মনে হয় জমিটা সর্বদিক থেকে ভাল—অবশ্য যদি যুদ্ধবিগ্রহ না বাধে। তবে ওখানে আশ্রম হ'লেও রামকানালীতে একটা ছাউনি করতে হয়।

শচীনদা একটা চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন—রানাঘাটে যদি আশ্রম হয়, আমার শেষ জীবনের শেষ ক'টা দিন ওখানে কাটাব মনস্থ করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' শুনে বললেন—শেষ জীবনের কেন, ওসব কথা আমার ভাল লাগে না—বরং লেখা ভাল—চলতি জীবনের।

শচীনদাও সেভাবে কেটে লিখে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের পর কথা উঠল—রামকৃষ্ণদেব বলেছেন তিনটে 'স' আছে, তার মানে হচ্ছে—সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—আমি এর মানে বুঝি তালুকে সম্বরণ কর। মুর্দ্ধাকে সম্বরণ কর, দন্তকে সম্বরণ কর। অর্থাৎ এগুলিকে সংযত ক'রে চললে তোমার জীবন-চলনা পরিবেশের সঙ্গে অনেকখানি সঙ্গীতশীল হবে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে শয্যায় উপবিষ্ট। যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী), শচীনদা (গাঙ্গুলী), উমাদা (বাগচী), অজয়দা (গাঙ্গুলী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। মায়া মাসিমা, সরোজিনী মা, কালিদাসী মা, ননী মা, হেমপ্রভা মা, কালিষষ্ঠী মা প্রমুখও কাছে আছেন।

জ্যোতিষচর্চ্চা সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিদ্যা কিছু না, যদি তা' বোধে না আসে। আর, বোধও কিছু নয় যদি তা concentric (সুকেন্দ্রিক) না হয়।

পূজনীয়া ভূষণীমা (রাঙ্গামা) স্বামীজী সম্পর্কে সিনেমা দেখে এসেছেন। গল্পচ্ছলে ভাঙ্গীর কাছ থেকে স্বামীজীর তামাক চেয়ে খাওয়ার ঘটনাটা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করতাম। ভেবে দেখলাম, আমার তো জাত্যাভিমান আছে। তাই, শশধরদের বাড়ীতে গিয়ে জোর ক'রে একদিন ওর থালা থেকে খেলাম। ও তো কিছুতেই দেবে না, তবু খেলাম। যখন উৎসব-টুৎসব হ'ত, তখন আমি মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেতাম। ওরা খুবই সমীহ করত, আবার মনে-মনে প্রীতও হত। গোপাল সাহার বাড়ীতে যেয়ে আম খেয়েছিলাম। তাতে বসন্ত চৌধুরী প্রমুখ মিলে আমাকে একঘরে ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের যুবকরা আমার পক্ষে ছিল ব'লে কিছু করতে পারেনি। অবশ্য, এ-কথা আমি বলি না যে সবার হাতে খাওয়াটাই একটা পৌরুষ।

ভূষণীমা—এগুলি কেন করতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবতাম আমার যদি জাত্যাভিমান থাকে, হীনম্মন্যতা থাকে, তবে আমি সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারব না। কালিষষ্ঠীর বাড়ীতে খেয়েছি, লুচি-টুচি ক'রে দিয়েছে। তবে সবকিছু ক'রেও এইটুকু বুঝেছি—জাত্যাভিমান থাকা ভাল না। কিন্তু কৃষ্টিগৌরব থাকা ভাল, আভিজাত্যগৌরব, বৈশিষ্ট্যগৌরব থাকা ভাল।

লাটিমদার স্ত্রী—যদি নিতান্ত অসুবিধায় প'ড়ে যার-তার হাতে খাই, তবে কি দোষ হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপৎকালে অশক্ত অবস্থায় জীবনের জন্য কিছু কর যদি, তাতে দোষ হবে না—যেমন জেলে বা হাসপাতালে হয়তো অনেক সময় উপায়ই থাকে না। কিন্তু সুপদকালেও বা সামান্য অসুবিধেতেও যদি তা' কর, তবে কিন্তু পাতিত্য হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রেম-সমন্বিত কাম চিরশ্রদ্ধাশীল। কিন্তু শুধু কামই যদি নিয়ামক প্রবৃত্তি হয়, তবে মেয়েরা এয়ারের মতো চলে। কামের সঙ্গে থাকে আত্মস্বার্থবুদ্ধি, প্রেম আসে প্রিয়স্বার্থবুদ্ধি। আত্মস্বার্থবুদ্ধিতে অন্যের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা চেতনা থাকে না। এতে মানুষ দিনদিন বেবোদা হয়ে ওঠে, জড়ত্বের দিকে এগিয়ে চলে। এ কতকটা অহল্যার পাষাণ হবার মত অবস্থা। তার মানে স্বার্থাভিভূতি দিনদিন মানুষের চিৎশক্তিকে অবলুপ্ত ক'রে তোলে, তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেতে থাকে। স্বার্থবুদ্ধিতে সে যা' করে, মনে করে ঠিকই করছি। এ বড় কঠিন অবস্থা। একেই বলে পাতিত্য।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সীতার বনবাসের কথাই ভেবে দেখ না! এটা তার নিজ স্বার্থের দিক থেকে অত্যন্ত নিষ্করুণ। কিন্তু রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই ব্যাপারটা সহজভাবে মেনে নেওয়া তাঁর নারীজীবনের গৌরবের রাজমুকুট।

ভুষণী মা—তপতীবাবা যখনই আমাদের ঘরে ঢোকেন, অতবড় মানুষটা, সতীলক্ষ্মী মা আমার—ব'লে ডেকে প্রণামের ভঙ্গীতে মাথাটা নীচু ক'রে ঢোকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতেই আত্মপ্রসাদ বেশী না বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মতো হওয়ায় আত্মপ্রসাদ বেশী? সতীলক্ষ্মী বলে ডাকটা যে দেয়, সে কতখানি শ্রদ্ধা থেকে!

পরে অন্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তপতীদাকে বললেন—যারা আদর্শে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আদর্শপূরণী বাস্তব কর্ম্ম উদ্‌যাপনে সুনিষ্ঠ নয়, তাদের নামটাম হ'লেও কৃতী ব'লে গণ্য করা যায় না। কিন্তু যাদের আদর্শানুরাগ ও আদর্শের পরিপূরণী কর্ম্ম-প্রগতি সমানতালে চলে তারাই প্রকৃত কৃতী।

কাশীদার ব্যবসায়ের দিকে খুব ঝোঁক।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—আমি বলি, তুই বামুনের ছেলে, তুই বৈশ্যের বৃত্তি নিতে যাবি কেন? বামুনের কাজই তো তোর কাজ, তার চাইতে পরম পদ তোর আর কী আছে? আমি বলি—আভিজাত্যের সম্মান ছাড়তে নেই। অবশ্য, আভিজাত্য মানে কাউকে ঘৃণা করা নয়। আভিজাত্য মানে আমার পিতৃপুরুষ যা' হয়েছেন, যা' ক'রে গেছেন, তাঁদের যে ধারা, তার থেকে আমি কিছুতেই বিচ্যুত হব না, তাঁরা যতখানি করেছেন; তাঁদের থেকে কম করব না, বরং সেই পথে আরও অগ্রগতি লাভ করব।

৯ই পৌষ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২৪।১২।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে তাঁর বিছানায় ব'সে আছেন। তিনি আজও দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), তপতীদা (মুখার্জ্জী), কাশীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথায়-কথায় শচীনদা বললেন—আমার ছেলেদের সবাই science (বিজ্ঞান) পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science (বিজ্ঞান) জানলে Arts (কলা) আপনি আসে। তবে science (বিজ্ঞান)-এর বোধ থাকা চাই। শুধু mechanically science (যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞান) জানলে হবে না। বোধসহ science (বিজ্ঞান) আয়ত্ত করলে philosophy (দর্শন) আপনি-আপনি আসে। আর, তা' থেকে artistic sense (শিল্পীসুলভ বোধ)-ও ফুটে ওঠে।

শচীনদা—চাকরী ক'রে চাকরীর উপর আমার একটা aversion (বিরূপতা) এসে গেছে।

সুশীলদা—চাকরী করলে প্রত্যেকেরই এইরকম ভাব আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Aversion (বিরূপভাব) থাকলেও চাকরী না ক'রে পারে না। দু'চার পুরুষ চাকরী করলে কাম সারা। তখন মাথা আর খোলে না। চাকরী করা ছাড়া পথ দেখে না। ইচ্ছা থাকলেও ছাড়তে পারে না।

দূরে একটা কুকুরকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কুকুর-টুকুর যখন সম্ভ্রমের সঙ্গে লেজ নাড়ে তখন একরকম ভাবে নাড়ে। আবার যখন তৃপ্তিতে লেজ নাড়ে, তার অভিব্যক্তি অন্যরকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিন দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুতে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। তাঁবুর সবগুলি পর্দ্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে যাতে ঠাণ্ডা ঢুকতে না পারে। কথাবার্ত্তা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি আটটা দশমিনিটে নিম্নলিখিত ছড়াটি বললেন ঃ

কল্পনাতে ভাবে ভাল
করে ভাল কাজে,
ভাগ্যলক্ষ্মী ঘুরে বেড়ায়,
তাদেরই কানাচে।

১০ই পৌষ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৫।১২।১৯৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতে ব্যথা আজও কমেনি। তিনি সকালে গোলতাঁবুতে বিছানায় শুয়ে বেদনায় কাতর হ'য়ে ছটফট করছেন। সুশীলদা (বসু), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), কালিদাসীমা, সুধাপাণিমা প্রমুখ কাছে আছেন।

সুধাপাণিমা মাছি তাড়াচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে ডাকলেন—ফুকটুন, ফুকটুন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—কী রান্না করবি?

সুধাপাণিমা—আজ রান্না করব না, চিড়ে খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি রে? রান্না করবি না কি! ঘি ভাত রান্না করগে।

সুধাপাণিমা আপত্তি জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেছ, আমার মনটা খুঁতখুঁত করবে, তবুও চিড়ে খেয়ে থাকবে। আমি বলছি, তবুও রান্না করবে না! দেখ বুদ্ধি…"আপনারে শুধু ঘেরিয়া

ঘোরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে"।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় গোলতাঁবুতে শুয়ে আছেন। দাঁতের ব্যথা লেগেই আছে। তিনি মাঝে-মাঝে ভঙ্গি ক'রে রকমারি বোল ধরছেন। তাঁর সেই সব কথা শুনে পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র), মায়া মাসিমা, কালিদাসী মা প্রমুখ ঈষৎ হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বললেন—ছোটবেলায় মাসিমা যখন হরিদাসকে মারত, হরিদাস কাঁদত না। না কেঁদে এটা-সেটা ভোল ধরত। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তুই ঐসব ভোল ধরিস কেন? ও বলল—পাগল, তুই বুঝিস না মারের সময় কাঁদলে ব্যথা বেশী লাগে। আর, কোন ভোল ধরলে অন্যমনস্ক হওয়ার ফলে ব্যথার দিকে এতটা নজর যায় না। তাই ব্যথাটাও লাগে কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর রহস্য ক'রে বললেন—

ভোলের মধ্যে থাকলে ভাব
তবেই কিন্তু তোমার লাভ।
ভাববিহীন ভোল
যেন ছাউনি-ছাড়া ঢোল।

ব'লেই নিজে-নিজে হাসতে লাগলেন।

একটু পরে শৈল-মা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলমাকে দেখে হাসতে-হাসতে বললেন—তুই যেভাবে কামান দাগায়ে দিছিস, ওরা একেবারে জব্দ। ওরে বাবা! তোর কথার কী তোড়। ওরা আর টুঁ শব্দটি করতে পারল না।

শৈলমা একগাল হেসে বললেন—আপনার দয়া আছে আমার উপর। ওরা পারবে কি ক'রে আমার সঙ্গে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যা' কইছিস্! তোর সঙ্গে পারা কঠিন আছে। এরপর ওরা তেড়িবেড়ি করতে আসলে, নিবি এক হাত।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলমাকে গম্ভীরভাবে বললেন—তুই যে কেবল নিজেকে নিয়ে মেতে থাকিস। শুধু নিজেকে নিয়ে মত্ত থাকলে কি সুখ হয়? মানুষের খোঁজখবর নিতে হয়। মানুষের জন্য করতে হয়। নইলে কিন্তু যতই খাও আর যতই পাও, সবই ফক্কা।

১৭ই পৌষ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১।১।১৯৫০)

গতকাল থেকে ঋত্বিক অধিবেশন শুরু হয়েছে। এবার বেশ লোকসমাগম হয়েছে।

বেলা আটটার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে পাতা বিছানায় এসে বসলেন।

দাদা ও মায়েরা দলে-দলে এসে যতি-আশ্রমের ঘেরার বাইরে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে-ডেকে সবার কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা ক'রে শুনলেন।

বেলা আটটার সময় সমবেত প্রার্থনা শুরু হল। সমবেত প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাইকের সামনে বললেন—আমি যে ধর্ম্মের কথা বলেছি, আমি যে জীবনের কথা বলেছি, আমি যে কর্ম্মের কথা বলেছি—আপনাদের প্রত্যেকের তাতে অটুট একনিষ্ঠ হ'য়ে তদ্রূপ-রূপায়িত হ'তে হবে। আমরা আজ বহু হ'য়ে পড়েছি। কর্ম্মী যে ক'জন আছি, তাদের সব কাজ পরিচালনা করা মুশকিল। ৪০।৫০ জন এমন লোক চাই যারা দায়িত্ব নিয়ে লোক এবং কর্ম্ম পরিচালনা করতে পারে—তাহ'লেই একটা শক্তি হ'য়ে উঠবে সবটা মিলে। আমি যা' বলেছি, তা' না করলে বিধ্বস্তির কবলে পড়তে হবে। তাই, সময়মতো সবকিছু মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে। যাতে দেশের এক কোণায়ও একজন লোকও অদীক্ষিত না থাকে—তা' করা লাগবে।

যা' বলেছি প্রতিপদক্ষেপে যাতে সেই সত্যের জলুস ফুটে ওঠে আপনাদের জীবনে এবং সত্তা সেইভাবে রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে তেমন ক'রে চলতে হবে। নীতিগুলি শুধু কথায় থাকলে চরিত্র রঙ্গিল হয় না। আর তাই তা' আশীর্ব্বাদও বিকিরণ করতে পারে না প্রত্যেকের অন্তরে।

আমাদের ভিতরে দীক্ষিত যাঁরা আছেন, যাঁরা এই নীতি অনুসরণ ক'রে চলতে সচেষ্ট, তাঁরা অনেক উন্নত—সাধারণ মানুষের চাইতে। ভালভাবে চালিত হ'লে এঁরা যা' করতে পারেন তার তুলনা হয় না। আমি খুব আশাবাদী এঁদের দেখে। এঁদের সহানুভূতি, সহযোগিতা, ত্যাগ, আপ্রাণতা, সেবা, নিষ্ঠা অসাধারণ। তবে ক্ষেত বহু এবং কিষান কম। এখন leading man চাই, যাকে বলে নেতা।

মূল কাজ হ'ল দীক্ষা। দীক্ষা যত বাড়বে এবং দীক্ষিতরা যত ঠিকভাবে চালিত হবে, ততই আসবে সংহতি, শক্তি ও সামর্থ্য।

সঙ্কল্পমতো কাজ না করলে যোগ্যতা ক'মে যায়। সবকিছু সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। তাতে দক্ষতা উচ্ছল হ'য়ে উঠবে।

গৃহস্থ লোককে শিক্ষিত ক'রে তুলতে চাই শ্রমণ। শ্রমণ যারা, তারা নিজেদের সব পিছুটান ছেড়ে দিয়ে লোকগুলিকে নিজের ক'রে নিয়ে তাদের মাঙ্গলিক অভিগমনে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে। পিছুটান থাকলে হ'য়ে ওঠে না। পিছুটানওয়ালাদের জন্যই শ্রমণ দরকার। যাতে তারা সুষ্ঠু সামর্থ্যবান গৃহস্থ হ'য়ে উঠতে পারে।

কৃষ্টিবান্ধব তিন হাজার হওয়া উচিত ছিল এতদিন। হয়নি, কারণ আমাদের

শৈথিল্য। পরিবেশন চাই। সত্তাসম্বর্দ্ধনার এই পরম অমৃত বারবার সুষ্ঠুভাবে প্রত্যেকের মনের কাছে, কানের কাছে, দেশের আনাচে-কানাচে পরিবেশন করতে হবে, তবেই মৃত্যুকে, বিধ্বস্তিকে অতিক্রম ক'রে চলতে পারব।

এ করা শক্ত কিছু নয়, করলেই হয়। উদ্‌গ্রীব সক্রিয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি চলি ও হানা দিই প্রত্যেকের পিছনে, পারবই আমরা।

নাম-ধ্যান ঠিকমতো না করলে, অচ্যুত একনিষ্ঠ না হ'লে, চরিত্র নিয়ন্ত্রিত না করলে হবে না। মানুষ দেখতে চায় একটা মানুষ, যে-মানুষকে দেখে তার উৎসাহ, আনন্দ, সদাচার ও ইষ্টনিষ্ঠা জেগে ওঠে।

ঠকার প্রতি ভালবাসা না থাকলে, একটা ঠকা হাজার ঠকা থেকে বাঁচাতে পারে। ঠকায় ভালবাসা হ'লে পারব না। কেবল ঠকতেই থাকব।

মনে রাখতে হবে, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির উপর ভিত্তি ক'রেই আমাদের সবকিছু কাজ। আমরা চাই উঠতে, বড় হ'তে, দেবজাতি হ'তে—একদিন যেমন আমরা ছিলাম। কাউকে কোন বিষয়ে দরিদ্র ব'লে রাখতে চাই না আমরা। চাই প্রত্যেককে পরমপিতার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলতে।

আরও মনে রাখতে হবে, মেয়েরা তাদের জগতে যা' করণীয় তা' করবে প্রীতির সাথে, সদাচারের সাথে, সৌহার্দ্যের সাথে। তারা যাজনও করবে তাদের মতো ক'রে। যাজন মানে সৎকথায় ও সৎকর্ম্মে মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা, প্রত্যেককে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তোলা। সৎ কথা ও সৎ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে মানুষকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তোলাই যাজনের প্রাণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাগুলি বলার পর একবার তামাক সেবন করলেন।

রাত্রে আউটারব্রীজদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে তোলা ফিল্ম দেখালেন।

১৮ই পৌষ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে উপবিষ্ট।

ঋত্বিক-অধিবেশনের সময়, তাই বহুলোক বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দূর থেকে প্রাণভরে দর্শন করছেন। একজনের পর আর একজন এসে নিজের কথা ব'লে যাচ্ছেন। অসুখ-বিসুখ, ব্যবসায়, পারিবারিক অবস্থা, বেকার-সমস্যা, মামলা-মোকদ্দমা, স্থানীয় কাজকর্ম্মের অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানাজন বলছেন।

একটি ভাই বললেন—আমার লিভারটা ভাল না। তাই পেটের গোলমাল লেগেই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিমগুলঞ্চ, কালোমেঘ, কুলেখাড়া, গোলমরিচ একত্র বেটে কুলের মতো পরিমাণ বড়ি ক'রে শুকিয়ে রেখে রোজ সকালে খেলে উপকার হ'তে পারে। বহুদিন ধ'রে খেতে হয়।

মালদহের জনৈক দাদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ অভাবের দরুন অনেকসময় ধাপ্পাবাজি করতে বাধ্য হয়। কারণ, তারা কোন পথ পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে ভাল হয় না। ওর চাইতে সাধ্যমতো মানুষের জন্য করা ও তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াও ভাল। প্রথমটা কষ্ট হয়, কিন্তু পরে এতে আসান আছে। মানুষের উপর মানুষের সেবার উপর নজর যদি যায় তাহ'লে ভাবনা কী? অবশ্যই ইষ্টপ্রাণ সেবা দরকার। মানুষই আমাদের পরম সম্পদ। মানুষ যাতে বাঁচে, বাড়ে, তৃপ্তি পায়, শান্তি পায়, তাদের বাঁচার অন্তরায় যাতে নষ্ট হয়, তাই করাই আমাদের জীবনের ব্রত। আর, এটা করতে গেলেই অপরিহার্য্যভাবে এসে পড়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা।

উক্ত দাদা—আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি এসে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে যেও না, বরং প্রত্যেকের অন্তরে আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর। আমাদের চরিত্রে আদর্শ যত ফুটে ওঠে ততই পারি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে। আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি নিয়ে যাজন করতে গেলে মনের মধ্যে কপাট প'ড়ে যায়। শুধু বুদ্ধি ক'রে যা' বলি তা' হ'য়ে যায় কৃত্রিম কথা। তাতে ইষ্টপ্রতিষ্ঠাও হয় না, আত্মপ্রতিষ্ঠাও হয় না। মানুষ তোমার ঐ প্রাণহীন কথা শোনার জন্য ব'সে নেই। বরং তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠার ঢেকুর দেখে তারা দূরেই পালিয়ে যায় এবং নিজেদের মধ্যে সমালোচনা করে। নামের জন্য করতে গেলে তুমিই তোমার অন্তরায় হ'য়ে উঠবে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন, বুড়ি ছোঁওয়ার কথা। তার মানে, অচ্যুত অনুরাগ থাকা চাই আদর্শে। তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের একমাত্র কাম্য। সেবাসম্পোষণার সঙ্গে-সঙ্গে যদি তা' করতে থাকি তাহলে মানুষও উল্লসিত হয়, আমরাও উল্লসিত হ'তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর পর বেলা ন'টার সময় নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বাণীটি বললেন ঃ—

যা'রা নেতা
তা'রা আদর্শ পুরুষকে বহন করে
আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে,
তা'রা জানে না তা'রা নেতা,
লোকে কয় তাদের নেতা।

বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখনই যদি ঐরকম প্রাণওয়ালা কতকগুলি

মানুষ যোগাড় করতে পার, যারা নিজেদের নিঃশেষে আহুতি দেবে তাঁরই চরণে, আবার যদি সেই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্মের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে পার দেশের বুকে, তাহ'লেই নিস্তার।

আতসপাথর যেমন সূর্য্যের বিক্ষিপ্ত কিরণকে কেন্দ্রীভূত ক'রে আগুন ধরিয়ে তোলে, নিজের সব প্রবৃত্তিকে তেমনি ইষ্টমুখী ক'রে ব্যক্তিত্বকে প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত, শক্তিসম্পন্ন ক'রে তুলতে হবে। তখনই পারবে কাজ করতে। অন্য মতলব থাকলে, গুড়ে বালি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট।

পর-পর নানা জনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসলেন।

একটি ভাই এসে বললেন—আমার মা মারা যাবার পর কিছুতেই শান্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানুষের তখনই নষ্ট হয়, অবলম্বন যখন হারিয়ে যায়। তোমার মা ছিল অবলম্বন। সে চ'লে গেছে। এখন তার আত্মা এবং তোমার সত্তা fulfilled (পরিপূরিত) হয় এমন একটা অবলম্বন যদি পাও, এবং তাঁতেই যদি অনুরক্ত হও, তাহ'লে শান্তি পাবে। এতে যুগপৎ তোমার মা'র প্রতি এবং তোমার নিজের প্রতি তোমার করণীয় করা হবে। তাতেই শান্তি পাবে। মা চ'লে গেছে ব'লে তার জন্য যে করণীয় নেই, তা কিন্তু নয়। নিজে ইষ্টীপূত চলনে চললে তার ভিতর-দিয়ে তাবৎ দুনিয়ার সেবা করার পথ খুলে যায়। ইষ্টকে ভালবাসলে তাঁর মধ্যেই মানুষ বাবা-মা এবং অন্য প্রত্যেককেই পায়। তিনি হলেন সবার সত্তার মালিক। সাত্বত চলনে চলাই শান্তি ও স্বস্তির রাজপথ।

তিনজন এম-এ ক্লাসের ছাত্র আসলেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পরপর নানা প্রশ্ন করলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বাঁচাবাড়ার পথে চলতে চায়, আবার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনটা উপভোগও করতে চায়। জীবনটা উপভোগ করতে প্রবৃত্তিগুলির ব্যবহার এমনভাবে করা লাগে যাতে সেগুলি বাঁচাবাড়ার পরিপোষক হয়। এইভাবে চলতে গেলেই চাই একজন মানুষ যিনি নিজের জীবনে এটা রপ্ত করেছেন। অমনতর মানুষকে আমরা কই গুরু। গুরুকে গ্রহণ ক'রে তাঁকে ভালবেসে তাঁর পথে চলতে পারলেই মানুষ তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যা' তা' সাধন করতে পারে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি যাতে গুরুগতপ্রাণ হ'য়ে চলে, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সুসঙ্গতি নিয়ে,—সেইটে চারাতেই

আমার ভাল লাগে। আমি এই কথাই বলি, এই কাজই করি।

প্রশ্ন—বৈরাগ্যের প্রয়োজন নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈরাগ্যের প্রয়োজন সেখানে যেখানে আমার সত্তাসম্বর্দ্ধনা ব্যাহত হয়। গুরুনিষ্ঠা থাকলে, বৈরাগ্য সহজভাবে আসে। অনুরাগটাই বড় কথা। বৈরাগ্যের উপর জোর দিলে, মানুষ দাঁড়াবার পথ পায় কম। এগুনো তো দূরের কথা।

প্রশ্ন—রিপুগুলি দমন করতে হবে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, তারা আমার হোক। আমার গুরুর সেবক হোক। তাদের আমি হব না। আমি যদি রিপুর দাস হই, তাহ'লে সেটা হবে আমার পক্ষে গুরুদ্রোহিতা, সত্তাদ্রোহিতা।

প্রশ্ন—আপনি যতি করেছেন, তার অর্থ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা আত্মোপলব্ধির জন্য প্রযত্ন করে, তারাই যতি।

প্রশ্ন—যতি হ'তে গেলে কি সংসার ত্যাগ করতে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি মানুষের সংসার ত্যাগ করবার প্রয়োজন আছে আপাততঃ। সংসার ত্যাগ করা বলতে আমি বুঝি, তারা যদি বিবাহিতও হয়, তারা সংসার নিয়ে জড়িয়ে প'ড়ে থাকবে না। আমরা যারা গৃহস্থ আছি তাদের educate (শিক্ষিত) করতে হ'লে এমন কতগুলি ইষ্টনিষ্ঠ, লোকদরদী, সেবাপ্রাণ, চরিত্রবান মানুষ চাই যারা নিজেরা সাধন-তপস্যা যা' করবার তা' তো করবেই, সঙ্গে-সঙ্গে লোকগুলির পিছনে লেগে থেকে তাদের ইষ্টকৃষ্টির পথে চালিত করার প্রেরণা যোগাবে। পেছটানের 'পরে নেশা থাকলে, তাদের দিয়ে এ-কাজ হবে না। পেছটানছাড়া লোক চাই সেজন্য।

প্রশ্ন—আপনার জীবন তো ঠিক যতির মত নয়, অথচ আপনি এদের যতি করলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতি করা যায় না, যতি আপনিই হয়। আমার যেমন করা দরকার আমি তেমনিই করি। তাতে আগ্রহান্বিত হ'য়ে যারা যেমন চায় তারা সেইমত করে, চলে।

প্রশ্ন—সংসার থেকে আলাদা থাকা তাহ'লে আবশ্যক নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা সংসার থেকে আলাদা থাকতে চায় তাদেরই বা আমি বারণ করতে যাব কেন ? সংসারের মধ্যে থেকে যারা যতির মত চলতে পারে, তাদের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নেই।

প্রশ্ন—সর্ব্বসাধারণের উন্নতি করা চাইতো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার ভাল করা বাহাদুরি করা নয়। সেটা আমারই স্বার্থ। পরিবেশ ভাল না থাকলে আমিই বাঁচতে পারি না, ভাল থাকতে পারি না। নিজের বাঁচার সঙ্গে জড়িত এ-কাজ।

প্রশ্ন—সকলের দারিদ্র্য ইত্যাদি দূর না করতে পারলে তো কাজ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি দারিদ্র্যমুক্ত থাকতে চাই, বাঁচতে, বাড়তে চাই, তাহ'লে এ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাঁচার জন্য সুস্থ পরিবেশ চাই। পরিবেশের ভাল করা চাই। নইলে আমার বাঁচা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

প্রশ্ন—সমাজের সেবা কী করেছেন আপনারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাজের প্রকৃত সেবা যাতে হয় তাই তো করে এরা।

প্রশ্ন—সে আর কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ তার সামর্থ্যমত করে।

প্রশ্ন—এতদিনে উল্লেখযোগ্য কী করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কথার উত্তর আমি দিতে পারব না। তার কারণ কী আমি করি তার হিসাব আমি রাখি না। আমি জানি সকলকে নিয়েই আমি। তাই, আমি কখনও পরোপকার হিসেবে কিছু করি না। যেখানে কেউ পর নেই সেখানে পরোপকার করা যাবে কিভাবে? আমি যা' করি, নিজ প্রাণের দায়েই করি। কারণ, কেউ যদি কষ্ট পায়, তবে সে কষ্ট আমারই পাওয়া হয়।

প্রশ্ন—আপনার কথামত অন্য মানুষেরও করা চাই তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরাও যতটুকু বোঝে, যতটুকু পারে, করে।

প্রশ্ন—আপনি বলেন কী কাজ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি মানুষ না হয়, তাদের মধ্যে সুকেন্দ্রিক সেবাবুদ্ধি যদি না গজায়, পারস্পরিক ভালবাসার অভ্যুদয় যদি না হয়, তাহ'লে কোন কাজকেই আমি কাজ বলে মনে করি না। তোমার পরিবারের জন্য তুমি যা' কর তার কি কোন ফর্দ রাখ লোককে দেখাবার জন্য? এখানে জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে লক্ষ-লক্ষ লোক একটা পরিবারের মতো গ'ড়ে উঠেছে। তাদের অনেকেই অনেকের জন্য করে—ভালবাসার দায়ে প্রিয়পরমের মুখে হাসি ফোটাবার তাগিদে। এটা তুমি যদি কাজ মনে কর, তাহলে কাজ। আর, তুমি যদি অকাজ মনে কর তাহ'লে আমি দাবি করতে যাব না যে আমরা মস্ত কাজ করেছি।

প্রশ্ন—আপনাদের বাস্তব পরিকল্পনা কী? কেমিক্যাল ওয়ার্কস, কি পাঁচটা এমনতর কাজ তো বহু জায়গায় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকসেবা বলতে যদি বোঝ পাঁচটা কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গড়া; তাহ'লে

আমি কিন্তু তার মানে বুঝি না। মানুষ তার জৈবী-সংস্থিতি মাফিক যাতে যোগ্য হ'য়ে ওঠে, সে যাতে ভাবতে জানে, করতে জানে, দাঁড়াতে জানে, সেইটে করাই তাদের প্রকৃত উপকার করা। মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন যদি না হয়, তারা যদি পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকে, তাহলে তাদের জন্য কিছুই করা হ'ল না। প্রত্যেককে এমন ক'রে তোলা চাই যাতে সে তো সর্বদিক দিয়ে উন্নত হবেই এবং পরিবেশকেও সর্বদিক দিয়ে উন্নত ক'রে তুলবে।

প্রশ্ন—তাই বা কতখানি হয়েছে এত দীর্ঘদিনে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথায় যারা উদ্বুদ্ধ হয়, ভালবাসে এ জীবন-চলন, তারা এই পথে চলতে চেষ্টা করে ও যা' পারে করে।

প্রশ্ন—আপনি টেনে নেবেন তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টেনে নেব কিভাবে ? মানুষ আসে, কথা বলে, শোনে, যাদের ভাল লাগে, শ্রদ্ধা হয়। তারা এই পথে চলে, করে। তাদের দেখে অন্য অনেকেও অনুপ্রাণিত হয়। যেমন একজনের একটা অসুখ হয়েছে, সে একটা ওষুধ ব্যবহার ক'রে তার সুফল পেয়ে আর দশজনকে বলে এবং তারাও তা' ব্যবহার ক'রে দেখে।

প্রশ্ন—আপনার পরিকল্পনামত চললে কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো মূর্খ। জানি না কিছু। আমার জীবন-চোঁয়ান অভিজ্ঞতার কথা বলি। ওদের যা' ভাল লাগে, লিখে রাখে, চারায়ও। এতে যা' হবার তাই হয়, এবং হচ্ছেও। কতদিনে কী হবে তার হিসেব আমার কাছে নেই। আমার এমন স্পর্দ্ধা নেই যে আমি একটা বড় leader (নেতা) হতে চাই। কিংবা মহাত্মা গান্ধীর মতো কিছু করি। তাছাড়া, আমি করতেই বা পারি কী ? মহাপুরুষ হলে হয়তো বেশী পারে। আমার মত মানুষ যা' পারে, করছে।

আমি জানি, আমার এখানে যারা আসে তারা শুধু নিজেদের নিয়েই মত্ত থাকে না, পরিবেশের মধ্যেও এই ধারা ছিটিয়ে দেয়। যাদের প্রাণে ভাল লাগে তারা গ্রহণ করে। চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট, প্রত্যেকেই তাই করেছেন।

প্রশ্ন—আপনি এদের সব জায়গায় পাঠান না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এমন-কি কেউ-কেটা যে আমি পাঠাব ? যাদের ভাল লাগে তারা নিজেদের আগ্রহ থেকেই করে। আমি কারও উপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না।

এরপর ওঁরা উঠে গেলেন।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেনদা (ব্যানার্জ্জী)-র দিকে চেয়ে বললেন—আমার কাছে ঐভাবে কেউ কৈফিয়ত তলব করলে আমার মুখ বন্ধ হ'য়ে আসে। কথা বলতে পারি

না। কেউ জিজ্ঞাসু হ'য়ে আলোচনা করলে সব কথা সহজভাবে বেরোয়। একটা কুকুরকে পর্য্যন্ত বোঝা যায় না, যদি তার সম্বন্ধে খানিকটা অভিনিবেশ না থাকে। বুঝতে চাইলে সশ্রদ্ধভাবে দেখতে হয়, শুনতে হয়, করতে হয়। মানুষ কি নিজের চেহারা নিজের চোখে নিজে-নিজে দেখতে পারে? আপনার চোখ দিয়ে আপনি সব কিছু দেখছেন, কিন্তু আপনার চোখ দুটো কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

একটা গাছ যে জন্মায়, সে কি কৈফিয়ত দেবে, সে কী? তার উপকার কী? তার উপকার বোঝা যায় ব্যবহারে। যে ব্যবহার করে, সে ঠিক পায়। সূর্য্য কী দিল, চাঁদ কী দিল, একটা ব্যক্তি কী দিল, তার কাছে তার হিসাব চাওয়া বৃথা। সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসা নিয়ে যদি তাকে দেখি, বুঝি, উপলব্ধি করি, তবে তার উপকারিতা কী, অপকারিতা কী তা' বুঝে আসে।

একটুক্ষণ থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এইরকম ক্ষেত্রে আমার রোখ হয় যে তাকে রেখে দিই, বোঝাই, সে কিছু পেয়ে যাক, নিয়ে যাক—খালি হাতে যেন না যায়। কিন্তু কারও আন্তরিক আগ্রহ যদি না থাকে, তাকে কিছু দেওয়াও মুশকিল।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি তো মনে করি, আমার জীবনই আমার plan (পরিকল্পনা)।

নরেনদা—প্রত্যেকটা জীবনই কি একটা plan (পরিকল্পনা)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Plan (পরিকল্পনা) নয়?

নরেনদা—তাহ'লে তা' কি বদলায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের একটা মূলগত চাহিদা থাকে। হয়তো সেই চাহিদার পরিপূরণের পথটা সে জানে না। যখন পেয়ে যায় তখন চলে সেইদিকে। তবে ধ'রে থাকতে গেলে শুধু পথ পেলে হয় না, পথের দিশারী যে তার প্রতি নিষ্ঠা লাগে।

বিকালে সৎসঙ্গ হল।

সন্ধ্যায় ছিল সাধারণ সভা।

রাত্রে রাণাপ্রতাপ নাটক অভিনীত হল।

১৯শে পৌষ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৩। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বিছানায় ব'সে আছেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

গতকাল যে নাটক হয়েছে সে সম্বধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাটকটা সুরচিত হয়েছে

ব'লে মনে হয় না। হিন্দুদের যে সত্যিকার বীর্য্য বা জয়গৌরব ব'লে কিছু ছিল, তা' এই নাটক দেখে বোঝা যায় না।

হিন্দুদের পূজাপালি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শবিহীন অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন দাম থাকে না।

নবদীক্ষিত জনৈক দাদা বললেন—জীবনে বড়ই দুঃখকষ্ট। কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটি উপযুক্ত অবলম্বন চাই। তাতে যত সুকেন্দ্রিক হব, দুঃখকষ্ট তত সহ্য করতে পারব এবং সাধ্যমত তার মাঙ্গলিক নিয়ন্ত্রণও করতে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর টাটানগরের কিরণ দাসকে বললেন—যতরকমের কুটিরশিল্প লাভজনকভাবে করা যেতে পারে তার একটা তালিকা করা লাগে—with detailed facts, figures, sketch and directions (বিশদ তথ্য, গাণিতিক বিবৃতি, নক্সা এবং নির্দ্দেশ সহ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—ওকে যে এই কাজটা করতে বললাম, সেটা স্মারিণী খাতায় লিখে রাখিস। এবং মাঝে-মাঝে ওকে চিঠি লিখে জানতে চাইবি—এ কাজ কতদূর অগ্রসর হ'ল। ও যদি ইচ্ছে করে তাহ'লে কাজটা করতে পারবে। বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে লেখা ঐ ধরনের একখানা বই থাকলে অনেকের পক্ষে সুবিধে হবে। কী করতে কী লাগে, কেমনভাবে কী করতে হয়, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ, প্রস্তুত দ্রব্যগুলির marketing (বিপণন) ইত্যাদি সব বিষয়েই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া লাগে। এতে মূলধন বেশী লাগে না। ছোট থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে-ধীরে বাড়াতে হয়। ব্যবসায়ের নীতিগুলিও জানিয়ে দিতে হয়। প্রধান জিনিস হ'চ্ছে মানুষের চরিত্র। ব্যবসায়ীসুলভ অভ্যাস ও চরিত্র যদি না থাকে, তাহলে শুধু ফর্মুলা জানলেই কিছু দাঁড় করান যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে আবার বললেন—যাদের থেকে জন্মেছি, যাদের থেকে শরীর-মন পুষ্ট হয়েছে, যাদের অবলম্বন ক'রে আমরা আছি, তাদের বাদ দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গ'ড়ে উঠতে পারে ব'লে আমার মনে হয় না।

২০শে পৌষ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ৪।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসলেন।

পর-পর নানাজন নানা সমস্যার কথা তাঁকে নিবেদন করতে লাগলেন।

যতীনদা (দাস) Dentist (দন্তচিকিৎসক)-কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দাঁত বাঁধানর ব্যাপারে research (গবেষণা) করা লাগে, কিভাবে এই কাজটা আরও উন্নতভাবে করা যায়। এই ব্যাপারে পৃথিবীর কোন্ দেশে কী নতুন কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে

ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। জানবে, তুমি যদি উন্নতির দিকে না চল তাহ'লে যে-জ্ঞান তুমি আহরণ করেছ, তার সম্যক সদ্ব্যবহার তুমি করতে পারবে না।

সুশীলদা (বসু)-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল—শরীরকে কিভাবে সহনশীল ক'রে তোলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় দুনিয়ায় আমরা প্রতিকূলতার সমুদ্রের মধ্যে বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে কোনভাবে কায়দা ক'রে বেঁচে থাকি। এই ব্যাপারে যে যত দক্ষ সে তত ভাল বাঁচে। বেখেয়াল হ'লেই, কায়দায় বেচাল হ'লেই মুশকিল। তাই বলে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। সব ব্যাপারেই যোগযুক্ততা জিনিসটা লাগে।

সুশীলদা—পিণ্ডদানে কি প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tune (একতানতা) তো হয়। Tune (একতানতা) না হ'লে জন্মায় কি ক'রে। পিণ্ডদান মানে tune (একতানতা) establish (সংস্থাপন) করা।

কালিদাসদা (মজুমদার)—মন্দ ভাব নিয়ে যে যায়, তার শ্রাদ্ধ করলে তার ভাবের তো আর পরিবর্ত্তন হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে মন্দ, তারও ভালর দিক থাকে। তুমি হয়তো তার উপর সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপ্রসন্ন হ'লে, তোমার স্ত্রীরও হয়তো অমনতর মনোভাব হ'ল এবং তোমাদের মধ্যে দিয়ে সে হয়তো শরীর পেল। তার ভাব নিয়ে সে আসলেও তোমাদের সংস্রবে তার ভালর দিকটাই হয়তো বিকশিত হ'য়ে ওঠার সুযোগ পেল। এইরকম হয় আর কি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

কোলকাতার হীরেনদা (ঘোষ) বললেন—নানা চাপে কিছুই যেন আর পেরে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বড় যত হবে, চাপও তত বড় হবে। আর, এই চাপগুলি তুমি অতিক্রম ক'রে আরো আরোর পথে এগুতে থাকবে। জীবন মানে—এই। বড় চাপ হ'লেও তোমার আটকাবে না। তোমার এলাকা ও পরিবেশকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্দায় ক্রমাগত প্রসারিত ক'রে চল। তাতে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বড় বড় চাপ সহজে উতরে যেতে পারবে। একেই বলে বড় হওয়া।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হরলাল বৈদ্যদাকে বললেন—কাজ করতে হ'লে assistant (সহকারী) তৈরী করা লাগে। আর কথাবার্ত্তা, চালচলন, চাউনি শ্রদ্ধার্হ ক'রে তোলা লাগে। যে যত মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা যতখানি আকর্ষণ করতে পারে, তার প্রভাব তত বাড়ে। তোমার চলন এতখানি heart winning (চিত্তজয়ী)

ও flawless (নিখুঁত) হ'য়ে ওঠা চাই যাতে সবার হৃদয় তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে ওঠে।

২২শে পৌষ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৬। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাকে যতি-আশ্রমের সামনে সেগুন গাছের নীচে চৌকিতে বসে আছেন।

ঋত্বিক অধিবেশনের ভীড় কমে গেলেও এখনও বাইরের লোক অনেকে আছেন। তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন।

কালীষষ্ঠীমার শরীর ভাল নয়। পেটের নানাপ্রকার গোলমালে কষ্ট পাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর জন্য নিম্নলিখিত পাচনটির বিধান দিলেন।

নিমছাল, পলতাপাতা, অভাবে কণ্টকি, নিমগুলঞ্চ, হরিতকী, বহেড়া, আমলকি —সমানভাগে মিলিয়ে দুই তোলা হবে। তা' আধসের জলে সিদ্ধ ক'রে আধ-পোয়া থাকতে নামিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে চা-চামচের এক চামচ মধুযোগে প্রত্যহ সকালে সেবন করতে হবে। পূর্ব্বের জ্বাল-দেওয়া ঐ উপকরণগুলি বিকালে ঐভাবে পুনরায় জ্বালিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে চা-চামচের এক চামচ মধুসহ সেবন করতে হবে।

এটা লিভারের দোষ, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য, পরিপাকযন্ত্রের বিকৃতিজনিত বাত ইত্যাদির উত্তম ওষুধ।

পরে মণি ব্যানার্জ্জীদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেউ যদি ধ্বংসাত্মক কোন কর্মপদ্ধতি সর্বসাধারণের মধ্যে চারায় এবং তার মধ্যে যদি সংগঠনাত্মক কাজের বীজ না থাকে তবে মানুষ তার উপর দাঁড়াতে পারে না। মুসলমানরা যে আল্লা ও রসুলের প্রতি নতির উপর জোর দেয় তার ফলে ওদের মধ্যে concentric consolidation of sentiment (ভাবানুকম্পিতার সুকেন্দ্রিক সংহত ভাব) জিনিসটা দেখা যায়।

জ্ঞানদা (চক্রবর্ত্তী) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বিষয়ী লোক ধর্ম্মের কথা শুনতেই চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনতর লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে কথা শুরু করা লাগে। বৈষয়িকতার সার্থক পরিপূরণের জন্য ধর্ম্ম কেন অপরিহার্য্য —পৌঁছতে হয় সেখানে গিয়ে—এবং তা' যুক্তি, তথ্য ও বাস্তবতার ভিত্তিতে। ধর্ম্ম থেকে শুরু করা মনোবিজ্ঞানসম্মত যাজন নয়। ধর্ম্ম মানে যখন বাঁচাবাড়া তখন এমন কে আছে যে তাকে চায় না ?

মণিদা—আমরা অনেক সময় ভুলের কথা খুব আলোচনা করি। কিন্তু সেটা নিষ্ফল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুলের কথা আলোচনা করা ভাল ভুলের থেকে রেহাই পাবার জন্য। ভুল সম্বন্ধে সমালোচনার বিলাস ভাল না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—ডজন চারেক সত্যিকারের আকুতি-ওয়ালা মানুষ যদি হয় তাহলে কাজ হয়।

মণিদা—তারা কেমন হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর--তাদের এমন আকুতি থাকবে যে কিছুতেই দমবে না, ঘাবড়াবে না। আর তাদের চাই strong common sense (তীক্ষ্ন সাধারণ বুদ্ধি) ও presence of mind (উপস্থিত বুদ্ধি)। আমাদের ভাবধারার মৌলিক জিনিসগুলির সঙ্গে তাদের গভীর পরিচয় থাকা চাই। আর চাই স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী তা' পরিবেশন করার কৌশল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Constitutional monarchy (নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র) জিনিসটাই বেশ। ওতে রাজা নিজের খেয়াল খুশীমত চলতে পারে না, আবার, রাজা ব'লে একজন থাকায় তার প্রতি জনগণের একটা ভাবগত একমুখীনতা থাকে। তাতে ঐক্য ও সংহতির দিক দিয়ে সুবিধে হয়।

২৩শে পৌষ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৭।১।১৯৫০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—পূর্ণ সাহাকে আমি বললাম, তিনদিনের মধ্যে চলে আসতে, কিন্তু তা' আস্‌ল না। তারপর আকস্মিকভাবে জীবনটা হারাল। এ-সব ব্যাপারে আমার খুব দুঃখ হয়। আগে আমি মানুষের কাছা চেপে ধরতাম, জোর ক'রে আটকাতাম। কিন্তু তাতে যে যার বুদ্ধিমত যা' স্থির করত তা' করতে না পারায় বিরক্ত হ'ত এবং নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব'লে মনে করত। এটাও তাদের পক্ষে কিন্তু মঙ্গলজনক নয়কো। কারণ, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত না যে কোন্ বিপদ থেকে সে বাঁচল। তাই, নিজেকে লোকসানের ভাগী ব'লে মনে করত। আমি দেখেছি কারও যদি প্রবৃত্তির ঝোঁক প্রবল হয়, তাকে দুর্দৈবের হাত থেকে বাঁচান কঠিন হ'য়ে পড়ে।

আজ সারাদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটা বাণী দিলেন।

২৪শে পৌষ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৮। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোল তাঁবুতে বিছানায় উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), মণিদা (ব্যানাজ্জী), কাশীদা (রায়চৌধুরী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ নিকটে বেদীর উপর বসে আছেন।

একটি বাণী প'ড়ে শোনান হ'লে মণিদা বললেন—আমরা যেমন আজ আছি, তাতে এটা রূপ দিতে গেলে তা' কতখানি ফুটে উঠবে—আমাদের নিজেদের আধারে, তা বলা মুশকিল। তবে আপনি বিবাহ-সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যা' বলেছেন, তা' করতে পারলে হয়তো ভবিষ্যতে আপনার চাহিদামত ভাল-ভাল মানুষ জুটবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা আশার কথা এই যে, আমাদের অনেকেই পূর্ব্বপুরুষের রক্তধারা হারায়নি। চর্চ্চা করলেই সুপ্ত সম্ভাব্যতাগুলি আবার আমাদের ভিতর ফুটে উঠবে এবং বংশ-পরম্পরায় বেড়ে চলবে।

মণিদা—চারিদিকে চেয়ে দেখে মনে হয়, যেন একটা বিরাট শ্মশান, আর আপনি যেন শ্মশানের মধ্যে নূতন সৃষ্টি বীজ দিচ্ছেন। কতদিনে যে এটা রূপ নেবে তাই ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই হয় যদি আপনারা করেন।

আজ মন্মথদা (ব্যানাজ্জী) কতিপয় বিশিষ্ট লোকসহ কলকাতা থেকে আসলেন। তাদের মধ্যে দুজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও আছেন। সবাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সবার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেছিস তো ?

মন্মথদা—সব ঠিক আছে। সুশীলদা সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন তাহলে আস গিয়ে। হাতমুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করগে। দেখো, দাদাদের যেন কষ্ট না হয়।

এখন রাত নটা।

২৫শে পৌষ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৯। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোটা নয়েকের সময় গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন। বাইরে বহু লোক দাঁড়িয়ে।

মন্মথদা (ব্যানাজ্জী)-র সঙ্গে কলকাতা থেকে আগত মিঃ হিল ও মিসেস হিল কথাবার্ত্তার পর দীক্ষা নেবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একজন ঋত্বিকের নাম ব'লে দিলেন। তাঁরা দীক্ষা নেবার জন্য উঠে গেলেন।

মন্মথদা দাঁড়িয়েছিলেন।

সুশীলদার কুকুর টাবু এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে হাসতে-হাসতে বললেন—ও বুঝেছে যে সুশীলদার লোক। তাই আদর কাড়ার চেষ্টা করছে। কারও বুদ্ধি কম নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর পূজনীয় কানুদা ও পূজনীয়া প্রসাদী পিসিমাকে চিঠির বয়ান বললেন এবং তা' লিখে নেওয়া হল ঃ—

কানু,

তোমার আগের চিঠি পেয়েছিলাম। কনফারেন্সের হাঙ্গামায় উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তোমার পরের চিঠিও পেয়েছি। তোমার পিসিমা যেভাবে বেঁচে উঠেছে, তারজন্য অন্তর-উচ্ছলিত ধন্যবাদ জানাই পরমপিতার চরণে। দুর্ভোগের উপর আমার কোন হাত নেই, কিন্তু তার দহন আমাকে ছাড়ে না, শংকাবিজড়িত উৎকণ্ঠা নিয়ে থাকতে হয় আমাকে।

খেপুর কাল একটু জ্বর হয়েছিল। আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। খেপুর এখানে অসুবিধা কম হয় না, যদিও সে তা' বলে না। শরবিন্দু কুকার চাপিয়ে দেয়, ডাল-তরকারি ওকেই রেঁধে নিতে হয়। খেতে-খেতে বেলা অত্যধিক হয়ে যায়। অথচ এখানকার কোন ব্যবস্থাই মাথা পেতে নেয় না।

তোমরা নিয়ত সাবধানে থেকো। কলকাতার নিত্যনৈমিত্তিক হাঙ্গামার মধ্যে যেয়ে পড়ো না। স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেইভাবে চলো। তোমার পিসিমা যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে সেইদিকে নজর রেখো।

কল্পনা, অর্চ্চনা, মঞ্জু, তোতা—এরা ভাল আছে তো? কল্পনার ছেলেমেয়ে কেমন আছে? প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—তোমরা স্বাস্থ্যবান সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক—পরমপিতার চরণে অশেষ ভক্তি নিয়ে।

শান্তু ভাল আছে তো?

আমার আন্তরিক রাস্বা জেনো এবং যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামশাই'

খুকী,

তোমার চিঠি অনেকদিন পাইনি। কানুর চিঠিতে ও অশোকের মুখে তোমার অবস্থার কথা শুনলাম। অমনতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কেন? অন্যায়-অত্যাচার কিছু করনি তো? এখন একটু ভাল আছ শুনে সুখী হলাম। নিয়মমত চ'লো যাতে তাড়াতাড়ি সবল হয়ে উঠতে পারো।

কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু ও কল্পনার ছেলেমেয়ে ভাল আছে তো? শাস্তু, কানু?

পরমপিতার চরণে অচ্যুত ভক্তি রেখে নিজের জীবনকে সেইদিকেই নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলো—স্বাস্থ্যনীতি বিহিতভাবে পালন ক'রে—তা' শরীরেও যেমন, মনেও তেমন—আধ্যাত্মিকতায়ও তেমনি।

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' জেনো, যদি কেউ চায় তাকেও দিও।

ইতি
তোমারই
দীন
'দাদা'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসদা (মজুমদার) উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই তো সব কিছু হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা ক'রেই ভগবান আমাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা তাঁর দেওয়া ইচ্ছাশক্তি দিয়েই কাজ করি। কিন্তু তিনি যেমন স্বাধীন, আমাদেরও তেমনি স্বাধীন ক'রে দিয়েছেন। আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা স্ব-ইচ্ছায় যেটা করি, সেটার দায়িত্ব ভগবানের উপর চাপান ভুল হবে। কারণ, সে-কর্ম্মের কর্ত্তা আমরা। আমরা যদি কর্ত্তা হই, তবে তার বিহিত ফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে উঠে গেলেন।

সেখানে কোলকাতা থেকে আগত মিঃ রায়, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস হিল, হাউজারম্যানদা, আউটারব্রীজদা প্রমুখ এসে বসলেন।

হাউজারম্যানদা individuality (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিকের কাছে যদি আমরা সত্তাকে বিকিয়ে দিই, তাহ'লে individuality (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) থাকে না। যারা আদর্শে সুকেন্দ্রিক, যারা নানা বৃত্তিদ্বারা রঙ্গিল হয় না, যারা সব কিছু থেকে সত্তাপোষণী রসদ সংগ্রহ করতে পারে

—ইষ্টে আনত হ'য়ে তাঁরই স্বার্থ-পরিপূরণে ;—তাদের individuality (ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য)-ই ঠিক। রামকৃষ্ণঠাকুর যাকে বলেছেন 'পাকা আমি' ব'লে।

মিঃ হিল—অনেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টাটাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাদ্য হজম না করতে পারলে যেমন সেটা ব্যাধি, environment (পরিবেশ)-এর সঙ্গে সাত্বতরকমে খাপ খাইয়ে চলতে না-পারাটাও সেইরকম ব্যাধি। অবশ্য, Ideal (আদর্শ) থেকে বিচ্যুত হ'লে হবে না। তাঁকে জীবন্ত রাখতে হবে আমাদের ভিতর। যীশু last supper-এ (শিষ্যসহ শেষ ভোজনকালে) রুটিকে বলেছিলেন—This is my body (এটা আমার শরীর), মদকে বলেছিলেন—This is my blood (এটা আমার রক্ত)। Take this (এটা গ্রহণ কর)। তার মানে তিনি যা' অনুমোদন করেন সেই পথে চলাই আমাদের উপজীব্য। এককথায়, তাঁকে আমাদের ভিতর জীয়ন্ত রাখতে যা' করা লাগে তাই করতে হবে। পরিবেশকেও সেই পথে টেনে আনতে হবে। আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে, আমরা সপরিবেশ মারা পড়ব।

মিঃ হিল উপরোক্ত বিষয়টির তাৎপর্য্য বুঝতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Wine (সুরা) বলতে বুঝি wine of love (ইষ্ট-প্রণয়মত্ততা), Bread মানে যা'-কিছু খাই তার ভিতর-দিয়ে যেন তাঁর ভাবকেই সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারি আমাদের ভিতর। এমন খাদ্য খেতে হবে আমাদের যা' ইষ্টানুগ চলনের উজ্জীবক ও সহায়ক। তাঁর flesh (মাংস) খাওয়া নয়। বরং সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে আমাদের শরীর-মনকে পুষ্ট ক'রে তাঁর স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা সাধন করা—তাঁকে নিজেদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা।

মিঃ হিল পাপ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভিতরে যদি তাঁকে রাখি, তখন তাঁর পরিপন্থী যেগুলি সেগুলিকে প্রশ্রয় দিতে পারি না, পাপ করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে, তাঁকে হৃদয়ে ভালবাসার আসনে বসান। ঐদিকে ঝোঁক গেলে পাপ আপনা থেকেই ছুটে পালায়।

মিঃ হিল confession (খ্যাপন)-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায়শ্চিত্ত ও খ্যাপন ভাল, কিন্তু ঐ-সব করা সত্ত্বেও যদি বার-বার অন্যায় করি এবং প্রায়শ্চিত্ত ও খ্যাপন করি, তবে প্রায়শ্চিত্ত ও খ্যাপনই আমাদের মধ্যে বড় হ'য়ে থাকবে। Christ-এর সেখানে স্থান হবে না। প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্তের

জন্য নয়, প্রায়শ্চিত্ত পবিত্র হবার জন্য। তাই কই, প্রায়শ্চিত্ত যেন তোমাকে পবিত্রই ক'রে তোলে। প্রায়শ্চিত্ত যেন প্রায়শ্চিত্তকেই ডেকে না আনে। অনুতাপ আসা চাই। তা' থেকে স্বভাবতই confession (খ্যাপন) আসে। তারপর চাই বিধি-মাফিক প্রায়শ্চিত্ত।

হাউজারম্যানদা—অনুতাপ না আসলে বরং চুপ ক'রে থাকা ভাল। অনুতাপহীন confession (খ্যাপন) তো আরো খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে বলেও অনুতাপ আসতে পারে। সে হয়তো অনুতাপ জাগিয়ে দিতে পারে। যে এমনতর পারে তেমনতর শ্রদ্ধার্হ বান্ধব যদি কেউ থাকে, তার কাছে বলা ভাল।

এরপর ওঁরা চলে গেলেন এবং মন্মথদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চল্লিশটা লোক যোগাড় করতে পারলেই হয়—tough, tenacious, tactful (শক্ত, লাগোয়া-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কুশলকৌশলী), তাহ'লে সারা ভারত কাঁপিয়ে দেওয়া যায়। দশটা প্রদেশে কুড়িজন আর বাংলায় কিছু বেশী লোক থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—প্রফুল্লর বইগুলি তাড়াতাড়ি ছেপে ফেলা দরকার। Conversation (কথোপকথন)-গুলি wonderful (অপূর্ব) জিনিস হয়েছে। এত সহজ, এত সুন্দর, আমার সামনে যখন পড়ে, আমিই মুগ্ধ হ'য়ে যাই।

মন্মথদা বললেন—আমার মাসে তিন-চার হাজার টাকা খরচ হয়। পরমপিতার দয়ায় তাঁর কাজ করতে-করতে কোথা থেকে কিভাবে কখন কী জুটে যায় ঠিক-ঠিকানা পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলই তো যাজনের বিরাট একটা কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে। বামনাই কাজ ক'রে যাচ্ছ তাই আপ্‌সে আপ আসছে। আর, ব্যবসা ক'রে বা অন্যভাবে যদি এই করতে হ'ত, তাহ'লে দেখতে ঠেলাটা কী। দুশ্চিন্তায় অস্থির হ'য়ে যেতে। কোথায় কোন্‌ কালোবাজারি করবে, কী গন্দা মাল ফাঁকি দিয়ে চালাবে, কাকে ঘুষ দেবে, কখন পুলিসের পাল্লায় পড়ে যাবে, এইসব নানা ভাবনায় পাগল হ'য়ে যেতে হ'ত। তুমি আমাকে এত দেও, না দিয়ে যদি আমার কাছ থেকে নেও, তাহ'লে সব শুকিয়ে যাবে। জল বলে পুকুর পাড়ে গেলে দেখবে জল শুকিয়ে গেছে, ধু ধু করছে বালি।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্মথর কিছুতেই আটকায় না। ওকে আবার বলেছি দু'খানা মোটর যোগাড় ক'রে দেবার কথা। শুনে খুশী মনে লেগে পড়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেশে যে-কোন সময় একটা বিপর্য্যয় আসতে পারে। নিজেরা এমনভাবে তৈরী থাকা লাগে যাতে সহজেই তা' এড়ানো যায়। কলোনীটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হয়। Propaganda ও Publicity (যাজন ও পত্রিকাদিতে প্রচার) জোর চালিয়ে যাও। শ্রমণ দিয়ে দেশ ছেয়ে ফেলে দেও।

লোককে উদ্বুদ্ধ করা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একসঙ্গে overdose (বেশী-মাত্রা) দিতে নেই। Pause দিয়ে-দিয়ে (থেমে থেমে) দিতে হয়। যতটুকু দিলে, সেইটুকু যখন আয়ত্ত করল ও তাদের মাথায় গেঁথে গেল, তারপর আবার মাত্রামত দিতে হয়।

কিছু সময় নীরব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগের সঙ্গে বললেন—রাত একটা, পালা বেশী, লোক না হ'লে হবে না।

২৬শে পৌষ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১০।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি ধর্ম্ম বলতে যা' বুঝি তাতে মানুষ তো দূরের কথা, একটা কেন্নোরও বলার উপায় নেই যে আমি ধর্ম্ম চাই না। এমন কোন জীব নেই যে বাঁচতে চায় না, সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে, শান্তিতে থাকতে চায় না। তাই কম্যুনিষ্টরা যদি বলে ধর্ম্ম মানি না, তাহলে আমি বলব তুমি জীবন বাদ দিয়ে আর কিসের জন্য কম্যুনিজম করছ? আমি যা' চাই তুমিও তাই চাচ্ছ। অবশ্য, পন্থার বিভিন্নতা থাকতে পারে। আর, তা' থাকাই তো স্বাভাবিক। ফল কথা, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কোনই বিরোধ নেই। তোমরা যে শোষণের বিরুদ্ধে, এটা তো সত্তাপোষণ আর অসৎ নিরোধেরই একটা অঙ্গ, অর্থাৎ, ধর্ম্মের একটা দিক।

প্রফুল্ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলল—সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য কী সে-সম্বন্ধে যদি একটা বাণী দেন তাহ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—আমি সবসময়ই তো সেই কথা বলছি।

প্রফুল্ল—তাহ'লেও একটা জায়গায় যদি গুছিয়ে দেওয়া থাকে, তাহ'লে লোকের পক্ষে সুবিধে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা' বলা আছে তার থেকে তোরা গুছিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরবি। আর আমার যদি ঐভাবে কিছু আসে, পরমপিতা যদি দেন তাহ'লে বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যা সাতটার পর প্রফুল্লকে বললেন—"লিখবি নাকি ?" তারপর নিম্নলিখিত অপূর্ব বাণীটি বললেন—

সৎসঙ্গ চায় মানুষ—
ঈশ্বরই বল—
খোদাই বল—
ভগবান বা Godই বল—
অস্তিত্বই বল—
ভূতমহেশ্বর যিনি এক—তাঁ'রই নামে,
বোঝে না সে—
উদাত্তের নামে
প্রেরিত ও অবতারপুরুষদের নামে
গণ্ডী টেনে
প্রত্যেকের বিরুদ্ধে
অন্যদের হ'তে নিজেকে
গণ্ডীনিপীড়িত ক'রে
পারস্পরিক অসহযোগিতায়
নিবদ্ধ ক'রে
আত্মঘাতী আমন্ত্রণে
গণবিপর্য্যয়ী ব্যাহ্বতিকে সৃষ্টি ক'রে—
এমনতর কেউ বা কিছুকে—
সে হিন্দুই হোক,
মুসলমানই হোক,
জৈন, শিখ বা বৌদ্ধই হোক,
খ্রীষ্টানই হোক,
বা আর যা'ই কিছু হোক ;
সে বোঝে প্রতিপ্রত্যেকে তাঁরই সন্তান,
সে আনত ক'রে তুলতে চায় সকলকে
সেই একে,
সে পাকিস্তানও বোঝে না,
হিন্দুস্তানও বোঝে না,
রাশিয়াও বোঝে না,

চায়নাও বোঝে না,
ইউরোপ-আমেরিকাও বোঝে না,
সে চায় মানুষ,
সে চায় প্রত্যেকটি লোক—
সে হিন্দুই হোক,
মুসলমানই হোক,
খ্রীষ্টানই হোক,
বৌদ্ধই হোক,
বা যেই যা' হোক না কেন,—
যেন সমবেত হয় তাঁ'রই নামে
পঞ্চবর্হি'র উদাত্ত আহ্বানে—
অনুসরণে—পরিপালনে—
পরিপূরণে—উৎসৃজী উপায়নে—
পারস্পরিক সহৃদয়ী সহযোগিতায়—
শ্রমকুশল উদ্বর্দ্ধনী চলনে
—যা'তে খেটেখুটে প্রত্যেকে
দুটো খেয়ে-প'রে বাঁচতে পারে,
সত্তাস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে,
সম্বর্দ্ধনার পথে চ'লে,
প্রত্যেকটি মানুষ যেন বুঝতে পারে—
প্রত্যেকেই তা'র,
কেউ যেন না বুঝতে পারে
সে অসহায়, অর্থহীন, নিরাশ্রয়,
প্রত্যেকটি লোক যেন বুক ফুলিয়ে
ব'লতে পারে—
আমি সবারই—
আমার সবাই—
সক্রিয় সাহচর্য্যী অনুরাগোন্মাদনায় ;
সে চায় একটা পরম রাষ্ট্রিক সমবায়—
যা'তে কা'রো সৎ-সম্বর্দ্ধনায়
এতটুকুও ত্রুটি না থাকে,

—অবাধ হ'য়ে চ'লতে পারে প্রতিপ্রত্যেকে
এই দুনিয়ার বুকে
এক সহযোগিতায়
আত্মোন্নয়নী শ্রমকুশল
সেবা-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে—
পারস্পরিক পরিপূরণী সংহতি-উৎসারণায়
—উৎকর্ষী অনুপ্রেরণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
সেই আদর্শপুরুষে—
সার্থক হ'তে সেই এক অদ্বিতীয়ে।

২৮শে পৌষ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে অনিল করদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শরৎদা (হালদার) ও কালিদাসদা (মজুমদার) কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করবে, তা' তোমার নিজের ও পরিবেশের পক্ষে উপচয়ী হওয়া চাই। কোন কাজ পরিস্থিতির পক্ষে উপচয়ী না হ'লে তা' আমাদের পক্ষেও উপচয়ী হয় না। কারণ, পরিস্থিতির উপরই নির্ভর করে আমাদের জীবন। তাই, পরিস্থিতি যদি পুষ্ট না হয়, তবে আমরাও তাদের কাছ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতে না পারায় খিন্ন হই। পরিস্থিতিকে উন্নত করা—তাই আমাদের স্বার্থ।

অনিলদা—অন্যের ক্ষতি ক'রে উন্নতিলাভের প্রচেষ্টাই তো বেশী লোক করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে কর, তুমি ভাবলে—আজ একে, কাল ওকে, এমনি ক'রে এক একজনকে ঠকিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু একদিন সমস্ত ঠকাগুলি একত্র হ'য়ে তোমাকে যদি ঠেসে ধরে তবে তুমি দাঁড়াবে কোথায় ? পারিপার্শ্বিকের বেদনামথিত দীর্ঘশ্বাস মানুষের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেই। তাই তাদের শুভেচ্ছালাভ করাই তোমার লাভ। দেখ, ভীমকে (মাহিষ্যরাজ) লোকেই রাজা ক'রে দিয়েছিল। তাই পরিবেশের সেবা ধর্ম্মের অঙ্গ। সেবা করতে গেলে মানুষের মন দেখতে হবে—মনের সেবা আগে করিস, বাহ্য সেবা তার সাথে। মনের দিকে না চেয়ে শুধু বাহ্য সেবা ক'রে একটা মানুষকে পাগল ক'রে দেওয়া যায়। সে-সেবার দৌরাত্ম্য প্রাণের উপর দিয়ে উঠে যায়।

অনিলদা—আপনাকে তেমন ভাল তো বাসতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ছেলেপেলে হয়, প্রথমে মনে হয় না, খুব একটা ভালবাসি। কিন্তু যত nurture (পোষণ) দিই, service (সেবা) দিই, ততই ভালবাসা

বাড়তে থাকে। এর তো ইতি নেই, আরও, আরও বাড়তে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি। এই পরমের কিন্তু ইতি নেই। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—"স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষে ফল"। ভালবাসা যেমন পাত্রের উপর পড়বে, আমাদের জীবনের পরিণতিও হবে তেমনি। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে গ্রহণ ক'রে তাঁকেই জীবনে মুখ্য ক'রে চলা দরকার। আর, সংসারের সব করণীয় করতে হয় তাঁরই প্রীত্যর্থে। যিনি যতবড় গুরুজনই হোন না কেন, তিনি যদি প্রবৃত্তি-অভিভূতি থেকে মুক্ত না হন এবং তাঁকে যদি আমরা মুখ্য ক'রে চলি তাহ'লে আমাদের অল্পবিস্তর নাজেহাল হ'তে হবেই কি হবে। তাই আমার বলা আছে—ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন, ছিন্ন-ভিন্ন তার জীবন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। তিনি আপনমনে গুনগুন করছিলেন।

এমন সময়ে হাউজারম্যানদা আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ভক্তের জীবনে বরাবরই কি struggle (সংগ্রাম) চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে struggle (সংগ্রাম) দেখে ঘাবড়ায় না। যে-কোন বাধাবিঘ্ন বা প্রলোভনই আসুক না কেন, তার বুদ্ধি থাকে সবকিছুকে জয় ক'রে ইষ্টকে প্রীত ও পুষ্ট করবার।

হাউজারম্যানদা—খারাপ ভাব কি যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপটাকে যদি খোরাক না দেওয়া যায়, ভালটার nurture (পোষণ)-ই যদি কেবল দিতে থাকে, খারাপ যা'-কিছুকে যদি ignore (উপেক্ষা) কর, আমল না দেও, তবে খারাপ ভাব কোন ক্ষতি করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীচু গলায় আর একটা গান ধরলেন। গান গাইতে গাইতে বললেন—রাজেন, তুই গান করিস না?

রাজেনদা (মজুমদার)—হ্যাঁ করি। সবার সঙ্গে—একসঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, করলেই হ'ল।

পাশে ভোলানাথদা (সরকার) বসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভোলানাথদা অসাধারণ মানুষ। আলু বললেও হয়, কাঁঠালের বীচি বললেও হয়। যেখানে যে-অবস্থায় ফেল, সেখানেই অতুলনীয়। ভোলানাথদার মতো adaptability (উপযোজন-ক্ষমতা) যদি তোদের থাকত, তাহ'লে কিছু করতে পারতিস্। ভোলানাথদা যদি সুস্থ থাকত, তাজা থাকত, তাহ'লে আমার desire (ইচ্ছা)-গুলি fulfil (পূরণ) করতে পারত। বরাবর

দেখে আসছি, সে একভাবে ক'রে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—তোমার মার মধ্যে আমার মার খানিক খানিক ধাঁজ আছে। কলোনীতে বাড়ীটাড়ী যদি কর তাহ'লে মার জন্য একটা বাড়ী ক'রে রেখো।

প্রফুল্ল—অশৌচ অবস্থায় কি নিজে নিবেদন করা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু তো নারায়ণের অনুকল্প, নারায়ণের ভোগ যদি অশৌচ অবস্থায় না দেওয়া যায়, তাহ'লে গুরুকে দেওয়া যাবে কেন? ঐসময় যার অশৌচ নেই এমন কাউকে ডেকে তাকে মন্ত্র ব'লে দিয়ে তাকে দিয়ে করাতে হয়। দীক্ষিত লোক না পেলে সশ্রদ্ধ অদীক্ষিত লোক দিয়েও এটা করান যায়।

৩০শে পৌষ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ১৪।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বসে আছেন। ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), শরৎদা (হালদার), অজয়দা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ উপস্থিত।

পুনেভাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অভিযোগ করল—কাল ভুবন ধস্তাধস্তি ক'রে আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি কিছু বলি না, কিন্তু ওরা আমার সঙ্গে লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট ছেলেপেলেদের সঙ্গে তুই মিশতে যাস কেন? তুই একটা অফিসার মানুষ, সবার সঙ্গে মিশলে মান থাকে? তোর মতো মানুষ যদি ছ্যাবলা হ'য়ে যায় যাতে কিনা ছেলেপিলেরা দৌরাত্ম্য করতে সাহস পায়, সে তো ঠিক নয়। তুই ওদের মোটেই লাই দিবি না। আর, প্যারীকে দেখায়ে হাত ঠিক ক'রে নে।

পুনেভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় পুলকিত হ'য়ে হাসতে-হাসতে চ'লে গেল।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—বৈদিক যুগের পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমটা কিভাবে ছিল? কিভাবে এটা বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে সবাই কৃষিকাজ করত। তার মধ্যে কেউ হয়তো কৃষি-গবেষণায় নজর দিল, কেউ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ঝুঁকল। কেউ বা কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদির দিকে বেশী ক'রে দৃষ্টি দিল, কেউ বা সবার সেবার দিকে মনোযোগ দিল। এই ঝোঁকগুলি দেখা দিল, ভিতরে ঐ ধরনের সংস্কার থাকার দরুন। ঐভাবে সংস্কার-অনুযায়ী বংশপরম্পরায় চলতে-চলতে, করতে-করতে, ধীরে-ধীরে বর্ণ জিনিসটার উদ্ভব হল। আমার মনে হয় সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই এটা আছে। এটা কেউ করেনি। জিনিসটা ছিল। পরে ব্যাপারটা আবিষ্কার করা হয় এবং এর পোষণেরও ব্যবস্থা হয়।

শরৎদা—আদিম জাতিদের মধ্যে তো বর্ণাশ্রম নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের মধ্যে আছে তাদের মতো ক'রে। অবশ্য হয়তো সুনির্দ্দিষ্ট-ভাবে এটার অনুশীলন করা হয়নি।

শরৎদা—ইউরোপে বর্ণাশ্রম তো তেমন গজায়নি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনা যায়, মহাভারত মঞ্জরীতে খৃষ্টপূর্ব্ব কত শতাব্দীতে নাকি ইউরোপে এক ধাঁজের বর্ণবিভাগ ছিল। নানা দেশে উপনয়ন-সংস্কার ছিল এমন কথাও পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে শরৎদা, নরেনদা প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—আমি বহু সময় যে বলি তা' যুক্তিবিচার ইত্যাদি ক'রে বলি না। অনেক ব্যাপার আমার কাছে ছবির মতো ভেসে-ভেসে আসে এবং সে-সব দেখে-দেখে বলি। মহারাজ যখন ছিল, অনেক সময় সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতপস্যা ইত্যাদি বিষয়ে কথা হ'ত। মনে পড়ে তখন যে-সব কথা বলতাম তা' ঐ-সব রাজ্যের দৃশ্যগুলি দেখে-দেখে বলতাম। তখন এত ভাষা ফোটেনি। কিন্তু বলার পিছনে এমন একটা আগ্রহ এবং আবেগ থাকত, যে আমার ইশারা, ইঙ্গিত, হাবভাব, কথাবার্ত্তা সবটার ভিতর-দিয়ে আমার বক্তব্যটা তাদের বোধগম্য হ'য়ে যেত।

আমার গোড়া থেকেই ধারণা—বস্তু শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমি মন বলতে বুঝি চিৎ-স্রোতের উপর যে তরঙ্গ ওঠে তাকে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন।

আজ পৌষ সংক্রান্তি। তাই গোলতাঁবুর ভিতরে মেঝেতে আলপনা দেওয়া হয়েছে।

হাউজারম্যানদা, আউটারব্রীজদা, মিসেস্ হিল প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—আলপনা দেওয়া হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা করা হয় চারুশিল্পের অনুশীলন বজায় রাখার জন্য। এইদিনে সিন্দুর, সরষের ফুল এবং দূর্ব্বা নিয়ে পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করা হয় যাতে মানুষ সপরিবেশ ভাল থাকে। এইদিন গরুকেও খাওয়ায়। নানারকম পিঠেপায়েস ও রকমারি খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত ক'রে। রন্ধনটাও একটা শিল্প বিশেষ। আগে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল নানাবিধ প্রথা পালনের ভিতর-দিয়ে সম্বর্দ্ধনার পথে, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলা।

হাউজারম্যানদা—গরুকে খাওয়ায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরুও আমাদের পালন করে। সুতরাং তাকে nurture (পোষণ)

দিতে হয় যাতে সে সুস্থ থাকে, সবল থাকে, ভাল থাকে। অতি শৈশবে আমরা মায়ের দুধ খাই। তারপর গরুর দুধ খেয়েই তো আমরা বাঁচি।

শরৎদা—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোজাতির স্থিতি ও বর্দ্ধনই এর উদ্দেশ্য।

কার্ত্তিক পূজা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কার্ত্তিক হলেন দেবসেনাপতি। মানুষের ভিতর শৌর্য্য, বীর্য্য যাতে সঞ্জীবিত থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই কার্ত্তিকপূজা। মায়েরাও কার্ত্তিকের মতো সন্তান কামনা করে, যাতে তারা কার্ত্তিকের মত বীর ও সৌন্দর্য্যবান হয়। এইসব কল্যাণকর প্রথা বজায় রাখাই ভাল। ত্যাগ করা ভাল নয়। তবে সবটাকে সার্থক করতে হয় ইষ্টার্থ-সার্থকতায়।

হাউজারম্যানদা—আজকাল অনেক পুরনো প্রথার তাৎপর্য্য লোকে বুঝতে পারে না। তাই সেগুলি ত্যাগ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্‌টার উদ্দেশ্য কী তা' না-বুঝে না-জেনে ছাড়তে নেই।

শচীনদা—মুসলমানদের মধ্যে এত অসহিষ্ণু ভাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হজরতকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর তাঁর দুটো দাঁত ভেঙ্গে দিল। কিন্তু তাঁর girdle (বেষ্টনী) খুব শক্তিমান ছিল। তারা রসুলকে বলতো, আমরা তোমার কথা শুনব কিন্তু যে বা যারা তোমার ক্ষতি করে তাদের ক্ষতি করবই। এমনি ক'রে তারা প্রতিশোধ স্পৃহায় সংহত ও সংঘবদ্ধ হ'য়ে দশবছর পরে মক্কা জয় করল। তারপর এক-এক দেশ আক্রমণ ক'রে জয় করতে লাগল। কিন্তু রসুল আর বেশীদিন বেঁচে রইলেন না।

যিশু তাঁর বেষ্টনীকে establish (প্রতিষ্ঠা) করলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। কিন্তু মহম্মদের girdle (বেষ্টনী) অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেল এবং এইভাবে তারা নিজেরাও প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

আর্য্য ঋষিরা মহম্মদকে ঋষি হিসাবেই গণ্য করেন—একেবারে অভিন্নভাবে। কিন্তু সাধারণ লোকে যে তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করে না, সেটা একটা কাফেরী ব্যাপার।

এক-একজন ঋষি বা মহাপুরুষ আসেন এবং তাঁকে কেন্দ্র ক'রে এক-একটা মনন-ধারা-সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠে। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও মেনে নেয়। অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কোলকাতা, দিল্লী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রায় সমান। ধর্ম্মজগতেও তেমনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত খৃষ্টান, প্রকৃত বৌদ্ধ—একই। এদের মধ্যে ফারাক কমই।

হাউজারম্যানদা—এক-এক বিশ্ববিদ্যালয় একটু বেশী ভাল আছে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক বিষয়ে এক-আধটু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—এক-এক জায়গায়। ভাল হ'লে তার তদনুপাতিক কদরও আছে সর্ব্বত্র। তবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ যদি যোগ্য হয়, তাহ'লে সে গিয়ে অক্সফোর্ডেও পড়াতে পারে।

ফলকথা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ হ'লে বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও conceptual deficiency (বোধের খাঁকতি) আছে।

শরৎদা—অনেকসময় আত্মগরিমার ভাব মানুষকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাও একটা obsession (অভিভূতি)।···তথাকথিত মুসলমানরা রসুলকে যে অন্য মহাপুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দেখে এটা কিন্তু আদৌ রসুলের অভিপ্রেত নয়কো। রসুলের বিদায়-হজের উপদেশগুলি প'ড়ে দেখ, তাহ'লেই এর সত্যতা বুঝতে পারবে। মৌলানা আক্রাম খাঁর লেখা রসুলের জীবনী থেকে কেষ্টদা, সুশীলদা, প্রফুল্ল প্রমুখ আমাকে যতবার পড়ে শুনিয়েছে, আমি শুনে প্রত্যেকবারই মুগ্ধ হ'য়ে গেছি।

হাউজারম্যানদা—রসুলের শিষ্যরা তো ভাল ছিল, তবে এমন হ'ল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে গোল করেছে, বিকৃতি ঢুকেছে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আসীন।

মায়েদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েছেলেদের সাধারণতঃ দেখা যায় খাইয়ে, পেলেপুষে খুব যেন সুখ বোধ করে। এইটে না করতে পারলে তারা মনে দুঃখ পায়। মানুষকে খাওয়ানোটা তারা উপভোগ করে। এতে শরীরের মধ্যে একটা pleasant sensation (আরামদায়ক অনুভূতি) হয় তাদের ভিতরে। কাম প্রেমে পরিণত হ'লে এইরকমটা হয়। সতী স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যে টান তার মধ্যে একটা বাৎসল্যভাবও থাকে। তাই পেট চিরে খাওয়ায়। স্বামীর জীবন কামনা করে, সুস্থতা কামনা করে।

নারীত্ব সার্থকতা লাভ করে মাতৃত্বে। আর, এই মাতৃত্বের ভাব শুধু নিজের সন্তানেই নিবদ্ধ থাকে না, পরের ছেলেকেও নিজের ছেলের মতো সেবা-যত্ন করার প্রবৃত্তি হয়। এর ভিতর-দিয়ে একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করে। আমার এমনতর মনে হয়।

মা দুর্গাকে হরকামিনী বলে। কামিনীর মধ্যে থাকে অপরকে প্রীত ক'রে প্রীত হবার বুদ্ধি। আজকাল কামিনী শব্দটার অর্থ যেন অনেকটা অপকর্ষ লাভ করেছে।

মায়েদের মধ্যে ঐ আবেগ না থাকলে স্বামী, পুত্র ও অন্যের সেবা ঠিকমত করতে পারে না। মায়েদের সেবার কি কোন তুলনা হয়? কি করাটাই না করে। তারা সবসময় ভাবে সবাই বেঁচে থাক, সুখে থাক, স্বস্তিতে থাক, নাম-কাম হোক। আপন বা পর যার উপর প্রীতি থাকে তাদের জন্যই অমন করে। এই ক'রে তাদের লাগেও খুব ভাল। অপরকে সুখী ক'রে তাদের মন প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে বললেন—ধর, নীলু পাশ করল, কিন্তু কালীষষ্ঠীর ছেলে যদি পাশ না করে তাহলে তোমার উপভোগটা যেন খানিকটা ম্লান হ'য়ে ওঠে।

ননীমা—ছেলেদের অনেকেরও এমন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাতৃত্ব জিনিসটা যেন মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে।...কত অবহেলা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা পেয়েও তারা কেমন সংসারে জড়িয়ে থাকে। আমার মনে হয়, আমি হ'লে এমনভাবে করতে পারতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর শচীনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি পারতেন?

শচীনদা—অসম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র না হয় বোঝা যায়, স্ত্রী সে তো পরের মেয়ে, রক্তের কোন সম্বন্ধই নেই। অথচ স্বামীর উপর অমনতর টান কেমন ক'রে হয়? এ যেন এক অশৈলি কান্ড!

কথাগুলি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ-করুণ, প্রীতিমধুর দৃষ্টিতে সবার পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

১লা মাঘ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ১৫। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন। ভোলানাথদা (সরকার), স্মরজিৎদা (ঘোষ), শরৎদা (হালদার), প্রকাশদা (বোস), রাজেনদা (মজুমদার), ব্যোমকেশ ভাই (ঘোষ) প্রমুখ তাঁর সান্নিধ্যে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ভোলানাথদা জিজ্ঞাসা করলেন—কারও ভক্তি যদি ব্যভিচারিণী হয় তার কি পরিবর্ত্তন হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে না কেন? হতাশার কোন কারণ নেই। সকাম ভালবাসাও পরে নিষ্কাম ভালবাসায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু যারা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমাকে ভালবাসে ব'লে দেখায়, অথচ আদৌ ভালবাসে না, তাদের পরিবর্ত্তন হওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের কাম্য নই।

শরৎদা—কেউ হয়তো আপনাকে ভালবাসে না কিন্তু বড়মাকে সেবা করে নিজের স্বার্থের জন্য, তার কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে পাত্তা পেতে গেলেও আমাকে ভালবাসার ধুয়ো নিয়ে যেতে হবে। ঐ ধুয়োকে যদি পোষণ দেয় তাহ'লে হয়তো কালে-কালে তার মধ্যে আমার প্রতি ভালবাসা গজাতেও পারে।

আপনাকে কেউ হয়তো স্বার্থবুদ্ধিতে ভালবাসে। কিন্তু আপনার ছেলেটির হয়তো অসুখ করল। তখন তার প্রাণ আনচান ক'রে উঠল, সে ছুটোছুটি করতে লাগল তাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ ক'রে তোলার জন্য। আবার আপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর পাঁচজনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে তৎপর হয়ে উঠল,—তার মানে, তার ভালবাসার ভিতরে যে সকামতা ছিল সেটা ক'মে গিয়ে শুদ্ধ ভালবাসাই বেড়ে চলেছে।

২রা মাঘ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ১৬।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। নরেনদা (মিত্র), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি এমন দেখেছি যে পুরুষটা হয়তো শোথে ফুলে প'ড়ে আছে, নড়তে পারে না, স্ত্রী তখনও বাক্যবাণ ছুঁড়ছে—কিছু পারে না, আমরা খেতে পাই না তা' দেখে না, মরা কাঠ ঘরে শুয়ে প'ড়ে আছে। কাজের বেলায় নেই, গেলার বেলায় আছে। এইসব কথা শুনে মানুষটা হয়তো কত কষ্টে ঘর থেকে বেরিয়ে দুয়োর-দুয়োর ঘুরে কিছু যোগাড় ক'রে নিয়ে এসে বৌকে দেয়। যখন দেয় তখনও সে নিষ্ঠুরের মত গজগজ করে ও গঞ্জনা দেয়। এইরকম স্ত্রী যদি কারও ঘরে থাকে তাহলে যমের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকা বা যাওয়ার ইচ্ছা তার থাকে না।

নরেনদা—মানুষ তো দুটো খাওয়ার জন্যই ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তাদের খাওয়া জোটে না। যারা প্রতিপালক ও পরিবেশকে তুষ্ট, পুষ্ট ক'রে তোলার ধান্দায় ঘোরে, তাদের কখনও খাওয়ার অভাব হয় না।

বিদ্বেষপরায়ণ স্ত্রীর ব্যবহার কত বিশ্রী হ'তে পারে সেই প্রসঙ্গে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তারা এমন একটা আক্রোশ নিয়ে চলে, যে স্বামীকে অপদস্থ করবার জন্য সবসময় যেন মরিয়া হ'য়ে থাকে। বকেঝকে, ভ্যাঙচায়, বিদ্রূপ করে এবং ক্ষতি করবার ফুরসত পেলে ছাড়ে না।

একটু পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ যত স্বার্থান্ধ হয়, তত বেকুব হয়। প্রবৃত্তি-অন্ধ না হলে, মানুষ কখনও স্বার্থান্ধ হতে পারে না।

৩রা মাঘ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ১৭। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর কয়েকখানি চিঠি লেখালেন ঃ—

খেপু,

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হ'লাম।

খুকির শরীর এখনও ভাল নয় জেনে চিন্তিত আছি। বিহিত চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থায় ওকে তাড়াতাড়ি সুস্থ সবল ক'রে তোল। খাওয়াদাওয়া, চলাফেরায় যেন কোনরকম অনিয়ম না করে।

তোমার শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখ। এখন কেমন আছ জানিও। হাঁপের টান আর টের পাও না তো? পেট ভাল আছে তো? ওষুধপত্র রীতিমত খেও, খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর রেখ।

কি তক মেদিনীপুর যাবে? শান্তু, কানু, কল্পনা, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা—এরা কেমন আছে? কল্পনা কি শ্বশুরবাড়ি চ'লে গেছে? বাদল ও অন্নপূর্ণা ছেলেপিলে সহ কেমন আছে?

বড়খোকা মাঝে কদিন সর্দ্দি ও জ্বরে ভুগে উঠল। আর আর সব একপ্রকার।

তোমরা কেউ নেই—নিজেকে মাঝে-মাঝে বড় একা ও অসহায় মনে হয়।

তুমি আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো। যারা চায় তাদের দিও।

ইতি—
তোমারই
দীন
'দাদা'

বাদল,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমরা সব কেমন আছ জানিও। খুকির শরীর কেমন লিখো।

আলো ভাল আছে, তার জন্য চিন্তার কারণ নেই।

বড়খোকা মাঝে কদিন সর্দ্দি ও জ্বরে ভুগে উঠল। মুকুলের মামস্। অন্য সবাই একপ্রকার আছে।

কলকাতার কাজ সারা হ'লে সকাল সকাল চ'লে এস। তোমরা এখানে না থাকলে ভাল লাগে না।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো, যারা চায় তাদিগকে দিও।

ইতি—
তোমারই
দীন
'দাদা'

অন্নপূর্ণা,

তোমার চিঠি সময়মতই পেয়েছি। তোমরা মঙ্গলমত পেঁছেছ এবং রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।

কোলকাতায় নিত্যনতুন গোলমাল লেগেই আছে। খুব সাবধানে থেকো। সকলের টিকে নেবার ব্যবস্থা ক'রো। বাড়ির আর সবাই যাতে নেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

তোমরা কেমন আছ জানিও। কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি পার চ'লে এসো। তোমাদের জন্য সতত উদ্বিগ্ন আছি।

আলো ভাল আছে।

খুকি এখন কেমন আছে জানিও।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো এবং আর সকলকে দিও।

ইতি—
তোমাদেরই
দীন
'আমি'

৬ই মাঘ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২০। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বিছানায় উপবিষ্ট।

অনেকেই কাছে ছিলেন।

শৈলমা এসে নালিশ করলেন—কাল রাত্রে কালীষষ্ঠীমা আমাকে মেরেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেইকথা শুনে বললেন—আমি তো তোকে সকলের কথা শুনতে বারণ করেছি। তুই যদি মানুষের কথায় কান না দিস, আমার কথামত চলিস, কারও কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ থাকিস, তাহ'লে কেউ কিন্তু তোর চুলের ডগাটা পর্য্যন্ত ছুঁতে অবকাশ পায় না। তা' তো তুই করবি না, তুই তো একজনকে মেনে চলবি না, প্রবৃত্তিগুলিকে বান্ধব বলে মনে করেছিস, তাই নিজেকে তাফালের মধ্যে নিয়ে

ফেলিস। ভেবে দেখ, তোর জীবন-চলনার পথে তোর চালক কে? চালক ব'লে যাকে মনে করিস, তার কথা শুনে চলাই ভাল। প্রবৃত্তিকে যদি চালক মনে করিস, তাহ'লে যা' হবার তা' হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শৈলমা—আপনি আমাকে দেন, থোন, খাওয়ান—তা ওদের গায়ে সহ্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর যখন চাওয়া ছিল, তখন তোকে কিছুই দিইনি। এখন চাওয়া ফুরিয়েছে, তাই দিই অঢেল।

শৈলমা—আপনি দেন আর ওরা নাজেহাল করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই তোর অকামের জন্যই এমন দুরবস্থায় পড়িস।

এসবের মধ্যে দিয়ে কর্ম্মফল কাটে। শুধু কি তোর কর্ম্মফল কাটাই? এর মধ্যে দিয়ে আরও অনেকের কর্ম্মফল কাটে। বুঝিস না কেন? কর্ম্মফল কাটার সময় দুঃখ হ'লেও সে দুঃখ ধীরভাবে সহ্য করা ভাল। তখন নূতন করে কর্ম্মফল সৃষ্টি করা ভাল না। ওদের যদি প্রতিশোধ নিতে চাস, তাহ'লে কিন্তু আবার কর্ম্মফলের মধ্যে জড়াবি।

শুধু তুই আর আমি, তার মধ্যে আর কেউ না। আমি যা' বলব, শুধু তাই করবি। তুই পারিস সব। পারিস না কেবল শুধু আমি যা' কই তা' করতে। অল্পটুকু পারিস না, বেশীটা পারিস। এমনি ক'রেই নিজের দুর্ভোগের পাল্লা বাড়াস।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ অনেক বাণী দিলেন।

আজ রাণাঘাটের জমি রেজিস্টার্ড হ'ল।

৭ই মাঘ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ২১।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল আটটার সময় যতি-আশ্রমে সেগুন গাছের নীচে তক্তপোষের উপর রচিত শুভ্র শয্যায় এসে উপবেশন করলেন।

আজ বেশ চকচকে রোদ উঠেছে। শীতের সকালে রোদটা বেশ উপভোগ্য লাগছে।

যতিবৃন্দ রোদপিঠ ক'রে বসেছেন। দূরে দাদারা ও মায়েরা দাঁড়িয়ে প্রাণ ভ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন।

বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁরা একখানি ছোট বেঞ্চিতে বসলেন। বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কোথায় থাকেন?

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—কোলকাতায়।

সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তারী ক'রে ধর্ম্মপথে কিভাবে চলতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটোই allied (সম্পর্কিত)। ডাক্তারের কাজ হ'ল সেবা দেওয়া। শরীরের সেবার সঙ্গে মনের ও আত্মার পোষণ যদি যোগান যায় তাহ'লে শরীর সহজেই সুস্থ, সবল ও পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই করতে গেলেই প্রথমে প্রয়োজন একজন আদর্শ পুরুষ এবং তাঁতে অচ্যুত অনুরাগ। অনুরাগ তাঁতে কেন্দ্রায়িত হ'লে ধীরে-ধীরে তা' সবার উপর ছড়িয়ে পড়ে।

পরিবেশ বাদ দিয়ে আমরা সত্তাকে ধ'রে রাখতে পারি না। সত্তাকে সুষ্ঠুভাবে ধ'রে রাখে যা', বাড়িয়ে তোলে যা',—তাই-ই ধর্ম্ম। আমাদের এমনভাবে চলা দরকার, যাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের সত্তার ধারণ ও বর্দ্ধনের সহায়ক হ'তে পারি। আদর্শের কাছ থেকেই আমরা এই প্রেরণা বিশেষভাবে পাই। কারণ, তিনি সবার সত্তাসম্বর্দ্ধনায় স্বার্থান্বিত।

আরও দু'এক কথার পর ভদ্রলোকরা প্রীত হ'য়ে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ওরা যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাদের দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আবার কবেই বা দেখতে পাব!

উক্ত ভদ্রলোক—আমাদেরও খুব ভাল লাগল। আবার কখনও আসলে নিশ্চয় আসব।

ও'রা চ'লে যাবার পর শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—জগতের উপাদানও তো ভগবান!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ছাড়া আর আসবে কোত্থেকে? তিনিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা'-কিছু হয়েছেন। কিন্তু এই হওয়ার মধ্যেই তিনি নিঃশেষ হ'য়ে যাননি। "তাঁহার অনন্তলীলা বোঝে সাধ্য কার"।

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

(কথাটা বলার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ এক দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল)

বৈষ্ণবরা বলেছেন, ব্রহ্ম হলেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি। গীতায় আছে "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।" চণ্ডীদাস বলেছেন "শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

জন্মজন্মান্তর, যুগযুগান্তর ধ'রে জীব কিন্তু তাঁকেই খোঁজে, তাঁকে পাওয়ার আগে মানুষ জীবনের মর্ম্ম ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারে নাকো। তাঁকে যারা পায়, পেয়ে প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে ভালবাসে, তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চলতে চেষ্টা করে, তাদের

জীবন কৃতকৃতার্থ হ'য়ে যায়। তার মানে, সব করার, সব চলার উদ্দিষ্ট হলেন তিনি। তাঁকে ভালবাসতে পারলে তখন মানুষের স্বার্থপর কামনার অবসান হয়। সে বলে "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।" আমার বলতে ইচ্ছে করে "তোমার ইচ্ছা করিব পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।" তাঁকে জীবনে মুখ্য ক'রে তুলতে পারলেই, সব কাম ফর্সা।

শরৎদা—ইংরাজিতে একটা কথা আছে—Man is the measure of the universe (মানুষই বিশ্বের সীমা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি প'ড়ে শোনাতে বললেন।

প্রফুল্ল পড়ল ঃ—

লীলায়িত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াশীল
সংঘাত হ'তেই আসে শক্তি,
শক্তির বিশেষ সঙ্গতিই আনে 'অস্তু',
আর, তা' হতেই বস্তু,
বস্তুর বিশেষ সংহতি হ'তেই
জীবনের উদ্ভব,
আর, সক্রিয় জীবনেই থাকে প্রাণনক্রিয়া।

এই বাণীটি শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন ১৯৪৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাত এগারটার সময়।

বাণীটি পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বাইবেলের Genesis (সৃষ্টি)-র অধ্যায়টি প'ড়ে শোনাতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার বাইবেলের উক্ত অধ্যায়ের পাঠ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—সবটা মিলে অস্তু থেকে বস্তু কথাটা ঠিক আছে তো?

শরৎদা—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে একটু বিস্তার ক'রে বলা আছে।

Genesis (সৃষ্টি)-এর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় উক্তিটি হল "The spirit of God moved upon the face of waters (ভাগবত শক্তি জলের উপর দিয়ে অগ্রসর হল)।

শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—এমনতর কথা প্রচলিত আছে যে, নারায়ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে বটপত্রের উপর শুয়ে আছেন, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন, আর নারায়ণের নাভিকমল থেকে সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্টি হচ্ছে। বাইবেলের ঐ কথা এবং এখন যে বর্ণনা দিলাম এই দুয়ের মধ্যে মিল আছে ব'লে মনে হয়।

বটপত্র মানে বটের পাতা। বট মানে হও বা হওয়ার ভাব। আবার আছে, নারায়ণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অনন্তনাগের উপর শায়িত আছেন এবং তাঁর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হ'ল।

সমুদ্র-মন্থন সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মৈনাক পাহাড়কে বলা হয় দণ্ড। আবার, অনন্তনাগকে বলা হয় রজ্জু। দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করার পর অমৃতের উদ্ভব হ'ল। তখন নারায়ণ মোহিনী বেশ ধারণ ক'রে সেখানে উপস্থিত হলেন। কামলোলুপ অসুররা সেই মোহিনী-মূর্ত্তি দেখে মোহিত হ'য়ে তাঁর পিছনে-পিছনে ছুটল। ইত্যবসরে দেবতারা অমৃত পান ক'রে নিলেন। অমৃত আমাদের সামনে উপস্থিত হ'লেও আমরা তা' আস্বাদন করতে পারি না, যতক্ষণ আমাদের মন কামকলুষমুক্ত না হয়। মানুষও এইভাবে নারীলোলুপ হ'য়ে অমৃতকে হারায়।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষদের স্বভাবেই আছে মেয়েদের চটিয়ে মজা দেখা। কেউ এটা সূক্ষ্ম রকমে করে, কেউ বা এটা স্থূল রকমে করে। মেয়েরা প্রথমত চটলেও পরে আবার খুব মিল হ'য়ে যায় যদি স্বামীর উপর টান থাকে। অনেক সময় মেয়েরা চায় যে স্বামী তার সঙ্গে একটু খুনসুটিপনা করুক। বুদ্ধিমতী মেয়েরাও টক্কর দিতে পিছপাও হয় না। এটা উভয়কে উভয়ের উপভোগ করার একটা অঙ্গ। দুরকমের ভাব আছে। Masochism ও Saddism (দুঃখ পেয়ে সুখবোধ ও দুঃখ দিয়ে সুখবোধ)। তবে সবটারই একটা মাত্রা থাকা দরকার।

শচীনদা বললেন—অজয় বলে যে, যেখানে চাকরী করত সেখানে আবার যাওয়া তার পক্ষে অপমানজনক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কোন ব্যাপারে অনিচ্ছুক হ'লে সে-সম্বন্ধে নানারকম অজুহাত দেয়।

অজয়দার স্ত্রী সম্বন্ধে শরৎদা (হালদার) বললেন—মা-টির আপনার উপর খুব টান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। তবে আমি তো এটা চাই না যে কেউ দেবপ্রভ জ্যোতি নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় ঘুরে বেড়াক। তবে এটা ঠিক মেয়েটি ভাল। তাই অজয়ের কাজের সহযোগী হয়েছে। সে যদি অজয়ের অনুগামিনী না হ'ত তাহ'লে অজয় এভাবে ঝাঁপ দিতে পারত না। অবশ্য তাই ব'লে আমি এ বলি না যে, অজয়কে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এ কাজ করতেই হবে।

শচীনদা পাশে বসেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনে খুশী হ'য়ে বললেন—আমারও তো এই মত।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আছেন। পূজনীয় বড়দা এবং যতিবৃন্দ আছেন।

কথায়-কথায় শরৎদা বললেন—আমাদের যে কর্ম্মধারা তা' প্রধানতঃ আত্মসংগঠনের ব্যাপার। তাই, এইসব কথা ব'লে মানুষকে মাতিয়ে তোলা যায় কমই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম কি? কইতে জানলে এদিয়ে মানুষকে একেবারে পাগল ক'রে তোলা যায়। আমি তো বলেছি কিরকম মত্ততার যুগ গেছে একদিন। সব নির্ভর করে আপনাদের অনুরাগরঙ্গিল উন্মাদনার উপর।

৯ই মাঘ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ২৩। ১। ১৯৫০)

আজ মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। বড়াল-বাংলোয় ধুমধাম ক'রে সরস্বতী পুজো হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের পর পরমভক্তি ভরে পূজামণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দিলেন।

সন্ধ্যায় আবৃত্তি, গান, কবিতা পাঠ এবং প্রবন্ধ-পাঠ ইত্যাদি হ'ল।

১০ই মাঘ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ২৪। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে বিছানায় ব'সে আছেন।

বেশ রোদ উঠেছে। আজ দুদিন হ'ল আবার বেশ শীত পড়েছে।

গোঁসাইদা, কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), ভোলানাথদা (সরকার), স্মরজিৎদা (ঘোষ), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ রোদপিঠ ক'রে ব'সে আছেন। যতি-আশ্রমের ঘেরার বাইরেও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেন শূরদার কাছে রানাঘাটের জমির ব্যাপারে করণীয় সম্বন্ধে বললেন।

পাবনা থেকে দু'জন মুসলমান ভাই এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কাছে এক-এক ক'রে নাম ক'রে হিমাইতপুর এবং ছাতনিয়া এলাকার বহু মুসলমান ভাইয়ের খবরাখবর শুনলেন। হিন্দু-পরিবার কতগুলি আছেন এবং তাঁরা কেমন আছেন, সে-সম্বন্ধেও খবর নিলেন।

প্রসঙ্গত, জিজ্ঞাসা করলেন—পদ্মা কতদূর এগিয়ে এসেছে?

এতদ্‌জাতীয় বহু বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর প্রশ্ন ক'রে খবরাখবর নিলেন।

১১ই মাঘ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ২৫। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার),

শচীনদা (গাঙ্গুলী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাকে অধিকার ক'রে আমার চলৎশীলতা বজায় থাকে তাই নিয়ে আমার আধ্যাত্মিকতা। Material adjustment (বস্তুগত বিন্যাস) বাদ দিয়ে spiritual adjustment (আত্মিক সামঞ্জস্য) করতে গেলে অনর্থের সৃষ্টি হয়। আমাদের চলনা শ্লথ হ'য়ে পড়ে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" কথাটার মধ্যে যথেষ্ট তাৎপর্য্য আছে। বিশেষ জৈব-সংস্থিতি, যার ভিতর-দিয়ে আত্মা ক্রিয়া করে, তাকে কখনই উপেক্ষা করা চলে না। বিবর্ত্তন চাইলে বর্ণাশ্রম এসে পড়ে। সংস্থিতিকে ধ'রে রেখে উন্নতির দিকে এগুতে গেলে বর্ণাশ্রম লাগেই। যার যেমন সংস্কার তার কর্ম্ম ও জীবিকা তেমনতর না হ'লে জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়। এ-সব কথা জনসাধারণের মধ্যে ভাল করে পরিবেশন করা দরকার।

শৈলেনদা—এত মহাপুরুষ এসে গেলেন কিন্তু তাঁদের কথা থেকে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারিনি, কিন্তু আপনার কথায় জিনিসটা বুঝতে পারছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা যা' দিয়েছেন সেগুলি ঠিক-ঠিকভাবে পরিবেশন যদি না করি, সে তো আমাদের দোষ। তাঁরা যা' দিয়েছেন তা'তো অতুলনীয়। পূর্ব্বেরটা না থাকলে আমি যা' বলছি সে-কথা বলতেই পারতাম না। এমনকি, রামকৃষ্ণ ঠাকুর যে চাষটা ক'রে গেছেন, তা' যদি না করা থাকত, তাহ'লে আজ আমি এ-কথা তোমাদের কাছে বলতেই পারতাম না। বললেও তোমরা বুঝতে পারতে না।

শরৎদা—আপনার কথা থেকে তো মনে হয় দুনিয়ার মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তির মুক্তি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই যে একেরই পরিণতি। কেউ যে কাউকে বাদ দিয়ে নয়। বৈষ্ণবরা বলেছে "মুক্তিবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।"

প্রফুল্ল—দুনিয়ার অনন্তকোটি জীব অনন্তকাল ধ'রে তাল-বেতাল অপকর্ম্ম করতে থাকবে, আর ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে বারে-বারে আসতে হবে; যেন পায়ে বেড়ি দেওয়া অবস্থা, আমার কোন স্বাধীনতা নেই, সেটা তো এক জুলুম বিশেষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুক্তি মানে প্রবৃত্তির অধীনতা থেকে মুক্তি, যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণদাস হ'য়ে থাকা। তা' না-হওয়া পর্য্যন্ত তো তুমি কাজ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারবে না। জীবন্মুক্তি তো চাই-ই। বদ্ধজীবের আবার উপভোগ কোথায়? মুক্ত হ'লে তখন আসা-যাওয়া নিজের ইচ্ছাধীন। জেলার যেমন জেলের মধ্যেও থাকতে পারে, জেলের বাইরেও থাকতে পারে, তেমনতর স্বাধীনতা

তো চাইই। প্রবৃত্তির বেড়ী-পরা থাকলে তো হ'লই না। তা' থেকে মুক্ত হ'য়ে ইষ্টার্থে বাঁচতে হবে আমাদের এবং ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিবেশের সেবা করতে হবে। এইতো জীবন। এমনতর জীবন কে না চায় ?

১২ই মাঘ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২৬। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে আছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), অজয়দা (গাঙ্গুলী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

কোলকাতা থেকে কয়েকজন এসেছেন।

মনোহরদা (ব্যানার্জ্জী) নিতাই মুখার্জ্জীকে দেখিয়ে বললেন—নিতাইয়ের খুব ইচ্ছা আপনাকে গান শোনায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ শুনব। সেই গান শোনাও যে গানে সবাই উচ্ছল হ'য়ে ওঠে সব দিক দিয়ে।

এই কথা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই হয়তো পারবি, হেমকবি তোর দাদু তো !

নিতাই—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে একটা অসম্ভব মানুষ ছিল।

কথাপ্রসঙ্গে মনোহরদা বললেন,—পুরীতে তো অত কীর্ত্তন হয়, কিন্তু কীর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও জনগণের দুরবস্থা তো ঘুচল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কীর্ত্তন-টির্ত্তন করে, কিন্তু লোকসেবা করে না। তথাকথিত পাণ্ডা হয়ে গেছে, আদত পাণ্ডা নেই। সত্যিকার পাণ্ডা থাকলে তারা সবার মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করত। সাধারণ মানুষ যত দুঃস্থ হচ্ছে, পাণ্ডারা, ধর্ম্মপ্রচারকরা তত অকৃত-কার্য্য হচ্ছে বুঝতে হবে। সমাজের জন্য আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। তাই, আমরা নিজেদের খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই মত্ত থাকি। তোমরা কাগজ যদি বের কর তাহ'লে তার মধ্য-দিয়ে এমন কথা পরিবেশন করা লাগবে, যাতে একটা মানুষও দুঃস্থ না থাকে। আমাদের নিষ্ঠা নেই। তাই বাইরে থেকে যে-কোন ভাবের ঢেউ আসলে আমরা তাতেই গা ঢেলে দিই। এত যে প্রচার আমরা করি, কিন্তু ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রচার আমরা করি না। বড়কে ছোট ক'রে লাভ নেই, ছোট যাতে বড় হয় তাই আমাদের করতে হবে। আর, করার নেশা যাতে গজায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। না ক'রে পেলে মানুষ নাকাদ্দা হ'য়ে যায়।

মানুষের যোগ্যতা যাতে বাড়ে সেইভাবে প্রত্যেককে প্রবুদ্ধ করতে হবে। আমাদের উচিত এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে পৃথিবীর সব দেশের লোকের কাছে সেটা একটা

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হ'য়ে ওঠে। আমি চাই না যে ভারত বা কোন দেশ তার বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করুক। কিন্তু আমার এটা দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করে—আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে কিভাবে সারা দেশ সর্বদিক দিয়ে উন্নত হ'য়ে উঠতে পারে।

মনোহরদা—দুনিয়ার সব দেশ নাকি একসঙ্গে উন্নত হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেরা সব দিক দিয়ে উন্নত যদি হই, তখন ভাবতে পারি অন্যান্য দেশকে কিভাবে উন্নীত ক'রে তুলতে পারি। করাহীন ভাবার দাম নেই। আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা, সামাজিক সত্তা, রাষ্ট্রগত সত্তা ও জাতীয় সত্তাকে যদি না বাড়িয়ে তুলি তাহ'লে হবে না। ভারতীয় আর্য্যবাদ সব বাদকে পরিপূরণ করতে পারে। সে কাউকে বাদ দেয় না। আমাদের দেশে চার্ব্বাককেও পর্য্যন্ত অস্বীকার করা হয় নি। তার মধ্যে সত্যের যে সামান্য রেশটুকু আছে তাও স্বীকার করা হয়েছে এবং তার সুসম্পূর্ণ পরিপূরণ কিভাবে হ'তে পারে তাও দেখানো হয়েছে। আমরা সত্তাকে কখনও স্বাতন্ত্র্যহীন করতে চাই না। মানুষ যদি তার বৈশিষ্ট্য হারায়, তাহ'লে কিন্তু কিছুই থাকে না। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের পরিপূরণ যদি না হয় এবং সবাইকে এক ছাঁচে ঢালার চেষ্টা যদি করা হয়, তাহ'লে কোনভাবে মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ তাতে হবে না।

গণতন্ত্র-সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন - প্রত্যেক পরিবার থেকে পরিবারের সকলের ভোটে একজন প্রতিনিধি এবং তাদের সবার ভোটে গ্রামের একজন এবং গ্রাম প্রতিনিধিদের ভোটে থানায় একজন, থানা প্রতিনিধিদের ভোটে মহকুমায় একজন, এইভাবে যদি ভোটের ব্যবস্থা থাকে এবং প্রার্থী হিসেবে কেউ না দাঁড়াতে পারে, প্রত্যেকের ভোট যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয় তাহ'লে আমার মনে হয় খাঁটি লোকগুলি নির্ব্বাচিত হবার সুযোগ পায়। আর আমি ভাবি, প্রেসিডেণ্টই হোক আর রাজাই হোক, অবাঞ্ছনীয় কোথাও কিছু ঘটলে দেশের যে-কোন লোকের ঐ রাজা বা প্রেসিডে-ন্টের কাছে তার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকার থাকা উচিত।

আগে ব্যক্তিগুলির স্বাধীনতা ছিল, রাজা তখন পরাধীন ছিল, কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অস্থির। এমনতর রকম যদি না হয় তাহ'লে 'জনতার উপর ছড়িদারি করার অধিকার কোন নেতার থাকা উচিত নয়। আজকাল দেশের স্বার্থে ধুয়ো ধ'রে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার রেওয়াজ হ'য়েছে। এটা বন্ধ করাই লাগে।

এখন আবার চাই অবনতির পথ রুদ্ধ করা এবং উন্নতির পথ এন্তার খুলে দেওয়া।

আর আমার মনে হয়, যারা ইষ্টকৃষ্টি মানে না, যারা সুনিয়ন্ত্রিত নয়, তাদের ভোটের অধিকার থাকা উচিত নয়। নগণ্যতম ব্যক্তির বাঁচাবাড়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ

করার সাহস যাতে কোন রাজকর্ম্মচারী বা গণপ্রতিনিধির না হয়, তেমনতর ক'রে সংবিধান গঠন করা লাগে।

মনোহরদা—আপনি যা' বলছেন তা' তো নেতারা মেনে নেবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি না যে আমার কথা মেনে নিক, কিন্তু জনগণের কল্যাণ-সম্বন্ধে আমি যা' বুঝি সেটা বলার অধিকার তো আমার থাকবে। আমার হ'য়ে তোমরা লড়বে এমন ক'রে যাতে একটা মানুষও দুঃস্থ না থাকে। তা' নাহ'লে ধর্ম্মের মানে কী হ'ল আমি বুঝি না।

মনোহরদা—শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ঠিক করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জমি কিনেছে রানাঘাটে। ওখানে একটা Allround (সর্বতোমুখী) University (বিশ্ববিদ্যালয়) করার ইচ্ছা আছে, যাতে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী well-equipped (সু-উপযুক্ত) হ'য়ে বেরোতে পারে। তোমাদেরই এটা ক'রে তোলা লাগবে।

অজয়দা (গাঙ্গুলী)—আনন্দের সঙ্গে চলার যোগ্যতা অর্জ্জন করাই আমার মনে হয় শিক্ষার প্রথম কথা হওয়া উচিত। কথকতা ইত্যাদির ভেতর-দিয়ে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই সঞ্চারিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কথকতায় খুব কাজ হ'ত। সেগুলি প্রবর্ত্তন করতে বেশী সময় লাগবে না। মানুষ হ'লেই হয়। তোমাদের সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া লাগে। সৎসঙ্গের কর্ম্মীরাই আমার কথা ভাল ক'রে জানে না বোঝে না। তারা যাতে ভালভাবে এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়, তার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে।

জনৈক দাদা—কথকতার মতো এমন সুন্দর জিনিস দিন-দিন উঠে যাচ্ছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কৃষ্টির ধারাটা ঘুরে গেছে। যেমন আজ সিনেমা হ'য়ে থিয়েটারের জনপ্রিয়তা ক'মে যাচ্ছে। আর আমার যাত্রার উপর খুব নেশা আছে। যাত্রাটা যদি ঢেলে সাজান যায়, নতুন ধরনের বই লিখে সেগুলি যদি চালু করা যায়, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে যথেষ্ট কাজ হ'তে পারে। করণীয়ের অন্ত নেই। এখন লোক জোগাড় কর, যারা আমার কথাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবে। আমার কর্ম্মীদের প্রধান কাজ হ'ল তাদের নিজেদের জীবন গ'ড়ে তোলা। আমার দেখতে ইচ্ছে করে যে আমার প্রত্যেকটি কর্ম্মী যেন একটা Walking University (ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়) হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতীয়েরা ছিল দেবজাতি। তোমরা আবার দেবোপম চরিত্রের অধিকারী হও। ঘরে-ঘরে দেবতার আবির্ভাব সংঘটিত ক'রে তোল। আর শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এটা চারিয়ে দিতে হবে

প্রত্যেক দেশের লোকের মধ্যে—প্রতিটি দেশের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি ক'রে।

নিতাইভাই—সঙ্গীতের অবনতি হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটারই অবনতি হয়েছে। প্রাণের অবনতি হ'লে গানেরও অবনতি হয়। গান গায় প্রাণ—প্রাণের আনন্দ। সেই আনন্দ ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

নিতাইভাই—কী করলে গানের পুনরুজ্জীবন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শেখ, শেখাও, কর। গানের মধ্যে-দিয়ে যাজন কর, কৃষ্টি পরিবেশন কর। মানুষের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোল। মানুষকে বাড়িয়ে তোলাকেই তোমার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ ব'লে মনে করবে। তুমি বামুনের ছেলে, মানুষের যোগ্যতার প্রসাদভোজী হও। সেবা বিক্রয় ক'রে বাঁচার চেষ্টা কোরো না। মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-অবদানই তোমার উপজীব্য হোক।

মনোহরদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মন্ত্রশক্তিবলে রোগ আরোগ্য করা যায়, এ-সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এই ধরনের একটা বাস্তব ঘটনা দেখে আমার মনে বিশ্বাস জেগেছে যে এমনটা করা সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের ভেতরেও সে-শক্তি জাগবে, ক'রে দেখ। তবে এতদ্‌জাতীয় ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও তা' জাহির করতে যাওয়া ভাল না। সিদ্ধাইয়ের দিকে নজর গেলে সাধনা খতম হ'য়ে যায়। সিদ্ধাইয়ের গহ্বরে মানুষ কয়েদ হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

হৃদয় ছিল রামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে। সে বলত, তুমি এত সাধন-ভজন করলে মা'র কাছ থেকে সিদ্ধাই কিছু চেয়ে নেও। তার পীড়াপীড়িতে তিনি একদিন মা'র কাছে ঐ বিষয়ে জানাবেন ভাবছেন। এমন সময় দেখেন, আঁস্তাকুড়ে কতগুলি এঁটো পাতা প'ড়ে আছে, তার উপর ব'সে এক কালো বুড়ী বেশ্যা ধামার মত পোঁদটা আলগা ক'রে পড়পড় ক'রে হাগছে। তাই দেখে রামকৃষ্ণদেব বুঝলেন, মায়ের ইঙ্গিতটা কী। তিনি তখন বললেন—আমি এসব চাইনি মা, ঐ হৃদে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

তাই বলি, বুড়ী বেশ্যার গুর উপর লোভ-টোভ ক'রো না। তার চেয়ে নারায়ণ তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে উঠুন, সেই তো ভাল।

মনোহরদা—আমার একটি বন্ধু আছে, সে পরে আসবে। তার বাড়ী মথুরা। সে বাংলা জানে না, তাই তার পক্ষে আপনার ভাবধারা বোঝার অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব থেকে ভাল শিক্ষা হ'ল, উপযুক্ত 'মানুষের' সঙ্গ। তুমি তার ভাষাতেই বা ইংরেজিতেই তাকে বুঝিয়ে দিও, আলোচনা ক'রো। তোমার ভাবভক্তি-বিশ্বাসের জেল্লাই তার অন্তরে বুঝের আলো ফুটিয়ে তুলবে।

জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে হাতজোড় ক'রে বললেন—আপনার

দয়া ছাড়া তো কিছু হয় না। আপনি দয়া ক'রে আমাকে তাঁর পথে টেনে নেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে ভালবাস, তাঁর হ'য়ে যাও। তাঁর অনুশাসনবাণী যত মেনে চলবে, তাঁর জন্য যত ভাববে, বলবে, করবে, ততই তাঁর অধিষ্ঠান হবে তোমার অন্তরে।

মায়া যার ভগবানে
দয়া তার আসে প্রাণে।

যে যত ভক্তিমান হয়, সে তত সেবাপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। দয়ালকে ভালবেসে মানুষ দয়ালের স্বভাব পায়। তখন তার সবাইকে রক্ষা করবার, বাঁচাবাড়ার পথে এগিয়ে দেবার সম্বেগ জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

শরৎদা মুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, বৈষ্ণবদর্শনই খুব বাস্তবতাসম্পন্ন। তাঁর সেবার জন্যই আমার অস্তিত্ব। তিনিও অনন্ত, আমিও তাঁকে অনুসরণ করব অনন্তকাল। তিনিও ফুরাবেন না, আমিও ফুরাব না। অনন্ত উপভোগ এতে।

প্রফুল্ল—উপভোগ তো যারা প্রবৃত্তিমুক্ত হয়েছে তাদের পক্ষে। সাধারণ মানুষ তো মনের ঘানিতেই ঘোরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্ম নিলে পৃথিবীতে কষ্ট আছেই। কিন্তু কীল ঠিক থাকলে হ'ল। কীল আঁকড়ে থাকলে ভয় নেই।

শরৎদা—প্রফুল্ল বলছিল, আসা-যাওয়ার মধ্যে তো একটা দুর্ভোগ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বার-বার আসছেন এটা যদি আমি বিশ্বাস করি, তবে তাঁর কাজের জন্য আমরা আসব না কেন?

এরপর মনোহরদা, নিতাইভাই এঁরা আসলেন।

নিতাই—কেষ্টদাদু বলেছেন যে ছোটদের উপযোগী ক'রে কতকগুলি Marching Song অর্থাৎ কুচকাওয়াজের সময় গাওয়া যায় এমনতর গানের সুর দিতে হবে। অথচ আমি তো ভাল ক'রে সব জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানিস্ না-জানিস্ তা'র তোয়াক্কা করবি কেন? মনের মধ্যে একটা ছবি এঁকে কথায় তার রূপ দিতে চেষ্টা করবি। ঠিক পেরে যাবি। একবার, দু'বার না পারলেও চেষ্টা কর, ঠিক এসে যাবে। গানের ব্যাকরণই তোর গানকে অনুসরণ করবে। গান যদি আসে, তার সঙ্গে সুরও আসবে। সুরটা যেন হয় খুব উদ্দীপনী, মানুষকে যেন তা' উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে।

মনোহরদা—আমার দাদুর কথা আপনাকে বলেছিলাম, তিনি খারাপ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পান না। আপনি বলেছিলেন ইষ্টে বৃত্তিভেদী অনুরাগে সব যায়। সে-কথা তাঁকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি খারাপ চিন্তা এড়াতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারায়ও কাম নেই, না-পারায়ও কাম নেই। ইষ্টকে নিয়ে প'ড়ে থাকা লাগে। আর খারাপটা আসলেও সেদিকে খেয়াল দিতে নেই, ভালটা নিয়েই ডুবে থাকতে হয়। মানুষ সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে নৈরাশ্যবাদী হ'য়ে পড়ে, তখন একটা নৈরাশ্যবাদী বিন্যাস হয় দেহমনের। ইচ্ছা করলেও ভালটা দেখতে পারে না। খারাপটাই যেন তাকে পেয়ে বসে। ওর উপায় হ'ল নাম করা, ভগবানকে ডাকা। আবার একটা সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়, যারা তাকে কৌশলে ভাল ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকতে সাহায্য করবে। তবে মানুষটা যেন সে সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে না পড়ে। তাকে দিয়ে ভাল কিছু করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তার এমনটা বোধ হলে মুশকিল। আনন্দের মধ্যে-দিয়ে সহজভাবে ব্যাপারটা ঘটিয়ে তোলা চাই।

এরপর নিতাইভাই দুটো গান গাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—ভাল।

গান গাওয়ার পর নিতাইভাই বললেন—আমার গলাটা ভেঙ্গে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গলা ভেঙ্গে গেছে, গলা ভেঙ্গে গেছে বার-বার বলবি না। এ-কথা যত বলবি ততই ঐরকমটা ঠেসে ধরবে, এড়াতে পারবি না। খানিকটা বচের গুঁড়ো, আউন্সখানেক দুধ ও ব্রাহ্মী শাকের রস ড্রামখানেক একত্র মিশিয়ে খেলে গলা ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরদার দিকে চেয়ে বললেন—কত মানুষ বেঘোরে প'ড়ে যায়, কিন্তু হাতের কাছে এমন লোক পায় না, যে তাকে সুকৌশলে ভালতে উন্নীত ক'রে তুলবে। এই অবস্থায় নেতিবাচক ভাব ও নৈরাশ্যই তাকে পেয়ে বসে।

নিতাইভাই—আমার ইচ্ছা ছিল দাদুর গানগুলি শিখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রেই শিখবি।

এরপর রাত ন'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তানের চরিত্রগঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি বড় বাণী দিলেন।

১৩ই মাঘ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ২৭।১।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আছেন।

মনোহরদা (ব্যানার্জ্জী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), অজয়দা (গাঙ্গুলী), পণ্ডিত ভাই এবং আরও অনেকে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শৈলেনদা বললেন—এখন তো আমাদের প্রধান দায়িত্ব বিশিষ্ট মানুষগুলিকে আপনার ভাবে ভাবিত ক'রে তোলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার একলার কিছু করবার সাধ্য নেই, যদি তোমার বেষ্টনী অনুকূল হ'য়ে চারিপাশে গুচ্ছ বেঁধে না ওঠে। কর্ম্মী বাড়ান ছাড়া উপায় নেই।

আজকাল বেশীরভাগ লোকই আত্মকেন্দ্রিক। না ক'রে, সেবা না দিয়ে ফাঁকি দিয়ে পেতে চায়। চরিত্রবান কর্ম্মী ছাড়া তাদের চলার মোড় ফেরাবে কে? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে সেই সরষেকেই যদি ভূতে পেয়ে ব'সে থাকে, তাহ'লে ভূতই পাকাপোক্ত হ'য়ে জেঁকে বসবে।

আমাদের কর্ম্মীরা যদি প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়, প্রবৃত্তি-চাহিদা পূরণের ধান্দায় ঘোরে, তাহ'লে সৎসঙ্গ আন্দোলনকে দিয়ে কারও কোন উপকার হবে না,—এটা সুনিশ্চিত। শিশ্নোদরপরায়ণতাই আজকের যুগের মানুষের প্রধান সমস্যা এবং তার নিরাকরণই আমাদের প্রধান কাজ। যারা এ-কাজ করবে তারাই যদি শিশ্নোদরপরায়ণ হয় তাহ'লে মানুষ কিছু পাবে না আমাদের কাছ থেকে। ধর্ম্মের নামে আমরা অধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা করব।

মনোহরদা—আপনি নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী চাচ্ছেন, কিন্তু দশজনে নেতা ব'লে মানবে তবে তো নেতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের চলনফেরন নিক্তিমাফিক হওয়া চাই। তারা যা' বলবে, তা' 'মূর্ত্ত' হওয়া চাই তাদের চরিত্রে। তখন তাদের কথায়, রকম-সকমে মানুষ বুঝতে পারবে, ধরতে পারবে জীবনের পথ। এমনিভাবে তারা দাঁড়িয়ে যাবে। শ্রদ্ধার্হ চলন হ'লে পরম শত্রুও মনে করবে একে শ্রদ্ধা না-করা ঠকা। শ্রদ্ধা করতে না পারলে তারা সুখ পাবে না অন্তরে।

মনোহরদা—একদিনে তো মানুষ এ-রকম হ'তে পারবে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের গোঁ হ'লে ক'দিন লাগে? কাজের ভেতর-দিয়ে গোঁ-টা খাটান লাগে। তখন সদ্ভাব চরিত্রে আসন গেড়ে বসে। চালচলনটাই অমন হ'য়ে যায়। যারা ভাল থিয়েটার করে তাদের বাইরের চলনের মধ্যেও অভিনয়ের ধাঁচ ফুটে ওঠে। যারা নাচতে জানে, তাদের হাতটাতের নড়নচড়নের মধ্যে আপসে আপ নাচের ভঙ্গীটা টের পাওয়া যায়। ভাব যদি স্নায়ুপেশীর মধ্যে ঠাঁই না পায়, তবে ব্যক্তির ভেতর-দিয়ে তা' পরিবেশের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চাণক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি রাজকোষ থেকে এক কপর্দ্দকও নিতেন না। তিনি খুদের জাউ খেয়ে থাকতেন। আজকালকার নেতারা যদি চাণক্যের আদর্শে না চলে, তাহ'লে তারা

চাকুরে বা চাকরের থেকে বেশী কিছু ক'রে উঠতে পারবে না। লোকের উপর তাদের কোন প্রভাব হবে না। চিন্তা ক'রে দেখ, যার অঙ্গুলিহেলনে একটা রাজত্ব চলে সে সেই রাজ্যের কাছ থেকে একটা পয়সারও প্রত্যাশা রাখে না। কতবড় মানুষ এরা, যাকে বলে প্রকৃত বামুন। পৃথিবীতে চাণক্য আর-একটা হয়নি।

সুশীলদা—শুনেছি বিসমার্ক তাঁর মতো ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে চাণক্যের কাছে কিছু না। সে তার assistant (সহকারী) হ'তে পারে বড়জোর।

জনৈক ভাই বললেন—বর্ণাশ্রমে প্রত্যেক বর্ণ তার নিজস্ব বৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যাই করুক সে তার চরমে যেয়ে পৌঁছতে যদি চেষ্টা করে তাহ'লে তার একটা সার্থকতা আছে। আর, একটা জিনিস শিখতে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই এসে পড়ে। সবটার সঙ্গেই সবটা জড়ানো। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে সহজাত যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা লাগে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি দিন দিন আরো যোগ্য না হ'য়ে ওঠে তাহ'লে জাতি কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেকে মনে করে, বর্ণাশ্রমের মধ্যে নিম্ন বর্ণকে ঘৃণা করা হয়। তা' কিন্তু মোটেই নয়। প্রত্যেক বর্ণের কাছে প্রত্যেক বর্ণই অপরিহার্য্য। আর যাদের গুণ থাকত সমাজে তারা স্বীকৃতি পেতই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের স্রষ্টা পারশব। আজও তিনি পূজিত হন। রুহিদাস মুচি হ'লেও কত ব্রাহ্মণ আজও তার মন্দিরের চরণামৃত খায়। কোথায় ঘৃণা। আমরা তো গ্রামে-গাঁয়ে দেখেছি বাড়ীতে যদি বুনো বাগদীরা কাজের লোক থাকত তাহ'লে বামুন-বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত তাদের দাদা কাকা ব'লে ডাকত, কত সম্মান করত। উল্টো প্রচার ক'রে-ক'রে লোকের মনে বিকৃত ধারণা ঢোকান হয়েছে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষ যদি গভীরভাবে ইষ্টপ্রাণ হয়, তবে তার সংযম জিনিসটা প্রচুর পরিমাণে থাকে। তার ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে সন্তানের জন্ম-নিরোধ করা প্রয়োজন হয় না। আত্মসংযম ও ইষ্টপ্রাণতা থাকার দরুন তার মন ঊর্দ্ধ্বলোকে বিচরণ করে। তার দাম্পত্য জীবন হয় মধুর ও সংযত। স্বাভাবিকভাবেই তার ছেলেপিলে কম হয় এবং অতি অল্পসংখ্যক যা' হয় তার এক-একটা হয় সূর্য্য-বগলে-করা হনুমানের মতো। যারা কৃত্রিমভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে, শিশ্নোদরপরায়ণতা তাদের জীবনের নিয়ামক প্রবৃত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের সন্তানও নিম্নমুখী মন

ও প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। যারা সুকেন্দ্রিক ও সংযত নয়, তারা শুভ সংস্কার-সম্পন্ন সুসন্তানের জনক হ'তে পারে কমই। অবশ্য, সুপ্রজননের ব্যাপারটা মায়েদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই বাপের মতো মায়েরও সুকেন্দ্রিক ও সংযত হওয়া প্রয়োজন।

নিতাইভাই—সিগারেট খাবার অভ্যেসটা ছাড়া যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একসময় খুব সিগারেট খেতাম। ক্যাপস্টেন, নেভিক্যাট কৌটো-কৌটো উড়ে যেতো। ঝম্ ক'রে ছেড়ে দিলাম। অন্য ভাল কাজে এত ব্যাপৃত থাকতাম যে সিগারেট ব'লে যে একটা জিনিস খেতে হবে, সে-কথা চিন্তা করার অবকাশ পেতাম না। এ-সব কঠিন কিছু না। আসল জিনিস মন। মনটাকে সরাতে পারলেই হ'ল। তার উপায় হ'ল সাধু সঙ্কল্প এবং সৎচিন্তা ও সৎকাজের বেড়া দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখা।

মনোহরদা—অসৎচিন্তার অভিভূতি কাটান যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরোধ বা উস্কানি—কোন দিকেই মন দেওয়াই ভাল নয়। দিনের মধ্যে কয়েকবার বলতে হয় আমি ভগবানকে ভালবাসি, মনে প্রাণে ভালবাসি, আর কাজেও তেমনি করতে হয়। ভগবানের চিন্তা করতে হয়, সাথে-সাথে লাগে লোকহিত চিন্তা ও লোকহিত সাধন। তার সঙ্গে-সঙ্গে চাই সৎসঙ্গ, সদালাপ ও সদাচার। ভাল লোক যদি আশপাশে না পাওয়া যায়, ভাল বই পড়তে হয়, এতে অসৎ চিন্তার স্রোত আপনা থেকেই ক'মে যায়। খারাপ কোন ভাব যদি মনকে আক্রমণ করে তার ভিতর-দিয়েও শুভ ও সার্থকতার চিন্তা করা লাগে—যতটা পারা যায়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কবিরাজ বিজয়বাবু (ভট্টাচার্য্য) এসেছেন কোলকাতা থেকে। দুজন হিন্দিভাষী ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরাও এখানে এসে বসেছেন। যতিদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত আছেন।

আজ কিশোরীদা (চৌধুরী) কোলকাতা থেকে অটোক্লেভ ও ইনকিউবেটর নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' দেখে খুব প্রীত হ'য়ে কিশোরীদাকে বললেন—কাজের মতো কাজ করিছেন একটা।

কিশোরীদা প্রণাম ক'রে হেসে বললেন—আপনার দয়াতেই সম্ভব হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতাকে যারা ভালবাসে তারা পরমপিতার দয়ায় অনেক কিছুই পেরে যায়। মাল ঐ ভালবাসা।

বিজয়বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। এরপরে নাড়ী ধ'রে দেখলেন।

নাড়ী দেখে তিনি বললেন—এবার অনেক ভাল দেখ্‌ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে সম্পূর্ণ ভাল ক'রে দেন, যেন আমি ছুটতে গেলে, শরীর আমার কাছা চেপে না ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুতে ব'সে সুশীলদা (বসু), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখের সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন —সমীচীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি-সম্বর্দ্ধনা যাতে থাকে তার ব্যবস্থা কোথাও দেখি না। যাদের ভোট নিয়ে কর্ত্তারা মসনদে যেয়ে বসে, তাদেরই মারার ফন্দী। লোকে যাতে দুটো খেতে পারে তার কোন চেষ্টা নেই। না খেতে পেয়ে লোকে যদি কোন দরবার করতে যায় তাদেরই গুলি ক'রে মারে। সরকার যদি এইভাবে চলে তাহ'লে সে-সরকার আপনা থেকেই লোকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে। সে-সরকারের উপর লোকের কোন আস্থা থাকবে না। যে-সরকার লোকের আস্থা হারায় সে-সরকারের অস্তিত্ব নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। নেতারা দেশটাকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অবস্থা কিন্তু খুবই সঙ্গীন। নেতৃবৃন্দ যদি এইভাবে চলে, তাহ'লে জনতার আক্রোশ কিন্তু তাদেরও রেহাই দেবে না। অবশ্য তা' আদৌ কাম্য নয়কো। অশান্তি কে চায়?

মনোহরদা বললেন—মাড়োয়ারীরা কালোবাজারী খুব করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের খারাপটাই দেখ, তাদের ভালটা দেখ না কেন? গণেশীলাল ব'লে একজন গরীব মাড়োয়ারী ছিল। সে কিন্তু তার জীবন শুরু করে হাওড়া স্টেশনে নিমের দাঁতন আর জল নিয়ে। পরে সে রেলের ভেণ্ডার হয়েছিল। কোটি-কোটি টাকা করেছিল। সে সৎসঙ্গে এসে নিজে পাহারা দিত। দানধ্যানও সে কম করেনি। আমি যতদূর জানি সে কিন্তু সেবা ও যোগ্যতার উপরই দাঁড়িয়েছিল। অসৎ লোক যেমন আছে, সৎলোকও ওদের মধ্যে ঢের আছে।

জনৈক ভাই—মানুষের efficiency (দক্ষতা) আসে কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Urge (আকূতি) থেকে efficiency (দক্ষতা) আসে। Urge (আকূতি) যখন সক্রিয় হয় তাকে বলে energy (শক্তি)। Energy (শক্তি) যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ততই মানুষ যোগ্য হয়ে ওঠে। তখন তার বুদ্ধি হয় পরিবেশকে ইষ্টার্থী সেবায় বড় ক'রে তোলা। এই সম্বেগই মানুষকে টেনে লম্বা ক'রে তোলে।

মনোহরদা—আমি ম'রেও যদি দশজনে বাঁচে সেটা কি ভাল নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মরছি যে আদর্শের জন্য তা' জীবনীয় কিনা ভেবে দেখতে হবে। জীবনীয় যদি হয়ও, তবে আগে মরি কেন? বেঁচে পরিবেশ-সহ কতখানি

দক্ষতার দিকে এগুতে পারি, সেই চেষ্টা করাই তো ভাল। মৃত্যু তো না চাইলেও আসবে। মরার কথা অত ভাববে কেন?

মানুষের একটা পাগলামি আছে। আমি যদি কোন সৎ উদ্দেশ্যের জন্য মরি, আমার মৃত্যুর পর আমার নামে একটা স্তম্ভ হবে। আমি অমর হয়ে থাকব, এইসব কথা ভাবে। আমি যদি আমার উদ্দেশ্যে কুশল-কৌশলী ও পাকাপোক্ত না হ'তে পারি, তাহ'লে তথাকথিত শহীদ হওয়ার দাম কি? তোমার ঋষির মুখের ডাক শোন। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তুমিও ঐ-কথা বল। সবাই ক'রে চল, বেঁচে থাক, বেড়ে ওঠ।

মনোহরদা কথাপ্রসঙ্গে ধনীদের গলদের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের গুণ না দেখে যেই দোষ দেখতে লাগলাম, তাতেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলাম, সেই কিন্তু আমি ঠকে গেলাম। মহেশ ভট্টাচার্য্যের কথা ভেবে দেখ না কেন, তিনি কি চুরির উপর দাঁড়িয়ে বড় হয়েছেন? চুরি করাটাই খারাপ। তাতে যোগ্যতাটিকে খতম ক'রে দেওয়া হয়। তাই বলে হনুমানের চুরিটা কিন্তু চুরি না। কারণ, সেটা তিনি করেছিলেন ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার্থে। ধর্ম্মের গ্লানি নাশ ক'রে প্রকৃত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শিবাজীর সুরাট লুণ্ঠনও নিন্দনীয় কাজ নয়কো। কারণ, সে তা' করেছিল ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য। তার চরিত্র ছিল স্নেহকোমল অথচ বলদীপ্ত। রামদাসের নেতৃত্বে সে যে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছিল তার তুলনা হয় না। অতবড় বাস্তব যোগী কমই দেখা যায়। তাই লোকে আজও গায় 'জাগো, জাগো শিবাজী'!

তবে একথা ঠিক, যার means (উপায়) ও end (উদ্দেশ্য) দুইই ভাল, তাইই সর্ব্বোত্তম। যার end (উদ্দেশ্য) ভাল, means (উপায়) খারাপ সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অনেক সময় কিছু-কিছু খারাপের আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ কত চেষ্টা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এড়াতে, কিন্তু দুর্য্যোধনের অসহযোগিতার জন্য তা', কিছুতেই পেরে উঠলেন না। এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

জনৈক দাদা—কোন-কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুষ্টু লোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সৃষ্টি হয় বাপের ঔরসে মায়ের গর্ভে। সুষ্ঠু বীজ ও ভাল জমি দুইই চাই। তারপর লাগে সৎ শিক্ষা ও ভাল পরিবেশ। যাই বল, মানুষের

জন্মে গলদ থাকলে শিক্ষা ও পরিবেশ দিয়ে তার প্রতিকার করা কমই সম্ভব। প্রতিলোমের কোন প্রতিকার নেই। আমাদের দেশে পণপ্রথা থাকার দরুন অনেকসময় মানুষ নীচু ঘরে মেয়ে দিতে বাধ্য হয়। পণপ্রথার যাতে বিলোপ হয় তা' করাই লাগে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কেষ্টদা,

আপনার চিঠি পেয়েছি। Practical programme (বাস্তব কার্য্যক্রম) কী সেটা আমি বুঝতেই পারি না। এক হ'তে পারে অন্যান্য বিষয়গুলি কথাবার্ত্তা-আলোচনার ভেতর-দিয়ে আপনি যেমন আমার কাছ থেকে বের ক'রে নিয়েছেন, তেমনি ক'রে যদি বের ক'রে নিতে পারেন। নতুবা যেই ভাবি আমাকে একটা practical programme (বাস্তব কার্য্যক্রম) দিতে হবে, অমনি ভাবি আমার মতো মানুষ আবার একটা practical programme (বাস্তব কার্য্যক্রম) কী দেবে? আমি কি তা' পারি? না সে কিস্মতই আমার আছে?

আজ দু-তিনদিন হ'ল মনোহর, নিতাই ওরা এসেছে, তাদের দেখেশুনে ভালই লাগল।

আপনি ওখানে থেকে ঘোরাফেরা ক'রে অনেককে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছেন এবং তারা তাতে সুখী হয়েছে শুনে ভালই লাগল।

আপনি এখানে অনেকদিন নেই। কেমন যেন ফাঁকা হ'য়ে পড়েছি। ভাল লাগে না। আপনি কবে আসবেন? প্রায়ই ভাবি এই বুঝি আপনি এলেন।

আপনার বাড়ীর সবাই একরকম আছে। টালার মা খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। এখন একটু ভাল।

আপনার শরীর কেমন? কিরণ (মুখোপাধ্যায়) কেমন আছে?

ফ্ল্যাট ভাড়া করার কথা শুনেছিলাম, তা' কি করেছেন?

এখানে অন্যান্যরা সকলে একরকম আছে। তবে অরুণ (দত্ত) কোলকাতা থেকে চিকেন পক্স নিয়ে এসেছে, অল্পই বেরিয়েছে, রবি (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাকে চিকিৎসা করছে।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জানবেন, যারা চায় তাদের দেবেন।

ইতি
আপনারই
দীন
"আমি"

১৫ই মাঘ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ২৯। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে এসে বসেছেন। কাছে যতিবৃন্দ আছেন। বর্দ্ধমানের মনোরঞ্জনদা (চ্যাটাজ্জী)-ও উপস্থিত।

মনোরঞ্জনদা কোন একটা কাজ-সম্বন্ধে বললেন—কাজটা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগেই যদি কঠিন বুদ্ধি পেয়ে বসে, তবে কাজ করা কঠিনতর হ'য়ে দাঁড়ায়। কঠিন বুদ্ধি মুছে ফেলে দিতে হয়। কঠিন বুদ্ধির প্রশ্রয় দিলে কাজের পথের অন্তরায়গুলি কঠোর হ'য়ে পড়ে।

মনোরঞ্জনদা—গোড়ায় হয়তো কোন কাজ কঠিন বলে মনে হল, কিন্তু করায় হাত দিয়ে হয়তো দেখা গেল যে সেটা হয়—এমনতরও তো হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন বুদ্ধি যাদের কাছে প্রশ্রয় পায় না তারাই সহজে পারে। কঠিন বুদ্ধি প্রশ্রয় পেলে সেখানে অন্তরায়গুলি পাড়ি দেওয়া মুশকিল হ'য়ে ওঠে। কঠিন বুদ্ধি যেখানে প্রশ্রয় পায় না, সেখানে বড়-বড় কাজ হ'য়ে যায়। পরে মনে হয় করলাম কেমনভাবে ?

কালিদাসদা (মজুমদার)—কঠিন ব'লে বোঝা সত্ত্বেও তো কৃতকার্য্য হওয়া যেতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিলে একটা নেতিবাচক ভাব উঁকি মারতেই থাকে। ডাকাতি করা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু যে সাহসের সঙ্গে ডাকাতি করে, তার বুদ্ধি, শক্তি, স্নায়ুপেশী সবকিছু তেমনভাবে সজাগ হ'য়ে তাকে সাহায্য করে। নরেনদার কাছে কখনও শুনলাম না—কঠিন বা পারা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোরঞ্জনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—পারবি তো ?

মনোরঞ্জনদা—আমি নরেনদাকে সাহায্য করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি কথা ? তুমিই কাজের দায়িত্ব নেবে এবং নরেনদা তোমার উত্তরসাধক হ'য়ে থাকবে। জিতেন মিত্রের কঠিন বুদ্ধি যদি উড়িয়ে দিতে পার, তবে তার দ্বারাও কাজ হবে।

মনোরঞ্জনদা—কাজের পথ দেখিয়ে দিলে বোধহয় সহজে পারা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি চুরি করবা, তোমাকে পথ দেখায়ে দেবে কে ? তুমিই গ্রামের মধ্যে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে যা' করবার তা' করবে। তোমার interest (অনুরাগ)-ই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে।

একটা লোক যতই খারাপ হোক, সে যদি বিশ্বাসঘাতক না হয় এবং তার যদি অটুট নিষ্ঠা থাকে, তবে তাকে দিয়ে অনেক কাজ হ'তে পারে।

সাহসী মানুষ তাকেই কয় যে কাজের কঠিনত্ব-বোধের দ্বারা অভিভূত না হ'য়ে কঠিন কাজে সঙ্কল্প-সহকারে লেগে যায়। সুভাষ বসু কী করল? সুভাষ বসুর কাজের ঠেলায় তো ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হ'ল। এরা যে বলে, কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেটা অর্ধসত্য। নৌ-বিদ্রোহ যদি না হ'ত তাহ'লে ইংরেজদের মাথায় অত সহজে টনক নড়ত কিনা সন্দেহ।

আমার মনে হয়, হিটলার যদি বেঁচে থাকত তাহলে ভাল হ'ত। ইংরেজদের সঙ্গে হিটলারের মতপার্থক্য খুব বেশী নয়, বরং রাশিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবধান সমুদ্রপ্রমাণ। ফলকথা, হিটলার, মুসোলিনীর বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাদের টিকিয়ে রাখাই উচিত ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম থেকে উঠে গোলতাঁবুতে এসে একটি বাণী দিলেন।

বাণী দেবার পর বললেন—আমি আগে কোন কাজ করতে গেলে গানটান গেয়ে শরীর-মনকে দোলায়ে নিতাম। একটা বোল ধরতাম, হয়তো রজনী সেনের ঐ গানই গাইতাম—

"আমায় ধ'রে রাখবি তোরা
আমায় বেঁধে রাখবি কেউ,
কি টানে টেনেছে আমায়
ঐ উছল প্রেমের ঢেউ।"

এইরকমের ভেতর-দিয়ে একটা উম্মাদ ঝোঁকের সৃষ্টি ক'রে নিতাম। মনের মধ্যে একটা নেশা সৃষ্টি ক'রে নিলে, কাজে একটা উৎসাহ আসে। মানুষ ক্লান্ত হয় কমই। আবার, তার সান্নিধ্যে এসে অন্য অনেকেও মেতে ওঠে। আনন্দ-দীপনাই কাজ করে। তাই ভাবমুখর থাকতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনদা (মিত্র), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জ্জী), জিতেনদা (মিত্র) প্রমুখকে বললেন—বিপ্লবী যতীন মুখার্জ্জীর কথা শুনেছি, তার কথা দিয়ে আগুন বেরুতো। একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হতে নাকি একমিনিটের বেশী সময় লাগতো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে আসীন।

তিনি মনোরঞ্জনদা ও জিতেনদাকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ইষ্টপ্রাণতা থাকলে মানুষের বিচ্ছিন্ন গুণগুলির একটা সুকেন্দ্রিক সমাবেশ হয়। সাধারণ মানুষের নানা ভাবের মধ্যে, গুণ ও শক্তির মধ্যে একটা সুষ্ঠু সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু ইষ্টপ্রাণতা থাকলে ভাব ও গুণগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়, আবার সবগুলি মিলে

ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে। এতেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। নইলে হাজার গুণপনা নিয়েও বহু মানুষ কোন কাজের কাজ ক'রে উঠতে পারে না।

মনোরঞ্জনদা অসুবিধার কথা বলছিলেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—তুমি বুকে আগুন জ্বালায়ে তোল। সেই আগুন তোমাকে অস্থির ক'রে তুলুক। দেখবে, তখন সেই আগুন আরও অনেককে তাতিয়ে তুলবে, মাতিয়ে তুলবে।

একটা sentimental blaze (ভাবের আগুন) জাগিয়ে তুলতে হয় with rational creeping in every argument or in every footstep (প্রত্যেক প্রসঙ্গে এবং প্রতিপদক্ষেপে যুক্তিসমন্বিত অনুচলনসহ), তাতে কোন জিনিস ধোঁয়াটে থাকে না, সবটা বোধের কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। তাই অন্যকে অনুপ্রাণিত ও সহযোগী ক'রে তুলতে কোন অসুবিধে হয় না।

১৬ই মাঘ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৩০। ১। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে ব'সে চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

একটু বাদে হঠাৎ কাশীদা (রায়চৌধুরী)-কে ডেকে বললেন—তুই যে টাবুর জন্য বল এনে দিবি বলেছিলি তা' তো দিলি না। যা' বলেছিস তা' না করলে, চরিত্রে ঐটুকু খুঁত থেকে যাবে।

কাশীদা—আমার মনে আছে, তবে আনাবার সুযোগ পাইনি। এখনই ব্যবস্থা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—সেও ভাল!

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আশ্রমে থাকা মানে প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে ইষ্টনিষ্ঠ তপোনিরত থেকে দুঃখ-কষ্ট স'য়ে-ব'য়ে আজীবন লোকসেবা ক'রে চলা এবং তাতেই তৃপ্ত থাকা। অবশ্য, এই মনোবৃত্তি যাদের থাকে প্রকৃতিই তাদের পূরণ ক'রে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে কথাপ্রসঙ্গে শরৎদাকে বললেন—যদি আপনাদের University (বিশ্ববিদ্যালয়) হয় এবং আপনারা যদি Professor (অধ্যাপক) হন তাহলেই শিক্ষা হবে। বাইরের যত বড় বিদ্বানই আসুক, আপনাদের দিয়ে যা' হবে তাদের দিয়ে তা' হবে না। তার কারণ, মূল বিষয় সম্বন্ধে এখানে আমার কাছে থেকে আপনাদের একটা বাস্তব বোধ গজিয়ে গেছে।

কোলকাতা থেকে আগত এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা গান শোনাতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী মনে বললেন—করেন।

ভদ্রলোক একটি গান গাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কষ্ট না হ'লে আর একটা গান গাইলে হয়।

ভদ্রলোক একটি ভজন গাইলেন।

গাইবার পর বললেন—আমি সাধারণত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার একখানা শুনি।

কোন যন্ত্রপাতি না থাকাতে ভদ্রলোক আর একটি ভজন গেয়ে শেষ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর কয়েকজনের কাছে দশ টাকা ক'রে চান।

অনেকেই সংগ্রহ ক'রে দশ টাকা ক'রে এনে দিলেন।

শৈলেনদা সাত টাকা সংগ্রহ হবার পর বললেন, আমার এখনও কিছুটা বাকি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাজ হ'য়ে গেছে, তবে তুই চোটে-চোটে সবটা সংগ্রহ ক'রে তোর কাছে রেখে দে, আবার যখন প্রয়োজন হয় দিবি।

শৈলেনদা—বাকি তিন টাকা কাল সংগ্রহ করলে হবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই কাম সেরে ফেল্। সঙ্কল্পমত তখন-তখনই কাজ শেষ না করলে, মানুষ ঢিলে হ'য়ে পড়ে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

১৮ই মাঘ, ১৩৫৬, বুধবার (ইং ১।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে হাউজারম্যানদাকে বললেন—Sterile faith can seldom produce anything (বন্ধ্যা বিশ্বাস বিশেষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না)।

ঊষা-মার বাড়ীর একটা ঝি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাল যে, ঊষা-মা তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঊষা-মাকে ডেকে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঊষা-মা বললেন—ও তো একা নয়, ওর দুটো ছেলে আছে। তাছাড়া ও কোন কাজ করে না, কেবল রোগে ভোগে। এক বছর আছে, তার মধ্যে ন'-মাস ধ'রে ভুগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুড়ো গরুকে কি খেতে দেবে না? আমিও তো ষাট বছরের বুড়ো, অকর্ম্মণ্য, অসুখে ভুগি, কাপড়ভরে হেগে ফেলি। আটান্ন বছর খাটতে পেরেছি, এখন দু-বছর পারি না, আমাকে তাই খেতে দেবে না?

ঊষা-মা—আপনার সঙ্গে কার তুলনা ? আর ও বড় নোংরা। একে আমি নিজে অসুস্থ, তারপর ও জ্বালায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে যদি ছাড়িয়ে দিস্ সে আলাদা কথা। ও যদি তোর কাজ না করে এবং তখন যদি তোর সাধ্যমত তুই ওকে সাহায্য করিস্ তাহ'লে তো ওর জ্বালাবার প্রশ্ন আসে না।

পাকিস্তান-সম্বন্ধে জনৈক দাদা কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব'লে পদে-পদে হ'টে যাচ্ছি। আমরা যদি সংহত থাকতাম তাহ'লে দেশভাগ হ'তে পারত কিনা সন্দেহ।

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দদা বললেন—আজকাল caste system (জাতিভেদ-প্রথা) তুলে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ার চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই এক-একটা জাতি। প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। তোমার চেহারা ও প্রকৃতি কি আর একজনের মতো ? একজনকে কি জোর ক'রে আর একজনের মতো করা যায় ? মিল করতে গেলে এমন ব্যবস্থা করা লাগে যাতে মানুষগুলি এক আদর্শে অনুরক্ত হ'য়ে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহযোগিতা নিয়ে তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলে। কৃষ্টি বাদ দিয়ে জাতি বাঁচে না।

ব্রহ্মানন্দদা—কৃষ্টি মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টি মানে বাঁচতে বাড়তে যা' যা' বুঝতে হয়, জানতে হয়, করতে হয়, সেগুলির অনুশীলন করা।

ব্রহ্মানন্দদা—ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে তফাত কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম পরিপালনের ধারাবাহিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করাই কৃষ্টি।

এরপর শ্রীশ্রীবড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে কোলকাতায় যাবার জন্য রওনা হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাবধানে যেও। সবাইকে সাবধানে রেখো। দেখো যেন ট্রেন দুর্ঘটনা না হয়।

শ্রীশ্রীবড়মা—না, কিছু হবে না, তুমি ভাল থাকলেই হয়।

জনৈক দাদার প্রতিলোম বিবাহের ইচ্ছা। তিনি অনুমতি চাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে যে-কথা বলে তা' যদি কর, ভগবানের বিধান তোমাকে রেহাই দেবে না কিন্তু। বিপর্য্যয়কে যদি আমন্ত্রণ করতে চাও, সে-বিষয়ে আমি অনুমতি দিতে পারি কি করে ? নিজের অমঙ্গল তোমার কাছে প্রিয় হ'লেও, তোমার অমঙ্গল আমার কাছে অসহনীয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

১৯শে মাঘ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার (ইং ২। ২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে চৌকিতে ব'সে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অর্জ্জনপটুতা একটা বড় জিনিস। অবশ্য, শুধু অর্জ্জনপটুতাই সব নয়, তার সঙ্গে চাই সুসঙ্গত চরিত্র। আমি দেখেছি পরিশ্রমী কুলিরা সাধারণতঃ graduate (স্নাতক)-দের চাইতে অনেক বেশী উপায় করে। কিন্তু উপায় করলে কী হবে, এরা জানে না কিভাবে ব্যয় করতে হয়। সুখ-সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত বিকৃত। ওদের অনেকের মধ্যে মদ-গাঁজার নেশা, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি দেখা যায়। তাদের ধারণা প্রবৃত্তি-চাহিদাগুলিকে বেপরোয়াভাবে যতখানি প্রশ্রয় দেওয়া যায় ততই মানুষ সুখী হয়। কিন্তু এটা যে কতখানি সর্ব্বনাশা তা' তা'রা পরে বুঝলেও তখন আর ফিরতে পারে না। ফলে জীবনটা বরবাদ হয়ে যায়।

অবশ্য শুধু লেখাপড়া জানাটাই শিক্ষা নয়কো। ভাবা, বলা, করার সুসঙ্গতি এনে দেওয়াই শিক্ষা। ঐ যে কুলিদের কথা বললাম, যারা অত পরিশ্রমী তাদের যদি তথাকথিত লেখাপড়া শেখানো যায়, তাহ'লে ঐ পরিশ্রমের কাজকে তারা ঘৃণা করতে শেখে। ফলে তাদের অর্জ্জনপটুতা ক'মে যায়। তাই জাতকে বাঁচাতে গেলে সুসম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন।

কালিদাসদা (মজুমদার)—কুলিদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কুলিগিরি করতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃত্রিম শিক্ষার ফলে তাদের জৈবী-সংস্থিতির কর্ম্মমুখর রকমটা ভেঙে যায়। তার ফলে তারা চাকরি করা ছাড়া অন্য কোন পথ চোখে দেখতে পায় না। আজকালকার বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গোলামখানা ছাড়া আর কিছু নয়কো।

শরৎদা (হালদার)—গরীব মানুষ, অনেক ছেলেপিলে, খাটে-পেটে অথচ পেরে ওঠে না, এমন বহু দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরীবদের আবার ছেলেপিলে হয় বেশী। খাটে-পেটে অথচ নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারে না, তাই দারিদ্র্য আর ঘোচে না।

প্রফুল্ল—বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষি এবং কুটিরশিল্পের প্রবর্ত্তন এবং কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত সংগঠন যদি না করা যায়, তবে দেশের দারিদ্র্য ঘোচবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরায়ে দিতে হয়। আশ্রমে যেমন একটা গেঞ্জির কল successful (কৃতকার্য্য) হ'ল, সেখান থেকে তা' চারিয়ে গেল সারা পাবনায়। আর, সঙ্গে-সঙ্গে

সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা যাকে বলে, তার প্রবর্ত্তন করতে হয়। চরিত্র যদি না বদলায়, তবে মানুষের দুর্দ্দশা ঘোচে না। আমার ইচ্ছে ছিল প্রত্যেকটি কৃষকের গৃহে যাতে এক-একটা Cottage Industrial Unit (শিল্পকুটীর সংস্থা) গ'ড়ে ওঠে।

আমাদের যদি নতুন ক'রে আশ্রম হয়, ইট কাটার মেসিন কেনা লাগে যাতে লাখো-লাখো ইট পোড়া অবস্থায় বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি। আবার, কতকগুলি ভাল রাজমিস্ত্রী ও ছুতোর মিস্ত্রী এনে বসান লাগে, যাতে বাড়ীগুলি ঝপাঝপ হ'য়ে যায়। লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি এ-সব কাজ কিছুটা শিখে রাখে, তাহ'লে খুব ভাল হয়। আশ্রমে এক সময় আবালবৃদ্ধবনিতা কিভাবে ইট কাটত। সে যেন একটা উৎসব। আবার সেই হাওয়া ফিরিয়ে আনা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—দুটো জিনিস লাগে। একটা হল পারস্পরিক সহযোগিতা, সেটা কাজে ফুটিয়ে তুলতে হয়। আর একটা হল কৃষি, শিল্প এবং উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা। উৎপাদনের দিকে এত নজর দিতে হয় যাতে দেশে কোন জিনিসের অভাব না থাকে। আর, ঐ উৎপাদনের সঙ্গে একটা বড় কাজ হ'ল চারিত্র্য-সৃষ্টি। ঋত্বিকদের এই সবদিকেই নজর রেখে চলতে হবে। একটা নমুনা যা' মানুষের বোধগম্য হয়—তা' তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে হয় নিজেদের চেষ্টায়। আমি সরকারের সাহায্য না নিয়ে করতে বলি এইজন্য যাতে নিজেদের অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং অন্য আর দশজনেও বুঝতে পারে—নেংটে মানুষের সম্ভাব্যতা কতখানি, যদি তারা সাত্বত আদর্শের পদতলে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হয়।

সরকার করবে কী যদি আমরা নিজেরা না করি? পরমুখাপেক্ষিতা মোটেই ভাল নয়। আমরাই সব পারি এমনতর একটা আত্মবিশ্বাস গজিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

কম্যুনিজম সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের প্রবৃত্তিকে উস্কানি না দিয়ে তার বাঁচাবাড়ার স্পৃহাকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা লাগে। এমন একটা ঢেউ তোলা লাগে যাতে মানুষ সপরিবেশ বড় হ'য়ে ওঠার জন্য উদ্দাম হ'য়ে লাগে।

একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) থাকলে তার উপর দাঁড়িয়ে মানুষ দুঃখ-কষ্ট স'য়ে কিছু গ'ড়ে তুলতে পারে, প্রবৃত্তির উত্তেজনা রুখতে পারে। ধর্ম্ম যদি না মানে, কৃষ্টি যদি না মানে, শ্রদ্ধা যদি না চারায় তাহ'লে গঠনমূলক বুদ্ধি ও চেষ্টা খতম হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে গোলতাঁবুতে বসলেন।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল—যন্ত্রের সাহায্যে বেশীর ভাগ কাজকর্ম্ম হলে বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী বৃত্তি-নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজাত সংস্কারকে পোষণ দিলে উপযুক্ত লোকেরা আরও ভাল যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারবে। যন্ত্র হ'লে তারপরে তো মানুষ তা' চালাবে। যেমন টাইপ-রাইটার মেসিন—মানুষকে তো সেটা উদ্ভাবন করা লেগেছে। আর সেটা ক্রমোন্নত ক'রে তুলতে মানুষের মস্তিষ্কশক্তিরই প্রয়োজন। কাপড়ের কলে আজও ভাল তাঁতিদের সমাদর আছে। যার ভিতরে যে-বিষয়ে কর্ম্মকুশলতা আছে তা' বাড়িয়ে তোলার সুযোগ থাকাই ভাল। দেখতে হবে মানুষ যেন শুধু মেসিনম্যান না হয়। তার যোগ্যতা ও বিশেষ স্বাতন্ত্র্য যদি নষ্ট হয় তাহ'লে সে গেল।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আছেন। আজ পূর্ণিমার রাত। বাইরে বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না।

সুরবালা মা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জগদীশদা (শ্রীবাস্তব)-র খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

সুরবালা-মা বললেন—আমার সাধ্যমত করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরও চার-পাঁচ জন যদি আসে তাদেরও রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে হবে।

সুরবালা-মা—আমার শরীরে যদি কুলোয়, তাহ'লে আমার আপত্তি নেই, আমার এ-কাজ ভালই লাগে, তবে শরীরটা যে আগের মতো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—ম'রে গিয়েও পারা লাগবে। শরীর যদি যায়ই, তবে পরমপিতার কাজ করতে-করতে যাক।

সুরবালা-মা হেসে বললেন—আপনার দয়া থাকলে ঠিকই পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ার তো কোন খাঁকতি নেই। আমরা যে খেয়ালের সেবা করতে গিয়ে সব শক্তিই ফতুর ক'রে দিই। তাই তার সেবা আর ক'রে উঠতে পারি না।

পরে সুরবালা-মা বললেন—জগদীশনারায়ণ খুব ভাল লোক। সরল, অমায়িক ব্যবহার। মীরাকে বোনের মত ভালবাসে। পুজোর সময় একটা জামা দিয়েছে, যাবার সময় একটা স্যাণ্ডেল কিনে দিয়েছে। বাড়ী থেকে এসে আবার এক টাকা দিয়েছে মিষ্টি খেতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রীতির সঙ্গে কেউ কিছু দিলে মাথাপেতে নিও। কিন্তু পাওয়ার আশা রাখতে যেও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর রাত্রে দুটি বাণী দিলেন।

২০শে মাঘ, ১৩৫৬, শুক্রবার (ইং ৩। ২। ১৯৫০)

আজ সকালে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর সুস্থ নয়। তাই হাতমুখ ধুয়ে এসে ঘেরা গোলতাঁবুতে বসলেন।

ননীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুমার (বাগচি) মৃত্যুসংবাদ জানালেন। অনুমা মারা গেছেন নয়দিন আগে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এতদিন সংবাদ দেওয়া হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কবে মারা গেল, আমি তো জানি না।

ননীমা—কাল যে বৃহস্পতিবার গেল তার আগের বৃহস্পতিবারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে চ'লে যাবার আগে আমার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। আমাকে না জানিয়ে কোলকাতায় গেল, সেখান থেকে কি infection (সংক্রমণ) নিয়ে আসল, আর সেরে উঠল না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ ক'রে বললেন—নিবারণ (বাগচি) তো পাগল, তার কী হবে? তাকে এখন কে দেখবে?

ননীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন যে, অনুমার মার বিছানাপত্র কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই ননীমাকে বললেন—তুই তাকে একটা মশারি দিস্।

পরক্ষণে হরেনদা (বসু)-কে বললেন—যতীন দর্জীকে খবর দিস্, সে আস্‌লে তাকে দিয়ে কয়েকটা বালিশ, লেপ ও তোষক করাতে হবে।

কাল কোলকাতায় খুব ঝড় হ'য়ে গেছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরদা (বসু), হরিদা (গোস্বামী), ভুপেশদা (দত্ত) প্রমুখ আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন—বড়বৌ, বড়খোকা ওরা শীতের কাপড়-চোপড় ঠিকমত নিয়ে গেছে তো?

ওঁরা সব খবর সঠিক বলতে না পারায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভুপেশদাকে বললেন—সানুর কাছে খবর নে তো।

ভুপেশদা সানুদির কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে বললেন—নিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোস ক'রে বলতে লাগলেন—এমন দুরদৃষ্ট আমার, প্রাণপণে টেনেও মানুষকে শেষপর্য্যন্ত রাখতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পঙ্কজদার (সান্যাল) কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—চিকিৎসা ঠিকমত হয়েছে তো?

পঙ্কজদা—প্রথমে অনেকদিন পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি চলেছে। পরে বাড়াবাড়ি দেখে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতদিন পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি চালানো ঠিক হয়নি।

রমণদার (সাহা) মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—আমার ছেলের বউ আমার সঙ্গে

খুব দুর্ব্যবহার করে। এ কষ্ট আমি সইতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদেরও করণীয় আছে। পরের মেয়ে ঘরে এনে তাকে আপন ক'রে নিতে হয়। কথাই এমনভাবে বলতে হয় যাতে তার মন খুশী হ'য়ে যায়। লোকের কাছে বলতে হয়, আমার বৌ-এর মত কি বৌ আছে! কী দরদ, কী মায়া, কী মমতা। এইভাবে আমড়াগাছি করতে হয়। তখন ভিতরে যাই থাক, আপনিই ভাল ব্যবহার করতে শুরু করে। অবশ্য, সবাই যে এতে বশ হয়, তা' নয়। খারাপ প্রকৃতির মেয়েও যথেষ্ট আছে। যা' হোক, মানুষ খুশী হয়, কথায় ও সেবায়। কথা দিয়েই অনেকখানি কাবেজে আনা যায়। আর, ধীরে ধীরে বৌ-এর উপর কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হয়।

রমণদার মা—আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হয়তো খুব খারাপ। তাই বৌ এমন করে। আর, সবসময় বলে "ওর যা-কিছু সব ঠাকুরকে দেয়, আমরা ওকে দেব কেন?"

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যা' জান না, তা' টেনে আনতে যেও না। এই জন্মের দিকেই চেয়ে দেখ না কেন? তোমার এই জীবনের ব্যবহার যদি তৃপ্তিপ্রদ হ'ত তাদের কাছে, তুমি যদি কৌশলে চলতে পারতে তাদের সঙ্গে, তাহ'লে ব্যাপার অন্যরকম দাঁড়াত। তুমি কথাই ঠিকমত কইতে পার না।

আর, তুমি যে বলছিলে, ঠাকুরকে দাও ব'লে খোঁটা দেয়, কিন্তু তোমার ঠাকুর কি কিছুর প্রত্যাশী? তুমি হয়তো একটা টাকা দিয়ে প্রণাম করলে, তা' তোমার ঠাকুর চায় না। আবার, তোমাকে ফিরিয়েও দিতে পারে না। কারণ, তাতে তোমার অকল্যাণ হবে। এই তো কথা।

দীক্ষা-সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিকেরা যদি খুব নাম, ধ্যান, সদাচারপরায়ণ না হয় তাহ'লে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি। দীক্ষা দিতে গিয়ে কিছুটা শক্তিক্ষয় হয়ই। একটা লোককে ঘাড়ে ঠেলে উঠিয়ে নামিয়ে দেখ—হাত-পা কেমন অবশ-অবশ, ভার-ভার লাগে। তাই নামধ্যানের ভেতর-দিয়ে খুব charged (উদ্বুদ্ধ) থাকা চাই। তাহ'লে ঐ অর্জ্জিত শক্তি থেকেই কিছুটা যায়। নচেৎ আসল থেকে খরচ হ'লে তো মুশকিল।

বই-ছাপা সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—আমার বাণীর বইগুলি বের হবার আগে তোর বইগুলি (আলোচনা-প্রসঙ্গে) বের হওয়া দরকার। যখন আমার সামনে পড়িস তখন মনে ভাবি—আমার কথাগুলি কি এত সুন্দর! আমার যদি এমন হয়, তাহ'লে বাইরের লোকের কতখানি হয় তা' তো বুঝতেই পার। আর, শুনিও তো সবার কাছে। যা' কয় তাতে তো মনে হয় singularly effective,

beautiful and wonderful (অসাধারণ কার্য্যকরী, সুন্দর এবং বিস্ময়কর)। কোথাও ডাকে আলোচনা গেলে সবাই নাকি দল ধরে পড়তে শুরু ক'রে দেয়। একজন পড়ে আর দশজনে শোনে। যেন ভাগবতের আসর।

কালিদা (সেন)—আপনি যা' বলেন তা' তো idealism (আদর্শবাদ)—কিন্তু বাস্তবে তা' হওয়া বা করা সুদূরপরাহত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Idealism (আদর্শবাদ) না থাকলে materialise (বাস্তবায়িত) হয় কি? Idealism (আদর্শবাদ)-ই materialised (বাস্তবায়িত) হয়, আর তাকেই বলে becoming (বিবর্দ্ধন)। আগে যেমন পেনিসিলিন ছিল না, তখন চেষ্টা হ'ল অমন কিছু পাবার, যাতে বহু রোগ আরোগ্য হ'তে পারে। প্রথমে মাথায় চিন্তাটা আসায় পরে তদনুপাতিক চেষ্টা হয়েছে এবং সেই চেষ্টা সফল হয়েছে, পেনিসিলিনের আবিষ্কারে। মানুষের মাথায় যদি উন্নতির স্বপ্ন না থাকে তাহ'লে মানুষ অগ্রসর হবে কেমন ক'রে? Idealism (আদর্শবাদ) না থাকলে stagnation (নিথরভাব) এসে যায়। তা' থেকে এসে যায় মৃত্যু। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা Idealism (আদর্শবাদ) নিয়ে বৃদ্ধির পথে চলি, তা' ডাক্তারীই হোক আর যাই হোক। যাদের কোন idealism (আদর্শবাদ) নেই তাদের অগ্রগতি খতম হ'য়ে যায়। তখন অবনতি হ'তে সুরু করে। আর, এই অবনতি ক্রমবর্দ্ধমান হ'য়ে চললে মানুষ নিঃশেষ হবার দিকে চলতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সারাদিন ধরে বহু বাণী দিলেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে তাঁর বিছানায় উপবিষ্ট।

শরৎদা (হালদার), অজয়দা (গাংগুলী), প্যারীদা (নন্দী), সুরেনদা (শূর), কালিদা (সেন), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকেই তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। মায়েদের মধ্যেও অনেকে আছেন।

কথাপ্রসংগে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির স্বীকৃতির ভেতর-দিয়ে একটা World unity of nations (পৃথিবীর সর্ব্বজাতির ঐক্য) হ'য়ে যেতে পারে। আর, তা' যদি হয় সেটা হবে বাস্তব। শুধু ভাবের বা মনের মিল নয়, স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও বহু দেশের লোকের মধ্যে আচার-আচরণের সাত্বত সংগতিও এর ভিতর-দিয়ে ফুটে উঠবে।

পরে অন্য কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেকের উত্তাপ আছে কিন্তু দীপ্তি নেই। আবার অনেকের দীপ্তি আছে কিন্তু তারা প্রকৃত উদ্দীপনা যোগাতে পারে না। বাইরের glamour (জলুস) দেখিয়েই তারা বাজীমাৎ করে। তাদের কাছ থেকে মানুষ যে খুব একটা কিছু পায় তা' না, খানিকটা মোহাবিষ্ট হ'য়ে তাদের পিছনে-

পিছনে ঘোরে। আপনারা কিন্তু মানুষকে উদ্বুদ্ধ যথেষ্ট করছেন, কিন্তু আপনাদের দীপ্তি কম। তাই লোকের উপর প্রভাব হচ্ছে না ততখানি। তাপ ও দীপ্তি একসঙ্গে যদি থাকে তাহ'লে জেল্লা বাড়ে, মানুষ ভেড়ে, কাজও ভাল হয়। তথাকথিত নেতারা জেল্লার ভাঁওতার উপরই দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষ তাদের কাছ থেকে সত্তাপোষণী রসদ খুব কমই পায়।

শরৎদা—দেশের যা' অবস্থা তা'তে খুব চিন্তা হয়। তবে ভগবানের মার, দুনিয়ার বার। তাছাড়া ভরসা দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান বলতেই আমি বুঝি concentricity (সুকেন্দ্রিকতা)। ব্যষ্টি ও সমষ্টি সুকেন্দ্রিক ও সংহত হ'লে তা' থেকে শক্তির আবির্ভাব হয়ই এবং তারা অনেক কিছু করতেও পারে। মহাভারতে আছে—যথা ধর্ম তথা জয়, এটা একটা চিরন্তন বিধান।

জনসাধারণ সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভারতে এবং পাকিস্তানে দুই জায়গাতেই ব্যক্তিগতভাবে ভাল লোকের অভাব নেই। কিন্তু সেই ভাল লোকগুলির প্রভাব সাকুল্যে কতখানি তা' দেখতে হবে। সংঘবদ্ধ না হ'লে একক মানুষের প্রভাব তেমন হয় না। অবশ্য, সে হয়তো সৎভাবে চলে এবং কিছু লোক তাকে শ্রদ্ধা করে।

বিধুদা (রায়চৌধুরী) বললেন—আমি ওদেশে আছি আপনার উপর নির্ভর ক'রে। আপনার দয়াই আমাকে রক্ষা করবে এই আমি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি নির্ভর করেন, কিন্তু নির্বোধের মতো চলবেন না, সুযোগ নেন কিন্তু তাই করতে গিয়ে বিপন্ন করবেন না নিজেকে।

২১শে মাঘ, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ৪।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের সামনে সেগুন গাছের তলায় চৌকিতে বসা। চৌকির নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা, সামনে পিকদানি, গাড়ু, গামছা। একপাশে ছোট একটি পিঁড়ির 'পর রেকাব দিয়ে ঢাকা রুপার জলের ঘটি, রুপার সুপারির কৌটা ও দাঁতখুটুনি, পিছনের দিকে টিকে-তামাক প্রভৃতি।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) মাঝে-মাঝে তামাক সেজে দিচ্ছেন, জল, সুপারি প্রভৃতি দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানাটি সাদা ধবধবে। চৌকির উপর সতরঞ্চ, তোষক ও তার উপর একটি দুগ্ধশুভ্র চাদর পাতা, বিছানার উপর কয়েকখানি রুমাল ও ছোট ঝাড়ন। বিছানায় আছে একটা তাকিয়া বালিশ ও একটা কোলবালিশ—সব ফুটফুটে সাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে একটা আদ্দির ফতুয়া ও চাদর—

সবগুলি বলাকার মত শুভ্র।

গাছের ছায়ার ফাঁক দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে রোদ এসে পড়েছে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের দাড়ি কামানো হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গৌরবর্ণ এখন যেন তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে শুভ্রবেশ পরিহিত যতিরা ব'সে আছেন। সবটা মিলে তাঁকে ঘিরে একটি উজ্জ্বল, নির্মল, শুভ্রতা ও স্বচ্ছতা ঝলমল করছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিকদের হওয়া চাই পুরোধা যাকে বলে ঠিক তাই। পুরোধা মানে হল পুরোহিত। তারাই জনগণের এবং দেশের কল্যাণের ধারক ও বাহক, পোষক ও পালক। কয়েকজন খাঁটি ঋত্বিক্ যদি হয়, তাহ'লে শুধু ভারত নয় সারা দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিতে পারে। তাদের চরিত্র ও চেহারাই কথা কইবে। তা' দেখেই মানুষ মোহিত হ'য়ে যাবে।

শরৎদা (হালদার)—আপনি যেমন চান তা' আমরা হ'তে পারলাম কই!

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন—এখনই উল্টো পাক দিতে শুরু করেছেন? হওয়ার ইচ্ছা থাকলে মানুষ করে, হওয়ার অনুকূল সঙ্কল্প গ্রহণ করে এবং কথাও তেমন বলে। নেতিবাচক কথা যখন বলেন, তখন মনে হয় যেন আপনারা হ'তে চান না। কথাগুলি মন্ত্রের মত কাজ করে। এ-কথা বললেন না কেন, হব, করব। আপনাদের মনের মধ্যে বলই কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বাণী দিতে শুরু করলেন। সারাদিনে আটটি বাণী দিলেন।

২২শে মাঘ, ১৩৫৬, রবিবার (ইং ৫।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে আছেন। কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

যোগেনদা (হালদার) গিরিডি থেকে এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

উক্ত দাদা—পাপ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রক্ষা থেকে পতিত করে যা', তাই পাপ। বাড়াকে সঙ্কুচিত করে যা', তাই নরক। পাপ মানে যা' জীবনকে ক্ষয় করে। পাপ তিন রকমের—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক। বাঁচা-বাড়ার পথে চলতে গেলেই ইষ্ট লাগে, যাঁর সঙ্গে আমরা অনুরাগরজ্জু দিয়ে বাঁধা থাকি। নইলে প্রবৃত্তি আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

যোগেনদা বললেন—উনি ভোরে উঠে physical exercise (ব্যায়াম) করেন আখড়ায় গিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালে উঠে আগে যা' করা লাগে তা'হল existence (অস্তিত্ব)-এর exercise (অনুশীলন) অর্থাৎ তপস্যা বা ভগবানের নাম। শুধু শরীরকে বাড়ালেই হবে না, তার সঙ্গে মন এবং আত্মার পোষণ করা চাই। শরীর, মন, আত্মা একযোগে সুস্থ ও সক্রিয় থাকলে তার ভিতর দিয়েই হয় প্রকৃত evolution (বিবর্ত্তন)। আর, পারিপার্শ্বিকের খোঁজ-খবর নেওয়া লাগে, সেবা করা লাগে। এও অবশ্য করণীয়। এরফলে মানুষ আপন হ'য়ে ওঠে। তখন তারা প্রীতির সঙ্গে কত কী দেয়, সে প্রীতি-অবদান বড়ই মিষ্টি। মানুষের মত সম্পদ আর হয় না।

উক্ত দাদা কোলিয়ারী এলাকায় থাকেন। তিনি সাধ্যমত পরিবেশের জন্য করেন, সে কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলির ছেলের অসুখ করেছে, আপনি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, নিজের ছেলের বেলায় মানুষ যেমন করে তেমন সযত্ন চেষ্টায় তাকে সারিয়ে তুললেন। আপনি যদি তাকে বাঁচান, সে যদি অস্বাভাবিক কিছু না হয়, তাহ'লে তারও প্রবৃত্তি হবে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা। আমরা পরস্পর পরস্পরকে যত দেখি, তত আমাদের সবারই সম্পদ বেড়ে চলে।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুরা কিন্তু পৌত্তলিক নয়। তারা হল Hero-Worshipper (বীরপূজারী), দেবতা-পূজারী। দেবতা মানে দীপ্তিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। আবার, বিশেষ-বিশেষ ভাবের প্রতীক রূপে দেবতা সম্বন্ধে কল্পনাও করা হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—আমাদের মুখ্য করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সাধনই মুখ্য করে চলতে হবে জীবনে। তা' যদি করি তখন আমরা অহং দ্বারা চালিত হব না, প্রবৃত্তি আমাদের ক্ষতবিক্ষত করতে পারবে না। আমাদের vital flow (জীবনস্রোত) বেড়ে চলবে, আমাদের ভালবাসা সবার উপর ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর তুষ্টিপুষ্টির জন্য আমরা সবাইকে যদি আপন ক'রে তুলি, তাদের সাধ্যমত সেবা করি, এর ভিতর-দিয়ে ব্রহ্মানুভূতির পথ ধীরে-ধীরে খুলে যেতে থাকে। কারণ, এমনি ক'রেই টানটা ভূমায়িত হয়। ব্যাপার অত্যন্ত সহজ। ক'রে দেখলেই হয়। করতে-করতে আনন্দের নেশা ধ'রে যায়।

২৩শে মাঘ, ১৩৫৬, সোমবার (ইং ৬। ২। ১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুনীল ভাই (চ্যাটার্জ্জী) প্রমুখ কাছে আছেন।

সুনীল ভাই পারিবারিক অভাব-অভিযোগের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) থেকে নিজে বাঁচ, পরিবারের আর সবাইকে বাঁচাও, তা' না হলে রেহাই পাবে না। কথাই ঠিকমত ক'রে কইতে জানে না অনেকে। আমার কথার ধাঁচই অন্যরকম হ'য়ে গেছে। বলি যতটুকু, তার চেয়ে করি বেশী। যদি কিছু বলি সেটা না ক'রেই পারি না, গলার নলি চেপে কে যেন করিয়ে নেয়।

যেখানে দিতে পারব কিনা সন্দেহ থাকত সেখানে ক'য়েই নিতাম—'ভাই, আমার প্রয়োজন, পারিস তো দে।' সে হয়তো এমনিই দিত। আমি হয়তো পরে সুযোগ-মত টাকাটা দিতে গেলে সে হয়তো বলত, তুমি দিলে দুঃখিত হব, আমি তখন বলতাম—তুমি না নিলে দুঃখিত হব। তখন হয়তো সে নিত, কিন্তু খুব শ্রদ্ধা বেড়ে যেত, আমাকে আরও দেবার আগ্রহ উদগ্র হয়ে উঠত।

শরৎদা—আপনার কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি গোড়ায়ই ঠাকুর ব'লে পরিচিত ছিলাম না। আমাকে তো আপনাদের পথেই চলা লেগেছে। পায়খানা পরিষ্কার করা লেগেছে, মাটি কাটা লেগেছে, প্রতিষ্ঠানগুলি গড়া লেগেছে, এতে টাকাও লেগেছে। টাকশাল তো ছিল না। আপনারা যে-পথে চলেন, আমাকেও সেই পথে চলা লেগেছে। অলৌকিকভাবে কিছু গ'ড়ে ওঠেনি। বাস্তবভাবে ক'রে-ক'রে এগোতে হয়েছে।

আমিও তো একসময় ডাক্তারি করেছি। আয়-ব্যয় করেছি, দায়-অদায় চালিয়েছি। নিজের সংসার ও আরও দশজনকে নিয়ে চলেছি। কত কাজ করেছি কিন্তু ধারের ধার ধারিনি। এমনিই চেয়ে নিয়েছি। কারও কাছ থেকে এক পয়সা নিলে আমার বুদ্ধি থাকত কেমন ক'রে সে একশ' পয়সা পায়। তোমরাও কর, প্রথমে কষ্ট হলেও পরে ভালভাবেই পারবে।

বিশিষ্ট একজনের পদস্খলন সম্বন্ধে কথা উঠল।

কালিদাসদা সেই প্রসঙ্গে বললেন—বরাবর ঠিক রাখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক রাখা যায় না—যখন নিজের থেকে প্রবৃত্তির কদর বেশী হয়। কিশোরী বলত, প্রত্যেকটি মানুষ আমার ব্যাঙ্ক। সেই ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ হবে সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।

শরৎদা—Distorted libido (বিকৃত সুরত)-এর লক্ষণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর এতরকম রূপ আছে যে বলে শেষ করা যায় না। তারা ভাবে একরকম, করে আর একরকম। Unchaste affinity (পঙ্কিল টান) থেকে এর আরম্ভ। যৌনবিকৃতিই এর মূলে। একজনকে হয়তো ভালবাসি, তাকে পেলাম না, তখন যাকে ভালবাসি না তার প্রতি ঝুঁকে ঐ সাধ পূরণ করতে চাইলাম। যাকে ভালবাসতাম তাকে না পাওয়ায় হয়তো বলতে শুরু করলাম, ওকে আমি দুই চোখে দেখতেই পারি না। আবার যাকে সত্যিই দেখতে পারি না, সেক্ষেত্রে হয়তো বলছি ও দেখাচ্ছি যে তাকে ছাড়া আমার দিন চলে না। এইভাবে চলল—একের পর এক ফাটল সৃষ্টি হ'য়ে চলতে লাগল। মোটপর চরিত্রে কোন সঙ্গতি থাকে না। হয়তো খুব সাধু, মুখে বেদান্ত বলছে, তারপর অসংযতভাবে আহার-বিহার করছে।

শরৎদা—ভণ্ডামি কি সুরতের বিকৃতি থেকে আসে, না দ্বন্দ্বীবৃত্তি থেকে আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দুটোর থেকে এবং অন্য কারণেও এর উদ্ভব হতে পারে। মোটপর ভিতরে বদমাল চাপা থাকলেই মানুষ ভণ্ড হয়ে ওঠে। অনেকে সচেতনভাবে ভণ্ডামি করে। অনেকে ভণ্ডামি ক'রেও টের পায় না যে, সে ভণ্ডামি করছে। তার ধারণা সে যা' করছে, সে খুব ঠিকই করছে। এই পরেরটা খুব গহিন অবস্থা।

পরে পূজনীয় বড়দা আসলেন। তাঁকে অনেকগুলি বাণী প'ড়ে শোনানো হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—প্রফুল্ল আলোচনা-প্রসঙ্গে তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফেললে ভাল হয়। জিনিসগুলি একেবারে supernatural (অতিপ্রাকৃত)। ওর কানটাও তেমনি। ভগবান সেইভাবেই সৃষ্টি ক'রে পাঠিয়েছেন এই কাজ করবে ব'লে। যে কলমটায় কথাগুলি লিখছে, বাণীগুলি লিখছে তাকে কওয়া যায় পুণ্য-লেখনী। এটা রেখে দেওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

২৪শে মাঘ, ১৩৫৬, মঙ্গলবার (ইং ৭।২।১৯৫০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে চৌকিতে বসা।

যতিরা কাছে আছেন।

বীরেনদা (মিত্র) কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছেন—শহরতলিতে ছোটখাট বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক গোলমাল দেখা দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নেতারা এগুলি যদি গোড়া থেকে ঠিকভাবে পরিচালনা না করেন তাহ'লে পরে আয়ত্তের বাইরে চ'লে যেতে পারে।

বিজয়দা (মজুমদার) শ্রীশ্রীঠাকুরের টাকা ভেঙে ফেলেছেন এবং চিঠিতে সেই

কথা জানিয়ে প্রার্থনা করেছেন যাতে কোন বিপদে না পড়েন। চিঠির মর্ম শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—এইসব কথা শুনলে আমার ভয় করে। বিপদের পথ আলগা ক'রে দিয়ে বিপদকে ঠেকানো যায় না। এগুলি বড় খারাপ লক্ষণ। তবু যে নিজের ভুল সম্বন্ধে সজাগ আছে, সেটা মন্দের ভাল।

একজন দাদা বললেন—আমার ছেলে পড়তে চায় না, কিন্তু তার মটো লেখার দিকে খুব ঝোঁক, অথচ পড়ার কথা বললে পড়বে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে পড়ার জন্য তাড়না করিস না। ঐ মটো লেখানোর ভিতর-দিয়ে আস্তে-আস্তে পড়াশুনার অবতারণা করিস। আর, ঐভাবে পড়ার লোভ ধরিয়ে দিস—বলিস, তুই একবার ম্যাট্রিকটা যদি পাস করতে পারিস তখন দেখবি বড় আর্টিস্ট হওয়ার পথ খুলে গেল। একটু লেখাপড়া শিখলে আরও অনেক ভালভাবে এই কাজ তুই করতে পারবি। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। তুই নাম-করা শিল্পী হ'লে আমার খুব ভাল লাগবে।

অজয়দা (গাঙ্গুলী)—যম মানে কী ? তাকে ধর্ম্মরাজ বলে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যম মানে সংযম। সংযত হ'য়ে না চললে ধর্ম্ম পরিপালন করা যায় না।

অজয়দা—ধর্ম্মরাজের সঙ্গে জীবনের পরপারের সম্পর্ক কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মরাজ মানে King of uphold i. e. uphold of supreme energy (ধৃতির রাজা, ধৃতি বলতে বোঝায় পরমশক্তিকে ধারণ ক'রে চলা)। ধর্ম্মকে যে পরিপালন করে যেমন, ধর্ম্ম তাকে পুরস্কৃতও করে তেমন। আবার, জীবন স্রোতকে যে দমিত ও রুদ্ধ ক'রে দেয় তাকেও বলে যম, অর্থাৎ শমন।

অজয়দা—যম কি তাহলে আমাদের পক্ষে শুভকারী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মরাজ যখন, তখন তিনি শুভ। অর্থাৎ মানুষ যখন প্রবৃত্তি-সংযমের পথে চ'লে জীবনকে সংহত ও শক্তিমান ক'রে তোলে, সেইটেকে বলা যায় যমের শুভশক্তি। আবার, যখন মানুষ প্রবৃত্তিমুখী চলনে চ'লে তার জীবনকে অকালে খতম ক'রে দেয় তখন তা' শমনের মত কাজ করে এবং তা' অশুভ।

অজয়দা—মৃত্যু থেকে অমৃত বহন করার প্রার্থনা আছে, সে কেমন ক'রে সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গবেষণার দ্বারা, যত্নের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি যখন, তখন তা' থেকে আমরা অমৃত পাই। মৃত্যুকে বহাল তবিয়তে রাজত্ব করতে দিলে তা' থেকে অমৃত আহরণ করা হয় না। মৃত্যুকে জয় করার স্বপ্ন, সাধ যত বিধিমাফিক সক্রিয় হ'য়ে ওঠে ততই আমরা অমৃত আহরণের পথে চলি।

প্রবোধদা (মিত্র)—চেতনা কি বাইরে ব্যাপ্ত আছে? আমাদের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের একটা জৈবী সংস্থিতি থাকে, সেইটেই হয় জীবনস্রোতের আশ্রয়। তার মধ্যে অনুস্যূত থাকে সৎ-চিৎ-আনন্দ—জীবন-যশ-বৃদ্ধির আকূতি। জীবন-প্রবাহ সমন্বিত সংস্থিতি যেখানে, তারই থাকে সাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা। তাকেই বলে চেতনা। এই সংস্থিতিটা ভেঙে গেলে তখন চেতনা ক্রিয়া করার সুযোগ পায় না। যেমন, বাইরে তো কত জায়গায় বাষ্প আছে, সে-বাষ্পের শক্তি আমরা অনুভব করতে পারি না যদি সেই বাষ্প একটা যন্ত্র যথা ইঞ্জিন—তার ভিতর-দিয়ে পরিচালিত না করি। Electricity (বিদ্যুৎ) যেমন সর্বত্রই আছে। কিন্তু যখন কোন সুপরিকল্পিত আধারের মধ্যে-দিয়ে তাকে পাই, তখনই আমরা তার কার্যকারিতা অনুভব করতে পারি।

প্রবোধদা—আত্মা ও জীবন-প্রবাহ কি এক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা কথার মানে—যা' নিরন্তর চলছে।

প্রবোধদা—মরার পর তো সংস্থিতি থাকে না, সেখানে আত্মার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ মরার সময় যে-চিন্তা নিয়ে যায়, সেই চিন্তা ও চিৎ-কণায় আত্মা আবদ্ধ থাকে। নিজের সঙ্গে সঙ্গতিশীল কিছু পেলে সেখানে তার পুনরায় আবির্ভাব হ'তে পারে।

প্রবোধদা—আমাদের মধ্যে তো বহুরকম ভাব। মরার সময় কোন্ ভাবটা থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার প্রতি আমি intensely attached (গভীরভাবে অনুরক্ত), যে attachment (অনুরাগ) আমার আর সব ভাবকে control (নিয়ন্ত্রিত) করে, সেই অনুরাগের সঙ্গে আমার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী জড়িত ভাব নিয়েই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। আবার তজ্জাতীয় ভাব নিয়েই পরে আসব। তাই আমি এত ক'রে বলি—

> ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন
> ছিন্ন ভিন্ন তার জীবন।

ইষ্টের চাইতে অন্য কিছুকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া মানে প্রবৃত্তিপন্থী হ'য়ে নিজের ক্ষতি সাধন করা। তাতে মানব-জীবনের মোক্ষম উদ্দেশ্য যা' তা' সার্থক হতে পারে না।

অনেকে কলকাতায় যাবার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে বলেছেন—যেতে হলে যাবে, কিন্তু কলকাতায় ছোরা-

মারামারি হচ্ছে। খুব সাবধান।

সুধীরদা (দাস) এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—কলকাতায় ছোরা মারছে, ভুবনকে লিখে দে খুব সাবধানে যেন চলাফেরা করে।

সুধীরদা দাঁড়িয়ে অন্য কথা শুনছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঝাঁকি মেরে বললেন—যা, আগে তুই লিখেই দিয়ে আয়, এখনই যা।

কাজলভাই আজ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দবাজারে খাবেন। সেই কথা পূজনীয়া ছোটমা ও কালিদাসী মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

ছোটমা আরও বললেন—কাজল বলে, আমার জিনিস মানে সকলের জিনিস। আমার জিনিসের উপর সকলেরই অধিকার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' করেছি ও ওর মতো ক'রে সেইরকম করছে। এই চলন বজায় রাখলে অনেক কিছুই করতে পারবে।

এরপর স্পেন্সারদা ও হাউজারম্যানদা আসলেন।

অবসাদ কেমন ক'রে তাড়াতে হয় সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে উল্লাস থাকলে যেমন করে, জোর ক'রে তেমনি করতে হয় তেমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে। (বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর পার্শ্বে উপবিষ্ট অজয়দাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন ক'রে তার পিঠ চাপড়ে দেখালেন।)

তাঁর সে সময়কার প্রীতি-বিগলিত ভঙ্গিমা অবর্ণনীয়। যেন এক স্বর্গসুষমার ছবি ফুটে উঠল মাটির পৃথিবীতে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি আশ্রমে উপবিষ্ট।

হাউজারম্যানদা বললেন—আলমারিতে আমার স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত টাকা ছিল। আলমারিতে তালা দেওয়া ছিল না ব'লে সেই উদ্বৃত্ত পঞ্চাশ টাকা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা তোমার সতর্কতার অভাব।

হাউজারম্যানদা—চরিত্রে অনেক কিছুরই তো অভাব আছে। কত শোধরাবো বলেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কোন একটা অঙ্গ যদি পঙ্গু হয়, তাহ'লে সেটা যেমন আমার পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের বুদ্ধি বা চালনার মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে এবং তা' যদি সংশোধন না করি তবে তাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হই। নিজেকে বিচার-বিশ্লেষণ ও সংশোধন ক'রে যদি চলতে থাকি তবে our consciousness will be bedewed with the conscience (আমাদের চেতনা বিবেক-সমন্বিত হয়ে উঠবে।)

হাউজারম্যানদা—এসব ভাবতে গেলে তো খালি অস্বস্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি হলে বুঝতে হবে ঠিক-ঠিক ভাবা হচ্ছে না। আমরা দেখি, শুনি, চলি, তার মধ্যে তো দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। যেটা অন্যায় ব'লে বুঝলাম সেটা তখনই সংশোধন করলাম। কিন্তু যারা দুশ্চিন্তা নিয়েই থাকে তাদের সংশোধন করা আর হয় না। আফসোসই হয় সম্বল। একটা মানুষ নিজের প্রতি কঠোর হ'লেও তার ভিতর অশান্তি থাকে না যদি আত্মসংশোধনের প্রবণতা সক্রিয় ও প্রবল হয়। তবে নূতন অভ্যাস কিছু করতে গেলে কিছুটা কষ্ট হয়ই। তার জন্য ভাবতে নেই কিছু।

কালিদাসদা কোলকাতায় যাবার প্রাক্কালে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বললেন—যা' বলেছি সেইভাবে সব ঠিকমত করা চাই। না-করা বা অ-করাজনিত বাধাগুলিকে অতিক্রম ক'রে পারাটাকে আহরণ ক'রে নিয়ে কৃতী হ'য়ে আস। খুশী হব।

কথাগুলি বলে শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসদার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

কালিদাসদার চোখ-দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।